বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৬ সংখ্যা-০৯ সেপ্টেম্বর - ২০২৩

Construction workers with no safety gear are building a footbridge over Dhaka-Aricha highway near Savar Bank Town. In the absence of regulation, such unnecessary risk-taking is all too common in Bangladesh.

PHOTO: PALASH KHAN

যুগান্তর দেশ রূপান্তর The Financial Express

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১,৪১০২০২৮২,৪১০২০২৮৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠাঃ
শোভন কাজ	০৩ - ৫৫
শ্রম বাজার	৫৬ - ৮৩
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৮৪ - ১০৫
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০৬ - ১১৫
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১১৬ - ১২৭
সংবাদপত্রে বিল্স	১২৮ - ১৩১
ফাইল ডকুমেন্ট	১৩২ - ১৩৩

যুগান্তর
শুক্রবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১৭ ভাদ্র ১৪৩০

সাগরে নিখোঁজ ৪২ জেলে

শিপু ফরাজী, *চরফ্যাশন (ভোলা)*

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন চরফ্যাশনের উপকূলের প্রায় ৫০ হাজার জেলে। কিন্তু জেলেদের জন্য নেই কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম। ফলে সমুদ্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিবছরই বাড়ছে প্রাণহানির ঘটনা। জানা যায়, ২০২২ সালের অক্টোবরে মা ইলিশ মাছ রক্ষা অভিযানের মধ্যেই ভোলার শতাধিক ট্রলার সাগরে পাঠায় মালিক পক্ষ। ২৪ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কবলে পড়ে এসব ট্রলারের মধ্যে সাতটি ডুবে যায়। এতে এসব ট্রলারের ৭৮ জন জেলে নিখোঁজ হন। এর মধ্যে ভারতের কারাগার থেকে দুদফায় ৩৬ জন জেলে উদ্ধার হলেও গত ১০ মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছেন ৪২ জন। অভিযোগ রয়েছে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা কিংবা বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বেশি লোভের আশায় জেলেদেরকে সাগরে পাঠান ট্রলার ও আড়ত মালিকরা। মালিকের লোভের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে নিখোঁজ বা মৃত জেলের লাশ উদ্ধারে পর্যন্ত সহযোগিতায় মালিকদের পাশে পাওয়া যায় না। চলতি বছর সাগরে মাছ ধরার ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরতে গিয়ে গত ২৫ জুন ১৩ মাঝিমাল্লাসহ চরফ্যাশনের সামরাজ ঘাটের জাহাঙ্গীর মাঝির ট্রলার ডুবে যায়। এরপর গাফিলতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার পর জাহাঙ্গীর মাঝি ও তার ছেলে আব্দুল গনিকে অন্য জেলেরা জীবিত উদ্ধার করেন। ২৮ জুন জাকির, রফিকুল ইসলাম, আনোয়ার ও জাকির-২ নামে আরও চার জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয় সাগর থেকে। এ ঘটনার ছয় দিন পর সাগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিখোঁজ শরীফ, মোহাম্মদ হারুন, আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, ফজলে রিম, নূর ইসলাম, মো. শিহাব ও রহিম মাঝির লাশ উদ্ধার করেন স্বজনরা। এদের সবার বাড়ি চরফ্যাশন। পরিবারের অভিযোগ, ট্রলার ও আড়ত মালিকদের অসহযোগিতা, প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও ট্রলারের অভাবে দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার তাৎপরতা চালানো সম্ভব হয়নি। নিহত নূর ইসলামের ভাই মো. রফিকের অভিযোগ, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আড়ত মালিক জয়নাল মিয়া ট্রলার দিয়ে সহযোগিতার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত করেননি। সে সময় উদ্ধার অভিযান চালানো হলে সবাইকে জীবিত উদ্ধার করা যেত। নিহত শিহাবের চাচা সিরাজ জানান, আড়তদার জ্বালানি তেল দেওয়ার কথা বলে দুদিন ঘুরিয়েছেন। পরে বিভিন্ন জেলে ও ট্রলার থেকে তেল তুলে সাহায্য নিয়ে তারা সাগরে উদ্ধার

> ১০ মাসেও উদ্ধার নেই
>
> বৈরী আবহাওয়া ও সরকারি নিষেধাজ্ঞা মানছেন না ভোলার ট্রলার মালিকরা

তৎপরতা চালিয়ে পাঁচ দিন পর পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন থেকে কোনো সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ করেন রহিম মাঝে ছেলে মিলন। ২০২২ সালের অক্টোবরে মা ইলিশ মাছ রক্ষা অভিযানের মধ্যেই ভোলার শতাধিক ট্রলার সাগরে পাঠায় মালিক পক্ষ। ২৪ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কবলে পড়ে এসব ট্রলারের মধ্যে সাতটি ডুবে যায়। এর মধ্যে নুসরাত ট্রলারের ২০ জন, শারমিন ট্রলারের আট জন, এফবি তিন্নি ট্রলারের ছয়জন, এফবি আম্মাজান ট্রলারের ১১ জনসহ ৭৮ জন জেলে নিখোঁজ হন। এর মধ্যে ভারতের কারাগার থেকে দুদফায় ৩৬ জন জেলে উদ্ধার হলেও এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৪২ জন। নিখোঁজদের বাড়ি চরফ্যাশন ও মনপুরা উপজেলায়। সিত্রাংয়ে চরফ্যাশনের মায়া ব্রিজ এলাকার মনির মাঝির ট্রলারটি ২২ মাঝিমাল্লা নিয়ে ডুবে যায়। এর মধ্যে কাউকেই এখনো পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার দীর্ঘ ১০ মাস অতিবাহিত হওয়ায় তাদের জীবিত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছেন এদের স্বজনরা। নিখোঁজ মনির মাঝির স্ত্রী নুসরাত বেগম জানান, মালিক পক্ষ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সাগরে মাছ ধরার নামে তাদের মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার বা মালিক পক্ষ নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপরতা চালায়নি। দুর্ঘটনার পর থেকে এসব পরিবার অভাবের মধ্যে থাকলেও তাদের খোঁজ কেউ নেয়নি। মনির মাঝির ট্রলারে ছিলেন চরফ্যাশনের নাংলাপাতা গ্রামের তৈয়ব, কবীর ও আবুল কাশেম। তারা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাদের অনুপস্থিতিতে পরিবারে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা। নিখোঁজ আবুল কাশেমের ভাই মিজান অভিযোগ করে বলেন, মালিক পক্ষের লোভের কারণে তারা এখন নিঃস্ব। সাগরে গিয়ে প্রাণ গেলে বিচার বা সাহায্য কিছুই পান না। একই এলাকার ট্রলারচালক নূরুল ইসলাম সিত্রাংয়ের কবল থেকে বেঁচে ফিরেছেন। তিনি জানান, নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ম্যানেজ করে ট্রলার সাগরে পাঠানো হয়েছে। মহাজনের কাছ থেকে দাদন নেওয়ার কারণে ঝুঁকির মধ্য সাগরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকেই। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি চরফ্যাশন উপজেলার সভাপতি মো. সোহাগ জানান, মালিক পক্ষের লোভের কারণে সাগরে জেলেদের সলিল সমাধির ঘটনা বেড়ে চলছে। সাগরে ডুবে নিখোঁজ জেলে পরিবারের দুর্দশা লাঘবে সরকার ও মালিকদের কেউই এগিয়ে আসে না। চরফ্যাশন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. মারুফ মিনার জানান, জেলেদের উদ্ধারে সাগরে যাওয়ার মতো যানবাহন নেই তাদের। তারপরও জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও দুর্ঘটনা এড়াতে সচেতনতার পাশাপাশি আইন প্রয়োগ[illegible]।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৯ ভাদ্র ১৪৩০
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

উৎপাদন ব্যাহত

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ

■ সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে দেশের বৃহত্তম সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায়। ফলে উৎপাদন নেমে এসেছে অর্ধেকে। এতে করে রেলওয়ে খাতে অস্বাভাবিক সংকট দেখা দিতে পারে বলে সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় মিটার গেজ ও ব্রডগেজ লাইনের রেলওয়ের ক্যারেজ এবং ওয়াগন মেরামত হয়। এছাড়াও ১২ হাজার ধরনের যন্ত্রাংশ তৈরি হয় এ কারখানায়, যা ব্যবহার হয় রেলওয়ে লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) যাত্রীবাহী ক্যারেজ ও মালবাহী ওয়াগনে। এই কারখানায় লোকবল কাঠামো হচ্ছে ২ হাজার ৮৫৯ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৭১৬ জন। অথচ রেলওয়ে কারখানাটি ২৯টি শপে (উপকারখানা) রয়েছে ছোটবড় ৭৪০টি মেশিন। প্রতিটি মেশিন পরিচালনায় গড়ে চার জন করে জনবল প্রয়োজন, সেখানে এক জনও নেই। ফলে অনেক মেশিন অলস পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) সাদেকুর রহমান জানান, রেলওয়ে কারখানায় বর্তমানে ৭১৬ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এ নিয়ে কারখানার বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে নিতে হচ্ছে। কারখানায় ৫০০ জন অস্থায়ী কর্মচারী ছিল। ওপরের নির্দেশে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকবল না থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। তবে আশা করছি, দ্রুত সংকট কেটে যাবে।

এদিকে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা ইতিমধ্যে ট্রেন অবরোধের কর্মসূচি পালন করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক জন অস্থায়ী শ্রমিক (টিএলআর) বলেন, কাজ নেই মজুরি নেই এর ভিত্তিতে প্রতিদিন ৫০০ টাকা মজুরিতে কাজ করেছি। ২০১৮ সাল থেকে রেলের উন্নয়নে শ্রম দিয়ে আসছি। অথচ আমাদের নিয়মিত না করে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের পাঁয়তারা করছে কর্তৃপক্ষ। সারা দেশে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬ হাজার আউটসোর্সিং লেবার নেওয়া হবে। ঐ শ্রমিকদের বেতন খাতে ২৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত গচ্চা দিতে হবে। ঐ বিশাল অঙ্কের টাকা গচ্চা না দিয়ে অস্থায়ী শ্রমিকদের নিয়মিত করা হলে অর্থের সাশ্রয় হবে এবং রেলওয়ে পাবে দক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
২ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

কর্মচারীদের সংবাদ সম্মেলন

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের গেজেট সংশোধনের দাবি

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

নিম্নতম মজুরি বোর্ড প্রকাশিত গেজেটে বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের উৎসব ভাতা ও বোনাস একই স্কিমে রাখা এবং দ্বিবার্ষিক চুক্তি থেকে মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয় আগের চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ চা বাগান কর্মচারীদের সংগঠন বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলস্থ বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে এ দাবি জানান বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাকারিয়া আহমদ।

DHAKA SATURDAY SEPTEMBER 2, 2023
BHADRA 18, 1430 BS
The Daily Star

Ensure inspection at all RMG factories

CPD findings a cause for concern for workers' safety

We are gravely concerned to learn that a significant number of ready-made garment (RMG) factories in the country are operating without any kind of safety inspection mechanism. According to the latest findings of the Centre for Policy Dialogue (CPD), 856 RMG factories out of a total of 3,752 – nearly 23 percent – are operating outside the purview of the safety inspection bodies that are currently active in Bangladesh. After suffering so many casualties caused by workplace negligence in our RMG sector over the years, this revelation not only comes as a shock, but it also raises the question as to whether workers' safety is losing its due priority in this sector.

According to our report, the uninspected factories are exporting apparel products mainly to non-traditional markets – i.e. not to the United States or the European Union, two biggest markets of Bangladeshi RMG products – through subcontracting. We want to know why and how these factories managed to avoid regular inspections, and who will take responsibility if and when a disaster takes place.

We are also alarmed by the finding that the factories that are being inspected are not being monitored properly either. RMG workers' safety – or the shocking lack thereof – in Bangladesh grabbed global attention after the tragic Rana Plaza collapse in 2013. Since then, through a number of initiatives, our RMG sector made remarkable progress in improving workplace safety, but it is evident that it still lacks sufficient monitoring capacity to look after all the factories. Moreover, there are issues with the way the existing monitoring bodies conduct factory inspections. The number of inspections by the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) in the RMG sector, for example, decreased by almost 43 percent in FY2022, compared to FY2021, with no clear indication as to why the number declined so steeply. Then there are allegations of lack of coordination between the inspection bodies and other government agencies, lack of reliable data, underreporting of incidents, etc.

This is simply unacceptable. Our RMG sector has grown on the back of its workers, whose blood, sweat and tears have earned us billions of dollars. The least we can do is ensure that their safety is guaranteed through timely and thorough inspections of their factories. Given the recent rise in workplace accidents and deaths in our factories, it is more crucial now than ever that all the shortcomings and inefficiencies are sorted out promptly and efficiently, and the inspection bodies are fully equipped to ensure workplace safety in all our RMG factories.

DHAKA SATURDAY SEPTEMBER 2, 2023
BHADRA 2, 1430 BS
The Daily Star

Management realises after 15 years employee does not do anything

AN EMPLOYEE

The management of a biscuit factory learned yesterday that an employee who has been working at the head office for the last 15 years has actually done nothing all that time.

The employee, Hashem Kashem, 43, was promoted eight times in that period, company sources said.

Asked what Hashem did, the company said he was the quality assurance manager.

Two years ago, he even got his own personal office, said a member of senior management who wished to remain unnamed, for some reason.

"We are looking into it, and this is very new information. I do not understand how this was possible," the senior management member said.

Contacted, Hashem Kashem at first denied that he indeed did not do anything. But upon learning that he would be fired anyway, he opened up.

"Listen, it's very simple, I showed up every day, and attended every meeting. I ended every meeting by summarising what the boss said, and commenting on how that was the only way forward.

"In all these years, I have not inspected a single packet of biscuits. Also, at my work station, I always made sure to be frowning, all the time."

It was learnt that the company spent hundreds of thousands of dollars on the employee in wages and benefits.

Another senior manager of the company informed that they have decided to form a high-powered committee to investigate the matter.

"No expense will be spared to get to the bottom of it," he said, adding that other senior managers will be on the committee, that will conduct the investigation during a corporate retreat.

প্রথম আলো • বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

প্রবাসে মৃত্যুর ২০% দুর্ঘটনায়

প্রবাসী শ্রমিক

অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেশে আনার পর দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছে রামরু।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মৃত্যুবরণ করা অনেক প্রবাসীর লাশ দাফন করা হয় সেখানেই। এর পরও গত অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে চার হাজারের বেশি প্রবাসীর মৃতদেহ। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো থেকে পাঠানো মৃত্যু সনদে যেসব কারণ পাওয়া যায়, সেটিই থাকে সরকারি হিসাবে। গত পাঁচ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০ শতাংশের বেশি প্রবাসী মারা যান কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দুর্ঘটনায়।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বলছে, একজন কর্মী মারা যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর কারণ লিখিতভাবে জানায়। দূতাবাস সেটি কল্যাণ বোর্ডে পাঠায়। সেই হিসাবে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ১৮ হাজার ১৬৬টি মরদেহ এসেছে দেশে। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা, আগুনে পোড়া, ভবন থেকে পড়ে যাওয়া ও বৈদ্যুতিক শকে মারা গেছেন ৩ হাজার ৬৯৮ প্রবাসী। সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন সড়ক দুর্ঘটনায়, ২ হাজার ৬৪৯ জন। কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পাঠানো কল্যাণ বোর্ডের এক প্রতিবেদন বলছে, বিদেশে কর্মী পাঠানোর আগে বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রশিক্ষণ দেয়। যে দেশে কাজে যাচ্ছেন, সে দেশের কাজের ধরন, পরিবেশ ও চাপ সামলানোর কৌশল, কর্মঘণ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাসহ কীভাবে ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে সুস্থ রাখা যায়, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন প্রথম আলোকে বলেন, গন্তব্য দেশের নিয়মকানুন, আচার-আচরণসহ নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ে বিদেশগামী কর্মীদের ধারণা দেওয়া হয়, তিন দিনের বাধ্যতামূলক কর্মশালায়। অগ্নি ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ের ওপর আরও জোর দেওয়া হবে।

দেশে যাচাই হয় না মৃত্যুর কারণ

অভিবাসন খাত নিয়ে নিয়মিত কাজ করে, এমন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা বলছেন, সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে অধিকাংশ প্রবাসীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক উল্লেখ করা হয়। রোগসহ স্বাভাবিক মৃত্যু ধরা হয় ৬৯ শতাংশের। আর দুর্ঘটনাসহ নানা কারণে বাকি ৩১ শতাংশের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন, খুন, আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ আছে। কিন্তু বিদেশে মৃত কর্মীদের মৃত্যুর কোনো কারণ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যাচাই করা হয় না। এভাবে দায়সারাভাবে মৃত্যুর কারণ বলে দেওয়াটা পরিবারের জন্য অসম্মানজনক।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, কর্মীর মৃত্যুর বিষয়ে গন্তব্য দেশের মৃত্যুসনদই সাধারণত গ্রহণ করা হয়। কোনো মৃত্যুসনদ বিষয়ে আপত্তি তুলে আবার দেশে ময়নাতদন্ত করার অনুরোধ কখনো কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মীয় করেননি।

দেশে আসা প্রতিটি মৃতদেহ দাফনে ৩৫ হাজার টাকা নগদ সহায়তা দেয় কল্যাণ বোর্ড। এর বাইরে এখন জীবন বিমার সুবিধা পায় কর্মীর পরিবার। আর বিদেশে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি থাকলে তা দূতাবাসের মাধ্যমে আদায় করে দেওয়া হয়। মৃত কর্মীর বকেয়া থাকলে তা-ও আদায়ের উদ্যোগ নেয় দূতাবাস। কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বলছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে মৃতদেহ এসেছে ৩ হাজার ৬৯১টি। আর সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসেছে ৪ হাজার ১০৭টি।

মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে উচ্চ তাপ

আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে মিলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রবাসীদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে কাজ করছে দেশের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। এ সংস্থা বলছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য) ছয়টি দেশে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বছরে ১০ হাজার প্রবাসী মারা যান। তাঁদের প্রতি দুজনের মধ্যে একজনের বেশি প্রবাসীর মৃত্যুর কোনো অন্তর্নিহিত কারণ কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাকৃতিক কারণ বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হিসেবে মৃত্যুসনদ দেওয়া হয়। বিপজ্জনক ঝুঁকি সত্ত্বেও কর্মীদের ওপর তাপের প্রভাব সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। তাপ-সংক্রান্ত কারণে মৃত্যুর কথা সরকারি হিসাবে জানা যায় না।

রামরু বলছে, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বড় অংশ কাজ করে অবকাঠামো নির্মাণ খাতে। দিনের বেলায় প্রচণ্ড তাপের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। এতে তাপজনিত নানা রোগে শুধু কিডনি নয়, মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে শরীরের সব অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব দেশে তাপ আরও বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে অতিরিক্ত তাপ। প্রচণ্ড তাপ ও সূর্যালোকে দীর্ঘসময় কাজ করায় তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। যে জন্য আজীবন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। দিনে ও রাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শরীরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে এবং শ্বাসতন্ত্র, হৃদ্‌রোগ, বহুমূত্র ও কিডনি রোগের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এতে অকালমৃত্যু ঘটে।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেশে আনার পর দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছে রামরু। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, সেখানে দুর্ঘটনায় মৃত্যু অনেক বছর ধরে চলছে। এটি ঠেকাতে প্রচুর সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া নির্যাতন করে মেরে দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে প্রবাসী পরিবারের। তাই দেশে তদন্ত করে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানো যায়। এতে নিয়োগকর্তারা একটি জবাবদিহির মধ্যে আসবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৮ ভাদ্র ১৪
২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কাজ শেষ হলেও মজুরি পাননি কর্মসৃজন প্রকল্পের ২১৪৪ শ্রমিক

■ পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি প্রকল্পের (ইজিপিপি) ৪০ দিনের কাজ শেষ হলেও মজুরি পাননি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার ২ হাজার ১৪৪ জন শ্রমিক। কাজ শেষ হওয়ার আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও মজুরি না পাওয়ায় সংকটের মধ্যে চলছে তাদের সংসার। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় বলছে, এ উপজেলায় বরাদ্দকৃত শ্রমিকদের মজুরির টাকা ভুলে পার্শ্ববর্তী ইটনা উপজেলার শ্রমিকদের মোবাইল অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। এ কারণে এ উপজেলার শ্রমিকরা এখনো মজুরির টাকা পাননি।

কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১০ এপ্রিল কর্মসৃজন প্রকল্পের ৪০ দিনের কাজ শুরু হয়। নানা কারণে চারদিন বাদ দিয়ে ৩৬ দিনের কাজ হয়েছে। গত ৭ জুন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ৩৭টি প্রকল্পে ২ হাজার ১৪৪ জন শ্রমিক কাজ করেছেন। তাদের দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা। তাদের ৩৬ দিনের মজুরি বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩ কোটি ৮৭ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের শ্রমিক ফারহানা, কুলসুম ও আজিম উদ্দীন বলেন, আড়াই মাস আগে কাজ করেছি। সময়মতো টাকা না পাওয়ায় মানুষের কাজ থেকে ঋণ করে সংসার চালাচ্ছি। এখন মানুষের কাছে টাকা চাইলেও আর ধার দেয় না। পরিবার-পরিজন নিয়ে আমরা খুবই কষ্টে দিন কাটাচ্ছি।

হোসেন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাদীউল ইসলাম বলেন, আমার ইউনিয়নে ১০৭ জন শ্রমিক রয়েছে। টাকা না পাওয়ায় তারা খুবই কষ্টে আছে। এ ব্যাপারে পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. রওশন করিম বলেন, সার্ভারের ত্রুটির কারণে পাকুন্দিয়া উপজেলার শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত টাকা পার্শ্ববর্তী ইটনা উপজেলার শ্রমিকদের মোবাইলে ঢুকে গেছে। ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিষয়টি সমাধানকল্পে আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোজলিন শহীদ চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেন, বিষয়টি নিয়ে প্রকল্প পরিচালক ও ডিসি স্যারসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি, অল্প দিনের মধ্যেই শ্রমিকরা টাকা পেয়ে যাবে।

যুগান্তর
শনিবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১৮ ভাদ্র ১৪৩০

টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলন

চা শ্রমিকদের স্বার্থ ঠিক রেখে নতুন গেজেট প্রকাশের দাবি

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

চা শ্রমিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে ১০ আগস্ট প্রকাশিত গেজেট স্থগিত করে নতুন গেজেট প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে। শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি জাকারিয়া আহমেদ লিখিত বক্তব্যে একথা বলেন। শুক্রবার দুপুরে শহরের গুহ রোডে সংগঠনের কার্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান ও অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মজুরি বোর্ড চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি সংক্রান্ত চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, প্রকাশিত গেজেট চা শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থ ও বিসিএস চুক্তিনামার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিসিএস'র সঙ্গে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে, বার্ষিক ২ মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা দুই ঈদ, দুর্গা ও লাল পূজা উৎসবে তারা পান। কিন্তু গেজেটে এসব সুবিধা বোনাস স্কিমে সমন্বয় করে উৎসব ভাতা প্রাপ্য হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ বেতন কাঠামোতে পদ বিন্যাসে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা কম দেখানো হয়েছে। তাছাড়া বিসিএস ও প্রচলিত আইনের সঙ্গে আরও সাংঘর্ষিক ধারা এই গেজেটে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে বেতন গ্র্যাচুইটি, কোম্পানির মুনাফা, মজুরির সিবিএ অধিকার, অন্য সুযোগ-সুবিধাসহ তাদের মৌলিক অধিকার এই গেজেটে খর্ব করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৮ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Saturday 2 September 2023

সব পোশাক কারখানার নিরাপত্তা ঝুঁকি দূর হোক

দেশের অনেক পোশাক কারখানায় এখনো নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে। অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়নি অনেক কারখানায়। হিসাব অনুযায়ী, দেশে পোশাক কারখানা ৩ হাজার ৭৫২টি। এর মধ্যে অন্তত ৮৫৬টি অর্থাৎ ২২ দশমিক ৮ শতাংশ কারখানা পরিদর্শন প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) জানিয়েছে এসব তথ্য।

দেশের পোশাক কারখানাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। তবে রানা প্লাজা ধসের পর দেশের পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা হয়। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে মারা গিয়েছিল ১ হাজার ১৩৫ জন, আহত হয়েছিল ২ হাজার ৫০০ জন। সেই ঘটনার পর দেশের পোশাক কারখানা সংস্কারে বেশ তোড়জোড় দেখা গেছে। অনেকে বলেন, পোশাক রপ্তানি টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সংস্কার করা হয়েছে।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের সমন্বয়ে অ্যালায়েন্স এবং ইউরোপীয় ক্রেতাদের সমন্বয়ে অ্যাকর্ড নামে দুটি কারখানা পরিদর্শন জোট গঠিত হয়। জোট দুটি মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং উত্তর আমেরিকা ও কানাডার ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডের পোশাক যেসব কারখানা তৈরি করে সেগুলোর দায়িত্ব নেয়। এর বাইরে যেসব কারখানা ছিল তার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের কাজটি সরকারি উদ্যোগে করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে গত এক দশকেও নিরাপত্তা ঝুঁকি দূর করা যায়নি বলে জানা যাচ্ছে।

এখনো দেশের উল্লেখযোগ্য পোশাক কারখানার নিরাপত্তা ঝুঁকি কেন দূর করা যায়নি সেটা জানতে হবে। এক্ষেত্রে কারখানা মালিকদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারইবা কী ব্যবস্থা নিয়েছে সেটাও একটা প্রশ্ন। সরকার যদি আন্তরিকভাবে চায় যে, কারখানাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক তাহলে এটা করা সম্ভব।

পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া। কোন পর্যায়ে এ প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ুক সেটা কাম্য নয়। কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে উদাসীন হওয়ার সুযোগ নেই। প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ একটু অসতর্কতায় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দেশে আরেকটি রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি ঘটুক সেটা আমরা চাই না।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৬ ভাদ্র ১৪৩০
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কুয়েতে পাঠানোর নামে প্রতারণা, গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ছদ্মনামে ফেসবুক পেজ খুলে কুয়েতের ভিসা ও বিএমইটি কার্ড জালিয়াত চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারী বিভাগ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন—শরিফুল ইসলাম, আবরার জাওয়ার তন্ময় ওরফে রেজাউল করিম রেজা ওরফে হৃদি মাহাজাবিন এবং আহিয়ান শিশির ওরফে কামরুজ্জামান শিশির। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৪০টি পাসপোর্ট, ৯টি জাল ভিসা, জাল বিএমইটি কার্ডের ফটোকপিসহ প্রতারণায় ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করা হয়। গত শুক্রবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ও ঢাকার ভাটারা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গতকাল রাজধানীর মিন্টো রোডে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতরা কুয়েতে লোক পাঠানোর জন্য গুলশান-১ নম্বর সার্কেলে আল সাফার ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি অফিস নেয়। এই ঠিকানা ব্যবহার করে ফেসবুকে বিভিন্ন ছদ্মনাম দিয়ে পেজ খুলে। সেখানে কুয়েতে উচ্চ বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেউ বিদেশ যেতে ইচ্ছুক হলে তার সঙ্গে একটা চুক্তি করে। পরে প্রতারক চক্র আরবিতে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির কুয়েতের সঠিক ভিসা কপি সংগ্রহ করে। ভিসা নম্বর ঠিক রেখে ফটোশপের মাধ্যমে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নাম, পাসপোর্ট নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য সংযুক্ত করে কুয়েতের জাল ভিসা তৈরি করে। জাল ভিসা, পাসপোর্টের ফটোকপি নিয়ে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বিভিন্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার থেকে তিন দিনের ট্রেনিং সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট নেয়।

ডিবি প্রধান হারুন আরো বলেন, চক্রটি অর্ধশতাধিক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লাখ ৫৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারণার স্বীকার একজন গত ৭ আগস্ট গুলশান থানায় একটি মামলা করেন। ঐ মামলার তদন্তে গ্রেফতার তিন জনকে শনাক্ত এবং গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার শরিফুলের নামে বিভিন্ন থানায় চারটি ও আবরারের নামে একটি প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের মামলা আছে।

বণিকবার্তা সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৩ ■ ভাদ্র ২০, ১৪৩০

বাংলাদেশে প্রাক-ভোক্তা টেক্সটাইল বর্জ্য শীর্ষক সংলাপে বক্তারা

পোশাক শিল্পে সার্কুলারিটি গ্রহণের চ্যালেঞ্জের সমাধান আবশ্যক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সার্কুলারিটি মডেলে রূপান্তরের যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে 'সার্কুলারিটি' বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস, অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুবিধা তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোয় উল্লেখযোগ্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে সার্কুলারিটি গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জও আছে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে বিবেচনা এবং সমাধান করা আবশ্যক। সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করতে গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে শিল্প নেতা, নীতিনির্ধারক এবং সার্কুলার অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল 'আপস্ট্রিম সার্কুলারিটি ডায়ালগ: বাংলাদেশে প্রাক-ভোক্তা টেক্সটাইল বর্জ্য' শীর্ষক এক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক, নীতিনির্ধারক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গ্রুপে অংশ নেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেপুটি হেড অব মিশন বার্নড স্পেইনার, ইউনিডোতে সুইচ টু সার্কুলার ইকোনমি ভ্যালু চেইনস প্রজেক্টের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার মার্ক ড্রেক এবং গ্লোবাল ফ্যাশন এজেন্ডার ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রামস অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটির ডিরেক্টর, হলি সিরেট সংলাপের উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সার্কেল ইকোনমির গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের প্রধান হিলডে ভ্যান ডুইজএন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন এবং সার্কুলার গেম উপস্থাপন করেন।

সংলাপের মূল বিষয়গুলো ছিল বাংলাদেশে একটি সমৃদ্ধ সার্কুলার ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, নীতি, অবকাঠামো, সহযোগিতা ও উদ্ভাবনী পন্থা গ্রহণ করা। সংলাপটি 'সুইচ টু সার্কুলার ইকোনমি ভ্যালু চেইনস প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে আয়োজন করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ফিনল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে ইউনিডোর নেতৃত্বে চ্যাথাম হাউজ, সার্কল ইকোনমি, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের সার্কুলারিটি সমর্থনকারীদের সহযোগিতায় প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সংলাপে দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় প্যানেলের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ইস্যু। যার মধ্যে ছিল বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রস্তুতকারকদের সার্কুলার ইকোসিস্টেমে সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ব্যবসায়িক মডেল ও প্রণোদনা। আলোচনার ইস্যুর মধ্যে আরো ছিল দেশে মূল্য ধরে রাখার জন্য টেক্সটাইল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মানদণ্ড এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় কীভাবে বর্তমান ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। সংলাপে বেস্টসেলার মুখ্য ভূমিকা পালন এবং সার্কুলারিটি ও পুনর্ব্যবহৃত উপকরণ গ্রহণে প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে বেস্টসেলারের সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'আমরা এখন এমন একটি বিশ্বে বাস করছি, যেখানে জলবায়ু সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন, স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের মূল্যে ব্যবসা এখন আর কোনো বিকল্প নয়। শূন্য কার্বন নির্গমন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের দৌড়ে সার্কুলারিটি 'পরবর্তী স্বাভাবিক' (ধারণা) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ব্যবসা ও টেকসই উন্নয়নকে সংযুক্ত করেছে। বিজিএমইএর জন্য, সার্কুলারিটি আমাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম টেক্সটাইল বর্জ্য উৎপাদনকারী দেশ। বছরে প্রায় চার লাখ টন টেক্সটাইল বর্জ্য উৎপাদিত হয়। যার মাত্র ৫ শতাংশ স্থানীয়ভাবে পুনর্ব্যবহৃত হয় এবং ৩৫ শতাংশের বেশি বয়লারে ব্যবহার হয় বা ল্যান্ডফিলে যায়। টেক্সটাইল বর্জ্য, যা ঝুট নামে পরিচিত, বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পে সার্কুলারিটি অর্জনের পথে অতিক্রম করার জন্য একটি ভিন্ন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

বেস্টসেলারের সিনিয়র প্রজেক্ট স্পেশালিস্ট আলেকজান্ডার গ্রানবার্গ বলেন, 'এ মুহূর্তে সবাই একটি সার্কুলার অর্থনীতিতে যাওয়ার জন্য নতুন ব্যবসায়িক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। দীর্ঘদিনের অনেক ব্যবসায়িক অংশীদারসহ বাংলাদেশ হচ্ছে বেস্টসেলারের জন্য একটি প্রধান সোর্সিং দেশ, আর এ কারণেই বর্জ্য পৃথক্‌করণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে সূচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে।'

গ্লোবাল ফ্যাশন এজেন্ডার সিইও ফেদেরিকা মার্চিয়ননি বলেছেন, 'একটি সার্কুলার অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য পৃথক এজেন্ট বা কোম্পানির সামর্থ্যের বাইরে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। তাই খ্যাতনামা সংস্থাগুলোর একটি গ্রুপের মধ্যে এ মাল্টিস্টেকহোল্ডার অংশীদারত্বের সমন্বয় করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। সত্যিকারের সার্কুলারিটি শুধু উৎপাদন অঞ্চলে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে এবং এ অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি হলো বাংলাদেশ বিশ্বে পুনর্ব্যবহৃত পণ্য উৎপাদনে (রিসাইক্লিং) নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত, যদি দেশটি শিল্পোত্তর বর্জ্যের সব সম্ভাবনাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে।'

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ একটি প্যানেল আলোচনায় বলেন, 'টেক্সটাইল বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা মূলত অনানুষ্ঠানিক। বাংলাদেশের বর্জ্য সংগ্রহের আনুষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি আইনি বা বাধ্যতামূলক কাঠামোর প্রয়োজন।'

বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বলেন, 'টেক্সটাইল বর্জ্য পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলে পুনর্ব্যবহৃত সুতা ও কাপড় থেকে তৈরি পোশাক রফতানি করে ৬ থেকে ৭ বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব।'

রিভার্স রিসোর্সেসের চিফ প্রোগ্রাম অফিসার ও সহপ্রতিষ্ঠাতা নিন ক্যাসল বলেন, 'অভ্যন্তরীণভাবে রিসাইক্লিং সক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ সম্প্রসারণটি শিল্পকে পুনর্ব্যবহৃত পণ্যগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে, ফাইবার আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সহায়তা করবে।'

চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার মার্ক ড্রেক বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ফিনল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ইউনিডো বিশ্বব্যাপী "সুইচ টু সার্কুলার ইকোনমি ভ্যালু চেইনস প্রজেক্ট"-এর নেতৃত্ব দেয়। বাংলাদেশে আমরা বৈশ্বিক এবং স্থানীয় শিল্প নেতারা, যেমন বেস্টসেলার, এইচঅ্যান্ডএম এবং তাদের প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় উদ্ভাবনী সার্কুলার সমাধান পাইলটিং করে টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের জন্য সার্কুলার ট্রানজিশনকে সহযোগিতা করছি।'

শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২৪ ভাদ্র ১৪৩০ • প্রথম আলো

কর্মক্ষেত্রের দেশে শক্ত তদারকি দরকার

প্রবাসী কর্মী সুরক্ষা

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বিদেশে মামলা পরিচালনার জন্য দূতাবাসে তহবিল বরাদ্দ করার দাবি জানালেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিদেশে গিয়ে অল্প সময় পর অসুস্থ হয়ে যান প্রবাসী কর্মী। ১৪ বছর ধরে গড়ে প্রতিদিন ৯টি মরদেহ আসছে প্রবাসীর, যার মধ্যে ৫টি আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। মৃত্যু নিয়ে অভিযোগও আছে। অথচ মৃত্যুর দ্বিতীয় দফা ময়নাতদন্ত হয় না দেশে। প্রবাসীদের সুরক্ষায় শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের দেশটিতে শক্ত তদারকি দরকার।

'অভিবাসী শ্রমিকের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের সুযোগ : আমাদের করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার মূল নিবন্ধে এসব কথা বলা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে এ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, হেলভেটাস ও *প্রথম আলো* যৌথভাবে এটি আয়োজন করেছে। এতে সহযোগিতা করেছে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন।

অভিবাসন ও উন্নয়নবিষয়ক সংসদীয় ককাসের চেয়ারপারসন শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, কোটি প্রবাসী ও তাঁদের পরিবার মিলে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষের ন্যায়বিচারের প্রশ্ন এখানে। অথচ এখানে সরকারের নজর কম। ইট-পাথরের বাইরে উন্নয়ন চিন্তাই করতে পারে না সরকার। অথচ চাইলেই প্রবাসী আয় ৫০ বিলিয়ন ডলারে নেওয়া সম্ভব। সন্দেহজনক মৃত্যু, নির্যাতন যাচাই করতে বিমানবন্দরে সুরতহালের ব্যবস্থা রাখার দাবি জানান তিনি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য তানিয়া হক বলেন, নীতিমালা তৈরির পাশাপাশি নৈতিকতাও প্রয়োজন। সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে; যাঁরা যাচ্ছে, তাঁদেরও। প্রত্যেক শ্রমিককে যোগ্য হতে হবে; যাতে মজুরি ও মর্যাদার সঙ্গে আপস করতে না হয়। সুশাসনের জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য গবেষণাও দরকার, তাই গবেষণায় মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ দরকার।

শুরুতে সূচনা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সালমা আলী। এরপর আলোচনা শেষে সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, বলা হয়, শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের দেশে কিছু করার নেই। কিন্তু অন্য দেশ তো করতে পারছে

শামীম হায়দার পাটোয়ারী

সালমা আলী

তানিয়া হক

জোহরা মনসুর

তাদের শ্রমিকদের জন্য। দেশের অভিবাসীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। তাই দর-কষাকষি করে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করায় জোর দিতে হবে। মামলা পরিচালনার জন্য দূতাবাসে তহবিল বরাদ্দ দিতে হবে; যাতে ভুক্তভোগী প্রবাসী কর্মীর পক্ষ হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশে মামলা পরিচালনা করা যায়। এত প্রবাসী আয় করে সরকার কেন খরচ করবে না। আর প্রবাসী, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করে এ খাতে কাজ করার দাবি জানান তিনি।

জেনে বুঝে বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) উপপরিচালক জোহরা মনসুর। তিনি বলেন, প্রচুর কর্মী যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে সচেতনতা জরুরি। দালালের প্রলোভনে বিদেশে যান, কারও সতর্কতাও শুনতে চান না। দেশে ফিরে অভিযোগ করলেও কোনো তথ্য-প্রমাণ দিতে পারেন না। কর্মীদের সচেতন করতে বিএমইটির তিন দিনের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে নতুন নতুন বিষয় নিয়মিত যুক্ত করা হচ্ছে। বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি একটি অংশ দেখে। সুরক্ষা দরকার সবখানে। তাই আইন ও নীতিমালার প্রায়োগিক দিকটায় জোর দিতে হবে।

গোলটেবিলে মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পরিচালক (প্রোগ্রাম) নাফিজ ইমতিয়াজ হাসান। এতে বলা হয়, নরসিংদী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে কাজ করছে মহিলা আইনজীবী সমিতি। এ তিন জেলায় তারা ১ হাজার ৩৫৯টি অভিযোগ পেয়েছে প্রবাসীদের কাছ থেকে। এর মধ্যে ৯৪ শতাংশ পুরুষ ও ৬ শতাংশ নারী। এঁদের মধ্যে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ২৮ শতাংশ, শ্রম আইন ও চুক্তির অধিকার বঞ্চিত হয়েছেন ৩৫ শতাংশ এবং নির্যাতন ও মৃত্যু সম্পর্কিত অভিযোগ করেছেন ২২ শতাংশ। এ ছাড়া জরুরি সহায়তা চেয়েছেন ৬ শতাংশ এবং মানব পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য অভিযোগ করেছেন ৯ শতাংশ।

নিবন্ধে বলা হয়, প্রবাসীদের অভিযোগ নিয়ে বিএমইটির সালিসি আদালতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তবে অভিযোগের পক্ষে দলিল-দস্তাবেজ না থাকায় সালিস প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয়ে যায়। আবার আদালতেও মামলাজট আছে। তাই প্রবাসীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কাগজপত্রের অভাবে প্রতারণা প্রমাণ করা যায় না। মামলা পরিচালনায় জাতীয় আইনগত সহায়তা কেন্দ্র সহায়তা করতে পারে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের উপপরিচালক (কল্যাণ) শরিফুল ইসলাম বলেন, শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের দেশটিকে কিছু করার নেই, এটাই বাস্তবতা। পাসপোর্ট তৈরি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যদি স্বচ্ছতা থাকে, তাহলে অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে। হেলভেটাসের প্রকল্প পরিচালক আবুল বাশার বলেন, পাসপোর্ট থেকে শুরু করে পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়ায় কেউ না কেউ মুনাফা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

স্ট্রেইনদেনড অ্যান্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেমের চেয়ারপারসন কাজী আবুল কালাম বলেন, বিদেশ যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় দালালের মাধ্যমে। টাকার লেনদেনও তখন থেকে শুরু। প্রথম ধাপ থেকেই শুরু হয় প্রতারণা। অন্তত সৌদি দূতাবাসে সরকার আইনি সহায়তার তহবিল বরাদ্দ করতে পারে। ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক ও মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভের প্রোগ্রাম হেড শরিফুল হাসান বলেন, সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার দীর্ঘ যাত্রা। কিন্তু প্রবাসীরা মর্যাদা তো পেতে পারেন। রাষ্ট্র নিজে মর্যাদা দেয় না বলে অন্য দেশও তাঁদের মর্যাদা দেয় না।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) প্রোগ্রাম অফিসার শেহরীন মুনির বলেন, বিদেশে কর্মী পাঠানো শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অভিবাসন খাতে বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপনা দরকার। কর্মী-সংশ্লিষ্ট দুই দেশেই নজরদারি করতে হবে।

গোলটেবিল আলোচনায় আরও বক্তব্য দেন রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইনজামুল হক, অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও অভিবাসন-বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম। আর সঞ্চালন করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

বণিকবার্তা শনিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০২৩

আলোকপাত | ড. সায়মা হক বিদিশা

আমাদের শ্রমবাজার যেভাবে বিস্তৃত করা যায়

বিদেশে জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে সরকারিভাবে নতুন করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক উদ্যোগ, কারণ শ্রমবাজারে যদি দক্ষ জনশক্তি পাঠানো যায়, তাহলে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা কিছুটা হলেও বাড়বে। গৃহকর্মী হিসেবে নয়, কেয়ার গিভার, সুপারভাইজার হিসেবে যদি পাঠানো যায়, তখন কিন্তু একজন জনশক্তির ভূমিকা ভিন্ন হয়। কিছুটা শিক্ষিত হলে ইংরেজি কিছুটা বলতে পারবে, এটি একটি দিক আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, নির্দিষ্ট দেশগুলোতেই কেন জনশক্তি পাঠানো হবে, এর বিকল্পও খুঁজতে হবে। যেসব জায়গায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নতুন গন্তব্যে জনশক্তি রফতানিতে কূটনৈতিক প্রয়াস জোরদার করা উচিত। যেমন মরিশাসসহ বেশকিছু দেশে রেডিমেড গার্মেন্টস শ্রমিকের সুযোগ রয়েছে, জাপানসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় কেয়ার গিভাররা কাজ করে সম্মানজনক অর্থ উপার্জন করতে পারে। সেজন্য কূটনৈতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লোরেশন দরকার আছে।

যাচাই-বাছাই ও খোঁজ নেয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। আমাদের দেখার দরকার আছে যে, কোন দেশগুলো আনএক্সপ্লোরড, সে দেশগুলোয় জনশক্তি পাঠাতে হবে। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় কেমন জনশক্তি পাঠানো যায় সেটা চিন্তা করে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণ নিয়ে ভাবতে হবে। প্রশিক্ষণ আবার দুই রকম। একটা হচ্ছে সফট স্কিল, বেসিক স্কিল, আইটি স্কিল, ল্যাংগুয়েজ স্কিল বিশেষ করে ইংরেজি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটিকেট স্কিল। এসব ক্ষেত্রে বিএমইটি বা তাদের সংশ্লিষ্ট যারা তারা কাজ করতে পারে। আর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা প্রশিক্ষণ দেয় তারাই অতটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। আবার দেখা যায়, প্রশিক্ষণের সময়সীমা খুব স্বল্প সময়ের। এ কম সময়ে আসলে তেমন কিছু শেখানোর সময় হয় না। দ্বিতীয়ত দেখা যায়, সার্টিফিকেশন নেই। প্রশিক্ষণের কারিকুলাম নেই এবং কারিকুলাম দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। তাহলে কীভাবে হবে? আর কোন কোন জায়গায় আমাদের সুযোগ আছে? যেমন বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিংয়ের একটা সুযোগ আছে। এ জায়গায় কীভাবে আরো মানুষ আনা যায়?

কিছুদিন আগে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ নিয়ে এক জায়গায় কথা বলেছিলাম, হাই স্কিল ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সফট স্কিলের জন্য ছোট ছোট কোর্স থাকতে পারে। যেটি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে কাজে দেবে। মাসিক ভিত্তিতে অথবা প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার হতে পারে। ইন্ডাস্ট্রিগুলো বিভিন্ন ধরনের কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। সরকার এগুলো ফ্যাসিলিটেট করতে পারে। অ্যালামনাইদের আমরা কীভাবে আনব এটি নিয়ে কাজ করতে হবে। এটা গ্র্যাজুয়েট লেভেলে। আর প্রাইমারি লেভেলে যেটি হতে পারে, আমার কাছে এটা ফান্ডামেন্টাল মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষার যে স্কিলটা সেখানে যদি দুর্বলতা থেকে যায়, তাহলে পরবর্তী সময়ে ওপরে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। এ জায়গায় আমাদের কাজ করা খুব জরুরি।

বিদেশে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কর্মীরা ভালো করছেন, এক্ষেত্রে ভারতের বিষয়ে বলতে হবে ডিমান্ড ক্রিয়েটস সাপ্লাই (চাহিদাই জোগানের বন্দোবস্ত করে)। ভারতে বেঁচে থাকতে হলেই ইংরেজি জানতে হবে -এ রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশটিতে বিভিন্ন জায়গার লোকজন আসে। আপনি যদি ভারতে যান, তাহলে দেখবেন কলকাতার লোক যাচ্ছে মুম্বাইয়ে, মুম্বাইয়ের লোক যাচ্ছে দিল্লিতে, সুতরাং সেখানে আপনার একটা কমন ল্যাংগুয়েজ থাকতে হবে। হিন্দি এখন আর কমন ল্যাংগুয়েজ নেই। তাদের এখন ইংরেজি কমন ল্যাংগুয়েজ হয়ে গেছে। আমাদের তো এ বিষয়টি নেই। কিন্তু ইংরেজির বিষয়টা খুব ব্যয়বহুল কিছু নয়। এখানে যে প্রোপার ইংলিশ জানতে হবে, সেটাও কিন্তু নয়। বেসিক বা কমন কিছু ইংলিশ। বাংলাদেশের শ্রমবাজারের ক্ষেত্রে বেসিক কিছু সমস্যা হচ্ছে মিসম্যাচ, যে স্কিলের ক্ষেত্রে সফট স্কিলের সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সফট স্কিল, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, প্রেজেন্টেশন স্কিল এসবের ক্ষেত্রেও আমাদের অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম হতে পারে। এখন তো জুম ব্যবহার করে খুব সহজেই এমন আয়োজন করা যায়। এ জায়গায় আমাদের যতটা জোর দেয়া দরকার ছিল নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ছেলেদের জন্য কম্পিউটারের কাজ শেখানো, আরো অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। আবার দেখা গেল কম্পিউটারে কাজ করতে পারে, কিন্তু যোগাযোগ ঠিকভাবে করতে পারে না, এক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করলে ইংরেজি টাইপে যদি প্রচুর ভুল থাকে, তাহলে তো কাজ পাওয়া যাবে না। সুতরাং, ফান্ডামেন্টাল জায়গাগুলো যতদিন না হবে, এক্ষেত্রে সাইড বাই সাইড কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে যেটা বললাম আমাদের সফট স্কিলের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেয়া দরকার।

অন্যদিকে রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় হুন্ডি-হাওলার দৌরাত্ম্য বেড়েছে। হুন্ডি কারবারিরা অনেক টাকা দেয়। আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে তো প্রণোদনা নেই। এক্ষেত্রে যেটা হলো, মোবাইল ব্যাংকিংকে যদি চাঙ্গা করা যায় তাহলে এখান থেকে ট্রানজেকশন করা যাবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে এ সিস্টেম তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে জায়গাগুলোয় অনেক প্রবাসী কাজ করেন, সে জায়গাগুলোয় যদি ব্যাংকিংয়ের ফ্যাসিলিটিজ তৈরি করা যায়, অনেক সময় দেখা যায় প্রবাসীদের ৩ ঘণ্টা সময় নিয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে রেমিট্যান্স পাঠাতে হয়। সেটা যেন না হয়, অর্থাৎ যে জায়গায় অনেক প্রবাসী থাকে সে জায়গায় ফ্যাসিলিটিজটা তৈরি করা। অর্থাৎ সেবাটাকে প্রবাসীদের কাছে নিয়ে আসা। তা না হলে দুটো বিষয়—একটি হচ্ছে প্রক্রিয়াগত জটিলতা আরেকটা হচ্ছে আমাদের আর্থিক খাতের সে সুবিধা—দুটোর ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক খাত বা বৈধ যে চ্যানেল সেটার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা মিলছে না।

প্রবাসীরা কী চান? তারা সহজে, দ্রুত টাকা পাঠানোর সুবিধাসহ বেশি টাকা পাওয়ার চিন্তা করবে। এক্ষেত্রে অবৈধ চ্যানেলকে কীভাবে নিরুৎসাহিত করা যায়, আর বৈধ চ্যানেলকে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তার জন্য পদক্ষেপ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলো খুব বড় না, ছোট ছোট পদক্ষেপ প্রয়োজন। যেমন ট্রেড লাইসেন্স বা ব্যাংক খাতে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া, ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া। এসব ক্ষেত্রে সরকারের বড় ধরনের ক্ষতি হবে তা নয়। আর শ্রমবাজারের ক্ষেত্রে যদি কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের কথা ভাবা যায়, যেহেতু আমরা রফতানি বহুমুখীকরণের কথা বলছি, তখন কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তি খাতে বড় বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন এক জায়গায় আম বেশি উৎপাদন হয়, কিছু জায়গায় টমেটোর বেশি ফলন হয়, সে জায়গায় যদি পার্টনারশিপ গড়া যায়, সেখানকার উদ্যোক্তা বা গ্রামীণ নারীদের যদি প্রসেসিংয়ের কাজে লাগানো যায়। এ বিষয়গুলো বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র আকারে হচ্ছে। যেমন ঝাঁপি বানানো, যশোর অঞ্চলে তৈরি হওয়া এসব ঝাঁপি নেদারল্যান্ডসে যাচ্ছে। এ জিনিসগুলোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির যে ধরনের পণ্য রয়েছে, ঘর সাজানো থেকে শুরু করে কাপড়-চোপড়, প্রসাধনসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য এসবের ব্যাপক চাহিদা আছে। এ জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে সংযুক্তি তৈরি করতে হবে। কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরির পাশাপাশি প্রোপার সার্টিফিকেশন দরকার। এটি যদি করা যায়, অনুমোদন যদি নেয়া যায়, লিচু, আম, বিভিন্ন দেশীয় ফল, দেশীয় সবজি এসব বিদেশে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এ জায়গাগুলোয় প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

এসব চাহিদা কেন্দ্র করে আমাদের পরিকল্পনা সাজাতে হবে। এ জায়গাগুলো আরো বিস্তৃত করতে হবে। জোনভিত্তিক চিন্তার দরকার রয়েছে। চিন্তার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। সিলেটের জন্য যে পরিকল্পনা করা হবে, পটুয়াখালী বা সাতক্ষীরার জন্য সে চিন্তা করলে হবে না। এ মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গণমাধ্যমের বড় ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি খাত, এনজিও কাজ করতে পারে। শ্রমবাজারের ক্ষেত্রে আমাদের আরো কাজের সুযোগ রয়েছে। সার্বিক দেশীয় শ্রমবাজারের ক্ষেত্রে সবাইকে আনুষ্ঠানিক করে ফেলা এত সহজ না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় আনার ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেয়া, আনুষ্ঠানিকতাকে সহজ করা এবং আনুষ্ঠানিক যদি করা যায়, তাদের কিছু সুবিধা দেয়া এবং পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে ন্যূনতম মজুরির বিষয় আনা। এটিকে আরো বিস্তৃত করা দরকার। সরকার সব কাজ করতে পারবে না, ব্যক্তি খাতকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। বাজেটে বড় বড় শিল্পকে প্রণোদনা দেয়া হয়, এ প্রণোদনাগুলোকে যদি শর্তসাপেক্ষ প্রণোদনা করা যায়, ন্যূনতম মজুরি, ডে-কেয়ারের বিষয়, রেশন থাকতে পারে। বিভিন্ন লেভেলের শ্রমিককে যদি প্রশিক্ষণ না দেয়া হয়, তাহলে প্রণোদনা পাবেন না—এ শর্ত দেয়া যেতে পারে। প্রণোদনা অর্থাৎ ট্যাক্সের অর্থ সরকার ব্যক্তি খাতকে প্রণোদনা হিসেবে দিচ্ছে। এর মানে ব্যক্তি খাত শিল্পায়ন করবে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে। এজন্য প্রণোদনা শ্রমঘন এলাকাকে দেয়া দরকার। শ্রমিকের অধিকারের সঙ্গে যদি সংশ্লিষ্ট করা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ প্রণোদনার সুযোগ সরাসরি পাবে। আর দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বলব দু-তিনটি মেজর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ, বিনিময় হারসহ সার্বিক প্রবৃদ্ধির চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে। আমি বলব না সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছি, তবে সামষ্টিক অর্থনীতির বেশকিছু জায়গায় আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।

SEPTEMBER 8, 2023

The Daily Star

FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Why do so many migrants die abroad?

The government must conduct a second post-mortem for unnatural deaths

As the number of our workers going to the Middle East in search of employment increases every year, so does the number of their deaths. According to data from the Wage Earners' Welfare Board under the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, the dead bodies of 18,166 migrant workers arrived in the country between 2018 and 2022. Among them, more than 20 percent – 3,698 of them – died in various workplace related accidents, including fires, falling from buildings, electric shocks, road accidents, etc. The rest, as cited by the authorities of the destination countries, died of heart attacks, strokes, and other "natural" causes. While such an alarmingly high number of migrant worker deaths should have raised serious concern among Bangladeshi authorities here and in the destination countries, we have hardly seen them raise any questions in this regard.

In the past few years, there have been ample reports in the media revealing the inhumane conditions in which Bangladeshi migrants have to work in the Gulf countries. While the extremely high temperature in these countries often takes a toll on their overall health, many develop life-threatening diseases which eventually cost them their lives. The question is: if our workers die in the Gulf countries, having been subjected to the brutal living and working conditions, can the authorities in the destination countries call these "natural" deaths? And what could be their explanation for the deaths and torture of so many of our female migrant workers in these countries, particularly in Saudi Arabia? According to the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, the dead bodies of 404 women workers arrived in the country from the Gulf states between 2020 and 2022. The death certificates of 227 stated that they had died "natural" deaths. What is most curious is that almost all of them were below 40 years of age and had no prior health issues before leaving the country. The families of migrant workers have many unanswered questions about the untimely deaths of their loved ones, but no one to turn to for the answers.

We join the families and migrant rights activists in urging the authorities to seriously investigate these cases. The Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) has demanded that the government conduct a second post-mortem in the cases of unnatural deaths, which the government should seriously consider. It can no longer turn a blind eye to the ever-increasing death toll and must seriously engage with the destination countries to address the precarious workplace conditions that are systematically putting the health and well-being of Bangladeshi workers at risk.

FRIDAY SEPTEMBER 8, 2023
BHADRA 24, 1430 BS
The Daily Star

Apparel shipment to US plunges 20% in Jan-Jul

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh's apparel shipments to the US declined 19.82 percent year-on-year in the January-July period this year in spite of a gradual improvement in retail sales.

Though the US is Bangladesh's single largest export destination, the drop has been recorded by other countries as well, as American retailers are still struggling to recover from the severe fallouts of the pandemic and Russia-Ukraine war.

Shipment of garments from all over the world to the US has been declining because of inflation and bank interest remaining high in America over the last three years for the pandemic and war.

Shipment of garments from all over the world to the US has been declining because of high inflation and bank interest

However, retail sales in the US have also been growing recently as inflation is cooling down.

For instance, the National Retail Federation (NRF), the largest retail association in the US, in August said retail sales reversed their downward trend in July.

This was due to Amazon's Prime Day and major promotions by other brands prompting increased shopping while wage increases gave consumers more money to spend.

"July retail sales show consumers continue to drive the economy through this period of economic pressure with robust spending supported by steady job growth and wage gains," said NRF President and CEO Matthew Shay.

"Retailers remain focused on providing essential items at competitive prices for families and students as we approach the end of an

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Apparel shipment to US

FROM PAGE B1

expected record back-to-class shopping season," he said.

"Retail sales growth has been slowing, but July got a midsummer boost from special deal days offered by multiple retailers," said NRF Chief Economist Jack Kleinhenz.

The NRF in a statement last month said overall retail sales in July were up 0.7 percent from that in June and up 3.2 percent year-over-year.

Clothing and clothing accessory sales were up 1 percent month-over-month and up 0.9 percent year-over-year.

by American retailers and brands registered a 22.28 percent negative growth to stand at $45.74 billion, it added.

The US work orders are dwindling now as the retailers and brands are not running like that during the pre-pandemic and pre war era, said Kutubuddin Ahmed, chairman of Envoy Legacy, a leading garment exporter to the US.

However, there is a positive trend as retail sales are picking up and in July it grew by more than 3 percent, Ahmed said.

Denim will perform well in the US market in the future as the retailers

the US have increased by 12.99 percent year-on-year to $3.26 per unit this year, said Faruque Hassan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

This is due to the production of high value-added garment items and prices of garment items being adjusted to the higher prices of raw materials like cotton and yarn, he said.

In 2023, work orders globally have been coming about slowly because of the volatile economic situation. But the situation is improving gradually, he added.

PHOTO: STAR/FILE

The drop in apparel shipment to the US has been recorded by other countries as well.

Among all other competing countries, Bangladesh's exports to the US fared comparatively better.

Garment shipment to the US from China, the world's largest apparel supplier, fell by 28.75 percent year-on-year to $9.12 billion in the January-July period, according to the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) under the US Department of Commerce.

Meanwhile, garment shipments to the US from Vietnam also declined by 24.76 percent to $8.21 billion, it said.

Overall garment imports

and brands are coming up with work orders for denim items, he said.

Similarly, AK Azad, chairman and chief executive officer of Ha-Meem Group, which ships nearly 90 percent of its garment products to the US, said it would take the next six months for there to be a rebound in the US markets for the shippers.

It is expected that a significant quantity of the old unsold stock in stores will be sold off in the upcoming Christmas period, he said.

The good sign is that the prices of locally made garment items going to

So, at the end of this year the exports will not witness a strong rebound to the US, Hassan said.

Mohammad Abdur Razzaque, research director of Policy Research Institute, said Bangladesh needs to rebuild its capacity as there was a possibility of the inflow of a huge volume of work orders from the US in the near future.

The energy and production capacity should be improved so the future work orders can be catered to as some countries are reducing their dependence on China, he said. The US markets may bounce back soon, he added.

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

পাটচাষি ও পাট ব্যবসায়ী সমিতি

তিন বছর বসে বেতন নিচ্ছেন বন্ধ পাটকলের ৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বন্ধ হওয়া ১০টি পাটকল চালু করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পাটচাষি ও পাট ব্যবসায়ী সমিতি। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানিয়ে বলা হয়, ২০২০ সালে ১ জুলাই বিজেএমসির অধীন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬টি পাটকল বন্ধ করা হয়েছিল। শ্রমিকরা কলোনি ছেড়ে যার যার অবস্থানে চলে যেতে বাধ্য হলেও ৩ বছর ধরে বসে বসে বেতন নিচ্ছেন বন্ধ হওয়া এই পাটকলের ৩০০ কর্মকর্তা কর্মচারী। অথচ পাটকল বন্ধ করার সময় বলা হয়েছিল সাময়িক বন্ধ হয়ে ৩ মাস পর আবার নতুন করে মিলগুলো চালু হবে। কিন্তু প্রায় সাড়ে ৩ বছর পার হলেও এখনও কোনো মিল চালু করা হয়নি। ৩টি এলাকায় ১০টি মিল চালু করা হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আবার কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসত। উৎপাদন হওয়ার কারণে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে পাটের ন্যায্যমূল্য পাটচাষিরা ফেরত পেত বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবদুল আজিজ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি মো. হাসান আলী, সাধারণ সম্পাদক মো. হারুন অর রশিদ, কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল মালেক, মুজিব হোসেন চৌধুরী, এনামুল হক বাবুল প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সরকার বন্ধ করা পাটকলগুলো বিভিন্নভাবে ব্যক্তি মালিকনায় লিজ দিয়ে চালাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কিছু কিছু মিল লিজ নিয়েও উৎপাদন করছেন না। ফলে মিলগুলোর মেশিনপত্র মরিচা পড়ে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অথচ এখনও মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বহাল আছেন। এমনকি কোনো কাজ না করেও ৩ বছর ধরে বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়সহ ২৬টি জুট মিলের প্রায় ৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতি মাসে বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মিলের শ্রমিকরা তাদের কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন কাটাচ্ছেন। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে বেকার জীবনযাপন করছে। অর্থের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মিল এলাকা ভূতের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ দিন দিন অবনতি হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বন্ধ পাটকলের মধ্যে কিছু লিজ দিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদের, যারা পাট বা পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় কখনো যুক্ত ছিল না। ফলে তারা মিল ভাড়া নিয়ে অন্য ব্যবসার পাঁয়তারা করছে। কেউ কেউ মিলের সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করার চক্রান্ত করছে। মিলের গাছপালা, মেশিনপত্র গোপনে বিক্রি করা শুরু করে দিয়েছে। অথচ সরকারের বিভিন্ন দফতর বেশি মূল্যে বেসরকারি মিল মালিকদের কাছ থেকে বস্তা কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এতে সরকারের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এমনকি প্রয়োজনীয় বস্তা সময়মতো না পেয়ে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৩ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Thursday 7 September 2023

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) : মজুরি বৈষম্যের পরও উপজেলায় কৃষিকাজে এগিয়ে আছেন নারী শ্রমিকরা —সংবাদ

সুন্দরগঞ্জে মজুরি বৈষম্যের শিকার নারী শ্রমিকরা

প্রতিনিধি, সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় কৃষি কাজে নারী শ্রমিকরা এগিয়ে আছেন। কিন্তু মজুরি বৈষম্যের শিকার হয়ে অনেকে কৃষি কাজ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। সেই কারণে চলতি আমন মৌসুমে ধানখেতের আগাছা পরিষ্কার করার কাজে শ্রমিক সংকটে পড়েছেন কৃষকরা। পুরুষ শ্রমিকদের অর্ধেক মজুরি দেয়া হচ্ছে নারী শ্রমিকদের। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর পুরুষ শ্রমিকের মজুরি ৫০০ টাকা এবং নারী শ্রমিকের মজুরি ২৫০ টাকা। কেন এই বৈষম্য তার কোন সদুত্তর নেই কৃষকদের কাছে। বর্তমান বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজারদরের সাথে তুলনা করে নারী শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানান তারা।

উপজেলা কৃষি ও উপজেলা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় নারী শ্রমিকের মোট সংখ্যা ২ হাজার ৫শ জন। এরমধ্যে কৃষি কাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিক ২ হাজার জন এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের জোগালি কাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিক ৫শ জন। তবে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদীর চরাঞ্চলে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় বর্তমানে কৃষি কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিক নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেনির কৃষক তাদের আবাদি জমি নিম্নবিত্ত শ্রেনির কৃষকদের নিকট বর্গা দিয়ে চাষাবাদ করছেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেনির কৃষকেরা নিজেরাই তাদের এবং বর্গা নেয়া জমি চাষাবাদ করে আসছেন। তাছাড়া যান্ত্রিক এই যুগে অনেকে যন্ত্রের সাহায্যে চাষাবাদ করছেন। কিন্তু সব কাজেই শ্রমিকের দরকার হচ্ছে। শতকরা ৮০ ভাগ পুরুষ শ্রমিক এখন অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছেন। তারা আর কৃষিকাজ করছেন না। সেই কারণে কৃষিকাজ, ধানের চারা রোপণ, আগাছা পরিস্কার এবং ফসল কাটা ও মাড়াই করছেন নারী শ্রমিকরা।

উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের পূর্ব সোনারায় গ্রামের নুরজাহান বেগম বলেন, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খেতে কাজ করার পর তাদেরকে মজুরি দেয়া হয় মাত্র ২৫০ টাকা, যা পুরুষ শ্রমিকদের অর্ধেক। মজুরি বৈষম্য হতে পারে, তবে পুরুষের অর্ধেক মজুরি নারীর প্রতি অন্যায় করার শামিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজারদর বৃদ্ধিসহ পেটের দায়ে মাঠে-ঘাটে কাজ করতে হচ্ছে তাদের। বাড়ির কর্তার একার রোজগার দিয়ে বর্তমানে সংসার চালানো অনেক কষ্টকর। তারাপুর খোদ্দার চরের ফুলমতি বেগম জানান, চরে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি। চরের পুরুষরা বেশিভাগ সময় শহরে গিয়ে রাজমিস্ত্রীর যোগালি এবং রিকশা-ভ্যান চালান। সেই কারণে নারীরা দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। তিনি দুঃখ করে বলেন, সারাদিন খাটা-খাটনির পর তাদেরকে মজুরি দেয়া হয় মাত্র ২৫০ টাকা। মানবিক দিক বিবেচনা করে মজুরি বাড়ানোর দাবি তাদের। অনেকে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরির অর্ধেক দেন, আবার অনেকে একটু বেশি দেন। তবে বর্তমানে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরি বাড়ানো উচিত। তিনি স্বীকার করেন, যে বর্তমানে কৃষিকাজে নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। পুরুষরা এখন আর কৃষিকাজ করতে চান না।

এ বিষয়ে নারী নেত্রী ও সুন্দরগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ নাসরিন সুলতানা বলেন, নারীদের সমানাধিকার আজও বাস্তবায়ন হয়নি। এটি বাস্তবায়নে পুরুষদেরকেও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে নারী শ্রমিকরা কোনদিনও তাদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। নারী শ্রমিকদের উপর অনেক বড় অন্যায় করা হচ্ছে। এই মজুরি বৈষম্য দূর করার জন্য আন্দোলনের বিকল্প নেই। সকল স্তরের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সুন্দরগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাশিদুল কবির জানান, উপজেলায় কৃষিকাজে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২ হাজার ৫শ জন।

কৃষিকাজে এখন সবত্রই নারী শ্রমিকদের অবাধ বিচরণ। ধানের চারা রোপন, আগাছা পরিস্কার, ধান কাটা ও মাড়াই, পাটের আঁশ ছড়ানো এবং পাটকাঠি শুকানোর কাজও করে থাকেন নারীরা। তবে এটি সত্য যে, কাজের তুলনায় নারী শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম দেয়া হয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এখন তাদের মজুরি বাড়ানো একান্ত দরকার। তা না হলে নারী শ্রমিকরা কৃষিকাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন।

কালের কণ্ঠ । শুক্রবার । ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ।

একের পর এক শ্রমিকের মৃত্যু

পাবিপ্রবিতে ৪৮০ কোটি টাকার প্রকল্প

- মানা হচ্ছে না নিরাপত্তাবিধি
- এক বছরে ছয় শ্রমিকের মৃত্যু
- চার বছরে মারা গেছেন অন্তত ১৫ জন
- ঠিকাদারদের উদাসীনতাই দায়ী

পাবিপ্রবি সংবাদদাতা ▷

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে গত এক বছরে ছয়জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তাবিধি না মেনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করায় নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর জন্য শ্রমিকদের অসচেতনতা ও ঠিকাদারদের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রমিকদের সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট নির্মীয়মাণ শেখ রাসেল হলের ৯ তলায় প্লাস্টারের কাজ করতে গিয়ে রশি ছিঁড়ে তুহিন হোসেন ও আসাদুল আলী নামে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর নির্মীয়মাণ ১২ তলা একাডেমিক ভবন থেকে পড়ে হাফিজুর রহমান নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এর আট দিন পর ২৫ সেপ্টেম্বর শেখ রাসেল হল থেকে পড়ে নুর আলম নামের আরেক শ্রমিক মারা যান। এভাবে প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিকদের মৃত্যু হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসের দেওয়া তথ্য মতে, গত এক বছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে ছয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে ২০১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮০ কোটি ৬০ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে ঠিক কতজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, তার সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেনি প্রক্টর অফিস। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে খোঁজ নিয়েও সে তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রশাসনে থাকা কর্মকর্তারা জানান, শ্রমিক মৃত্যুর বেশির ভাগ খবরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পর্যন্ত পৌঁছায় না। প্রকল্পের কোনো সাইটে দুর্ঘটনা ঘটলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের সহায়তায় ঘটনা চাপা দেয়।

তবে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত চার বছরে প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে অন্তত ১৫ শ্রমিক মারা গেছেন। কিন্তু তাঁদের সবার নাম-পরিচয় কেউই দিতে পারেনি।

প্রকল্পে নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিক মারা যাওয়ার জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থাকে দায়ী করছেন প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, বহুতল ভবন নির্মাণে যেসব সেফটি কোড রয়েছে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো তার বেশির ভাগই মানে না। ফলে কয়েক দিন পর পর মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মীয়মাণ ভবন নেট দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। শাটারিং করার সময় খুঁটিগুলো মেটালের হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন সময় বাঁশের ওপর হলুদ রং করে সেগুলোকে মেটাল হিসেবে চালিয়ে দিতে দেখা গেছে। উঁচু স্থানে কাজ করার সময় শক্ত দড়ি-মাচা ব্যবহারের এবং এর নিচে নেট দেওয়ার কথা থাকলেও সেটা দেওয়া হচ্ছে না।

কাজ করার সময় নিরাপত্তাবিধি মানতে দেখা যায়নি শ্রমিকদেরও। শ্রম নীতিমালা অনুযায়ী, কাজের সময় মাথায় হেলমেট, সেফটি বেল্ট, পায়ে গামবুট ও মুখে মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও শ্রমিকরা তা মানছেন না।

মতিন মিয়া নামের এক শ্রমিক বলেন, 'শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যেসব সরঞ্জাম থাকার কথা, সেগুলোর বেশির ভাগই এখানে নেই।' আরেক শ্রমিক আকাশ হোসেন বলেন, 'নিরাপত্তাবিধিগুলো শ্রমিকরা মানছেন কি না, সেগুলো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করে না।'

প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) জি এম আজিজুর রহমান বলেন, 'কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে এরই মধ্যে জরিমানা করা হয়েছে। সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সরকারি বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কামাল হোসেন বলেন, 'শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা প্রকল্প পরিচালক এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে কয়েকবার মিটিং করেছি। আমরা তাদের নিরাপত্তাবিধিগুলো মেনে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা কিছুদিন নিরাপত্তাবিধিগুলো মানে, এরপর আগের অবস্থায় ফিরে যায়।'

The Daily Star
SEPTEMBER 8, 2023

DSE plans to get green garment factories listed

STAR BUSINESS REPORT

Dhaka Stock Exchange (DSE) is planning on wooing garment factories which adopted environment-friendly practices to get listed so that the opportunity to invest in good stocks arises while the factories can diversify their financing portfolio.

The premier bourse of the country is going to sign a memorandum of understanding in this regard with the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The DSE's board of directors already approved the terms and conditions of the MoU for it to be signed within this month.

"Under the MoU, the BGMEA will inform all its members about facilities of the stock market while we will take some joint initiatives on promotional programmes," said M Shaifur Rahman Mazumdar, acting managing director of the DSE.

"Our primary target is to bring in the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) companies and gradually we will try to attract other companies with sustainable practices which have gained reputation doing business for long," he said.

Currently, Bangladesh is home to 9 out of the 10 top "green" industrial units worldwide.

Being the global champion in LEED certified factories, Bangladesh has 73 platinum rated garment units while another 113 are gold rated, 10 are silver rated and four are just certified.

Platinum certification is the highest category in the ranking system while gold is the second highest and silver third. The fourth category for industrial units is just for meeting the minimum requirements.

The premier bourse is going to sign a memorandum of understanding in this regard with the BGMEA

"We will inform them how they can offload shares and get several benefits of the listing," said Mazumdar.

Some entrepreneurs do not want to split their ownership. In this case, the DSE will advise them to raise funds by issuing green bonds, he said.

The interest rate of the banks is much higher so their costs will be lower if they raise funds through bonds, Mazumdar clarified.

There are some foreign investors who are seeking sustainable bonds, so this can play a positive role in bringing in foreign investment in the country, he said.

"We are hopeful of bringing some green companies either to offload equity or at least to issue green bonds," he added.

The DSE held a number of meetings with the BGMEA, a platform of owners of the apparel industry, in this regard.

In the July-August period, the first two months of the current fiscal year, apparel shipments, which account for over 85 percent of national exports, grew by 12.46 percent year-on-year to $7.99 billion, said EPB data.

At present 58 companies are listed in the textile category with the DSE. Of them, eight companies are categorised as junk stocks due to their lacklustre performance.

যুগান্তর | শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৪ ভাদ্র ১৪৩০

আগস্টে বেড়ে হয়েছে ৯.৯২ শতাংশ

মূল্যস্ফীতি গিলে ফেলছে মজুরি

হামিদ-উজ-জামান

দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। আগস্টে এ হার দুই অঙ্ক ছুঁইছুঁই করে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশে। কিন্তু এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি মজুরি। সার্বিক মজুরি হার বাড়ছে কচ্ছপগতিতে। একই সময়ে এ হার দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৫৮ শতাংশে। বিবিএস-এর হিসাবে জুলাইয়ের তুলায় আগস্টে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশীয় পয়েন্ট হারে। আর মজুরি বেড়েছে দশমিক ০৬ শতাংশীয় হারে। ফলে মূল্যস্ফীতি গিলে ফেলছে মানুষের মজুরি। এতে জীবনযাত্রায় বিরাজ করছে চরম সংকট। বাজারে উত্তাপে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এদিকে মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশে গড়িমসি করা হচ্ছে। সাধারণত মাসের প্রথম সপ্তাহেই এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। কিন্তু এ মাসে তা করা হয়নি। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে এসব তথ্য উপস্থাপনের প্রস্তুতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ফলে এ হিসাব পাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে জানান, সিপিআই (কঞ্জুমার প্রাইস ইনডেক্স) তৈরি করা হয়েছে। এটি একনেক বৈঠকে উপস্থাপনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েও নানা কারণে করা যায়নি। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন

মূল্যস্ফীতি গিলে ফেলছে মজুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাড়া এটি প্রকাশ করা হবে না।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন, ট্রেন্ড অনুযায়ী বছরের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে সাধারণত মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। নভেম্বরে গিয়ে আবার কমতে শুরু করে। মৌসুমগত কারণে আগস্টে মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে এই সময়ে কিছু শাকসবজি ছাড়া তেমন ফসল উৎপাদন হয় না। সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও বন্যা থাকে। ফলে সরবরাহ চেইন ব্যাহত হয়। পণ্য সরবরাহ ঠিক না থাকলে মূল্যস্ফীতি ঘটে। তবে সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, আগস্টে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে হয়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ, যা গত বছরের আগস্টে ছিল ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। ২০২১ সালের আগস্টে ছিল ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এদিকে কয়েক মাস ধরেই দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ওঠানামার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। এর মধ্যে চলতি বছরের জুলাইয়ে ছিল ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ, জুনে ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং মে মাসে ব্যাপক বেড়ে হয়েছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ব্যয় বাড়ছে। সেই ব্যয়বৃদ্ধি সমস্যা হতো না, যদি একই হারে আয়টা বাড়ত। বাস্তবতা হচ্ছে—মূল্যস্ফীতি যে হারে বাড়ছে, সেই হারে আয় বাড়ছে না। ১৮ মাস ধরে দেশে এ অবস্থা বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে মানুষ টিকে থাকার জন্য সঞ্চয় ভেঙে অথবা ঋণ করে খাচ্ছে। কিন্তু যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তাদের তো কোনো সঞ্চয় নেই। কিংবা কেউ ধারও দেয় না। এ অবস্থায় তারা কী করছে। প্রথমত, সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়। এরপরও না হলে চিকিৎসা খরচ বন্ধ করেন বা কমিয়ে দেন। তখনও যদি সংকুলান না হয়, তাহলে খাবার খরচ কমিয়ে দেন। এক্ষেত্রে পরিবারে এক বেলা ৫টি ডিম লাগলে দুটি দিয়েই ৫ জন খেয়ে নেন। তিন বেলার পরিবর্তে এক বেলা পেটপুরে খেয়ে দিন-রাত পার করেন। এসব করার কারণে একদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে, অন্যদিকে কম খাওয়ার কারণে অপুষ্টি বাড়ছে। ফলে সবদিক থেকেই ভবিষ্যতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বিবিএস সূত্র জানায়, আগস্টে মজুরি হার সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৫৮ শতাংশে, যা জুলাইয়ে ছিল ৭ দশমিক ৫২, জুনে ৭ দশমিক ৩৯ এবং মে মাসে ৭ দশমিক ৩২ শতাংশে।

বিবিএস-এর সিপিআই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আগস্টে কৃষি খাতে মজুরি বাড়লেও কমেছে শিল্প ও সেবা খাতে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কৃষি খাতে আগস্টে মজুরি হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৮৯ এবং জুলাইয়ে ৭ দশমিক ৭২ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালের আগস্টে এ হার ছিল ৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

কিন্তু শিল্প খাতে আগস্টে মজুরি হার কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে, যা জুলাইয়ে ছিল ৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালের আগস্টে ছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এদিকে সেবা খাতে মজুরি কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ, যা জুলাইয়ে ছিল ৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালের আগস্টে এ হার ছিল ৭ শতাংশ।

ঢাকার শেওড়াপাড়ার বস্তিতে থাকেন রিকশাচালক সুজন মিয়া। তিনি জানান, আগে সারা দিন যা আয় হতো তাই দিয়ে ভালোই চলত। কিন্তু এখন, আয় কিছুটা বেড়েছে তবে বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম, এতে সেই টাকায় কুলাচ্ছে না। কুড়িগ্রামের বেলগাছা ইউনিয়নের দিনমজুর মো. জুয়েল জানান, বছরখানেক আগে কামলার (দিনমজুরের) হাজিরা (মজুরি) ছিল ৩০০ টাকা। সেটি বেড়ে ৪০০-৫০০ টাকা হয়েছে। কিন্তু এতেও সংসার চলছে না। বাজারে প্রতিটি নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। সেই তুলনায় বাড়েনি আয়। প্রায় একই কথা বলেন দিনমজুর শাহীনও। একই এলাকার রিকশাচালক মো. আলম জানান, এখন ভাড়া বেশি নিতে হয়। এরপরও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জানি না আগামী দিন কীভাবে চলবে। গাইবান্ধা থেকে এসে রাজধানীতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালান মো. মহসিন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, আগে সব খরচ বাদে দিনে ৫০০ টাকা থাকলেই ভালোভাবে চলা যেত। এখন এক হাজার টাকা থাকলেও চলতে হিমশিম খাচ্ছি। সেই সঙ্গে সিএনজি জমা হিসাবে মালিককে আগে ৮০০ টাকা দিতে হতো। এখন ১০০০-১২০০ টাকা দিতে হয়। পাশাপাশি বাসা ভাড়া থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল, চিনি, পেঁয়াজ, মরিচ, সাবান, পেস্ট, মাছ, মাংস, শাকসবজিসহ সব পণ্যের দামই বেড়েছে। যা আয় করি, এতে আর সংসারের চাকা চলে না। দিনাজপুর থেকে ঢাকায় এসে রিকশা চালান রেজাউল করিম। তিনি জানান, আগে রিকশার জমা হিসাবে দিনপ্রতি মালিককে দিতে হতো ১০০ টাকা করে। এখন সেটি বাড়িয়ে দিতে হয় ১৩০ টাকা। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে। কিন্তু আয় সেই তুলনায় বাড়েনি বললেই চলে।

DHAKA SUNDAY SEPTEMBER 3, 2023
BHADRA 19, 1430 BS
The Daily Star

Third tea auction centre launched in Panchagarh

MD QUAMRUL ISLAM RUBAIYAT

A new tea auction centre began operations in Bangladesh's northwest bordering district of Panchagarh yesterday, making it the third establishment of its kind following the country's first in Chattogram and the second in Sreemangal.

Commerce Minister Tipu Munshi formally inaugurated the centre through a ceremony held at the Panchagarh Government Auditorium.

Following the inaugural ceremony, brokers started their bidding activities via a virtual platform.

Initially, 15 bidders vied for purchasing processed tea of Supreme Tea Ltd. Chowdhury Enterprise placed the highest bid during the fixed two-minute bidding session, buying 200 kilogrammes (kgs) of the product for Tk 543 per kg.

During the inaugural ceremony, Munshi said the aim of setting up a new auction centre would be fulfilled only after growers are ensured fair prices for their raw tea leaves.

"We set up the auction centre so that growers are not made anyone's puppet by being forced to sell their leaves at reduced prices," he added.

Local tea growers were previously compelled to sell their produce for Tk 15 per kg, which was lower than the Tk 18 per kg fixed by the Panchagarh District Tea Leaves Price Fixation Committee.

"If they continue to face the same situation, one day the production of tea leaves will be suspended here," Munshi said.

The commerce minister also pointed out that factory owners should care about the interests of growers.

"So, we will not support it if you want to deprive growers of fair prices," he added.

For example, some tea processing factories deduct as much as 50 percent of the total weight of tea leaves brought in by farmers citing high levels of moisture content.

"But this is completely unacceptable. No one should try to benefit from the hapless position of growers," Munshi said.

Among others, Railway Minister Advocate Nurul Islam Sujan, Local Lawmaker of Panchagarh-1 Majharul Haque Prodhan and Senior Secretary of Commerce Ministry Tapan Kanti Ghosh spoke at the event.

The event was chaired by the Deputy Commissioner of Panchagarh Md Jahurul Islam.

At least 12,079 acres of land are under tea cultivation across five northern districts, namely Panchagarh, Thakurgaon, Nilphamari, Lalmonirhat and Dinajpur.

Last year, a total of about 1.78 crore kgs of processed tea worth Tk 260 crore were produced from plain land tea gardens, accounting for 19 percent of overall cultivation in the country, as per data of the Bangladesh Tea Board.

Tea cultivation in the flatlands of Panchagarh began in the late 1990s thanks to effective directives from Prime Minister Sheikh Hasina along with the favourable weather and soil conditions.

However, tea cultivation soon expanded to other nearby districts. In the last two decades, the northern region including Panchagarh and Thakurgaon have emerged as the second largest tea producing area after Chattogram and Sylhet.

দেশ রূপান্তর সোমবা
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২০ ভাদ্র ১৪

সন্তানের খাবার খাওয়ায় শিশু গৃহকর্মী হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিশু হেনাকে যেন মৃত্যুই টেনে এনেছিল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার এক অজপাড়াগাঁ থেকে রাজধানী ঢাকায়। যখন খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলা বা রংতুলি নিয়ে মেতে ওঠার সময় তখন তার কপালে জুটত ডাল ঘুঁটনি, দা বা বঁটির আঘাত। প্রচণ্ড ক্ষুধায় খাবার খাওয়াই ছিল তার 'অপরাধ'। বাচ্চার খাবার খেয়ে ফেলায় ১০ বছরের গৃহকর্মী হেনাকে লাঠি ও খুন্তি দিয়ে মারধর করেন গৃহকর্ত্রী সাথী পারভীন ডলি। এরপর গলা টিপে হত্যা করেন।

বাচ্চার জন্য রাখা খাবার খেয়ে ফেলার জন্য প্রায়ই হেনার ওপর নেমে আসত নির্মম নির্যাতন। গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেও নির্যাতন করা হয়েছে তাকে। রাজধানীর কলাবাগানের একটি বাসায় শিশু গৃহকর্মী হেনাকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগে গৃহকর্ত্রী সাথীকে গ্রেপ্তারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে এসব তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল রবিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাথীকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য জানান রমনা বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন। এর আগে গত শনিবার যশোর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে কলাবাগান থানা পুলিশের একটি দল।

সংবাদ সম্মেলনে ডিসি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, 'শিশু হেনাকে ডাল ঘুঁটনি, দা ও বঁটি দিয়ে নির্যাতন করা হয়। কখনো লাঠি দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। শিশুটির অপরাধ হলো তার (সাথী) বাচ্চার জন্য রাখা খাবার খেয়ে ফেলা। তার বাচ্চার খেলার সাথী হিসেবে একজন আরেকজনকে মারে এমন ছোটখাটো বিষয়ে এ হত্যাকারী (সাথী) তাকে নির্যাতন করতেন। হেনার ওপর নির্যাতনের কারণ একটাই, তার নিজের বাচ্চার খাবারটা গৃহকর্মী খেয়ে ফেলত। এটাই তার অপরাধ। এর

কারণে মেরে ফেলাটা যে যৌক্তিক হয়নি, আসামি নিজেই এখন স্বীকার করছেন।'

নির্যাতনের তীব্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, 'সারা শরীরে ক্রমাগত আঘাতের কারণে বাচ্চাটি (হেনা) বিছানায় মলত্যাগ পর্যন্ত করে ফেলে। তার সারা শরীরে নতুন-পুরাতন অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। বাসার সিসি ফুটেজ থেকে আমরা দেখতে পাই, এ শিশুটির গলায় পা দিয়ে গৃহকর্ত্রী হেনা তাকে নির্যাতন করছেন।'

জানা গেছে, শিশু হেনা ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার নন্দীবাড়ি গ্রামের মৃত হক মিয়া ও মৃত হাসিনা বেগমের মেয়ে। সরকারি চাকরিজীবী গৃহকর্ত্রী সাথী আক্তার পারভীন তিন বছর আগে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় একটি প্রশিক্ষণে যান। সেখানে হেনাকে দেখেন। তখন তার স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সে সময় হেনার স্বজনদের গৃহকর্ত্রী সাথী বলেছিলেন, হেনাকে তার নিজের সন্তানের মতো করে রাখবেন। এরপর মাস শেষে ২ হাজার টাকা করে হেনার ফুপুর কাছে পাঠাবেন। চার মাস সেই টাকা পাঠালেও এরপর থেকে আর কোনো টাকা পাঠাননি। হেনার জন্য টাকা আলাদাভাবে জমিয়ে রাখছেন বলে তার স্বজনদের জানান।

ডিসি আশরাফ বলেন, 'হেনাকে বাসায় আনার পর থেকেই প্রতিনিয়ত শারীরিক নির্যাতন করা হতো। নির্যাতনের কারণে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাটা, পোড়া ও রক্তাক্ত জখম হয়। হেনাকে তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কখনো দেখা কিংবা মোবাইল ফোনে কথা বলতে দিতেন না। ঘটনার দিন হেনার গলায় এবং মুখ চেপে রেখে নির্যাতন করায় মারা যায় বলে স্বীকার করেছেন গৃহকর্ত্রী সাথী।'

গত ২৬ আগস্ট সকালে কলাবাগানের একটি বাসার দরজা ভেঙে বিছানায় একটি শিশুর লাশ পাওয়া যায়। পরে জানা যায় লাশটি এতিম শিশু ও গৃহকর্মী হেনার। সে সাথী পারভীন ডলির বাসায় কাজ করত।

রমনা বিভাগের ডিসি বলেন, 'শিশু গৃহকর্মী হেনাকে হত্যা করে সাথী পারভীন ডলি মোবাইল ফোন রেখে নিজের বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে যান। এরপর রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। একসময় যশোরে চলে যান। পরে কলাবাগান থানা পুলিশসহ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট এটা নিয়ে কাজ করে। ঘটনার চার দিনের মাথায় আমরা আসামিকে গ্রেপ্তার করি। কলাবাগান থানা পুলিশ বিভিন্ন স্থানের সিসি ক্যামেরার ৪০০ ফুটেজ সংগ্রহ করে। সিসি ফুটেজে তাকে বিভিন্ন স্থানে পথচারী হিসেবে ঘুরতে দেখা যায়। কখনো মুদির দোকানে বা বিভিন্ন মানুষের ফোন থেকে তার আত্মীয়স্বজনকে ফোন করেন। তিনি পালিয়ে থাকার চেষ্টা করেন।'

সাথী পারভীন ডলির পরিচিতির বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, 'তিনি এলজিইডির একজন সার্ভেয়ার। তবে ২০০৩ সালে প্রথমে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগ দেন। পরে ডিপ্লোমা করে ২০১১ সালে সার্ভেয়ার হিসেবে চাকরি পান। ২০১৬ সালে বিএসসি করে নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচয় দেন। তার রাজনৈতিক কী পরিচয় সেগুলো আমরা বিবেচনায় আনতে চাই না। আমরা তাকে শুধু একজন হত্যাকারী হিসেবে দেখছি।'

যুগান্তর
রোববার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চট্টগ্রামে তৈরি পোশাকের রপ্তানি চালানে চাল সেমাই

মিলেছে ঘোষণার অতিরিক্ত ৬৯০ পিস পোশাক

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে তৈরি পোশাকের একটি রপ্তানি চালানে পাওয়া গেছে সুগন্ধি চাল, সেমাইসহ কয়েক ধরনের খাদ্যপণ্য। এছাড়া মিলেছে ঘোষণার অতিরিক্ত ৬৯০ পিস তৈরি পোশাক। শুক্রবার রাতে চালানটির একটি কার্টনে এক প্যাকেট চাল পাওয়ার পর এতে ঘোষণা বহির্ভূত আরও পণ্য আছে কিনা জানতে শনিবার দিনভর কায়িক পরীক্ষা করে এসব পণ্যের সন্ধান পান কাস্টম কর্মকর্তারা।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ সূত্র জানায়, ওসিএল নামের বেসরকারি ডিপোতে ২২ কার্টনে একটি পণ্যের চালান রপ্তানির অপেক্ষায় ছিল। এতে তৈরি পোশাক আছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক। যাচাই-বাছাইকালে কাস্টম কর্মকর্তাদের সন্দেহ হলে শুক্রবার রাতে একটি কার্টন খুলে তাতে চালের একটি প্যাকেট পাওয়া যায়। আরও চাল বা অন্য পণ্য থাকতে পারে, এমন সন্দেহ থেকে বাকি কার্টনগুলোও যাচাই করে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার সকাল থেকে পুরো চালানটির কায়িক পরীক্ষা শুরু করেন কাস্টম কর্মকর্তারা।

পরীক্ষা শেষে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের উপ-কমিশনার ব্যারিস্টার মো. বদরুজ্জামান মুন্সি রাতে যুগান্তরকে জানান, চালানটিতে ঘোষণার অতিরিক্ত ৬৯০ পিস তৈরি পোশাক এবং ১০ কেজি সুগন্ধি চাল, ১ কেজি ৪০০ গ্রাম সেমাই, ২৪০ গ্রাম গুঁড়া মশলা ও ৩০০ গ্রাম পাঁচফোড়ন পাওয়া গেছে। ঘোষণা বহির্ভূত ও ঘোষণার অতিরিক্ত পণ্যের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাস্টম সূত্র জানায়, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের জাহানারা ট্রেডিং নামের একটি প্রতিষ্ঠানের নামে চালানটি মাদাগাস্কারে পাঠানোর কথা ছিল।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২০ ভাদ্র ১৪৩০

সার্কুলার ইকোনমির কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের পোশাক খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ, বাংলাদেশ তার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সার্কুলারিটি মডেলে রূপান্তরের যাত্রা শুরুর জন্য প্রস্তুত করছে। বর্তমানে 'সার্কুলারিটি' বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস, অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুবিধা তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে সার্কুলারিটি গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও আছে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করা এবং সমাধান করা আবশ্যক। এ বিষয়টি সমাধানের জন্য গতকাল রবিবার ঢাকার একটি হোটেলে শিল্প নেতা, নীতিনির্ধারক এবং সার্কুলার অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল 'আপস্ট্রিম সার্কুলারিটি ডায়ালগ : বাংলাদেশে প্রাক-ভোক্তা টেক্সটাইল বর্জ্য' শীর্ষক এক সংলাপে বসেন। সংলাপের মূল বিষয়গুলো ছিল বাংলাদেশে একটি সমৃদ্ধ সার্কুলার ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, নীতি, অবকাঠামো, সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী পন্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

এই ইভেন্টটি 'সুইচ টু সার্কুলার ইকোনমি ভ্যালু চেইনস প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে আয়োজন করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফিনল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে ইউনিডোর নেতৃত্বে চ্যাথাম হাউজ, সার্কল ইকোনমি, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের সার্কুলারিটি সমর্থনকারীদের সহযোগিতায় প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক, নীতিনির্ধারক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গ্রুপে অংশ নেন।

ইভেন্টে দুটি প্যানেল আলোচনা করে। উভয় প্যানেলের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ইস্যু, যেমন– বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রস্তুতকারকদের সার্কুলার ইকোসিস্টেমে সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ব্যবসায়িক মডেল ও প্রণোদনা, দেশে মূল্য ধরে রাখার জন্য টেক্সটাইল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মানদণ্ড এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় কীভাবে বর্তমান ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায় প্রভৃতি। সংলাপে বেস্টসেলারের মুখ্য ভূমিকা পালন এবং সার্কুলারিটি ও পুনর্ব্যবহৃত উপকরণ গ্রহণে প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে বেস্টসেলারের সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'আমরা এখন এমন একটি বিশ্বে বাস করছি, যেখানে জলবায়ু সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন, স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের মূল্যে ব্যবসা এখন আর কোনো বিকল্প নয়। শূন্য কার্বন নির্গমন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের দৌড়ে সার্কুলারিটি "পরবর্তী স্বাভাবিক" (ধারণা) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ব্যবসা এবং টেকসই উন্নয়নকে সংযুক্ত করেছে। বিজিএমইএর জন্য, সার্কুলারিটি আমাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে একটি রৈখিক (লিনিয়ার) থেকে সার্কুলার সিস্টেমে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) সংরক্ষণে সহায়তা করা।'

বেস্টসেলারের সিনিয়র প্রজেক্ট স্পেশালিস্ট আলেকজান্ডার গ্রানবার্গ বলেন, 'দীর্ঘদিনের অনেক ব্যবসায়িক অংশীদারসহ বাংলাদেশ হচ্ছে বেস্টসেলারের জন্য একটি প্রধান সোর্সিং দেশ, আর এ কারণেই বর্জ্য পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে সূচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। সমগ্র শিল্পের জন্য কার্যকর এবং উপকারী সমাধানগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য মূল স্টেকহোল্ডারদের একত্র করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

গ্লোবাল ফ্যাশন এজেন্ডার সিইও ফেদেরিকা মার্চিয়ননি বলেছেন, 'একটি সার্কুলার অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য পৃথক এজেন্ট বা কোম্পানির সামর্থ্যের বাইরে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। সত্যিকারের সার্কুলারিটি শুধু উৎপাদন অঞ্চলে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে পুনর্ব্যবহৃত পণ্য উৎপাদনে (রিসাইক্লিং) নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত, যদি দেশটি শিল্পোত্তর বর্জ্যের সব সম্ভাবনাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে। বিশ্বব্যাপী পুনর্ব্যবহৃত পণ্যের জন্য ব্র্যান্ডের চাহিদা বৃদ্ধি এবং আইন বাস্তবায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ এই সুযোগটি ত্বরান্বিত করতে একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে পারে।'

রিভার্স রিসোর্সেসের চিফ প্রোগ্রাম অফিসার-সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিন ক্যাসল বলেন, 'অভ্যন্তরীণভাবে রিসাইক্লিং সক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সম্প্রসারণটি শিল্পকে পুনর্ব্যবহৃত পণ্যগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে, ফাইবার আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সহায়তা করবে।'

সেমিনারে বক্তারা

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে সার্কুলারিটি গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। বাংলাদেশে একটি সমৃদ্ধ সার্কুলার ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, নীতি, অবকাঠামো, সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী পন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ায় বাংলাদেশও সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে

MONDAY SEPTEMBER 4, 2023
BHADRA 20, 1430 BS
The Daily Star

Bangladesh can export $6b RMG made from recycled yarn

Experts say at a seminar

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh can export $6 billion worth of garment items if it can locally process the 400,000 tonnes of recycled yarn and fabrics the local garment makers produce every year, experts said today.

They shared the data at a seminar on "Switch to upstream circularity dialogue: pre-consumer textile waste in Bangladesh" held at the Amari Hotel in Dhaka.

Garment exporters, researchers and senior government officials also attended the event organised under the Switch to Circular Economy Value Chains project (SWITCH2CE) in collaboration with Chatham House, Circle Economy and European Investment Bank.

At the event, the apparel manufacturers also want a ban on export of clothing wastages.

The exporters said they want to make garments from the wastes as the European nations—the major markets for Bangladesh—are making a law for importing apparels made from recycled yarn.

The recycled yarn and fabrics will create the next opportunity for Bangladesh as the international retailers and brands are preferring clothing items made from recycled yarn, said Faruque Hassan, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Moreover, making of garment items from recycled yarn will also help Bangladesh in obtaining the GSP Plus facility in the European Union (EU) as those garment items would be made following their guidelines, he said.

M Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange Bangladesh, stressed the need for taking a holistic vision, which provides direction, clarity and stance of the country in terms of circularity for utilising the new opportunity.

Vidiya Amrit Khan, director of the BGMEA, said the circularity is going to be new normal of the garment industry to address the issues about sustainability, traceability and climate change.

Saber Hossain Chowdhury, chair of the parliamentary standing committee on the ministry of environment, forest and climate change and special envoy to the prime minister for climate change; Bernd Spanier, deputy head of mission of the delegation of European Union to Bangladesh; Mark Draeck, chief technical adviser on SWITCH2CE at UNIDO, and Holly Syrett, director of impact programmes and sustainability at Global Fashion Agenda, also spoke.

শোভন কাজ

MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023, BHADR NEWAGE

ESSENTIAL SERVICES BILL WITHDRAWAL

Labour leaders warn of tougher movements if demand unmet

Staff Correspondent

LABOUR leaders on Sunday at a protest rally in Dhaka, called on the Awami League government to withdraw the essential services bill-2023, which was placed in the parliament on April 6.

The government was going to enact the law to seize the rights of the workers holding strikes to press their demands, labour leaders said.

The leaders would wage tougher movements against the government if the bill was not withdrawn from the parliament, they warned.

Sramik Karmachari Oikya Parishad, Bangaldesh Sarak Paribahan Sramik Federation and Bangladesh Noujan Sramik Federation jointly organised the rally in front the National Press Club to press the demands of withdrawal of the bill.

Leaders of the organisations also demanded Tk20,000 per month as national minimum wage and implementation of nine point demands of the SKOP, a platform of 14 labour rights bodies.

Chaired by joint convener of SKOP Nurul Amin, the rally was addressed by labour leaders Razequzzaman Ratan, Osan Ali, Saifuzzaman Badsha, Naimul Ahsan Jewel, Quamrul Ahsan, Badal Khan, Nur Mohammad Akond, Azizun Nahar and others.

NEWAGE

MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023, BHADRA 27, 1430 BS

Journalists share fear of delayed wage, job insecurity

Staff Correspondent

JOURNALISTS from the television and print media working in Dhaka at a discussion expressed their concerns over delay in payment of their wages or salaries, job security and a culture of fear.

They also voiced concerns over, among other issues, insecurity, absence of protection policies or lack of safety mechanisms, lack of insurance policy, safeguarding issues faced by women journalists at their workplaces, partial implementation of the Wage Board, and lack of logistics and safety equipment, according to a press release by Article19.

Article19, an international human rights organisation globally active for freedom of expression and the right to information, organised a roundtable discussion in collaboration with Free Press Unlimited with the decision makers of media houses, including owners, senior editors, editors and journalists of both print and electronic media. The discussion highlighted the importance of having insurance packages at the workplace as a component of enhancing safety and security of journalists.

Faruq Faisel, regional director of Article 19 South Asia, called on the decision-makers of the media houses to respond positively about insurance facilities for journalist community.

Elisabet Cantenys, executive director of ACOS Alliance, a coalition of major news companies, journalism organisations,and freelancers, joined the session online as a keynote speaker and shared her experiences on the best practices in the world where media houses offer affordable insurances to journalists within and outside the workplace.

Senior journalist Naimul Islam Khan said Bangladeshi journalists face physical and legal threats and majority of media houses have no proper insurance coverage.

Ayesha Kabir, head of the English version of Prothom Alo online, said it would be highly beneficial for journalists if they can access the advice expert insurance consultants who might guide them to avail appropriate insurance packages.

Shafiqul Alam, bureau chief of Agency France-Presse, said they should incorporate the insurance companies in the discussion about initiating short-term insurance packages as per customised needs.

Johannes Roelof Nieuwenhuijse, senior programme coordinator of Free Press Unlimited, and Rumky Farhana, senior programme officer at Article 19 Bangladesh and South Asia, Sajjad Sharif, executive editor of the daily Prothom Alo, SM Akash, head of news of Deepto Television, Israt Jahan Urmi, senior correspondent of DBC News, also shared their experiences.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

দালালে দুর্বিষহ প্রবাসজীবন

বেলাল রিজভী, মাদারীপুর ও রোকনুজ্জামান পারভেজ, শরীয়তপুর

শিকার হতে হয় নির্যাতনের, দিতে হয় মুক্তিপণ। মিথ্যা প্ররোচনায় বিদেশ গিয়ে কাজ নেই

মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের খাগদাহ গ্রামের আতাহার খানের ছেলে রবিন খান (২২)। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে এক বছর আগে পাড়ি জমান ইউরোপের দেশ ইতালির উদ্দেশে। এরপর দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন লিবিয়ার দালালদের কাছে। কয়েক দফায় মারধর ও হত্যার হুমকি দেওয়া হয় তাকে। পরে সহায়সম্পদ বিক্রি করে তার পরিবার ১৭ লাখ টাকা দেয় দালালদের। চলতি বছরের ২২ আগস্ট থেকে পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। মা-বাবাও জানেন না রবিন বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। মাদারীপুর সদর উপজেলার পেয়ারপুর ইউনিয়নের নয়ারচর গ্রামের আমজাদ বেপারীর ছেলে আজীম বেপারীর (২২) সঙ্গে তিন মাস আগে পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ হয়। এর পর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এর আগে আমির নামে এক দালাল কয়েক দফায় ১৮ লাখ টাকা নেন ইতালি পাঠানোর নামে। আজীমের বাবা আমজাদ বেপারী বলেন, 'ভিটামাটি বিক্রি করে ছেলের জন্য ১৮ লাখ টাকা দিয়েছি। এখন আমরা নিঃস্ব। ছেলে কোথায় তাও জানি না।' একই এলাকার ইউনুস মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা ইতালির উদ্দেশে দেশ ছাড়েন। এরপর তার ঠাঁই হয় লিবিয়ার বন্দিশালায়। সেখানে আটকে রেখে চালানো হয় নির্যাতন। দালাল চক্র কয়েক দফায় আদায় করে ২২ লাখ টাকা। পরে দালালদের টাকা দিয়ে চলে আসেন দেশে। নির্যাতনের শিকার রানা জানান, দালালরা হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করে। নির্যাতনের সময় কান্নার রেকর্ড শুনিয়ে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আদায় করা হয় টাকা। মাদারীপুর সদর উপজেলার মধ্য পেয়ারপুর গ্রামের তরিকুল ও রুবেল নিখোঁজ রয়েছেন চার বছর ধরে। পরিবারের সঙ্গে নেই কোনো যোগাযোগ। বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন তা-ও জানেন না পরিবারের সদস্যরা। শুধু রবিন, আজীম, রানা নন; এমন শত শত যুবক ঝুঁকি নিয়ে পাড়ি জমান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তাদের কেউ কেউ আবার লাশ হয়ে ফিরে আসেন। আবার কারও কারও সন্ধান পাওয়া যায় না বছরের পর বছর। তবে এসব ঘটনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা হয় না। দু-একটি মামলা হলেও দালালরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদিকে নিখোঁজ ও নিহতের পরও অবৈধভাবে ইউরোপযাত্রা থামছেই না। মাদারীপুরের বহু যুবককে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর কথা বলে দালালরা হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দালালরা লিবিয়ায় নিয়ে টাকা আদায় করতে চালাচ্ছে অমানবিক নির্যাতন। নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। তাতেও নিস্তার নেই। সেখানে হাতবদল হচ্ছে একাধিক মাফিয়া চক্রের। মানব পাচারকারীদের শক্তিশালী সিন্ডিকেট থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। অধিকাংশ মানব পাচারকারীর সঙ্গে স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বাররা জড়িত; যে কারণে প্রশাসনের কাছেও সঠিক পরিসংখ্যান নেই। মানব পাচারকারীরা পুলিশি ঝামেলায় পড়লে তাদের পক্ষে স্ব স্ব ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরাই ছুটে আসেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মানব পাচারকারীরা কয়েক ধাপে কাজ করে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থাকে একটি অংশ। এরা অভিবাসনপ্রত্যাশী কিশোর-যুবকদের সংগ্রহ করে। আরেক অংশ থাকে রাজধানীতে। এরা বিমান টিকিট সংগ্রহ করে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দেশের বাইরে পাঠায়। আরেকটি অংশ থাকে লিবিয়ায়। এরা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মারধর করে টাকা আদায় করে। নিখোঁজ রবিন খানের বাবা আতাহার খান বলেন, 'দালালদের চাহিদামতো টাকা দিতে না পারলে লিবিয়ার বিভিন্ন টর্চার সেলে শারীরিক নির্যাতন করে তুলে দেয় লিবিয়ান মাফিয়াদের হাতে। মাফিয়ারা নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে এবং হত্যার ভয়ভীতি দেখিয়ে এ দেশে দালালদের মাধ্যমে এসব পরিবারের কাছ থেকে আদায় করছে লাখ লাখ টাকা। আমরা এর বিচার চাই।'

অনুসন্ধানে মাদারীপুরের দালাল চক্রের কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের নামঠিকানা পাওয়া গেছে। তারা হলেন সদর উপজেলার কুমড়াখালী গ্রামের এমদাদ বেপারী, বড়াইলবাড়ী গ্রামের জামাল খাঁ, শ্রীনাথদি বাজিতপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হাওলাদার, ধুরাইল ইউনিয়নের চাছার গ্রামের ইউসুফ খান জাহিদ, গাছবাড়িয়া গ্রামের নাসির শিকদার, রাজৈর উপজেলার বদরপাশা গ্রামের জুলহাস তালুকদার, হোসেনপুরের জাকির হোসেন, টেকেরহাটের লিয়াকত মেম্বার, কদমবাড়ীর রবিউল ওরফে রবি, শাখারপাড় গ্রামের কামরুল মোল্লা, এমরান মোল্লা, আমগ্রাম ইউনিয়নের কৃষ্ণর মোড় এলাকার শামীম ফকির, সম্রাট ফকির, শিবচর উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নের শহিদুল মাতুব্বর ও সিরাজ মাতুব্বর। এ চক্রের সঙ্গে রয়েছে বেশকিছু নারী দালাল। তারা কমিশনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কিশোর-যুবকদের সংগ্রহ করে। তবে দালাল চক্রের হাতে মাদারীপুরের কতজন বন্দি তার কোনো পরিসংখ্যান নেই জেলা ও পুলিশ প্রশাসনে। মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মাসুদ আলম বলেন, 'অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানব পাচারের অভিযোগে ইতঃপূর্বে অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে।'

শরীয়তপুর : চোখের পানিতে দিন কাটছে স্বজনদের : লিবিয়া থেকে ইতালি নেওয়ার জন্য দালালরা প্রলোভন দেখায় তাদের। পরে জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় মোটা অংকের টাকা। আলী আকবরের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার বাবা মারা যান। মা মাসুদা বেগম শ্রমিকের কাজ করে ছেলেকে পড়ালেখা শেখান। পরিবারের দারিদ্র্য দূর করতে গত বছর অক্টোবরে লিবিয়া হয়ে ইতালি রওনা দেন আলী আকবর। পাঁচ মাস ধরে পরিবার তার সন্ধান পাচ্ছে না। তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, কেউ জানে না। ছেলের খোঁজ পাবেন আশা নিয়ে মাসুদা বেগম চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন। এরকম বছরের পর বছর কান্না করছে অনেক পরিবার। দালালের প্রলোভনে পড়ে অবৈধভাবে বিদেশ পাড়ি দিতে গিয়ে জেলার অনেক যুবককে জীবন হারাতে হচ্ছে। অনেকের বন্দিজীবন কাটছে দালালের আস্তানায়। আলী আকবরের (২৩) বাড়ি শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার মডেরকান্দি গ্রামে। শুধু আলী আকবরই নন, চার মাস ধরে নিখোঁজ ডামুড্যার বিন্দাইকাঠি গ্রামের রফিক ব্যাপারীর ছেলে কামাল ব্যাপারী (৩৯), বাবু মাদবরের ছেলে ফয়সাল মাদবর (২৫) ও সদর উপজেলার দরিহাওলা গ্রামের রূপচান ফকিরের ছেলে শওকত ফকির (২৭)। দালালের মাধ্যমে তারা প্রথমে লিবিয়া যান। এরপর আবার দালালের সহায়তায় ট্রলারে (ইঞ্জিনচালিত নৌকা) ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি রওনা হন। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ট্রলারডুবিতে ওই ব্যক্তিরা নিখোঁজ হয়েছেন বলে পরিবারের ধারণা।

আলী আকবরের মা মাসুদা বেগম গতকাল বলেন, 'আমরা অনেক দরিদ্র মানুষ। ছেলে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর স্থানীয় একটি ওয়ার্কশপে কাজ নেয়। এরপর হঠাৎ ইতালি যাওয়ার বায়না ধরে। এনজিও থেকে ঋণ ও ধারদেনা করে তাকে ইতালি পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আমাদের পাশের গংগেসকাঠি গ্রামের বাচ্চু ব্যাপারীর সঙ্গে ১১ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। দুই দফায় তার বাবা মজিবর ব্যাপারীর কাছে টাকা দেয়। লিবিয়া নিয়ে প্রথমে চার মাস আটকে রাখে। এরপর আবার টাকা পাঠানোর পর গেম দিতে (ট্রলারে সাগর পাড়ি দিতে) রাজি হয়। ছেলে ১২ এপ্রিল রাতে ফোন দিয়ে জানায় পর দিন তাদের নিয়ে ট্রলার ইতালির উদ্দেশে রওনা হবে। এরপর আর তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছি না। বাচ্চুর লোকজন এলাকায় প্রচার দিয়েছে, ট্রলারডুবিতে তাদের মৃত্যু হয়েছে। আমরা জানি না ছেলের ভাগ্যে কী ঘটেছে। আমরা এখন দিশাহারা। একদিকে ঋণের চাপ অন্যদিকে ছেলের শোকে কাতর হয়ে পড়েছি। আমার আরেক ছেলে শরীয়তপুর কোর্টে বাচ্চু ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।'

পুলিশ, প্রবাসীদের পরিবার ও ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘদিন থেকে শরীয়তপুরের বিভিন্ন গ্রামের যুবক ও তরুণদের অবৈধভাবে লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পাঠাচ্ছে একটি দালাল চক্র। ওই চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে অনেকে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। অনেকে ট্রলারডুবিতে প্রাণ হারাচ্ছে। অনেককে জিম্মি করে আটকে পরিবার থেকে মুক্তিপণের টাকা নেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, গংগেসকাঠি গ্রামের মজিবর ব্যাপারীর ছেলে বাচ্চু ব্যাপারী একটি দালাল চক্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। বাচ্চুর মাধ্যমে গত বছর অক্টোবর থেকে এ বছর জানুয়ারির মধ্যে ইতালির উদ্দেশে বাড়ি ছাড়েন ডামুড্যার বিন্দাইকাঠি গ্রামের কামাল ব্যাপারী, ফয়সাল মাদবর, মডেরকান্দি গ্রামের আলী আকবর ও সদর উপজেলার দরিহাওলা গ্রামের শওকত ফকির, বিন্দাইকাঠি গ্রামের রহমান কবিরাজের ছেলে নাজমুল কবিরাজ (২৩)। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বাচ্চু ও তার পরিবারের সদস্যরা ১১ লাখ করে টাকা নেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত হয়ে তাদের নেওয়া হয় লিবিয়ার উপকূলীয় একটি এলাকায়। সেখানে কিছুদিন দালালদের ক্যাম্পে রাখা হয়। এরপর তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে চুক্তির বাকি টাকা নেওয়া হয়। তারপর তাদের ট্রলারে ইতালি পাঠানোর জন্য ভূমধ্যসাগরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই দালালদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসেন বিন্দাইকাঠি গ্রামের নাজমুল কবিরাজ। তিনি এখন লিবিয়ার একটি শহরে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করছেন। নাজমুলের মা লুৎফা বেগম বলেন, 'দালালরা আমার ছেলেকে অপহরণকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ৩ জুলাই সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। ফোনে আমাদের জানিয়েছে সে নিরাপদে আছে। একটি শহরে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।'

বিন্দাইকাঠি গ্রামের কামাল ব্যাপারী গ্রামে টাইলসমিস্ত্রির কাজ করতেন। ইতালি যাওয়ার জন্য বাচ্চু ব্যাপারীকে দুই দফায় ১১ লাখ টাকা পরিশোধ করেন। ১৭ এপ্রিল স্ত্রীকে ফোন করে কামাল জানান, পর দিন তাদের নিয়ে ট্রলার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাবেন। এরপর আর তার কোনো সন্ধান পাচ্ছে না পরিবার। কামালের স্ত্রী মণি আক্তার বলেন, 'পরিবারের দারিদ্র্য দূর করতে ও সন্তানদের উন্নত জীবন দিতে মানুষটা ইতালি যেতে চেয়েছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে ঋণ করে তাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। সে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বাড়ি ছাড়ে। তিন মাস তাকে বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়। ১৭ এপ্রিল রাতে ফোন করে জানায় পর দিন ইতালির উদ্দেশে রওনা হবে। এরপর আর তার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। বাচ্চু দালালের লোকজন আমাদের জানিয়েছে ট্রলারডুবিতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। আমি চার শিশু সন্তান নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। দুজনকে ওয়ার্কশপে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

বণিক বার্তা
শনিবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৩

কর্মহীন কৃষকের আয়ের উৎস আড়িয়ল বিলের শাপলা

শুভ ঘোষ ■ মুন্সিগঞ্জ

বর্ষা মৌসুমে কৃষকের হাতে তেমন কাজ থাকে না। এ সময়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তবে মুন্সিগঞ্জের প্রান্তিক কৃষক জাতীয় ফুল শাপলা থেকে খুঁজে পেয়েছে আয়ের উৎস। ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬০০ একর আয়তনের আড়িয়ল বিলে শুষ্ক মৌসমে আলু-ধানসহ বিভিন্ন সবজি উৎপাদন হলেও শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে জন্ম নেয় শাপলা। প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয়া শাপলা বিল থেকে সংগ্রহ করে তা বিক্রি করছে পাইকারি ও খুচরা বাজারে। এতে এককেজন কৃষকের প্রতিদিন গড়ে আয় হচ্ছে ৯০০-১ হাজার ৩০০ টাকা। দেড় শতাধিক কৃষক বিনা পুঁজিতে চার মাসে আয় করছেন কয়েক কোটি টাকা।

সরজমিন দেখা গেছে, বিলের পাশে স্তূপ করা রাখা হয়েছে শাপলা। নৌকা থেকে রাজধানীতে পাইকারি বিক্রির উদ্দেশ্যে শাপলা তোলা হচ্ছে পিকআপ ভ্যানে। দয়হাটা, শ্যামসিদ্ধি, গাদিঘাট, শ্রীধরপুর, বাড়ৈখালী, মদনখালী, আলমপুর, কেউটখালী, মোহনগঞ্জ, কামারগাঁও, জগন্নাথপট্টি, কাঁঠালবাড়ী, মহতপাড়া এলাকায় এখন জমজমাট ভাসমান শাপলা বিক্রির হাট। সাধারণত আষাঢ় মাস থেকে শুরু করে কার্তিক পর্যন্ত পাওয়া যায় শাপলা। এ সময় এলাকার শাপলা সংগ্রহকারী কৃষক ভোরবেলায় নৌকা নিয়ে ডুবে যাওয়া জমি ও বিলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শাপলা সংগ্রহ করে। তবে মৌসুমের শেষ অর্থাৎ কার্তিক মাসের শেষ দিকে শাপলা তেমন পাওয়া যায় না।

আড়িয়ল বিল থেকে শাপলা সংগ্রহ করা মোহাম্মদ হোসেন জানান, একজন কৃষক প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ মোঠা (৭০-৮০ পিস শাপলায় এক মোঠা) শাপলা সংগ্রহ করতে পারেন। একটা সময় ছিল যখন অভাবী মানুষ শাপলা খেয়ে জীবন বাঁচাতেন। এখন শাপলা একটি মজাদার খাবারে পরিণত হয়েছে। গরিব বা মধ্যবিত্তের মধ্যেই শাপলার তরকারি সীমাবদ্ধ নেই। এখন ধনী পরিবারেও শখ করে শাপলা তরকারি খাওয়ার রসনা বেড়েছে।

শাপলা সংগ্রহকারী আরেক কৃষক শংকর দাস বলেন, 'শাপলা একটি ভালো সবজি এবং এতে প্রচুর আয়রন রয়েছে, যা রক্ত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে ভিটামিন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। তাই অসুস্থ রোগীদের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ছুটে আসে শাপলা কিনতে।'

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও কারওয়ান বাজার থেকে পাইকারি শাপলা কিনতে আড়িয়ল বিলে আসা আফসার উদ্দিন বেপারী, টিপু মিয়া, আব্দুল বারেক, কাদের মুন্সিসহ বেশ কয়েকজন জানান, সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মুঠো শাপলা এককেজন পাইকার ক্রয় করেন। সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে এক মুঠো শাপলা ১৩-১৬ টাকা দরে ক্রয় করেন তারা। তারপর গাড়ি ভাড়াসহ গড়ে ৩ টাকা, লেবার খরচ ১ টাকা, আড়তের খরচ ২ টাকাসহ ২০-২২ টাকা খরচ পড়ে। পরে কারওয়ান বাজার ও যাত্রাবাড়ীর পাইকারি সবজির আড়তে এসব শাপলা বিক্রি করা হয় ২৫-৩০ টাকা প্রতি মোঠা। ৭০-৮০টি শাপলার এক মুঠো খুচরা বাজারে বিক্রি হয় ৫০-৫৫ টাকায়। কয়েক বছর ধরে এ ব্যবসাটি এলাকায় বেশ প্রসার লাভ করেছে। এতে বেকার কৃষকের কর্মসংস্থানের একটি সুযোগ হয়েছে বর্ষা মৌসুমে।

তাদের দাবি, শাপলা সংগ্রহের বিষয়ে যদি কোনো পরামর্শ দেয়া হতো তাহলে তারা সংসার চালানোর পাশাপাশি হয়তো এর থেকে কিছুটা বাড়তি আয়ের উৎসও খুঁজে পেতেন। তবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, ডা. মো. আব্দুল আজিজ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'যথাযথ সংরক্ষণ ও বিদেশে রফতানি করা গেলে শাপলা থেকেই প্রতি বছর আয় হতে পারে কয়েক কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা, যা বাড়তি অর্থ জোগান দেবে দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে। বর্ষার পানিতে ডুবে থাকা প্রায় ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে শাপলা, যা শোভা পাচ্ছে ১৩৬ বর্গকিলোমিটারের আড়িয়ল বিলসহ সিরাজদিখান উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়। শাপলা সংগ্রহে কোনো পুঁজির প্রয়োজন না হওয়ায় কৃষক বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে এ পেশায় জড়িয়ে পড়েছে।'

সংবাদ
সোমবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩০
Monday 11 Septembar 2023

অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও আইনি সুরক্ষায় দক্ষিণ এশীয় ফোরাম গঠনের আহ্বান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মানব নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং তাদের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে অন্য দেশের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত ও পরিবেশ অধিদপ্তর সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি।

জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব ও এর ফলে 'ফোর্স ম্যালএডাপটেশন' (জোরপূর্বক অভিযোজন) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গত শনিবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারা হোটেলে 'ইউএন গিগ্যালি বাইন্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট অন ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশনস অ্যান্ড বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস উইথ হিউম্যান রাইটস্ ৩৯: রিজিওনাল ক্লাইমেট সামিট ২০২৩' এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান তিনি। সভাটির আয়োজন করে একশন এইড বাংলাদেশ।

এই অঞ্চলের সংসদীয় সদস্যদের নেতৃত্বে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকারের জন্য একটি দক্ষিণ এশীয় ফোরাম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অংশগ্রহণকারী সবাই একমত হন। এই ফোরাম এলবিআই প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর কণ্ঠকে

অভিবাসী শ্রমিকদের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রসারিত করবে এবং অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান করে তাদের ক্ষমতা জোরদার করবে।

নেপালের সংসদ সদস্য সোবিতা গৌতম জলবায়ু অভিবাসন মোকাবিলা এবং খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন, যার জন্য মূলত উন্নত দেশগুলোর দায়ী, এর জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ কখনোই যথেষ্ট নয়। কপ-২৭ এ অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে তিনি লিগ্যালি বাইন্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাঠামোর মধ্যে জলবায়ু ন্যায়বিচার নীতি অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত দেন। উপস্থিত ছিলেন অভিবাসন ও উন্নয়নবিষয়ক বাংলাদেশ সংসদীয় ককাসের চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি এবং নেপালের জলবায়ু সংসদ সদস্য সোবিতা গৌতমসহ ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার সম্মানিত সংসদ সদস্যরা। এছাড়া আইএলও, আইওএম, ব্র্যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
সোমবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩০
Monday 11 Septembar 2023

আগস্টে বেড়েছে মূল্যস্ফীতি, কমেছে মজুরি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

জুন-জুলাই মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমার পর গত আগস্টে তা আবার বেড়েছে। গত সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশে। আর খাদ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে আরও বেশি। মূল্যস্ফীতি বাড়লেও মানুষের আয় বাড়েনি। বরং শিল্প ও সেবা খাতে আয় কমেছে। গতকাল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এমন চিত্র দেখা গেছে।

বিবিএসের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই মাসে দেশে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। এ মাসে সার্বিক খাদ্যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। জুলাই মাসে যেটি ছিল ৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'আলু, ডিমসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়ায় এর প্রভাব পড়েছে মূল্যস্ফীতিতে। সেই সঙ্গে বন্যা এবং অতি বৃষ্টির কারণে আগস্ট মাসে পণ্য সরবরাহ চেইন ব্যাহত হয়েছে। এ কারণে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।'

এদিকে মূল্যস্ফীতি দ্রুত গতিতে বাড়লেও মানুষের আয় সে হারে বাড়েনি। বরং কোন কোন খাতে আয় কমেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূল্যস্ফীতির হার ও মজুরি বৃদ্ধির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক স্বল্প আয়ের ও অদক্ষ শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমিয়ে দিয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় কমেছে ক্রয়ক্ষমতা।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বিবিএস সূত্রে জানা যায়, আগস্টে মজুরি হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৫৮ শতাংশে, যা জুলাইয়ে ছিল ৭ দশমিক ৫২, জুনে ৭ দশমিক ৩৯ এবং মে মাসে ৭ দশমিক ৩২ শতাংশ।

এদিকে বিবিএস-এর সিপিআই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আগস্টে কৃষি খাতে মজুরি বাড়লেও কমেছে শিল্প ও সেবা খাতে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কৃষি খাতে আগস্টে মজুরি হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৮৯ এবং জুলাইয়ে ৭ দশমিক ৭২ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালের আগস্টে এ হার ছিল ৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

- আগস্টে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ
- খাদ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশে
- আগস্টে শিল্প ও সেবা খাতে মানুষের মজুরি কমেছে
- অন্যান্য খাতে মজুরি বাড়লেও মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম

কিন্তু শিল্প খাতে আগস্টে মজুরি হার কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে, যা জুলাইয়ে ছিল ৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালের আগস্টে ছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এদিকে সেবা খাতে মজুরি কমে হয়েছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ, যা জুলাইয়ে ছিল ৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালের আগস্টে এ হার ছিল ৭ শতাংশ।

শিল্প খাতে আগস্টে মজুরি হার জুলাই মাসের চেয়ে দশমিক ০৬ শতাংশ কমে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে হওয়ার অর্থ হলো, জুলাই মাসে যে কর্মীটির বেতন ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ১০৬ টাকা ৯৭ পয়সা হয়েছিল, আগস্টে তা কমে ১০৬ টাকা ৯০ পয়সায় নেমেছে।

এদিকে আগের জুলাই মাসে সার্বিক খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ থাকলেও আগস্টে সেটি কমে ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া আগস্টে গ্রামাঞ্চলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশে।

এর মধ্যে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি ১২ দশমিক ৭১ শতাংশ ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

আগস্টে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ হওয়ার অর্থ হলো, ২০২২ সালে আগস্টে একজন মানুষ যে পণ্য ও সেবা ১০০ টাকায় কিনতেন, চলতি বছরের আগস্টে একই পণ্য কিনতে তার খরচ হয়েছে ১০৯ টাকা ৯২ পয়সা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে খরচ বেড়েছে ৯ টাকা ৯২ পয়সা। মূল্যস্ফীতি হলো একধরনের করের মতো, যা ধনি-গরিব নির্বিশেষে সবার ওপর চাপ বাড়ায়।

বিবিএসের হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, আগস্টে সার্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের মাস, অর্থাৎ জুলাইয়ে এ হার ছিল ৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। এর মানে আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে গ্রাম এলাকায় আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৭১ শতাংশ। আর শহর এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ১১ শতাংশে। উভয় ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাইয়ে ১০ শতাংশের নিচে ছিল।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

নির্মাণকাজে নিরাপত্তা দিন

পাবিপ্রবিতে শ্রমিকের মৃত্যু

দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ কর্মপরিবেশের দিকে কি সেভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে? চারদিকে তাকালেই দেখা যায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে। এই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান যাদের, সেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কি কারো কোনো ভাবনা আছে? আমরা নজর খুব কমই দিয়ে থাকি। রাজধানীসহ সারা দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রবণতা বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে গত এক বছরে ছয়জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তাবিধি না মেনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করায় নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিকদের মৃত্যু হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। এর দায় কার? শ্রমিকদের অসচেতনতা ও ঠিকাদারদের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

জানা যায়, ২০১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮০ কোটি ৬০ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে ঠিক কতজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে তার সঠিক কোনো তথ্য প্রকল্পের অফিসে নেই। এমনটি জানা যায় যে গত চার বছরে প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে অন্তত ১৫ শ্রমিক মারা গেছেন। প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বহুতল ভবন নির্মাণে যেসব সেফটি কোড রয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো তার বেশির ভাগই মানে না। ফলে কয়েক দিন পর পর মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

সাধারণভাবে বিভিন্ন নির্মাণকাজের সময়, বিশেষ করে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় নির্মীয়মাণ ভবন নেট দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। শাটারিং করার সময় খুঁটিগুলো মেটালের হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন সময় বাঁশের ওপর হলুদ রং করে সেগুলোকে মেটাল হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়। উঁচু স্থানে কাজ করার সময় শক্ত দড়ি-মাচা ব্যবহারের এবং এর নিচে নেট দেওয়ার কথা থাকলেও সেটা দেওয়া হচ্ছে না।

বিলসের মতে, কর্মস্থলে নিরাপত্তাবেষ্টনী ও ভালো নিরাপত্তা জাল না থাকা, দুর্বল মাচার ব্যবহার, এলোমেলোভাবে ইট, রড, বালু, সিমেন্টসহ নির্মাণসামগ্রী রাখা, ভালো সিঁড়ি, আধুনিক যন্ত্র ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকা এবং হেলমেট, বেল্ট ও বুট ব্যবহার না করার কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে।

দেশের প্রচলিত আইনে নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলের নিরাপত্তা বিধান এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা স্পষ্টত উল্লেখ করা আছে। কর্মকালীন একজন শ্রমিককে কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে জাতীয় বিল্ডিং কোডে তার বিস্তারিত উল্লেখ থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। ২০১৪ সালের জাতীয় ভবন নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী কাজের সময় কর্মরত শ্রমিকের মাথায় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। যাঁরা কংক্রিটের কাজে যুক্ত তাঁদের হাতে গ্লাভস এবং চোখের জন্য ক্ষতিকর কাজে বিশেষ চশমা পরিধান করতে হবে। মালিক ও ঠিকাদারকে এটি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদেরও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া উঁচু ভবনে কাজ না করার বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

NEW AGE TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023,

LABOUR COURTS

Workers cry for justice as cases pile up

Solamain Salman

THOUSANDS of workers have long been awaiting justice as the country's labour courts and labour appellate tribunal are burdened with a backlog of 24,007 cases.

The litigants are facing immense suffering due to the unusual delay in settling the cases, while the procrastination is also consuming workers' valuable time, energy, and money.

According to the Bangladesh Labour Act, 2006, cases should be disposed of within 60 days. If the cases cannot be disposed of within 60 days, the court can extend the deadline for another 90 days with a valid reason.

However, sufferers alleged that there was a rare example of finishing a trial in any labour case within the stipulated 150 days.

Related people urged specifying the consequences for failing to resolve the cases within the stipulated time, as the law did not specifically state what would happen if the case was not settled on time.

A worker needs a day's leave from the employer to attend a hearing in a labour court, which creates problems for workers in their workplace too, workers said.

Court officials and lawyers said that the workers' cases are stuck with the labour courts year after year, mostly due to unnecessary time petitions repeatedly filed by employers' lawyers, an inadequate number of courts, the frequent absence of labour court members from court proceedings, and owners challenging lower court verdicts with the upper courts.

A labour court consists of a chairman and two members, one representing the workers and the other representing the employers.

Kamal Pasha, a former security guard of Jessore Jute Industries Ltd, has been waiting for justice for over 11 years since filing a case with a Khulna labour court in 2012, seeking his dues of Tk 5 lakh from the jute company.

Kamal has yet to get the dues he claimed from the authorities concerned. The labour court gave a verdict in favour of Kamal in the case, but his employer authorities filed a petition with the Labour Appellate Tribunal in Dhaka, challenging the verdict.

Later, the appellate tribunal delivered the verdict on December 2, 2014, in favour of Kamal, but the authorities again filed two separate writ petitions with the High Court, challenging the verdict, which was also rejected after the hearing.

Finally, Jute Industries lodged a leave-to-appeal with the Supreme Court against the rejection of their writ petitions.

'If I didn't file the case, I would not have to face such suffering. Now I am also worried about my health as I may have a heart attack due to the tension of the case,' Kamal said.

'I need to travel to attend court sessions while I have to spend a handsome amount of money to run the case,' said Kamal, who is currently working at Jatio Jute Mills Ltd in Sirajganj.

Amirul Haque Amin, president of the National Garment Workers Federation, observed that at least five to six years were needed to settle a labour case, which caused immense suffering to workers.

'The workers are firstly victimised at their workplace and secondly victimised after filing a case with the labour court due to delay in the trial as they have to bear lawyer and transposition fees to run the case,' Amin told New Age.

'I don't understand what makes authorities enjoy harassing workers in court,' the labour leader said, urging the labour and law ministries to take effective measures for swift disposal of the cases.

Allegations also found that the owners of many companies were ignoring the court verdicts by refusing to provide dues to workers.

Safi Uddin of Poradah of Mirpur in Kushtia, who worked as a mechanic manager in a company named 'Fine Craft Limited' in Aricha, was fired from the job on September 16, 2009.

Later, he filed a case with the Dhaka First Labour Court on January 4, 2010, seeking arrears and other allowances from the company.

On September 8, 2011, the court, in a verdict, ordered the company to pay Tk 1.20 lakh to Saif Uddin, but the company has yet to pay the dues.

He also filed a criminal case against the company on March 7, 2012, for disobeying the court's judgement.

Saif Uddin, who lives in a rented house in Gazipur along with his wife, three daughters, and one son, said, 'I am facing a lot of troubles due to the financial crisis. But I hope I will get my dues one day.'

The country has 13 labour courts - three in Dhaka, two in Chattogram, and one each in Rajshahi, Khulna, Barishal, Sylhet, Rangpur, Gazipur, Cumilla, and Narayanganj. The Labour Appellate Tribunal is also based in Dhaka.

According to the registrar's office of the Labour Appellate Tribunal, out of a total of 24,007 pending cases, 1,494 are pending with the appellate tribunal, 8,248 with the Dhaka first court, 7,138 with the Dhaka second court, 4,239 with the Dhaka third court, 1,699 with the Chattogram first court, 689 with the Chattogram second court, 159 with the Khulna court, and 133 with the Rajshahi court, 54 cases with the Rangpur court, 83 cases with the Sylhet court, and 71 cases with the Barishal court.

The labour courts in Gazipur, Cumilla, and Narayanganj launched their operations only recently.

Data also showed that a total of 19,609 cases are pending for over six months, 3,078 for over three months, and 1,320 for more than one month.

The registrar's office keeps records of pending cases only in three categories - over one month, over three months, and over six months. So, if a case remains pending for over one year, it falls into the over-six-month category.

When asked, Registrar Adhir Chandra Bala of the appellate tribunal termed the backlog a result of pending cases from the past. He said that the rate of case disposal is now increasing after the setting up of new labour courts in several districts.

Court officials said that most cases are from the apparel sector and are related to disputes arising out of layoffs, dismissals, retrenchments, non-payment and delay in payment of wages and other benefits, compensation for workplace injuries, and violations of trade union rights.

Labour Court Bar Association president Rafiqul Islam said that the government should form a specialised panel comprising 20–25 judges to deal with the labour cases to reduce the backlog and ensure quick justice for workers.

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

'জীবন কষ্টের, তবু সম্মান নিয়ে বাঁচি'

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম, *ঢাকা*

তারা মিয়ার স্যান্ডেল দুটির অবস্থা দুই রকম। একটি এখনো চকচকে, আরেকটি ভাগাড়ে যাওয়া আগের অবস্থায়। তারা মিয়া একটি স্যান্ডেল বাঁ পায়ে পরেন। আরেকটা থাকে রিকশার সিটের তলায়। সবুজ রঙের সেই স্যান্ডেল তিনি পায়ে দেন কালেভদ্রে বাসে করে বাড়ি যাওয়ার সময়। তারা মিয়ার বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুরে। বাড়ি যাওয়ার অনেক খরচ, তাই কম যান। স্যান্ডেলটাও কম পায়ে দেওয়া হয় বলে সেটা এখনো চকচকে।

ঢাকা শহরে সবচেয়ে কম গতিতে চলা রিকশাগুলোর একটি তারা মিয়ার ভাড়া করা রিকশা। তাঁর একটি হাত পুরোপুরি অকেজো। তাই এক হাতে রিকশার ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। ১ সেপ্টেম্বর ছিল নয়াপল্টনে ছাত্রদলের সমাবেশ। প্রায় একই সময় কাকরাইলে ছিল জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন। ফলে রাজধানীর এই এলাকার সড়কগুলো দুপুর থেকে মানুষে ভরে যায়। লোকজনের রিকশার চাহিদা থাকলেও তারা মিয়ার অকেজো হাত দেখেই আর কেউ তাঁকে বিশেষ পাত্তা দেননি। সেদিন বিকেলে সেগুনবাগিচা থেকে ধানমন্ডি পর্যন্ত তাঁর রিকশায় সওয়ারি হয়ে হয়ে দেখা গেল, ঢাকা শহরের যানজট নিয়ে ভীষণ বিরক্ত তিনি। ক্ষীণ শরীরে পাঁজরের হাড় টেনে টেনে পথের দূরত্ব কমানোর সময় তারা মিয়ার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। এই সময়ে পেছন থেকে কোনো রিকশা আগে চলে গেলে তিনি হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

ঢাকার রাস্তায় রিকশাচালক তারা মিয়া। প্রথম আলো

কয়েক বছর আগে তারা মিয়ার স্ট্রোক হয়েছিল। এরপর অবশ হয় শরীরের একপাশ। এই শরীর নিয়েই তিনি ঢাকা শহরে পায়ে টানা রিকশা চালান। এত সংগ্রামের কারণ কী? তারা মিয়া জানালেন, তাঁর একটা স্বপ্ন আছে। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শেষ করবেন। ছেলেমেয়েরা এগিয়ে গেলেই তিনি এগিয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করলেন।

কয়েক বছর আগেও দিন আনি, দিন খাই করেও যান্ত্রিক এই নগরীতে তারা মিয়ার একটা পরিবার ছিল। স্ত্রী রোকেয়া মানুষের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন আর তারা মিয়া এভাবেই রিকশা চালাতেন। দুজনের আয়ে কোনোমতে সংসার চালিয়ে বাকি সব টাকা খরচ করতেন দুই সন্তানের পড়ালেখার জন্য। বড় মেয়ে ঝুমা আক্তার আর ছেলে মাসুম মিয়া পড়ালেখা করেছেন রাজধানীর শান্তিনগরের একটি সরকারি বিদ্যালয়ে। এখান থেকে এসএসসি পাস করেছেন ছেলে। মেয়ে ঝুমা আক্তার বাণিজ্য থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৪ পেয়েছেন। বাড়ি ফিরে যাওয়ায় ভর্তি হতে হয় সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়ে। এখান থেকে পাস করেছেন এইচএসসি।

ঝুমা আক্তারের ফোন নম্বর দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তারা মিয়া রিকশার সিটের তলা থেকে একটা কাগজে লেখা মেয়ের ফোন নম্বর বের করেছিলেন। এক হাতে সিট সরিয়ে নামিয়ে রেখে, সেই হাতটি দিয়েই ভেতরের সব খুঁজে বের করলেন ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। এখানে রাখা ছিল মেয়ের কলেজের পরিচয়পত্রটিও। বললেন, 'আপনার মোবাইল দিয়া ছবি তোলেন।'

রিকশা চালানোর সময় তারা মিয়ার ডান হাতটা ঝুলতে থাকে বাতাসে। পা কাঁপে। তবুও থামেন না তিনি। যানজট শুরু হলে, নেমে এক হাতে টেনে নেন রিকশা। তখন গামছাটা কামড়ে ধরে রাখেন দাঁত দিয়ে। এতে আরেকটু শক্তি বাড়ে। এত কষ্ট করে তবুও এখানে কেন থাকতেই হবে? তারা মিয়া বললেন, 'এই জীবনটা সত্যি অনেক কষ্টের মা। নিজের চোখেই দেখলেন আমার কষ্ট। তবুও তো নিজের সম্মান নিয়ে বাঁচি।'

সময়ের আলো শনিবার। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কক্সবাজারের শ্রমবাজার রোহিঙ্গাদের দখলে

আমিরুল ইসলাম রাশেদ

কক্সবাজার সদর-উখিয়া ও টেকনাফের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা নির্ভর করত শ্রমবাজারের ওপর। এখন এই শ্রমবাজার পুরোটা দখল করে নিয়েছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। ক্যাম্প পুলিশের অবহেলায় রোহিঙ্গারা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কম টাকায় শ্রম দেওয়ার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়ছেন স্থানীয় শ্রমিকরা।

বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজার শহরের প্রধান সড়কের ঘুম গাছ তলায় (পূর্বালী ব্যাংকের সামনে) দেখা যায় শত শত রোহিঙ্গা শ্রমিক জড়ো হয় আছে। এই স্থানটি শ্রমবাজার হিসেবে পরিচিত। আর স্থানীয় লোকজন এখানে এসে কমদামে রোহিঙ্গা শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কাজের জন্য। চালাচ্ছে মোটরচালিত অটোরিকশা, টমটম। রেস্তোরাঁয়ও কাজ করছে তারা। আবার রোহিঙ্গা নারীরা খাবার হোটেলে মরিচ বাঁটার কাজ করছে। এসব রোহিঙ্গা ক্যাম্প ছেড়ে এসে এখন কক্সবাজার শহরের পাহাড়ি এলাকায় কমদামের ভাড়া বাসায় থাকে। এতে শুধু শ্রমবাজার নয় অপরাধ জগতেও তারা জড়িয়ে পড়ছে।

উখিয়া ও টেকনাফের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রিকশা, অটোরিকশা, মাহিন্দ্রা গাড়ির চালক ও খাবার হোটেল, আবাসিক হোটেল, কৃষিকাজ, গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ, জেলেদের ফিশিং বোট, ব্যবসা-বাণিজ্য দখলে নিয়েছে রোহিঙ্গারা।

সলিম নামের উখিয়ার এক দিনমজুর বলেন, আগের মতো মানুষের বাসায় কাজ পাই না। সবাই রোহিঙ্গাদের দিয়ে কাজ সেরে নিচ্ছে। রোহিঙ্গাদের মজুরি একেবারে কম হওয়ায় তাদের কাজে নিচ্ছে সবাই।

এ সময় কান্না কণ্ঠে তিনি আরও বলেন, একদিকে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন এনজিও থেকে ত্রাণসামগ্রী পায়। আবার বাইরে এসে কাজ করেও টাকা আয় করছে। কিন্তু স্থানীয়রা না পায় কাজ, না পায় ত্রাণ। এ অবস্থা চলতে থাকলে রোহিঙ্গাদের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে পড়ব।

জানা গেছে, বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শিশু, কিশোর ও যুবক ক্যাম্পের বাইরে এসে চায়ের দোকান, সমুদ্রে মাছ ধরা, কৃষিকাজে শ্রমিক হিসেবে ও ওয়ার্কশপে কাজ করছে এবং মধ্য বয়সি নারীরা কাজ করছে বাসাবাড়িতে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পাহাড়ে, নদীতে, সাগরে, কর্মক্ষেত্রে শুধু রোহিঙ্গা আর রোহিঙ্গা। শ্রমবাজারসহ চারদিকে রোহিঙ্গাদের বিচরণ। অনেকেই অটোরিকশা চালাচ্ছে। তারা অর্ধেক ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করায় বেকার হচ্ছে স্থানীয়রা।

অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয়রা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এদের বিভিন্ন এনজিওতে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তারা তা উপেক্ষা করছে। এসব এনজিওতে কম বেতনে রোহিঙ্গাদের নিয়োগ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বহিরাগত লোকজনকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

টেকনাফ পৌর এলাকার বাসিন্দা সংবাদকর্মী জাবেদ ইকবাল চৌধুরী বলেন, এরপর পৃষ্ঠা : ৫ কলাম ৪.

কম বেতন পেলেও রোহিঙ্গারা কাজ করতে চলে যায়। এ কারণে স্থানীয় শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, যেখানে একজন শ্রমিকের দিনে মজুরি ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা সেখানে রোহিঙ্গারা ৩০০ টাকায় কাজ করছে।

প্রতিদিন একাধিক নারী-পুরুষকে চেকপোস্টসহ উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আটক করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে রোহিঙ্গাদের অজুহাত হচ্ছে তাদের হাতে টাকা দরকার, তাই কাজ করতে বের হচ্ছে। সম্প্রতি উখিয়া থানা পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন পৃথক অভিযান পরিচালনা করে শতাধিক রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে।

উখিয়া থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, চোরাইপথে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে বিভিন্ন অপরাধ করছে রোহিঙ্গারা। অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় টমটম ও সিএনজি চালানোর মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে।

কক্সবাজার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম বলেন, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে রোহিঙ্গারা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসছে। তবে প্রশাসন তাদের আটক করছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

৩৫ বছর বয়স হলেই বেকার হওয়ার শঙ্কা

পোশাকশিল্প

সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়স সাধারণত ৫৯ বছর। কিন্তু পোশাককর্মীরা, বিশেষ করে নারী কর্মীরা ত্রিশের কোঠা পার হলেই চাকরি নিয়ে শঙ্কায় পড়ে যান। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে না লাগিয়ে তখন তাঁদের বাদ দিয়ে কম বেতনে নবীন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

অন্যান্য দিনের মতোই গত ২৭ জুন কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন পেয়ারা বেগম। গাজীপুরের টিআরজেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে তিনি জুনিয়র ফিনিশিং অপারেটর। পরদিন থেকে ঈদুল আজহার ছুটি শুরু হবে। বেলা ১১টার দিকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাঁকে ডেকে পদত্যাগ করতে বললেন। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে তাঁর বয়স ৫০ বছর। পেয়ারা বেগমের পুরো পরিবারের ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে গেল।

এই বছরেরই ২৮ জানুয়ারি গাজীপুরের আরেক পোশাক কারখানা লিজ অ্যাপারেলস লিমিটেডের ৫৩ বছর বয়সী কর্মী রওশন আরার চাকরি চলে যায়। তিনি সেখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন।

একই এলাকার তাজ নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে দুই বছর কাজ করার পর গত ১৫ মে ছাঁটাই হন ৪৮ বছর বয়সী ফায়েজা বেগম। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ অপারেটর।

গত ২৭ ও ২৮ জুলাই এই তিন নারীর সঙ্গে মুঠোফোনে কথা হলো। কোনো পোশাক কারখানায় গেলে পেয়ারা, রওশন ও ফায়েজাদের বয়সী নারীদের উপস্থিতি বিরল। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য বলছে, পোশাক কারখানায় নারীদের গড় বয়স ২৫ বছর। ৩৫ বছরের বেশি বয়সী নারীর হার ১০ শতাংশের বেশি নয়। অন্যান্য চাকরি থেকে অবসরের স্বাভাবিক বয়স যেখানে ৫৯ বছরের কম নয়, সেখানে পোশাক কারখানায় ৩৫-৪০ বছর বয়স মানেই 'বুড়ো' হয়ে যাওয়া। অথচ ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলারের (২০২২-২৩ অর্থবছর) রপ্তানি আয়ের এই খাতে অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই। কখনো তাঁদের চাকরি হারাতে হয়, কখনো চাকরি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়।

এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের (এসিডি) তৈরি 'পোশাক কারখানার কর্মীদের ওপর জরিপ প্রতিবেদনে' (আ সার্ভে রিপোর্ট অন গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স অব বাংলাদেশ ২০২০) বলা হয়েছে, দেশে পোশাককর্মীদের গড় বয়স ২৬ বছর। নারীদের গড় বয়স ২৫ ও পুরুষের ২৭ বছর। জরিপটি পরিচালনা করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, মালিকেরা 'বয়স্ক' কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে চান না। কম বয়সে বেশি কায়িক শ্রম দিতে পারবেন, এমন কর্মী তাঁরা চান। আবার অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয় বলে একটা পর্যায়ের পর পরিবারকে সময় দিতে অনেক নারী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। কারণ, কারখানাগুলোতে দিবাযত্ন কেন্দ্র, সন্তানদের শিক্ষা, মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধার মতো নারীদের সহায়ক পরিবেশ নেই।

এসিডির প্রতিবেদনে বলা হয়, পোশাক কারখানায় প্রায় ৪২ লাখ কর্মী কাজ করেন।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির 'ম্যাপড ইন বাংলাদেশ' (এমআইবি) শীর্ষক একটি প্রকল্পের অধীনে জিআইএস লোকেশনের মাধ্যমে পোশাকশিল্পে নারী ও পুরুষ কর্মীর অনুপাতের তথ্য তুলে ধরা হয়। গত ৩০ জুলাই শুধু রপ্তানিমুখী ৩ হাজার ৭৫২ তৈরি পোশাক কারখানার তথ্য তুলে ধরে এমআইবি জানায়, ওই সব কারখানায় ২৮ লাখ ২৮ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করছেন। এর মধ্যে প্রায় ৫৮ শতাংশ নারী ও ৪২ শতাংশ পুরুষ।

৩৫ বছরের বেশি বয়সী কর্মী কম

ফায়েজা বেগম (৪৮) স্বামী পরিত্যক্ত। তাঁদের মা-ছেলের সংসার। ঠিক কবে পোশাক কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছেন, মনে করতে পারলেন না। বিয়ের পর একমাত্র শিশুসন্তানকে পরিবারের সদস্যদের কাছে রেখে কারখানায় যোগ দেন। তিনি বলেন, 'কাজে কাজেই জীবন গেল। কোনো দিন লেট (দেরি) করলাম না, অসুস্থ হলেও কাজে আসতাম। তা-ও চাকরি গেল।'

কী বলে ছাঁটাই করা হলো জানতে চাইলে বলেন, 'বলল, কারখানা বন্ধ করে দেবে। আসলে আমাকে বিদায় করতে এটা বলেছে। কারখানা চালু আছে।' তিনি জানান, অতিরিক্ত সময়ে কাজসহ মাসে সাড়ে ১৪ হাজার টাকা পেতেন। এখন অনেক কষ্টে আছেন। ১৯ বছরের ছেলের একার আয়ে সংসার চলে না।

২০১৮ সালে 'বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানার নারী কর্মীদের কাজ ও কাজের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন্স অব উইমেন এমপ্লয়েড ইন দ্য রেডিমেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ)' শিরোনামে বেসরকারি সংস্থা 'কর্মজীবী নারী' জরিপ চালায়। এতে বলা হয়, পোশাক কারখানায় মাত্র ৮ শতাংশ নারী কর্মীর বয়স ৩৫ বছরের বেশি। বিপরীতে ৯০ শতাংশ নারী কর্মীর বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। ঢাকা, আশুলিয়া, সাভার ও ডিইপিজেডের ১০০ কারখানার ১ হাজার ১২ জন কর্মী ওই জরিপে অংশ নেন।

একই শিরোনামে কর্মজীবী নারী ২০১৯ সালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ১০০ কারখানার ১ হাজার কর্মীর ওপর আরেকটি জরিপ চালায়। ওই জরিপের তথ্যে বলা হয়, নারী কর্মীদের গড় বয়স ২৪ বছর। ৩০ বছরের বেশি বয়সী কর্মী ১০ শতাংশের কম। নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের ১১৩টি কারখানার ১ হাজার ২ জন নারী কর্মীর ওপর তৃতীয় আরেকটি জরিপ চালানো হয়। তাতে বলা হয়, ওই কারখানাগুলোতে নারী কর্মীদের গড় বয়স ২৫ বছরের কম। ত্রিশোর্ধ্ব নারী মাত্র ১০ শতাংশ।

বয়সের সঙ্গে বাড়ে কাজ হারানোর ঝুঁকি

পেয়ারা বেগম তাঁর ছাঁটাইয়ের দিনের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, কারখানায় মাসখানেক ধরে সেলাইয়ের কাজ ছিল না। তাই তাঁদের ফ্লোরের ১৪ জন অপারেটরকে সহকারীর (হেলপার) কাজ করতে হচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে তিনিই বেশি বয়স্ক। ছাঁটাই করা হয়েছে শুধু তাঁকেই। কারখানাটিতে তিনি ছয় বছর কাজ করেছেন।

টিআরজেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রিপন খন্দকার *প্রথম আলোকে* বলেছেন, 'বয়সের কারণে কাউকে আমরা ছাঁটাই করি না। পেয়ারা বেগম কাজ করতে পারছিলেন না বলে নিজেই চলে গেছেন।'

রওশন আরা লিজ অ্যাপারেলসে প্রায় ১০ বছর কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি অনেক কান্দিছি, গইর (গড়াগড়ি) পারছি। তাও চাকরিতে রাখে নাই।' তিনি কারাখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা লুৎফর রহমানের বিরুদ্ধে গাজীপুরের গাছা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

লুৎফর রহমান বলেছেন, বেশি দিন চাকরিতে থাকায় রওশন কারও নির্দেশ মানতেন না। তাঁর কাজের জায়গা পরিবর্তন করায় তিনি হইচই করে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। পাওনা নিতে তাঁকে চিঠি পাঠানো হলেও তিনি আসেননি। রওশন অবশ্য কোনো চিঠি পাননি বলে দাবি করেন।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি জলি তালুকদার বলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়ে। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁদের ছাঁটাই করে কম টাকায় তরুণ কর্মী নেয়। কোনো কোনো কারখানায় ১০ বছরের কম চাকরি করলে যত গ্র্যাচুইটিসহ যেসব আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়, তার চেয়ে বেশি কাজ করলে সেটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। অভিজ্ঞদের ছাঁটাইয়ের এটি বড় একটি কারণ।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শহিদউল্লাহ বলেছেন, বয়সের কারণে নয়, কাজের অভাবে কারখানাগুলো শ্রমিক ছাঁটাই করে। পোশাক কারখানায় নারীরা ১৮ বছর বয়সে কাজ শুরু করেন। ৩০-৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত টানা ভালো কাজ করেন। এরপর তাঁদের সন্তানেরা মাকে আর কষ্ট করতে দিতে চায় না।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকা জেলার উপমহাপরিদর্শক এ কে এম সালাউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, কোনো শ্রমিকের অবসরের বয়স হওয়া পর্যন্ত অনেক কারখানা টিকে থাকে না। আবার উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেলেও অনেক কারখানা ৪০-৪৫ বছর বয়সী কর্মীদের কাজে রাখে না। তবে শ্রমিকেরা যেন শ্রম আইন অনুযায়ী পাওনা বুঝে পান, অধিদপ্তর তা নিশ্চিত করে থাকে। অবসরের বয়স পর্যন্ত কর্মীর কাজ করার সুযোগের বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা হতে পারে।

কাজের চাপে স্বাস্থ্যে অবনতি

আওয়াজ ফাউন্ডেশন ও কনসাল্টিং সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের 'কর্মীর কণ্ঠ ২০১৯ (দ্য ওয়ার্কার্স ভয়েস)' প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আরও একটি প্রসঙ্গ। তাতে বলা হয়েছে, কারখানার বেঁধে দেওয়া লক্ষ্য পূরণে পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশি লড়াই করতে হয়। অতিরিক্ত কাজের চাপে স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে ৬৯ শতাংশ কর্মী জানিয়েছেন।

২০১৮ সালের ওই জরিপে সরাসরি সাক্ষাৎকারে ৪৪৭ জন নারী-পুরুষ কর্মী অংশ নেন। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারী ৩৬ শতাংশ ও পুরুষ ২৮ শতাংশ, ২৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সী নারী ৫৮ শতাংশ ও পুরুষ ৬৬ শতাংশ এবং ৪০ থেকে ৫৪ বছর বয়সী নারী ৪ শতাংশ ও পুরুষ ৬ শতাংশ অংশ নেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অসুস্থতাজনিত ও মাতৃত্বজনিত ছুটি কম নেবেন, এই মনোভাব থেকে কম বয়সী নারী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। কতটা মানসিক চাপ ও কঠোর পরিশ্রমের ভার কর্মীদের নিতে হয়, বয়স্ক কর্মীদের সংখ্যার স্বল্পতা থেকে তা বোঝা যায়।

কাজের গড় সময়সীমা ৬ বছর

মিরপুরের আজমত গ্রুপে ২০২০ সালে করোনার সময়ে চাকরি হারান স্বপ্না খাতুন (৩৫)। তিনি ওই কারখানায় সহকারী (হেলপার) হিসেবে পাঁচ বছর ধরে কাজ করতেন। তখন তিন মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে তিনি ঢাকায় ছিলেন। এক বছর ঢাকায় থেকে চেষ্টা করেও আর চাকরি পাননি। গত ২৮ জুলাই স্বপ্না খাতুন বললেন, 'সাতক্ষীরায় চলে এসেছি। এখন বেকার। দুই মাস ধরে স্বামীরও কাজ নেই। অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি।'

টিআরজেড কারখানায় সহকারী পদে সাত বছর কাজ করেছেন সামছুন্নাহার (৪০)। গত ৩০ এপ্রিল তাঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

কর্মজীবী নারীর প্রথম জরিপের তথ্যে বলা হয়, পোশাক কারখানায় নারীর কাজের গড় অভিজ্ঞতা ৬ বছর। ১০ বছরের বেশি কাজ করেছেন এমন নারী মাত্র ১২ শতাংশ। মাত্র ৪ শতাংশ নারী এক কারখানায় ১০ বছরের বেশি সময় কাজ করছেন। ৭২ শতাংশ নারীর একটি ও দুটি কারখানায় এবং বাকিদের তিন বা তার বেশি কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

স্বপ্না ও সামছুন্নাহার অভিযোগ করলেন, তাঁরা পাওনা টাকা পাননি। স্বপ্না তিন বছর আগে বিজিএমইএতে অভিযোগ করেও প্রতিকার পাননি।

গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গাজীপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আজিজুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকদের পাওনা আদায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে ইউনিয়ন থেকে চিঠি দিলেও বেশির ভাগ কারখানা আলোচনা করতে চায় না। তারা চায়, মামলা করে শ্রমিকেরা হয়রানির শিকার হোন। আবার বহু কারখানা অর্ধেক পাওনা দেয়।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শহিদউল্লাহ বলেন, অভিযোগ যথাযথ জায়গায় করতে হবে। বিজিএমইএর লেবার আরবিট্রেশন সেলে অভিযোগ করলে সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

কাজের কাঠামো দরকার

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে কর্মযোগ্য বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছর। সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়স ৫৯ বছর। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মযোগ্য বয়স পর্যন্ত পোশাক কারখানার কর্মীদের চাকরি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ৩৫ বছর বয়সে চাকরি না থাকার অর্থ, একজন কর্মী তাঁর কর্মযোগ্য সময়ের মাত্র ২০ বছর কাজে লাগাতে পারছেন। পোশাক কারখানায় ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টির কোনো কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বৈশ্বিকভাবে পণ্য ও নকশায় বৈচিত্র্য আসায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। তাই কর্মসহায়ক ও স্বাভাবিক অবসরের সময় পর্যন্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রম মন্ত্রণালয়ের আলোচনায় বসা দরকার।

NEWAGE
TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023,

Export potential $22.5b for non-RMG products: study

Staff Correspondent

BANGLADESH has an additional export potential of $22.5 billion for non-readymade garment products to the European Union, said a recent study.

The study conducted by the Research and Policy Integration for Development, Bangladesh also showed that the country's RMG exports to the EU could reach up to $60 billion by 2030 if the country move towards non-cotton fibre.

RAPID Bangladesh on Monday shared the report at an event held at Hotel Six Seasons in the city.

'Bangladesh has the potential to explore more markets to the EU if it can diversify the products within the garment items,' said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of RAPID, a private think tank.

Razzaque presented key findings of the study on 'Exploring export diversification opportunities in the European Union', showing that the country's share in cotton fibre garment to the EU is 34.7 per cent and china's share in the same products in the same market is only 14.9 per cent.

He also projected that Bangladesh's apparel exports to the EU to rise to $46 billion to $60 billion by 2030.

Senior commerce Secretary Tapan Kanti Ghosh said although Bangladesh exports comprise diversified products but readymade garment still dominates.

EU Ambassador to Bangladesh Charles Whitely remarked that product diversification within the garment sector is important.

The Financial Express
Friday | September 15, 2023

DSE, BGMEA sign deal to bring RMG exporters to capital market

FE REPORT

The Dhaka bourse inked an agreement with the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) on Thursday to provide financing solutions to 202 green ready-made garment factories.

It has made the move in its long-standing effort to bring more fundamentally strong companies to the capital market while big RMG exporters has started looking for alternatives to bank loans and expensive foreign debts.

Under the agreement, the Dhaka Stock Exchange (DSE) will sit with 50 top exporters in October to assess their fund requirement and the financing solutions that they would need.

Citing that 13 out of top 15 global green factories are situated in Bangladesh, BGMEA President Faruque Hassan said, "The deal will play a vital role in financing the green factories."

The DSE has been striving to bring green RMG factories to the capital market either through an initial public offering (IPO) or through the issuance of bonds.

Earlier, DSE officials said the branding of green factories and top exporters would be enhanced through their engagement with the capital market.

They said the green companies had the opportunity of getting sustainable investment solutions as the number of investors, who would prefer investing in environment-friendly businesses, was on the rise.

Talking to officials of some green factories, the FE had learnt that green factories need funds to meet operational and maintenance expenses as foreign debts has become costlier than before for the devaluation of the taka against the dollar.

Moreover, the Green Transformation Fund (GTF) that the central bank used to provide is no longer available.

Many companies are keen on raising funds by issuing green bonds as such investment tools offer a fixed repayment method unlike loans from banks.

Chairman of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Prof Shibli Rubayat Ul Islam said that if LEED certified platinum rated RMG manufacturers came up with proposals for IPOs or bonds, the regulator would give its approval in the shortest time possible.

Bangladesh has 63 platinum rated garment companies, the highest in the world.

mufazzal.fe@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩০ ভাদ্র ১৪
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিশ্বে ৩৩ কোটি শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে

■ এএফপি

বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে করোনা মহামারি; শিশুরাও বাদ যায়নি এ থেকে। এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে ৩৩ কোটি ৩০ লাখ শিশু। অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতিদিন মাত্র ২৩৫ টাকার (২ দশমিক ১৫ ডলার) মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হয় তাদের। আনুপাতিক হিসেবে এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রতি ছয় জন শিশুর এক জন চরম দারিদ্র্যের শিকার।

বুধবার জাতিসংঘের শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মহামারিপূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে বিশ্বে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শিশুদের সংখ্যা বেড়েছে ৩০ লাখ। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল এই প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন, করোনা মহামারি, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা সব মিলে উদ্ভূত যে সংকট, সেটিই কোটি কোটি শিশুকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম ঋণ ও আর্থিক সহায়তা দানকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক এই পরিস্থিতিকে 'অসহনীয়' বলে উল্লেখ করেছে। বিশ্বব্যাংকের বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সমতা বিধান

জাতিসংঘের শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের প্রতিবেদন

বিভাগের পরিচালক লুইস ফেলিপ লোপেজ কালভা বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ব জুড়ে ৩৩ কোটি ৩০ লাখ শিশু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। তারা কেবল মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না এমন নয়, সম্মান এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা থেকেও এই শিশুরা বঞ্চিত। এ অবস্থা রীতিমতো অসহনীয়।

ইউনেস্কোর প্রতিবেদন অনুসারে, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এই শিশুদের একটি বড় অংশ আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের। এই অঞ্চলভুক্ত লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া, বুরুন্ডি, বুরকিনা ফাসো, বেনিন, কেনিয়া, উগান্ডা, সুদান— আটটি দেশের মোট শিশুর ৪০ শতাংশই চরম দারিদ্র্যের শিকার।

প্রসঙ্গত, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব শিশুকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল জাতিসংঘ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে সেই লক্ষ্য অধরা থেকে যাবে বলে মনে করছে ইউনিসেফ। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল তার বিবৃতিতে বলেন, আমরা এই শিশুদের এ অবস্থায় ফেলে রাখতে পারি না। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বিভিন্ন দেশের সরকারের সদিচ্ছা। সরকার যদি তার নীতিতে শিশুদের দারিদ্র্যমুক্তকরণের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, একমাত্র সেক্ষেত্রেই এই সংকটের সমাধান সম্ভব।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ১৮ কোটি ৪১ লাখ টাকা দিল বিএটি বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ১৮ কোটি ৪১ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে বিএটি বাংলাদেশ। এই তহবিলে নিয়মিত অর্থ দিয়ে আসছে দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানটি। বুধবার শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে বিএটি বাংলাদেশের হেড অব ট্যালেন্ট, কালচার অ্যান্ড ইনকুশন সাদ জসিম, হেড অব লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সুদেশ পিটার, সিনিয়র ম্যানেজার-এক্সটার্নাল রিলেশনস আরাফাত জায়গীরদার, কনসালট্যান্ট আখতার আনোয়ার খান এবং বিজনেস কমিউনিকেশন্স ম্যানেজার ফুয়াদ বিন সাজ্জাদ চেক হস্তান্তর করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

The Financial Express | September 15, 2023

HRW exposes weaknesses in RMG social audits

FE REPORT

It says most of the audit reports largely ignore freedom of association

The social audits and certifications that brands and retailers use are 'totally' inadequate to monitor and respond to threats to workers trying to organise independent unions in Bangladesh, Human Rights Watch (HRW) alleged.

Most audit reports either barely addressed the issue of freedom of association, or in some cases, recycled stock language as part of auditor findings on freedom of association from other factories' audit reports, the international rights group headquartered in New York said on Thursday in an analysis on standard social audit reports of garment factories in Bangladesh.

Citing its previous research, the HRW said standard social audits present greater risks for labour abuses being under-detected or undetected, especially for issues like discrimination and harassment, forced labour, child labour, and freedom of association.

The seriousness of these shortcomings assumes more importance in the aftermath of the June 2023 killing of Shahidul Islam, an independent labour union leader, in Bangladesh, it said in a statement.

Mr Islam was allegedly killed as he was leaving a factory operated by Prince Jacquard Sweater Ltd after trying to mediate on behalf of garment workers over non-payment of wages and Eid bonus, it said, adding the factory had undergone audits under two commonly used social audit systems-amfori and Sedex.

"Islam's killing is a chilling reminder of the dangers facing independent labor union leaders," the statement said quoting Aruna Kashyap, associate corporate accountability director at HRW.

"Brands and suppliers should not rely on social audits and certifications as they are woefully inadequate, particularly in preventing violence and harassment of workers seeking to form or join independent labor unions," she noted.

Bangladesh authorities should ensure that an independent and thorough investigation is conducted to hold accountable all those involved in directing, planning, and executing the attack.

The HRW released an analysis of 40 social audit reports of garment factories in Bangladesh provided by a European clothing brand in 2018.

Brands and retailers globally should revamp how they monitor workers' rights to freedom of association in factories from which they source, added the statement.

"Yellow unions" are set up or controlled by employers and violate workers' right to freedom of association under international labour rights law, it alleged adding they have been used to thwart workers' efforts to organize independent unions, an increasing problem in Bangladesh.

The failure of the Bangladesh authorities and garment manufacturers to curb abuses in the rights of independent labour unions to operate, connected to the growth of "yellow unions," has contributed to the violence and harassment of independent labour unions and workers, it said.

Brands typically rely upon standard social audit or certification programmes. These are private inspections of work sites usually conducted by audit firms to assess compliance with their codes of conduct, including labour standards.

"Such inspections are conducted over a few days and typically paid for by brands or suppliers, with workers interviewed inside factory premises, which is not a safe space for workers to speak candidly about their working conditions. These audit reports are not published," it added.

Citing Prince Jacquard Sweater factory's audit reports, it said that the audits had detected some wage-related problems.

Sedex and amfori should publish the social audit reports of Prince Jacquard Sweater Ltd. and commit to revising their policies to publish all social audit reports in a searchable database, HRW said.

munni_fe@yahoo.com

যুগান্তর
শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৩১ ভাদ্র ১৪৩০

শ্রমিকদের অধিকার পর্যবেক্ষণে প্রচলিত পন্থা পর্যাপ্ত নয়

—হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

যুগান্তর ডেস্ক

বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এবং ক্রেতারা যে প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে, তা পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পোশাক কারখানার 'স্ট্যান্ডার্ড সোশ্যাল অডিট রিপোর্ট'-এর বিশ্লেষণে এইচআরডব্লিউ এ কথা জানিয়েছে।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে ইউনিয়ন করার চেষ্টাকারী কর্মীদের ওপর হুমকির প্রতিক্রিয়া এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা যে সামাজিক অডিট ও সনদ ব্যবহার করে তা পর্যাপ্ত নয়।

এইচআরডব্লিউ বলছে, বেশিরভাগ অডিট রিপোর্টে শুধু সমাবেশ করার স্বাধীনতা সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার অন্যান্য কারখানার অডিট রিপোর্ট থেকে সমাবেশ করার স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের আগের গবেষণায় দেখা গেছে যে সাধারণ সামাজিক অডিটে শ্রমিক নির্যাতনের বিষয়গুলোকে মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন করে। বিশেষ করে নানা বৈষম্য এবং হয়রানি, জোর করে কাজ করানো, শিশুশ্রম এবং সমাবেশের স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোর জন্য ঝুঁকি আরও বেশি।

বাংলাদেশে শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলামকে ২০২৩ সালের জুনে হত্যার পর এই সমস্যাগুলোর গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অ্যাসোসিয়েট করপোরেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি ডিরেক্টর অরুণা কাশ্যপ বলেছেন, স্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা কী ধরনের ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হন শহিদুল ইসলামের হত্যাকাণ্ড সেটারই জ্বলন্ত প্রমাণ। শ্রমিকদের অবস্থা নিরূপণে ব্র্যান্ড এবং সরবরাহকারীদের সামাজিক অডিট এবং সনদের ওপর নির্ভর করা মোটেও উচিত নয়। কারণ এই শ্রমিকদের ওপর সহিংসতা এবং হয়রানি প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়।

এতে আরও বলা হয়, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১৮ সালে একটি ইউরোপীয় পোশাক ব্র্যান্ডের সরবরাহ করা বাংলাদেশের পোশাক কারখানার ৪০টি সামাজিক অডিট রিপোর্টের বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে। শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতার অধিকার কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে সে বিষয়ে সারা বিশ্বের ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের নতুন করে ভেবে দেখা উচিত।

NEW AGE
WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2023,

Workers' long wait for justice in labour courts unacceptable

LABOUR courts have somewhat defeated their purpose as they cannot ensure speedy disposal of cases. The 13 labour courts have 24,007 cases pending and 19,609 of them pending for more than six months. A large number of the cases are filed by industrial workers, especially apparel workers, and are related to disputes over lay-offs, retrenchment, non-payment and delays in wage payment. The delay in retirement benefits payment, refusal to pay damages in workplace injury or death, and the violation of trade union rights also prompt workers to file cases with the labour courts. Labour leaders and lawyers say that it takes on an average about six years to dispose of a case although the law stipulates the disposal within 150 days. A former security guard of Jessore Jute Industries Ltd has been waiting for justice for more than 11 years since the filing of a case with a labour court in 2012, seeking his dues of Tk 5 lakh from the company. The long wait for justice, as workers say, is a case of double victimisation as not only are they cheated out of their due wages but they are also economically burdened with legal expenses for years.

Workers and organisers primarily blame factory owners and employers for abusing the legal system to avoid financial and legal liability. It is alleged that the factory owners often refuse to comply with court orders and pay the workers. There are scopes to move the labour appellate tribunal and the High Court, but it is not legally defined what steps an aggrieved party should take when a case remains unresolved beyond the stipulated period or court verdicts are not complied with. Court officials say that workers' cases are in a limbo mostly because of unnecessary time petitions repeatedly filed by employer's lawyers, an inadequate number of courts, a frequent absence of labour court members from court proceedings and owners challenging lower court verdicts with upper courts. The Labour Court Bar Association expresses its concern about the inaction of the ministry concerned and urged the government to form a special panel to reduce the case backlog. In this context, the remark of the registrar of the appellate tribunal that with a few new labour courts in operation, the situation has improved recently appears to be an unrealistic assessment of the situation. The ordeal of the workers in labour courts yet again shows a class bias of the legal system.

The government must, therefore, immediately recognise the case backlog in labour courts and form special panels composed of 20–25 judges to ensure a timely case disposal. The government must also address the concern that the legal procedure does not offer a resolution when cases are not disposed of by the stipulated time or verdicts are ignored by the employers. The government should also review the process to ensure that the employer and factory owners cannot abuse the system to avoid legal and financial liabilities.

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র ১৪
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ্রম আইন সংশোধনে কতিপয় সুপারিশ

শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্যই শ্রম আইন : অংশীজন সভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা ও অধিকার সমুন্নতকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালীকরণ এবং শ্রমবিষয়ক আইনি প্রতিকার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি অংশীজন বৈঠকে বলা হয়, শ্রম আইন শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে শ্রম বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনে বেশ কিছু সুপারিশেরও প্রস্তাব দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সলিডারিটি সেন্টারের প্রোগ্রাম অফিসার অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম। বক্তারা এই আইনের অধীনে সব শ্রমিকের সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় সলিডারিটি সেন্টারের এশিয়া আঞ্চলিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ফ্রেড অ্যাজকারেটে বলেন, যে কোনো শ্রম আইনের মূল নির্যাস শ্রমিক শ্রেণির জন্য। যাতে তারা সরকারের কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহায্যে নিয়োগকর্তাদের সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপমুক্ত অবস্থানে থেকে ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

সভায় বরখাস্তকৃত শ্রমিককে তার অর্জিত সার্ভিস বেনিফিট থেকে বঞ্চিত না করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা, নিয়োগকর্তাদের দ্বারা অসৎ শ্রম আচরণ মোকাবিলা করার জন্য কার্যকর সংশোধনী, শ্রম আদালতের বিচারিক কার্যক্রমের দীর্ঘসূত্রিতা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তকারী কমিটিতে শ্রমিক সংগঠনের দ্বারা মনোনীত বহিরাগত প্রতিনিধি বা উকিলদের অন্তর্ভুক্ত .করা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত বিধান সংশোধন করা, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০২২-এর সংশোধনীতে যেসব শ্রমিক অধিকার হ্রাস পেয়েছে তা ফিরিয়ে আনা, ছুটি উপভোগের ক্ষেত্রে চা-শ্রমিকেরা যে বৈষম্যের সম্মুখীন হন তার সমাধান করা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করা হয়।

বক্তারা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকার কোনো বাধা ছাড়াই প্রয়োগ করতে পারার কথা বলেন। তারা বলেন, এটি শ্রমিকদের আরো ভালো কাজের পরিবেশ এবং ন্যায্য মজুরির জন্য আলোচনার জন্য শক্তিশালী করবে। সভায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন বলেন, একটি ইউনিয়ন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের পরিমাণ (২০ শতাংশ) আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮-এর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

সমকাল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নারীর পারিশ্রমিকে অধিকার কতটুকু

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তবে এখনও শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অনেক কম। গত ৩০ বছরে গার্মেন্টিসসহ বিভিন্ন খাতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এখন প্রায় সব ধরনের কাজেই নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। অথচ নিজের পারিশ্রমিকে তাদের অনেকেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লিখেছেন **সানজিদা আহমেদ**

আসমা বেগম (ছদ্মনাম) ঢাকায় আসেন বছর পাঁচেক আগে। মূলত পাশের বাড়ির জোবেদাকে দেখেই তাঁর ঢাকায় আসা। জোবেদা ঢাকায় একটি গার্মেন্টিস কারখানায় কাজ করেন। গার্মেন্টিসের বেতন আর কাজের কথা শুনে আসমার খুব ইচ্ছা হয় কাজ করার। তাই আসমা আর তাঁর স্বামী ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় আসার পর জোবেদা আসমাকে গার্মেন্টিসে কাজ খুঁজে দেন। এভাবেই দেখতে দেখতে পাঁচ বছর পেরিয়ে যায়। একটি শার্ট সেলাই করতে করতে আসমা কথাগুলো ভাবছিলেন। আজ আসমার বেতন পাওয়ার দিন। কিন্তু আসমার এতে কোনো উৎসাহ নেই। গত পাঁচ বছরে আসমা তাঁর বেতনের কোনো টাকাই নিজের মতো করে খরচ করতে পারেননি; না পেরেছেন নিজের মা-বাবাকে কোনো টাকা দিতে। স্বামীকে এসব নিয়ে বলতে চেয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু স্বামী বলেন, 'তোর সমস্যা থাকলে ঘর করিস না।' আসমা ভাবেন, স্বামী না থাকলে এ সমাজে বেঁচে থাকাটা আরও বেশি দুরূহ।

মিতু (ছদ্মনাম) গার্মেন্টিসে কাজ করেন আজ প্রায় তিন বছর। তিনি সুপারভাইজার রোকনকে প্রায়ই বলেন, 'স্যার, আমাগো বেতন আসার মেসেজ মোবাইলে না দিলে হয় না। মেসেজ তো পান জামাই। নিজে যে কিছু টাকা সম্বল রাখমু, হেইডা আর হয় না। সব টাকা লইয়া যায়। কিছু কইলে মারধর করেন। দেখেন না কিছু করা যায় কিনা!' জীবনটাকে তাঁর খুব অসহ্য মনে হয়। বাড়িতে এক টাকাও তিনি দিতে পারেননি এই তিন বছরে।

আসমা আর মিতুর গল্প কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। লাখো নারী শ্রমিকের গল্পটা কমবেশি এমনই। গার্মেন্টিসে কঠোর পরিশ্রম করলেও নিজের টাকার ওপর নেই তাদের কোনো অধিকার। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিরূপ অবস্থার মধ্যেও টিকে থাকার জন্য যে দুটি খাতকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, এর একটি তৈরি পোশাক শিল্প; অপরটি প্রবাসী আয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো রপ্তানি থেকে ৫২.০৮ বিলিয়ন ডলার আয় করে। এর মধ্যে কেবল তৈরি পোশাক খাত থেকে ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রপ্তানির ৮১.৮১ শতাংশ। এটি ছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯.৭৩ শতাংশ বেশি। বিপুল অঙ্কের এই রপ্তানির পেছনে রয়েছেন গ্রাম থেকে উঠে আসা লাখ লাখ নারী। কর্মক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণের হিসাব রাখা হয় লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন (এলএফপি) বা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ পরিমাপকে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে এলএফপিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে এটি পৌঁছেছে ৩৬ শতাংশে। পরে করোনাকালে অবশ্য ১ শতাংশ কমেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অধিক অংশগ্রহণকে অনেক বিশেষজ্ঞ নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে দেখছেন। যদিও এ নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনাও রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, নারীর শ্রম সস্তা। তাই পোশাকশিল্পে নারীদের নিয়োগ দেওয়া হয় বেশি। সাভারের গার্মেন্টিস

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে এলএফপিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে এটি পৌঁছেছে ৩৬ শতাংশে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কেবল তৈরি পোশাক খাত থেকে ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার আয় হয়, যা মোট রপ্তানির ৮১.৮১ শতাংশ

গার্মেন্টিসে বেতন বা যে কোনো ধরনের বোনাস ব্যাংকে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীর মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকে

সিকেডিএলের জেনারেল ম্যানেজার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, 'পোশাকশিল্পে অনেক নারী আসছেন, এটি ঠিক। নারীরা কাজেও দক্ষ। বর্তমানে বেশির ভাগ গার্মেন্টিসে কর্মীর নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা, যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশের মতো বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আমলে নেওয়া হয়। গার্মেন্টিসের প্রত্যেক কর্মী এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পান।' নারীর নিজের আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে কিনা– এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বেশির ভাগ নারী কর্মীর গল্প একই। গার্মেন্টিসে বেতন বা যে কোনো ধরনের বোনাস ব্যাংকে দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে টাকা ব্যাংকে ক্রেডিট হওয়ার সময় মোবাইলে মেসেজ যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীর মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকে। বেতনের বিষয়টি মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে দেখলে অফিস ছুটির সময় স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়েটি আর টাকা নিজের হাতে নিতেও পারেন না। অনেকে প্রতিবাদ করতে চাইলেও সংসার ভাঙার ভয়ে করেন না। অনেক শ্রমিকই এ বিষয়গুলো জানান।'

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ধীমান হালদার বলেন, 'নারীর ক্ষমতায়নের রয়েছে বিভিন্ন নির্দেশক। একেকজন মানুষের ক্ষেত্রে নির্দেশক একেক ধরনের হতে পারে। কোনো নারীর জন্য যদি সেটি চলাচলের স্বাধীনতা হয়, কোনো নারীর জন্য সেটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শুধু চাকরিতে আসা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন নয়।' নারী শ্রমিকদের আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নারী শ্রমিকের ক্ষমতায়নে পুরুষদের সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। নারী ও পুরুষ এ সমাজেই বেড়ে ওঠেন। একজন পুরুষ যখন একজন নারীকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন– এ বিষয়টি সেই পুরুষ অনুধাবন করতে পারেন না। কারণ তিনি ভেবে নেন, এটাই নিয়ম। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর আয়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার দেখান। স্ত্রী প্রতিবাদ করলে নির্যাতন করেন এবং তালাকের হুমকি দেন। গার্মেন্টিস এ সমস্যা সমাধানে কর্মীদের স্বামীদের নিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। সেটা হতে পারে কোনো সচেতনতামূলক আলোচনা অথবা কোনো পথনাটক অথবা অন্য যে কোনো পদক্ষেপ; যেখানে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে অংশগ্রহণ করবেন।'

পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নের পথটি মোটেও সুগম নয়। বিভিন্ন পক্ষের আন্দোলনের ফলে কর্মীদের সুরক্ষা নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু পারিবারিক জীবন নিয়ে কাজ করার বিষয়টি এখনও গুরুত্ব কম পাচ্ছে। আজও বেশির ভাগ নারী শ্রমিকের নিজের পারিশ্রমিকে নেই কোনো অধিকার। গার্মেন্টিসে প্রতিটি সেকেন্ডের মূল্য কাজ দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। কর্মী যদি সেখানে মানসিক অবসাদ নিয়ে কাজ করেন, তবে কাজের গুণগতমানের ব্যাঘাত ঘটে। তাই নারী শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনের সমস্যা নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া, বিশেষ করে নিজের পারিশ্রমিকে অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারেন গার্মেন্টিস মালিকরা। পুরুষদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা ও বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই নারী শ্রমিকের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ❖

লেখক : উন্নয়নকর্মী

সংবাদ
সামবার ৩ আশ্বিন ১৪৩০
Monday 18 September 2023

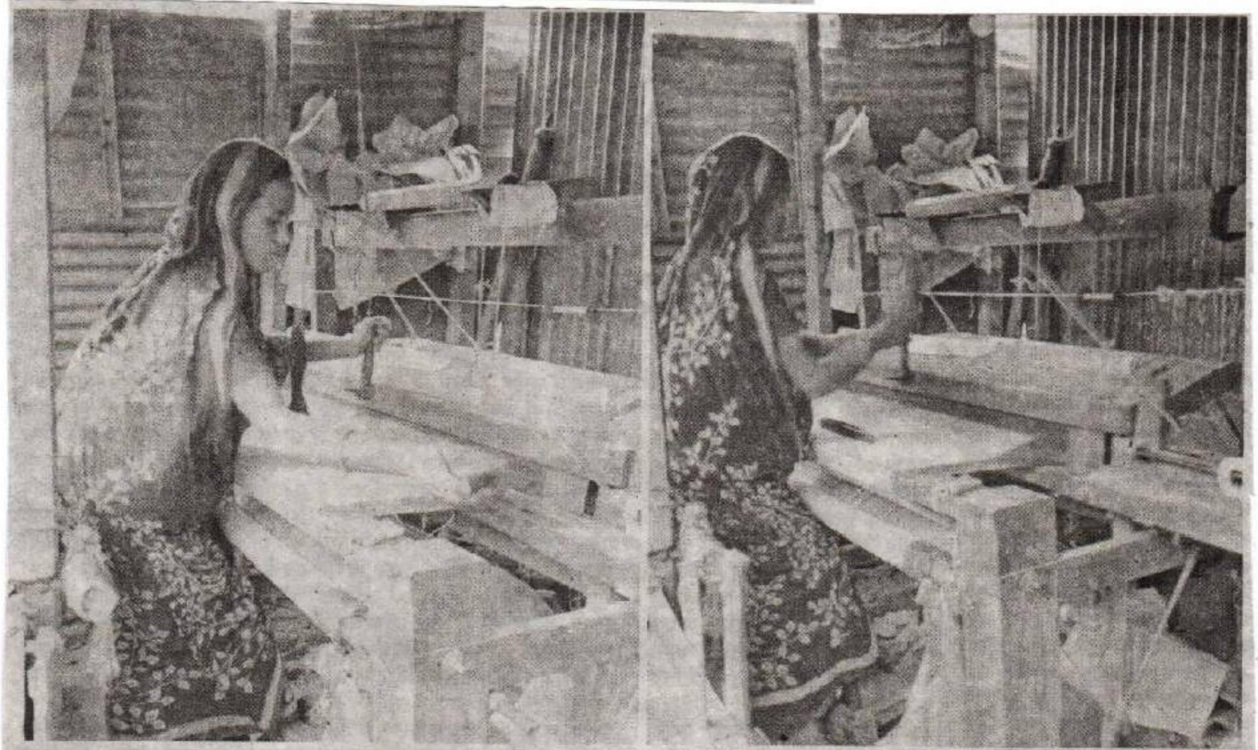

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : উপজেলার পাড়জামিরতা গ্রামে তাঁতে কাপড় বুনতে ব্যস্ত চায়না খাতুন —সংবাদ

স্বামী কর্মঅক্ষম, মেয়ে প্রতিবন্ধী

শাহজাদপুরে তাঁতের কাপড় বুনে সংসার চালাচ্ছেন চায়না বেগম

বিমল কুন্ডু, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

শাহজাদপুর উপজেলার পাড়জামিরতা গ্রামে তাঁতের কাপড় বুনে সংসারের হাল ধরেছেন গৃহবধূ চায়না বেগম (৩৫)। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তাঁত কাপড় বুনানোর আয় দিয়ে কোনরকমে সংসার চালালেও টাকার অভাবে অসুস্থ স্বামী জমির উদ্দিন ও শারিরীক ও বাক প্রতিবন্ধী বড় মেয়ে জলি খাতুনের চিকিৎসা করাতে পারছেন না চায়না বেগম। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার যোগাড় করতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও চায়না খাতুনের খোঁজ- খবর নেয় না কেউ । এমনকি একটা ভিজিডি কার্ডের আশায় ইউপি চেয়ারম্যানের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে সরকার ভূমিহীদের ঘর ও জমি দিলেও সে তালিকাতেও নাম নেই চায়না বেগমের।

উপজেলার পোরজনা ইউনিয়নের পাড়জামিরতা গ্রাম ঘুরে ও চায়না খাতুনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার যমুনা তীরবর্তী ভাটপাড়া গ্রামে তার ভিটেমাটি ঘর-বাড়ি সবই ছিল। স্বামী জমির উদ্দিন তাঁতের কাপড় বুনতেন। পাশাপাশি ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন করে স্বামী সন্তান নিয়ে খেয়ে পড়ে দিন কাটতো চায়না বেগমের । কিন্তু প্রায় ৫ বছর আগে যমুনার ভাঙনে তাদের ঘরবাড়ি ভিটেমাটি সর্বস্ব নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সবকিছু খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে চায়না বেগমের পরিবার । একপর্যায়ে পোরজনা ইউনিয়নের পাড় জামিরতা গ্রামে বাৎসরিক ৩ হাজার টাকা ভাড়ায় পতিত জমিতে টিনের ঘর তুলে স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস শুরু করে অসহায় চায়না বেগম। কিছুদিন পর স্বামী জমির উদ্দীন অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষম হয়ে পড়ে। অসুস্থ স্বামী, শারিরীক ও বাক প্রতিবন্ধী বড় মেয়ে জলি খাতুনসহ (১৭) দুই ছেলে ও কন্যাকে নিয়ে শুরু হয় চায়না বেগমের জীবন যুদ্ধ। জীবন ও জীবিকার তাগিদে সকাল - সন্ধ্যা বাড়ি বাড়ি কাজ করেও দু'বেলা দু'মুঠো খাবার যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনাহারে অর্ধাহারে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি।

চায়না বেগম জানান, তার অসহায়ত্ব দেখে প্রায় দুই বছর আগে গ্রামের এক তাঁত মালিক তাকে একটি তাঁত দেন। স্বামী ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাঁতের কাপড় বুনানোর তালিম নিয়ে ওই তাঁত মালিকের সহযোগিতায় তাঁতের কাপড় বুনানো কাজ শুরু করেন তিনি । স্বামী - সন্তানদের বোঝা নিজ কাধে নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে জীবন যুদ্ধে নামেন গৃহবধূ চায়না বেগম।

তিনি জানান, তাঁতে কাপড় বুনে মজুরি হিসেবে প্রতি সপ্তাহে ৮শ থেকে ১ হাজার টাকা আয় করেন তিনি। এভাবে মাসিক ৪ হাজার টাকা আয় করেন তিনি । তাঁত কাপড় বুনানোর পাশাপাশি হাঁস -মুরগি লালন পালন করছেন চায়না বেগম। গ্রামের এক বড় ভাই তার মেয়েকে প্রতিবন্ধীর কার্ড করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে চায়না খাতুনের সংসার মোটা ভাত-কাপড়ে চললেও অভাব তার পিছু ছাড়ছে না। স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে জীর্ণ ঘরে বসবাস করেন। ঝড় বৃষ্টির দিনে ওই ঘরে বসবাস করতে নানা দূর্ভোগ পোহাতে হয়। টাকার অভাবে অসুস্থ স্বামী ও প্রতিবন্ধী মেয়ের চিকিৎসা করা দূরের কথা বসতঘর মেরামত করতে পারছেন না।

চায়না বেগম তার না পাওয়ার যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে জানান, চেয়ারম্যান-মেম্বররা তার পরিবারের জন্য একটি ভিজিডি কার্ড দেয়া দূরের কথা খোঁজ খবরও নেন না। স্বামীর নামে বয়স্ক ভাতার কার্ড করে দেয়ার আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত তিনি কোন কার্ড পাননি। অন্যদিকে সরকার ভূমিহীন- গৃহহীনদের জমি ও ঘর দিলেও ওই তালিকাতেও তার নাম নেই।

এ বিষয়ে গতকাল রোববার পোরজনা ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বর ওসমান গনি জানান, সাধ্যমত তিনি চায়না বেগমকে মাঝে মধ্যে সহযোগিতা করেন। অন্যদিকে ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, চায়না বেগম জীবিকার তাগিদে তাঁতের কাপড় তৈরি করে সংসার চালাচ্ছে। অসহায় চায়নাকে একটি মাসিক ভিজিডি কার্ড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শোভন কাজ

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Monday, September 18, 2023
Ashwin 3, 1430 BS: Rabiul Awwal 2, 1445 Hijri

Greener RMG industry

EVER since the start of monitoring the extent of greening compliance by garment manufacturers and exporters in developing countries, the prerequisite has been a subject of unease. The monitors belong to the club of global bigwigs in the clothing and fashion industry. The countries under watch include Bangladesh. One of the largest manufacturers and exporters in the world, the country is now in a transition phase of emerging green. As the requirement is tied to the readymade garments (RMG) factories' manufacture of the clothing products and their export, the country attaches great importance to the issue. Trade experts, however, underscore the imperative of some harmonisation standards regarding the green RMG factories.

Many of them have been able to gain preliminary access to industrialisation by utilising the sector. The observations were made by panelists at a working session of the WTO (World Trade Organisation) Public Forum 2023 in Geneva on September 14. It was titled 'Green trade measures and their development implications: a focus on the textiles and clothing global value chain'. Obviously, the focus of the session was on the urgent need for addressing the emerging global climate emergency --- achieving net-zero point on carbon emissions in the RMG sector. Taking part in the session as a panelist, Dr Fahmida Khatun, executive director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), observed that the export-oriented textiles and readymade garment sector was an important driving force for Bangladesh economy as "it is a source of employment generation and foreign exchange earning". Bangladesh has already taken different types of steps for greening the textiles and clothing industry, she told the session about the transition. There are, however, drawbacks which impede the setting up of green factories, including disparate standards set by global brands that do the marketing. In course of her deliberations, Dr Fahmida goes to the roots of a feeling of 'discouragement' caused by the leading global brands' adoption of different standards for similar kinds of clothing items.

A green-compliant one, Bangladesh has reasons to feel discriminated against notwithstanding the fact that it boasts the best and highest number of green RMG factories

That the confusing situation prevailing among the cynical quarters in the textiles and clothing item exporting countries will lead to a series of disillusionments is implied. Many even might call the lopsided definition of greening and environment-friendliness an instance of double standard. It doesn't bode well. It might dampen the drive for export of many fast developing RMG manufacturing countries. Bangladesh's share in the global clothing export market stood at 7.90 per cent in the last year compared to 6.40 per cent in 2021, statistics available with the WTO show. Bangladesh retained the second position in the clothing export, preceded by China and followed by Vietnam on the global market in 2022.

A Senior Research Fellow with ODI (Overseas Development Institute) in her presentation at the WTO session touched upon the policies and measures taken by three countries -- Bangladesh, Kenya and Vietnam - to make the textile and clothing industries greener. According to her, as there is no market-led path to environmental and social upgrading, public policy frameworks are the key. The new green trade initiative is an opportunity to get upgraded environmentally; Bangladesh and Vietnam have already shown some primary advancement in this regard. Textile waste lately emerged as a problem. As an expert in trade strategy has observed, in the name of second-hand market of clothing, there is a trend of dumping textile and clothing waste mostly from developed countries into the developing ones. A green-compliant one, Bangladesh has reasons to feel discriminated against notwithstanding the fact that it boasts the best and highest number of green RMG factories.

প্রথম আলো • সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

দেশে এখন পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব ২০২টি কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের দুটি কারখানা নতুন করে আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদ পেয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে দেশে এখন পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০২।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ গতকাল রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, বর্তমানে আরও প্রায় ৫০০টি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

নতুন করে যে দুটি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে, সেগুলো হলো নারায়ণগঞ্জের ইউনিভার্সেল মেনসওয়্যার লিমিটেড ও প্যাসিফিক ব্লু (জিনসওয়্যার) লিমিটেড। উভয় প্রতিষ্ঠানই গোল্ড শ্রেণিতে পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে।

এই দুই প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। প্রতিষ্ঠানটি 'লিড' বা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন নামে পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদ দেয়। লিড সনদের জন্য ৯টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ পয়েন্ট আছে। এর মধ্যে ইউনিভার্সেল মেনসওয়্যার ৬৩ ও প্যাসিফিক ব্লু (জিনসওয়্যার) ৬০ পয়েন্ট পেয়েছে।

বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব স্থাপনাগুলোর অধিকাংশই ইউএসজিবিসির সনদ পেয়েছে। বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদপ্রাপ্ত ২০২টি পোশাক ও বস্ত্র কারখানার মধ্যে ৭৩টি প্লাটিনাম, ১১৫ গোল্ড, ১০ সিলভার ও ৪টি সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শুধু আমাদের সক্ষমতাকেই তুলে ধরে না; বরং টেকসই শিল্পায়নের চর্চায় নেতৃস্থানীয় হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকেও তুলে ধরে।'

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর দেশি-বিদেশি সমালোচনার মুখে ব্যবসা টেকাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে মনোযোগী হন দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তখন এ নিয়ে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে অনেকে নিজ আগ্রহ থেকেই পরিবেশবান্ধব কারখানা নির্মাণ শুরু করেন। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক পরিবেশবান্ধব কারখানা রয়েছে এখন বাংলাদেশে।

এযাবৎকালে ২০২২ সালে সর্বোচ্চসংখ্যক ৩০টি দেশীয় কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পায়। আর চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে আরও ২০টি কারখানা এই সনদ পেয়েছে।

NEW AGE

www.newagebd.net ■ Dhaka, Monday, September 18, 2023, Ashwin 3, 1430 BS

FIVE YEARS OF ROAD TRANSPORT ACT

Road safety still elusive

Shahin Akhter

FREQUENT road crashes, indiscipline, and chaos in the transport sector continue to go on amid the lax implementation of the much-talked-about Road Transport Act 2018, even though five years have elapsed since the law was enacted.

The government enacted the law in the wake of a countrywide student protest in 2018 to ensure road safety.

However, the situation remained unchanged and, in some cases, aggravated, said road safety experts and activists.

Huge numbers of vehicles without fitness, unlicensed drivers, and the increased presence of unauthorised vehicles have contributed to the aggravating situation, they said, blaming the disregard for the law for it.

Jatiya Sangsad passed the Road Transport Bill on September 19, 2018, replacing the Motor Vehicles Ordinance 1983 in the wake of student protests following the killing of two college students by a reckless bus in Dhaka in July of the same year.

Soon after the enactment of the law, transport workers enforced strikes in different districts, prompting the government to form a three-member committee, comprising home minister Asaduzzaman Khan, law minister Anisul Huq, and railways minister Nurul Islam Sujan, to submit recommendations for amendments to the law.

The new law came into effect on November 1, 2019, more than 13 months after it was passed.

However, the law was not implemented until 2021, as authorities could not determine punishment for breaches of the law and the Covid-19 situation, said Md Shahabuddin Khan, additional inspector general of the Highway Police.

Four years after the enactment of the law, the government issued a circular finalising the rules of the law on December 27, 2022.

It did little to reduce fatal accidents.

At least 2,589 people were killed and 2,308 injured in 2,880 road crashes until July this year, according to Bangladesh Police data.

Professor Md Hadiuzzaman, former director of the Accident Research Institute of the Bangladesh University of Engineering and Technology, said that as the law was yet to be fully implemented, road safety could not be ensured.

'No changes have come on the roads regarding safety and discipline situations,' he said.

He said that the government only developed infrastructure, but these infrastructures remained unsafe as safe traffic management, drivers, and vehicles could not be ensured.

In 2021, transport owners and workers proposed amendments to 30 sections

Road safety still elusive

of the law, mostly to reduce punishments, though the amendment had yet to be implemented.

Bangladesh Road Transport Authority chairman Nur Mohammad Mazumder told New Age on Sunday that amendments could be made in the final session of Jatiya Sangsad in October, subject to the approval of cabinet.

Nirapad Sarak Chai founder and chairman Ilias Kanchan noted that the law was implemented one year after enactment and that it took four years to frame the rules of the law.

'Now there is a plan for amending the law. If the plan gets approved, the safety situation on the roads will become severe,' he said.

Supreme Court lawyer and Road Safety Foundation vice president Jyotirmoy Barua said that the positive changes that were expected for passengers and pedestrians after the law was enacted did not come.

Highway Police chief Shahabuddin claimed that they regularly take action against people who violate the law.

In July, the police filed 31,000 cases under the law, he said, adding that monthly cases were between 10,000 and 12,000 even six months ago.

'We can't say that the law has been implemented 100 per cent. But it would be an understatement to say the law was not implemented at all. We kept trying to implement it,' he said.

The chairman of BRTA, the authority mandated to ensure road safety and discipline in the road transport sector, Nur Mohammad, urged all to follow the law for its full implementation.

'All stakeholders should come forward to improve the situation on the roads,' he said.

According to BRTA, a total of 20,411 people were killed in thousands of road accidents between 2018 and 2022.

শোভন কাজ

The Financial Express Monday, September 18, 2023

LEED-certified RMG factories hit 202

Two more factories have been certified by the U.S. Green Building Council (USGBC) with both receiving Gold rating and thus taking the total number of LEED factories to 202 in the country, reports BSS.

Out of the number, 73 earned the prestigious Platinum rating, 115 Gold and 10 silver rating.

In 2022, Bangladesh had the highest number of factories being LEED certified in a single year, said BGMEA president Faruque Hassan in a statement.

He said with 30 factories receiving LEED certification 2022, 15 were Platinum and 15 Gold certified. Fast forward to August 2023, another 20 factories have earned this coveted recognition in eight months of this year, with 13 achieving the esteemed Platinum rating and seven attaining the Gold rating.

Faruque said Bangladesh's RMG industry reached the landmark of 200 LEED certified factories by USGBC last month while the country made a distinction being the home to 13 of 15 globally highest-rated LEED Green Factories.

"Among these, one stands out as the highest-rated LEED Green Factory globally. 500 more factories are in the pipeline to get the certification as its happening gradually," he said.

The BGMEA president said Bangladesh's RMG industry has made all-out efforts with commitment and determination to become sustainable in every respect, especially in the workplace safety, workers wellbeing and environmental areas.

"The unparalleled green transformation is a testament of our visionary entrepreneurship showing resilience, flexibility, mindset toward positive changes and capability to adapt," he added.

He said this international recognition not only highlights the dedication, but also showcases the country's potential as a leader in sustainable manufacturing practices.

"The perception about the industry among the global community has changed significantly," he said, adding that Bangladesh is no more known as a producer of basic items and workplace hazards.

In the past decade, the garment manufactures laid a strong foundation in workplace safety, transparency and developing an ecosystem to support growth. The BGMEA in this regard has taken a strategic vision 2030 which is firmly rooted in sustainability involving economic, social and environmental priorities.

"We're making our association, BGMEA, as a futuristic organisation. We established a Center for Innovation, Center for Efficiency and Center for OSH to foster innovation in every segment of the trade," he said.

Faruque said the BGMEA has also established the Textile Technology Business Center (TTBC), an offspring of the Partnership for Cleaner Textile (PaCT) project that serves as a knowledge hub on resource efficiency, and business-to-business linkages with local and international technology suppliers.

It helps the factories to decarbonise and adopt resource efficiency measures to reduce climate footprint. "We established Responsible Business Hub Unit in BGMEA to strengthen the capacities of our manufacturers to adapt and comply with the globally emerging due diligence. We're establishing a digital data platform to baseline and monitor improvements of ESG practices at factories," he continued.

Faruque said a number of international customers visited Bangladesh with topmost delegation from their organisations recently. "They expressed their deep satisfaction on the progress we made and informed their position to further grow sourcing from Bangladesh," he added.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বার ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ॥ ৩ অ

প্রবাস থেকে মৃত শ্রমিকের লাশ দেশে আনার দায়িত্ব সরকারের

—প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, প্রবাসে মারা যাওয়া সব বাংলাদেশির লাশ দেশে আনার দায়িত্ব সরকারের। কোনো শ্রমিক বিদেশে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ফেরত এলে তাকে ৫০ হাজার টাকা দিচ্ছে সরকার। প্রবাসীরা দেশের জন্য যা করেন সে হিসেবে মর্যাদা পান না। অবশ্য আমার মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে এটা করা সম্ভব না।

গতকাল রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এনআরবি সিআইপি আয়োজিত থার্ড গ্লোবাল বিজনেস সামিট ঢাকা-২০২৩ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, রেমিট্যান্স পাঠানো আরও সহজ করতে হবে। এ জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংককে কাজ করতে হবে। কারণ আমি চাই না কোনো শ্রমিক তার রক্তে ঘামে অর্জিত আয় কম দামে দেশে পাঠাবে। সব শ্রমিক রেমিট্যান্সের ন্যায্য দাম পাবে সেটা আমিও চাই।

ইমরান আহমদ বলেন, প্রবাসী বন্ডে বিনিয়োগ সীমা ও সুদ হারের সীমা তুলে দেওয়া উচিত। বিনিয়োগ সীমা ও সুদের হারে ক্যাপ করে রাখার কোন মানে হয় না। কারণ ডলার সংকট আছে, ডলার প্রয়োজন আছে। তাই যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা না করলে কোন লাভ হয় না। যখন বন্ডে বিনিয়োগ সীমা ও সুদের হার নির্ধারণ

প্রবাস থেকে

[পঞ্চম পৃষ্ঠার পর] করা হয়েছিল তখন বিশ্বব্যাপী বন্ডে বিনিয়োগের সুদের হার ছিল শূন্য। এখন বিশ্বব্যাপী বন্ডের সুদহার ৫-৬ শতাংশ। তাই বন্ডে বিনিয়োগ সীমা, সুদহার ও পুনঃ বিনিয়োগ বন্ধ রাখার কোন মানে হয় না। বিশেষ অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, প্রবাসীরা আমাদের অর্থনীতির বুস্টার। আমাদের অর্থনীতি রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করব। সবাই আমাদের (প্রবাসী) কথা বোঝেন, কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা আছেন তারা প্যাঁচ লাগায়। তাদেরকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা করা গেলে প্রবাসীদের জটিলতা দূর হবে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্তের সঞ্চালনায় আলোচনায় আরও অংশ নেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান, এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ নাসের, এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মাহবুবুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্যে এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন চৌধুরী বলেন, যে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখলেও মারা যাওয়ার পর তার লাশ দেশে পাঠাতে প্রবাসীদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে সাহায্য তুলতে হয়। অসহায় প্রবাসীদের মৃত দেহ সরকারি খরচে দেশে পাঠনোর ব্যবস্থা করা হোক। প্রবাসী বন্ডে বিনিয়োগ সীমা আরোপ ও পুনঃবিনিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে তিন বছর আগে। প্রবাসী বন্ডে ইচ্ছামতো বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হোক। বিমান ভাড়া অনেক বেশি। প্রবাসীদের বিমান ভাড়ায় ট্যাক্স তুলে দিলে ভাড়া কমে যাবে।

আরও বক্তব্য দেন রূপায়ণ গ্রুপের কো-চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল, এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি মনির হোসেন, গোলাম কবির, উপদেষ্টা পারভেজ তমাল, ইউনুস গ্রুপের এমডি মোহাম্মদ ইউনুস, সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার টিটো।

অনুষ্ঠানের স্পন্সর ইউনুস গ্রুপ, রূপায়ণ গ্রুপ, এসবি গ্রুপ, জিপিএইচ ইসপাত, সিটি ব্যাংক, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক ও আল-হারামাইন পারফিউমের প্রতিনিধির হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট দেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৪ আশ্বিন ১
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : শমশেরনগর এলাকায় একটি ভবন নির্মাণের কাজ করছে চা-বাগানের নারী শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

চা-বাগান এলাকায় বাড়ছে বেকারের সংখ্যা

■ নূরুল মোহাইমীন মিল্টন, কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

দেশের গুরুত্বপূর্ণ চা-শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। এই বেকারত্ব চা-বাগানসমূহে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই বেকারদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আবার শিক্ষিত। মা-বাবার স্বপ্নকে লালন করে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ পাশ করে চাকরি না পেয়ে চা-বাগানের যুবক, যুবতিরা নানা যন্ত্রণার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। কেউ কেউ রীতিমতো হতাশ। মধ্যবয়সি ও শত শত ছেলেমেয়েরা কাজের সন্ধানে বস্তি ও নার্সারিসমূহে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সারা দেশে ১৬৭টি চা-বাগানের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে চা-বাগানে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে রয়েছে প্রায় ৯১ হাজার এবং অস্থায়ী ৩২ হাজার মিলিয়ে কর্মরত আছেন প্রায় ১ লাখ ২৩ হাজার শ্রমিক। এছাড়া প্রায় অর্ধলক্ষাধিক শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী এবং প্রায় আড়াই লাখ বেকার নারী-পুরুষ রয়েছে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই এসএসসি, এইচএসসি, বিএ পাশ। তারা চা-বাগানে কাজ না পেয়ে হতাশার মধ্যে আছেন। যুব সামজের মধ্যে কেউ কেউ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। চা-বাগানের মধ্যবয়সি বেকার নারী ও পুরুষ এবং কিছু ছেলেমেয়ে বাগানে কাজ না পেয়ে বস্তি এলাকা, ভবন নির্মাণ, মাটি কাটা, লাকড়ি করা, কৃষিকাজ ও নার্সারিসমূহে কাজ করে সংসার চালিয়ে নিচ্ছেন।

বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা

চা-শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা ও কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাজভজন কৈরী জানান, চা-বাগানে শ্রমিকদের বড় একটি অংশ বেকার রয়েছে। সারা দেশে চা-বাগানের শিক্ষিত চা-জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট জরিপ সম্পন্ন করা না হলেও প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত বেকার রয়েছে

শমশেরনগর চা-বাগানের শ্রমিক সবিতা নায়েক, সাবিত্রি রবিদাস, ফাঁড়ি দেওছড়া চা-বাগানের বেকার নারী শ্রমিক শান্তি রবিদাস, শিউনারায়ন ভর বলেন, আমাদের পরিবারের পাঁচ থেকে আট জন সদস্য। এক জনের দৈনিক ১৭০ টাকা মজুরি দিয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। যেখানে দুই কেজি চালের দামই ১০০ টাকা। শমশেরনগর কানিহাটি চা-বাগানের প্রাক্তন ইউপি সদস্য ও চা-শ্রমিক নেতা সীতারাম বীন বলেন, চা-বাগানে এখন বেকারের বোঝা সবচেয়ে মারাত্মক। চা-বাগানের পতিত জমিতে নতুন চা-বাগান করা, কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা গ্রুপ তৈরি করে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। একযোগে কাজ করে এই বেকারত্ব দূর না করলে ভবিষ্যতে সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দেবে। শমশেরনগর জাগরণ যুব ফোরামের সভাপতি মোহন রবিদাস ও উত্তরণ বাংলাদেশের সভাপতি অনুময় বর্মা বলেন, আমাদের চা-বাগানে বেকারত্বের বোঝা ভারী হচ্ছে। যুবকদের অনেকেই বিপথগামী হচ্ছে। কাজকর্ম না থাকায় বেকার মধ্যবয়সিরা নানা অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়ে দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করছেন। তারা আরো বলেন, সংসার চালিয়ে নিতে অভাবী মানুষ বস্তি এলাকায় গিয়ে মাটি কাটা, লাকড়ি কাটাসহ কঠিন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। চা-বাগানে বেকারত্ব ঘোচাতে বাগানের পতিত জমিতে নতুন চা-বাগান করা, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য তারা দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা বলেন, শিক্ষিত বেকারদের বোঝা মনে না করে জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে।

চা-শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা ও কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাজভজন কৈরী জানান, চা-বাগানে শ্রমিকদের বড় একটি অংশ বেকার রয়েছে। সারা দেশে চা-বাগানের শিক্ষিত চা-জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট জরিপ সম্পন্ন করা না হলেও প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত বেকার রয়েছে। এছাড়া এসএসসি পর্যায়ে উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণদের অবস্থা শোচনীয়। এদের কর্মসংস্থানের জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

চামড়াশিল্প স্থানান্তরে ফল উল্টো

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

যে উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারিশিল্প স্থাপন করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পরিবেশ দূষণ রোধ, কমপ্লায়েন্স কারখানা স্থাপন এবং শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের জন্যই মূলত স্থানান্তর করা হয় এই শিল্প। তবে ছয় বছর হয়ে গেলেও সে উদ্দেশ্য তো সফল হয়ইনি, উল্টো হাজারীবাগে থাকাকালে যেসব বিদেশি ক্রেতা বংলাদেশ থেকে চামড়া কিনতেন তাঁরাও এখন আর চামড়া নিচ্ছেন না।

বিশেষ করে কমপ্লায়েন্স কারখানা স্থাপন করতে না পারায় ইউরোপের ক্রেতারা বাংলাদেশের বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এতে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে ট্যানারিশিল্প। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতে অংশীজনের ভূমিকা শীর্ষক' আলোচনাসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও সলিডারিটি সেন্টার যৌথভাবে এ আলোচনাসভার আয়োজন করে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ইউরোপের ক্রেতারা

- চামড়াশিল্পে শিল্প-গণতন্ত্র, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিতকরণে আইনি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব
- শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে ট্যানারি মালিকদেরও উচিত আইনের সব অনুশাসন মেনে চলা

চামড়াশিল্পে শিল্প-গণতন্ত্র, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিতকরণে আইনি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছেন শ্রম বিশেষজ্ঞরা। একই সঙ্গে ট্যানারি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্যমান জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়নের আহ্বানও জানিয়েছেন তাঁরা।

স্বাগত বক্তব্যে সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি প্রগ্রাম ডিরেক্টর মনিকা হার্টসেল বলেন, 'যদি এই খাতে আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে কেবল শিল্পের বৃদ্ধিই নিশ্চিত হবে না, শ্রমিকদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎও নিশ্চিত হবে। আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আগামী চার বছরের মধ্যে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর পরিবেশ তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানায়। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ট্যানারিগুলোকে অবশ্যই পরিবেশগত ও সামাজিক মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য শ্রম অধিকারসংক্রান্ত বিষয়।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হাজেরা খাতুন বলেন, 'সরকারের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের উচিত যার যার অবস্থান থেকে শিল্পের উন্নয়নে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে ট্যানারি মালিকদেরও উচিত আইনের সব অনুশাসন মেনে চলা। শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক অধিকার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।'

সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম বলেন, 'ট্যানারি শ্রমিকরা জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন করছেন না। এটিকে যদি আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা বলে দাবি করি, তাহলে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ন্যূনতম মজুরি বোর্ডে ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়নের কোনো প্রতিনিধি নেই। এটি আমাদের এই শিল্পে শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলে।'

বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নান বলেন, 'ভালো কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক অধিকার একে অপরের সঙ্গে জড়িত।

প্রথম আলো • বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

টিকফা পরিষদের বৈঠক আজ

গুরুত্ব পাবে শ্রম অধিকার ও বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা (জিএসপি) ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি পণ্যে শুল্ক ছাড় এবং অর্থনৈতিক উত্তরণের পর সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশটির সহযোগিতা চায় ঢাকা।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়াতে কাজের পরিবেশ, শ্রম অধিকার ও শ্রমমান নিশ্চিতের পাশাপাশি মেধাস্বত্ববিষয়ক জটিলতার দ্রুত সমাধান ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ চায়।

ঢাকায় আজ বুধবার দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিকফা)-সংক্রান্ত পরিষদের বৈঠক হবে। বৈঠকে এ বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে।

টিকফা পরিষদের সপ্তম বৈঠকে বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ বাংলাদেশের এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ক্রিস্টোফার উইলসন তাঁর দেশের নেতৃত্ব দেবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশের জিএসপি ফিরে পাওয়াসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কৃষিপণ্যের প্রবেশাধিকার, শ্রম পরিস্থিতি, বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ, মেধাস্বত্ব আইন, ডিজিটাল বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হবে। তবে আলোচ্যসূচিতে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও ব্যবসার পরিবেশের প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাপক পরিসরে মানবাধিকার পরিস্থিতি ও গণতান্ত্রিক পরিসরের বিষয়টি আলোচনায় আসতে পারে।

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৪ আশ্বিন
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সবুজ কারখানার সনদ পেল আরো দুই প্রতিষ্ঠান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সনদ পেল তৈরি পোশাক খাতের আরো দুটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ২০২টি কারখানা সবুজ সনদ পেল। তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পক্ষ থেকে নতুন করে দুটি কারখানার সনদ প্রাপ্তির তথ্য জানানো হয়।

ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইন (এলইইডি) গ্রিন ফ্যাক্টরি বা সবুজ কারখানার সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জের ইউনিভার্সেল ম্যানসওয়ার লিমিটেড ও ঢাকার প্যাসিফিক ব্লু জিনস ওয়ার লিমিটেড এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এর আগে, গাজীপুরের লিডা টেক্সটাইল অ্যান্ড ডায়িং লিমিটেড ও লিজ ফ্যাশন লিমিটেড নতুন করে সবুজ কারখানার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ইউএসজিবিসির তথ্যমতে, দেশে এখন সবুজ কারখানা ২০২টি। এর মধ্যে প্লাটিনাম ক্যাটাগরির ৭৩টি, গোল্ড ১১৫টি, সিলভার ১০টি ও সার্টিফাইড ক্যাটারির দুটি। এ ছাড়া ৫৫০টির বেশি কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরি হতে রেজিস্ট্রেশন বা পাইপলাইনে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার যাত্রা শুরু হয় দেশে। পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডে স্থাপিত কারখানাটি হলো 'ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও।' এরপর একের পর এক সবুজ পোশাক কারখানা গড়ে উঠছে বাংলাদেশে।

যুগান্তর
বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৫ আশ্বিন ১৪৩০

রেমিট্যান্স প্রবাহে শ্লথগতি

ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ সহজ করতে হবে

বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়লেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমছে। এর প্রভাবে ব্যাংকগুলোয় কমে গেছে ডলারের সরবরাহ; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে যোগ হচ্ছে না ডলার। এতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে বেড়ে যাচ্ছে ডলারের দাম। ব্যাংক ও খোলাবাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে নগদ ডলার। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, আমদানির জন্য চাহিদার অর্ধেক ডলারও মিলছে না। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে রপ্তানি বাড়ানোর কাজটি বেশ কঠিন। এ পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে না পারলে অর্থনীতিতে বিদ্যমান সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আমদানি কমিয়ে সংকটের সমাধান করা যাবে না। এতে সমস্যা আরও বাড়বে। কাজেই সংকট সমাধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর বিকল্প নেই। এজন্য হুন্ডি বন্ধ করতে হবে।

জানা যায়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে বিদেশ গেছেন ৬ লাখ ১৫ হাজার কর্মী। চলতি বছরের একই সময়ে গেছেন ৬ লাখ ১৮ হাজার কর্মী। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীর সংখ্যা গত জুন পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৯ লাখে। বিদেশে যাওয়া নতুন কর্মী এবং মোট প্রবাসীর সংখ্যা বাড়লেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। রেমিট্যান্স কমায় রিজার্ভ বাড়ছে না। এদিকে ডলারের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির হার, যা পুরো অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অবৈধ হুন্ডি ব্যসায়ীদের কারণেই রেমিট্যান্সের বড় একটি অংশ হুন্ডির কবলে পড়েছে। যেসব দেশে হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেসব দেশের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে ১০টি দেশ থেকে। এর মধ্যে প্রধান ছয়টি দেশ থেকে রেমিট্যান্স কমছে। জানা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ হুন্ডির কারণে কমে গেলে তা বন্ধ করতে সরকারের একটি প্রতিনিধিদল দেশটিতে গিয়ে এর কারণ অনুসন্ধান করে এবং এর ভিত্তিতে ওই দেশের সঙ্গে আলোচনা করে হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে ইউরোপ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়লেও বহু দেশ থেকেই কমছে। এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হলে আশা করা যায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে।

হুন্ডি পদ্ধতিতে কোনো কাগজপত্র স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় না। হুন্ডি ব্যসায়ীরা মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরের কেউ রেমিট্যান্সবিষয়ক তথ্য জানে না। রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবার এটিকে নিরাপত্তার জন্য ইতিবাচক মনে করে। হুন্ডি পদ্ধতির সাধারণ সুবিধাগুলোর সঙ্গে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর সুবিধাগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ও উপযোগী করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রবাসীরা যাতে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহী হন, সেজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ পাচারসহ দুর্নীতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়বে কিনা সন্দেহ।

WEDNESDAY SEPTEMBER 20, 2023
ASHWIN 5, 1430 BS
The Daily Star

Set up breastfeeding corners at workplaces

Says HC in full verdict

STAFF CORRESPONDENT

The High Court yesterday released the full text of a verdict underscoring the need for setting up "infant feeding centres" at all relevant establishments and public places, including RMG factories, within a reasonable period of time.

Every garment factory, having a strength of more than 40 female workers, should set up breastfeeding corners, the HC observed.

"A child needs to be breastfed for two years. Needless to observe that many of such lactating mothers are engaged in services or businesses, either in government or in the private sectors. Therefore, it is of paramount importance that necessary arrangements should be made at all such relevant establishments and public places including shopping malls, bus terminals, train stations, steamers, or launch ghats to enable the mothers to feed their children as and when necessary without going through hassle or agony", the HC said in the full text of verdict.

The HC delivered the verdict on this issue on April 2 this year, following a writ petition filed by Advocate Ishrat Hasan, a Supreme Court lawyer, on October 24, 2019, seeking necessary directives. Her nine-month-old child Umair Bin Sadi was also mentioned as a petitioner.

In the full text of the verdict, the HC said, "In the garments industry, where more than 90 percent of the workforce comprise of female workers, it is absolutely imperative that each and every garment factory, having a strength of more than 40 female workers, as laid down in section 94 of the Bangladesh Labour Law, 2006, should set up corners or designated spaces to facilitate the feeding of infants by their mothers during their working hours".

"It is equally important that such facilities should also be made in conformity with the directives given in section 94 of the Bangladesh Labour Law, 2006 namely, that the room should be well ventilated, secured and furnished with adequate facilities and should be made accessible to the concerned mothers."

The HC said in the full text of judgment that "in some way, history has been created since, in all likelihood, a writ petition has never been filed previously by a nine-month-old child."

The Financial Express September 20, 2023

Experts suggest separate law for domestic workers

Policy for domestic workers 'hardly could help'

FE REPORT

Speakers at an event on Tuesday called for enacting a separate law for the country's 2.5 million domestic workers who earn the least compared to any other jobs.

They said the Domestic Workers Protection and Welfare Policy, formulated in 2015, could hardly help the workers as it was yet to be implemented.

The call came at the event organised by the Washington-based non-profit organisation Solidarity Centre, Bangladesh at a city hotel to disclose findings of a study titled "the baseline gap analysis on Bangladesh domestic work legal and policy framework and the domestic workers' protection and welfare policy 2015."

The study said child domestic workers in Bangladesh were working up to 15 hours a day. It indicated the condition prevailing in a sector employing about 2.5 million people, it added.

The study revealed that 80 per cent received lower wages than workers in other sectors while 53 per cent did not receive wages on time despite working 11 hours a day on an average.

There was no minimum wage for domestic workers. The minimum wage for readymade garment workers was Tk 8,000 and they worked eight hours a day.

About 87 per cent domestic workers did not get weekly leave or holiday, it said.

Assistant Professor Habibur Rahman, who teaches sociology and social work at the People's University of Bangladesh, said child domestic workers often work nearly 15 hours a day.

The study said 87 per cent workers did not get wages on time while they had no legal aid facility.

'Murshida Akter, general secretary, National Domestic Women Workers Union, said 0.4 million or 16 per cent of the workers were children.

Ms Murshida alleged that domestic workers were facing so much abuse and were so vulnerable that even murder cases were settled in exchange for money ranging from Tk 25,000 to Tk 100,000.

About 80 per cent of domestic workers were women, she said.

AKM Nasim, country program director, Solidarity Centre, Bangladesh termed domestic workers as one of the most disadvantaged and marginalised groups.

The number of domestic workers and the incidence of their deprivation were increasing but there was no legal framework to protect their rights, he said.

He also said the Domestic Workers Protection and Welfare Policy formulated in 2015 could not be implemented.

He observed that the authorities should decide whether the domestic workers would have a separate law or the labour law of 2006 would suffice their need since their work is different in nature from any other workers.

tonmoy.wardad@gmail.com

বণিকবার্তা বুধবার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৩

সপ্তম টিকফা বৈঠক শুরু আজ

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রফতানিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চাইবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিকফা) সংক্রান্ত পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আজ। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এ বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, বাংলাদেশের তরফে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলাজাত সুতা-কাপড় থেকে তৈরি পোশাক দেশটিতে রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চাওয়া হবে।

বৈঠকে বিনিয়োগ পরিবেশ, ডিজিটাল বাণিজ্য, মেধাস্বত্ব সম্পদ ও কৃষি খাতে সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হবে। ঢাকার তরফে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ওষুধ পণ্যের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণের ওপর জোর দেয়া হবে। এছাড়া বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আর্থিক সহযোগিতা বা ডিএফসি সহায়তার বিষয়টিও তুলে ধরবে ঢাকা।

টিকফা কার্যকর হয় ২০১৩ সালে। এর পর থেকে নিয়মিত বিরতিতে বৈঠকে বসছে দুই পক্ষ। সর্বশেষ ষষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে। ঢাকার একটি হোটেলে আজ অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম বৈঠক। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ব্রেন্ডন লিঞ্চ।

ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস সূত্র জানিয়েছে, আজকের বৈঠকে মূলত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে প্রভাব রয়েছে এমন বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র থেকেও একই ধরনের তথ্য জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার *বণিক বার্তাকে* বলেন, '২০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম চুক্তি (টিআইসিএফএ) কাউন্সিলের সপ্তম বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। উভয় পক্ষ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রম সমস্যা, বিনিয়োগের পরিবেশ, ডিজিটাল বাণিজ্য, মেধাস্বত্ব ও কৃষি খাতে সহযোগিতা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন ইউএসটিআরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ব্রেন্ডন লিঞ্চ।'

বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে শ্রমের বিষয়টিও রয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনায় আসবে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন এবং বিদ্যমান শ্রমচর্চার মতো বিষয়গুলো। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রম অধিকারসহ শ্রম আইনের সংস্কারও রয়েছে আলোচ্যসূচিতে। এছাড়া শ্রম পরিদর্শন ও পরিদর্শন সক্ষমতার বিষয়েও আলোচনা হতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রফতানিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারিগরি সহায়তা নিয়েও দুই পক্ষের আলোচনা হবে। এক্ষেত্রে এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং মানসম্পন্ন সনদ প্রদান অবকাঠামোর ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা নিয়ে আলাপ হতে পারে। বিনিয়োগ পরিবেশও রয়েছে টিকফা বৈঠকের এজেন্ডায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। মুনাফা প্রত্যাবাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের মতো বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিও রয়েছে টিকফা বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে। এক্ষেত্রে খসড়া ডাটা প্রটেকশন অ্যাক্ট, ডিজিটাল, সামাজিক মাধ্যম ও ওটিটি প্লাটফর্মের জন্য খসড়া বিধির বিষয়টি গুরুত্ব পেতে পারে। কৃষি বাণিজ্যও গুরুত্ব পাবে বৈঠকে। কৃষি খাতের উন্নয়নে সহযোগিতা এবং কৃষি বায়োটেকনোলজি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। শুল্ক ও বাণিজ্য সহায়তাও রয়েছে বৈঠকের এজেন্ডায়। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) শুল্ক মূল্যায়ন চুক্তি এবং বাণিজ্য সহায়তা বা টিএফএ বাস্তবায়নের মতো বিষয়গুলো সামনে আসতে পারে।

১৮ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত টিকফা বৈঠকের প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে এ নিয়ে কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা শ্রম অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। অন্যদিকে বাংলাদেশের তরফে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় বানানো আরএমজি (তৈরি পোশাক) পণ্য দেশটির বাজারে রফতানির ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশে যেটুকু ভ্যালু অ্যাডিশন হবে, তার ওপর শুল্কারোপের প্রস্তাব করবে বাংলাদেশ।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ব্রেন্ডন লিঞ্চের একটি সাক্ষাৎকার গত ২৪ মে *বণিক বার্তায়* প্রকাশিত হয়েছিল। টিকফার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতার অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? ওই সাক্ষাৎকারে *বণিক বার্তার* এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বাণিজ্য বাধা কমিয়ে আনা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় খুঁজে বের করার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া হলো টিকফা। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে টিকফা কাউন্সিলের ষষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে, এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কৃষিপণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকারসহ আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল শ্রম অধিকার, বাণিজ্যের কারিগরি বাধা, ডিজিটাল বাণিজ্য নীতি, মেধাসম্পদ সুরক্ষা ও প্রয়োগ এবং বিনিয়োগ পরিবেশে প্রভাব ফেলে এমন নীতি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয়েই শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্কের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। এ কারণে ২০২১ সালে পণ্য বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। আমরা তখন সম্মত হয়েছিলাম যে টেকসই ও কারিগরি কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর জন্য টিকফার ব্যবহার আমরা অব্যাহত রাখব।'

সমকাল বৃহস্পতিবার । ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গার্মেন্ট কর্মীদের প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি

সমকাল প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাক খাতের কর্মশক্তির স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে টেকসই করতে বিভিন্ন সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজন। তারা বলেছেন, পোশাক খাতের কর্মীদের প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বুধবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত 'কর্মশক্তির স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তারা এসব কথা বলেন। ইন্টিগ্রাল গ্লোবাল, বিজিএমইএ ও জেসিএম ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আয়াত এডুকেশন এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশের পরিচালক তুমো পুতিয়েনাইন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি, বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান, জেসিএম ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও কর্মসূচি পরিচালক ড. লিলিয়ান লু, কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর রামেশ সিং, আইএলওর প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা সৈয়দ সাদ হোসেন জিলানী, এইচঅ্যান্ডএমের রিজিওনাল কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউর রহমান, বিজিএমইএর পরিচালক আসিফ ইব্রাহিম প্রমুখ।

আইএলওর বাংলাদেশের পরিচালক তুমো পুতিয়েনাইন বলেন, পোশাক খাতের জনবলের জন্য

গোলটেবিলে বিশিষ্টজন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে আরও গণতান্ত্রিক করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে তা কমাতে হবে। তিনি বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মীদের ভ্যাকসিন প্রদান, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা প্রশংসাযোগ্য।

রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, কর্মীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি উপযুক্ত ডেটাবেজ তৈরি করে তৈরি পোশাক খাতকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় নিয়ে আশা খুবই জরুরি।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তৈরি পোশাক খাতের শিল্প কলকারখানায় গত এক দশকে আমরা বড় পরিবর্তন এনেছি। বিশ্বের অন্যতম গ্রিন ফ্যাক্টরির পাশাপাশি শতাধিক উন্নতমানের কারখানাও আমাদের দেশে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্টিগ্রাল গ্লোবালের প্রতিষ্ঠাতা নাবিল আহমেদ অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধে আয়াত এডুকেশন ও আইজির বিস্তারিত কার্যক্রম তুলে ধরেন। আয়াত এডুকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নুসরাত আমান বলেন, পোশাক খাতের কর্মীদের প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শুধু বাইরের আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভর করে থাকলে হবে না। আমাদের সবার পারস্পরিক সহযোগিতায় কর্মীদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ৫ আশ্বিন ১৪

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্যানারি শিল্পে শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে

অংশীজন সভায় অভিমত

শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, টেকসই উন্নয়নে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে ট্যানারি শিল্পে শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্যানারি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে কাজ করতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও সলিডারিটি সেন্টারের যৌথ আয়োজনে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নে অংশীজন সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ট্যানারি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পেশাগত সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তারা ট্যানারি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্যমান জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন।

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচনায় মূল ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হাজেরা খাতুন। সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম, ডেপুটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মনিকা হার্টসেল, প্রবীণ শ্রমিক নেতা ওয়াজেদুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নান ও সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন, লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন সুপারিশ উপস্থাপন করেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শোভন কাজ

NEW AGE
SEPTEMBER 21, 2023,

US inquires about murder case of labour leader Shahidul

Bangladesh for duty-free access of apparel

Staff Correspondent

THE United States on Wednesday asked Bangladesh to ensure proper trial into the murder of labour leader Shahidul Islam and improve labour rights condition in the country while Bangladesh again demanded duty-free market access of its apparel.

The US also wanted amendment to the labour law at a meeting on the Trade and Investment Co-operation Forum Agreement between the two countries at a city hotel.

In the meeting, Bangladesh demanded duty free entry of readymade garments made from US cotton into US market as the facility remained suspended for RMG items since 2013.

The TICFA meeting was co-chaired by commerce secretary Tapan Kanti Ghosh and Brendan Lynch, acting assistant representative of USTR for South and Central Asia.

Shahdidul, who was president of Gazipur district committee of the Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation, was killed on June 25 in Gazipur.

After the meeting, Tapan Kanti told reporters that the USTR was given update about the investigation of the murder case. He expected that a charge sheet would be submitted soon.

He said the main focus of the USTR was labour rights issues. The USTR wanted Bangladesh to reduce the threshold of 20 per cent workers' consent for forming trade unions at factories.

A press release of the US embassy in Dhaka on the day said that supporting workers' rights, including freedom of association and collective bargaining, was a top priority for the Biden-Harris administration.

The US emphasised the importance of combatting violence against workers and union organisers, as well as anti-union discrimination and other unfair labour practices.

The revival of Generalised System of Preferences was also discussed at the meeting, Bangladesh officials said.

Bangladesh also sought simplifying procedures for registering pharmaceutical products alongside investment from the US International Development Finance Corporation and in energy sector.

The US in its press release noted that a tripartite labour law review committee was reviewing the amendments to the Bangladesh Labour Act and encouraged Bangladesh to extend freedom of association and collective bargaining to Bangladesh's Special Economic Zones and the Export Processing Zones.

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ঝুলেই থাকল জিএসপি

শ্রমিকদের সংগঠন করার পূর্ণ স্বাধীনতা চায় যুক্তরাষ্ট্র

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার, শ্রমিকদের সংগঠন করার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিক ইউনিয়নের নিবন্ধনে কোনো ধরনের বাধা দেখতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের মধ্যে বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সংক্রান্ত ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্টে (টিকফা) সপ্তম কাউন্সিলের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের এ অবস্থান তুলে ধরেন দেশটির প্রতিনিধিরা। আর তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা পাবে কি না–বৈঠকে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস দেয়নি ওয়াশিংটন।

> জিএসপি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছে
> **তপন কান্তি ঘোষ** বাণিজ্য সচিব

টিকফা সংক্রান্ত বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ। বৈঠকে অংশ নেওয়া উভয় দেশের প্রতিনিধি দলে বাণিজ্য, শ্রম, মেধা সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে শ্রম সংস্কার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিনিয়োগ পরিবেশ ও ডিজিটাল বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে এমন নীতি, মেধা সম্পদের সুরক্ষা ও আইনের প্রয়োগ এবং কৃষি খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি করতে পারাসহ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করা বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার বলে বৈঠকে বাংলাদেশকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা শ্রমিক ও ইউনিয়ন সংগঠকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলায় ওপর গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অন্যায্য চর্চা প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে একটি ত্রিপক্ষীয় শ্রম আইন পর্যালোচনা কমিটি বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশোধনগুলো পর্যালোচনা করছে। বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি করতে পারার অধিকার সম্প্রসারণে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে ইউনিয়ন নিবন্ধন করার সময় শ্রমিকদের যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা মোকাবিলা করার জন্য গৃহীত কিছু প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে শ্রমিক ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রক্রিয়া আইনি সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা, প্রক্রিয়াকে সহজ ও নিরপেক্ষ করার ওপর জোর দিয়েছে ওয়াশিংটন।

এ ছাড়াও শ্রম পরিদর্শন এবং আইন প্রয়োগ কার্যক্রমে বাংলাদেশকে আরও বেশি সম্পদ বরাদ্দের আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের উপাত্ত সুরক্ষা আইন (ডিপিএ) নিয়ে সরকারের বিগত বছরজুড়ে সংলাপ ও আলাপ-আলোচনার প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দীর্ঘ বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলার ফিউমিগেশন বা বিষবাষ্পীকরণের মাধ্যমে পতঙ্গমুক্ত করার বাধ্যবাধকতা বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করা হয়েছে বৈঠকে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সংলাপে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে এবং এ বছরে এ খাতে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে উভয় দেশ কাজ করছে। উভয় দেশই অর্থনীতিতে উদ্ভাবনমূলক মেধাস্বত্ব (আইপি) সুরক্ষা ও আইন প্রয়োগের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের কপিরাইট আইন সংশোধন, শিল্প নকশা আইন, পেটেন্ট বিল এবং প্রবিধান ও আইপিআর প্রয়োগ (আমদানি ও রফতানি) বিধিসহ মেধাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা সংশোধনের চলমান প্রক্রিয়াগুলোতে যুক্ত হওয়ার আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধির দফতর ইউএসটিআরের ২০২৩-এর স্পেশাল ৩০১ রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী নকল তৈরি পোশাক রফতানির শীর্ষ পাঁচটি উৎসের তালিকায় বাংলাদেশের থাকা নিয়ে উদ্বেগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে।

বৈঠক শেষে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য যাতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় তা জোরালোভাবে তুলে ধরেছি। বিশেষ করে বলেছি, আমরা আমেরিকা থেকে ১৪ শতাংশ তুলা আনি। এ তুলা দিয়ে যে পোশাক তৈরি হবে এবং সেই পোশাক যখন আমেরিকায় রফতানি হবে তখন শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে হবে। এ বিষয়ে তারা বলেছে, কোনো সুবিধা দেওয়া যায় কি না তা তারা চিন্তা করবেন এবং উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করবেন। শুল্কমুক্ত সুবিধা বিষয়ে আমরা বলেছি, পৃথিবীর সব উন্নত ও অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিলেও আমেরিকাই শুধু দিচ্ছে না। আমরা বলেছি, শ্রম অধিকারসহ অন্যান্য ইস্যুতে তাদের যে কনসার্ন ছিল, গত ১০ বছরে আমরা সেগুলোতে অনেক উন্নতি করেছি। সুতরাং ডব্লিউটিওতে যে আলোচনা হচ্ছে সেখানে আমরা আমেরিকার সমর্থন কামনা করছি। তারা বলেছে, জেনেভায় তাদের ও আমাদের যে মিশন আছে তারা এসব বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করছেন। তারা বিষয়টি দেখবেন। বৈঠকে আমেরিকার পক্ষ থেকে শ্রম আইন নিয়ে কী বলা হয়েছে–জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অন্য সময়ের মতো এবারও শ্রম অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছে। আমাদের লেবার ইউনিয়ন, ইনস্টিটিউশন প্রসেস সম্পর্কে তারা সন্তুষ্ট।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

শ্রম সংস্কারে গুরুত্ব, ডিপিএ নিয়ে সংলাপের প্রশংসা

টিকফা পরিষদের বৈঠক

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে।

- ২০২৪ সালে ওয়াশিংটনে পরবর্তী টিকফা পরিষদের বৈঠক।
- দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে শ্রম সংস্কার ও বিনিয়োগের পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সময় শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতার প্রতি জোর দেয় দেশটি। পাশাপাশি বাংলাদেশের উপাত্ত সুরক্ষা আইন (ডিপিএ) নিয়ে সরকারের সংলাপ ও আলাপ-আলোচনার প্রশংসা করেছে।

ঢাকায় গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিকফা) সংক্রান্ত পরিষদের সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এসব বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্র। বৈঠকের পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।

বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ ও বাংলাদেশের বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ। উভয় দেশের প্রতিনিধিদলে বাণিজ্য, শ্রম, মেধাসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তারা ছিলেন।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে; বিশেষ করে শ্রম সংস্কার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিনিয়োগ পরিবেশ ও ডিজিটাল বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে এমন নীতি, মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও আইনের প্রয়োগ এবং কৃষি খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জানিয়েছে, শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দর-কষাকষি করতে পারাসহ তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করা বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার। তারা শ্রমিক ও ইউনিয়ন সংগঠকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলার ওপর গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অন্যায্য চর্চা প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়েছে। সভায় যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছে যে বর্তমানে একটি ত্রিপক্ষীয় শ্রম আইন পর্যালোচনা কমিটি বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশোধনগুলো পর্যালোচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দর-কষাকষি করতে পারার অধিকার সম্প্রসারণে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছে। বাংলাদেশে ইউনিয়ন নিবন্ধন করার সময় শ্রমিকদের যে বাধার মুখে পড়তে হয়, তা মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশে গৃহীত কিছু প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে শ্রমিক ইউনিয়নের নিবন্ধনপ্রক্রিয়া আইনি সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে, নিবন্ধনপ্রক্রিয়াকে সহজ ও নিরপেক্ষ করার ওপর যুক্তরাষ্ট্র জোর দিয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে শ্রম পরিদর্শন এবং আইন প্রয়োগ কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পদ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপাত্ত সুরক্ষা আইন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিগত বছরজুড়ে সংলাপ ও আলাপ-আলোচনার প্রশংসা করেছে। উভয় পক্ষই ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে আস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ডিজিটাল খাতের সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাংলাদেশের উপাত্ত সুরক্ষা আইনের নতুন খসড়ায় পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর উন্নতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি দণ্ড অপসারণ, ব্যক্তিগত উপাত্তের ক্ষেত্রে ডিপিএ প্রয়োগ সীমিত করা এবং আইনের প্রয়োগ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যুক্ত সংস্থাগুলোতে সীমিত রাখা।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি সময় ধরে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলার ফিউমিগেশন বা বিষবাষ্পীকরণের মাধ্যমে পতঙ্গমুক্ত করার বাধ্যবাধকতা বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারবিষয়ক সংলাপে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে এবং এই বছরে এ খাতে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে উভয় দেশ কাজ করছে।

উভয় দেশই অর্থনীতিতে উদ্ভাবনমূলক মেধাস্বত্ব (আইপি) সুরক্ষা ও আইন প্রয়োগের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কপিরাইট আইন সংশোধন, শিল্প নকশা আইন, পেটেন্ট বিল এবং প্রবিধান ও আইপিআর প্রয়োগ (আমদানি ও রপ্তানি) বিধিসহ মেধাস্বত্ব-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা সংশোধনের চলমান প্রক্রিয়াগুলোতে যুক্ত হওয়ার আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ইউএসটিআরের ২০২৩-এর বিশেষ ৩০১ প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী নকল তৈরি পোশাক রপ্তানির শীর্ষ পাঁচটি উৎসের তালিকায় বাংলাদেশের থাকা নিয়ে উদ্বেগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে।

উভয় দেশের প্রতিনিধিদল ২০২৪ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী টিকফা পরিষদের বৈঠকের আগে দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২৬ কোটি টাকা দিল গ্রামীণফোন

শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে প্রায় ২৬ কোটি টাকা জমা দিয়েছে গ্রামীণফোন, যা প্রতিষ্ঠানটির ২০২২ সালের ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ডের (ডব্লিউপিপিএফ) ১০ শতাংশ।

গ্রামীণফোনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত মঙ্গলবার গ্রামীণফোনের চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার সৈয়দা তাহিয়া হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে ২৫ কোটি ৯৯ লাখ ৫০ হাজার ৫২১ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী, গ্রামীণফোনের হেড অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যান্ড এইচআর স্ট্র্যাটেজি কে এম সাব্বির আহমেদ, সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস এক্সপার্ট মো. হারুন অর রশিদ।

শ্রম আইন অনুযায়ী স্থানীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বছর শেষে তাদের লাভের ৫ শতাংশের এক-দশমাংশ এ তহবিলে জমা দেয়। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অন্যতম সর্বোচ্চ তহবিল দাতা হিসেবে গ্রামীণফোন এখন পর্যন্ত ২১৩ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার ৮২ টাকা জমা দিয়েছে।

সৈয়দা তাহিয়া হোসেন বলেন, 'টেলিনর গ্রুপের অংশ হিসেবে দায়িত্বশীল করপোরেট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গ্রামীণফোন। গত ২৫ বছরে আমরা ডিজিটালাইজেশন এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিকূল সময়ে আমাদের কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা একইভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

প্রবাসী কর্মীদের বেতন নিশ্চিতে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রবাসী কর্মীরা বিদেশে যাওয়ার এক মাসের মধ্যে চাকরি ও বেতন-ভাতা যাতে নিয়মিত পান, সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। গতকাল সোমবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়।

সংসদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে প্রবাসী কর্মীদের তথ্য হালনাগাদ রাখতে তাদের স্মার্ট কার্ডের সঙ্গে ইমিগ্রেশন-ব্যবস্থাকে একীভূত করতে বলেছে কমিটি। একই সঙ্গে দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে এবং সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর (টিটিসি) শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করতে সুপারিশ করা হয়। কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে কমিটির সদস্য প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আয়েশা ফেরদাউস বৈঠকে অংশ নেন।

NEW AGE SEPTEMBER 20, 2023,

Child domestic workers often work 15 hours a day

Staff Correspondent

CHILD domestic workers in Bangladesh work up to 20 hours a day, revealed a study released on Tuesday, reflecting conditions prevailing in a sector employing about two million people.

The study was released by the Washington-based non-profit organisation Solidarity Centre, Bangladesh in the morning.

Child domestic workers often work nearly 15 and a half hours daily, said the study conducted by Habibur Rahman, who teaches sociology and social work at the People's University of Bangladesh.

The actual number of domestic workers is unknown but different organisations assume it to be about two million.

'There are 25 lakh domestic workers and over 4 lakh of them are children,' said Murshida Akter, general secretary, National Domestic Women Workers Union.

Murshida alleged that domestic workers faced so much abuse and were so vulnerable that even murder cases got settled in exchange for money ranging from Tk 25,000 to 1,00,000.

About 80 per cent of domestic workers are women.

The study revealed that 80 per cent of domestic workers received lower wages than workers in other sectors while 53 per cent did not receive wages on time despite working 11 hours a day on an average.

There is no minimum wage for domestic workers. The minimum wage for readymade garment workers is Tk 8,000 for working eight hours a day.

About 87 per cent of domestic workers do not get weekly leave or holiday.

Speakers said that domestic workers are one of the most disadvantaged and marginalised groups of workers.

The number of domestic workers and incidences of their deprivation are increasing but there is no legal framework to protect their rights, the speakers said.

They regretted that the Domestic Workers Protection and Welfare Policy formulated in 2015 could not be implemented.

'The matter that needs to be considered is whether domestic workers should have a separate law or the labour law of 2006 should suffice since their work is different in nature from any other workers ,' said AKM Nasim, country programme director, Solidarity Centre, Bangladesh.

Domestic workers and trade union leaders attended the programme.

The Financial Express Monday, September 25, 2023

Govt appoints administrator to hold BGAPMEA election

FE REPORT

The government has appointed an administrator at the Bangladesh Garments Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA) for six months to hold the election of its executive committee within a set timeframe.

According to an office order issued on September 24, the commerce ministry appointed senior assistant secretary Mohammad Mashiur Rahman as the administrator in accordance with the section 17 of the Trade Organisations Act-2022.

His appointment took effect from the date of issuance of the order.

According to the order, the trade body failed to give a satisfactory response to the show cause notice earlier issued by the commerce ministry.

"As a result, it has been assumed that the daily activities of the BGAPMEA have not been performed properly," reads the order.

The administrator will complete the election of the executive committee and administer daily activities of the BGAPMEA within the prescribed time, and hand over the responsibilities to the elected representatives and notify the ministry, it adds.

The BGAPMEA is a licenced organisation. As per the Trade Organisations Act-2022, the Trade Organisations Rules-1994, the association's memorandum and rules, it is obliged to form a full executive committee through an election within the prescribed time.

Earlier on September 11, the trade organisations cell under the commerce ministry issued a show cause notice asking the BGAPMEA as to why an administrator would not be appointed within seven working days.

On September 03, the Director General of Trade Organizations held a hearing and found that the BGAPMEA's activities were not performed according to the Trade Organisations Act-2022 and Trade Organisations Rules-1994, and decided to appoint an administrator.

The BGAPMEA in its response submitted on September 14 said that President Mohammad Moazzem Hossain Moti has been removed from the post of the trade body in line with the decision of the September 03 hearing and its first vice president Mohammad Belal has been performing the responsibilities as its president.

It also claimed that the members have been notified to update the voters' list according to a court directive.

The BGAPMEA also requested withdrawing the decision of appointing an administrator claiming that there is no need of such a move as the daily activities have been performed accordingly by the current executive committee, and there is no such demand or request from any of the members of the association.

Munni_fe@yahoo.com

সমকাল ● শুক্রবার | ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ৭ আশ্বিন ১৪৩০ ●

ব্র্যান্ড ক্রেতাদের কাছে বিজিএমইএর চিঠি

ন্যূনতম মজুরির সঙ্গে মিলিয়ে পোশাকের ন্যায্যমূল্য দিন

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমিকদের জীবন ধারণের মতো মজুরি নির্ধারণ এবং শিল্পের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে তৈরি পোশাকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বিদেশি ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদের অনুরোধ জানিয়েছে এ খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ। বাংলাদেশ থেকে পোশাক নিয়ে থাকে–এরকম সব ব্র্যান্ড এবং ক্রেতা প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো পৃথক চিঠিতে এ অনুরোধ জানানো হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর থেকেই যাতে বর্ধিত দর কার্যকর করা হয় সে ব্যাপারে বিশেষ অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে। গতকাল বৃহস্পতিবার পাঠানো চিঠিতে পোশাক খাতের সার্বিক পরিস্থিতির বিস্তারিত এবং দর বাড়ানোর পক্ষে বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরা হয়।

বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, সরকার গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড বর্তমান পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনায় কাজ করছে। বোর্ড ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সভা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শ করছে। তারা কারখানা পরিদর্শন করে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এ বছরের শেষ নাগাদ নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে। বিজিএমইএ অনুমান করছে, মজুরি তাদের ধারণার চেয়ে বেশি হতে পারে।

মূল্যস্ফীতি এবং শ্রমিকদের ওপর এর অভিঘাত সম্পর্কে ক্রেতাদের বিজিএমইএ জানিয়েছে, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে। গত পাঁচ বছরের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক হারে বেড়েছে। শিল্পের প্রাণ শ্রমিকরা মূল্যস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সে বিবেচনা থেকেই এবারের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে। অন্যদিকে এখন মূল্যস্ফীতি এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন, অন্যান্য খরচসহ উৎপাদন খরচ

চলতি বছরের শেষ নাগাদ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে

বৃদ্ধিতে চাপে আছে পোশাক খাত। পোশাকের প্রধান আমদানিকারক দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি প্রশমনে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নিয়েছে। এতে ভোক্তা পর্যায়ে পোশাকের চাহিদা কমেছে। একদিকে চাহিদা কমে আসা, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিতে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই উদ্যোক্তারা টিকে থাকতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

চিঠিতে বলা হয়, এ পরিস্থিতিতে সরবরাহ চেইন অব্যাহত রাখা, শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও সর্বোপরি শ্রমিকদের জীবন ধারণের জন্য আগামী ডিসেম্বর থেকে যুক্তিসংগত মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দর বৃদ্ধি নতুন ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রেতাদের উদ্দেশে চিঠিতে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, পোশাক খাতের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ শিল্পে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কারখানার কর্মপরিবেশ এবং অবকাঠামো সংস্কারে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন উদ্যোক্তারা। এ ক্ষেত্রে বিশ্বস্বীকৃত অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশের। সামনের দিকে এগিয়ে চলার শিল্পের এই যাত্রায় বিজিএমইএ এসডিজি ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশে এখন ২০২টি লিড সনদের পোশাক কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে ৭৩টি সর্বোচ্চ পয়েন্টের প্লাটিনাম-রেটেড। শিল্পে কার্বন নিগর্মন রোধকল্পে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সার্কুলারিটি গ্রহণের জন্য একটি সুস্পষ্ট সাসটেইনেবিলিটি রূপকল্প নিয়ে কাজ চলছে, যা শিল্পের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং মূল্যবোধের পরিপূরক।

কিছু বড় ব্র্যান্ডের সমর্থন ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, তারা বৃহৎ পরিসরে শিল্পের রূপান্তরের জন্য বিজিএমইএর সঙ্গে কাজ করছে। সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো কাজে লাগানোর জন্য এ ধরনের সহযোগিতা আরও প্রয়োজন।

চিঠিতে ফারুক হাসান বলেন, কভিড-১৯ মহামারি সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকেও সংকটে ফেলেছে। উদ্যোক্তাদের ধৈর্য, ক্রেতাদের অব্যাহত সহযোগিতা আর সরকারের নীতি-সহায়তায় সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও শিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, 'কভিড-১৯ মোকাবিলায় আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও একইভাবে দর সমন্বয় করে সহযোগিতা করবেন বলে আমি আশ্বস্ত হতে চাই। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতের আগামীর যাত্রা আমরা চালিয়ে যেতে চাই।'

যুগান্তর | শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৭ আশ্বিন ১৪৩০

পোশাকের দাম বাড়াতে বিদেশি ক্রেতাদের বিজিএমইএ'র চিঠি

যুগান্তর প্রতিবেদন

শ্রমিকদের সম্ভাব্য মজুরি বৃদ্ধির কথা জানিয়ে পোশাকের মূল্য বাড়াতে বিদেশি ক্রেতাদের চিঠি দিয়েছে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। যেসব পোশাক আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে জাহাজীকরণ করা হবে, সেসব পোশাকের দাম যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিদেশি ক্রেতাদের প্রতিনিধি ও ব্র্যান্ডগুলোর উদ্দেশে এক চিঠিতে এসব কথা বলেছেন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, করোনা মহামারির ক্ষত এখনো পুনরুদ্ধার করা যায়নি। এর পরও শিল্পকে স্বচ্ছ ও টেকসই করতে বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন মূল্যস্ফীতি এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহণ ও অন্যান্য খরচসহ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি শিল্পের শ্বাস-প্রশ্বাসের জায়গাকে চাপ দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, পোশাকে দামের স্তরও কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু খরচের উর্ধ্বগতি মোকাবিলা করার জন্য তা সামান্যমাত্র যথেষ্ট। এ শিল্পের লাইফলাইন শ্রমিকরা মূল্যস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ অবস্থায় সরকার মজুরি বাড়াতে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। ন্যূনতম মজুরি বোর্ড একটি স্বাধীন সংস্থা যেখানে শ্রমিক, মালিক এবং স্বাধীন গোষ্ঠীর সমান প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। মজুরি বোর্ড বর্তমান ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনা করার জন্য কাজ করছে। বোর্ড ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সভা করেছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে পরামর্শ করছে। তারা কারখানা পরিদর্শন করে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। মজুরি বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করে, তাই মজুরি বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন। ধারণা করা হচ্ছে, এই বছরের শেষের আগে একটি নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে। পূর্ববর্তী পর্যালোচনা ও সেইসঙ্গে বিগত পাঁচ বছরের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির দিকে যদি তাকাই তবে বেশ উল্লেখযোগ্য মজুরি বৃদ্ধি হবে। চিঠিতে বৈশ্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে ফারুক হাসান বলেন, পণ্য উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ক্রেতা—সবাই এখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

মূল্যস্ফীতির হার অভূতপূর্ব উচ্চতায় উঠে যাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। এতে সমাজে অর্থের প্রবাহ কমে যাচ্ছে, কমছে পণ্যের চাহিদা। একদিকে খুচরা বিক্রয়ের পর্যায়ে সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে উৎপাদকেরা একেবারে 'দুঃস্বপ্নের' মতো পরিস্থিতিতে পড়ে গেছেন। এতে তাদের পক্ষে নিজেদের সক্ষমতা, সরবরাহ, পরিকল্পনা ও পূর্বাভাস সবকিছু ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পড়েছে। ক্রেতাদের উদ্দেশে ফারুক হাসান চিঠিতে উল্লেখ করেন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, ব্যয় এবং মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদিত অর্ডারগুলোর জন্য বর্তমান মূল্য আলোচনায় যুক্তিসঙ্গত মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এটি একটি নতুন মজুরি স্কেলে মসৃণ রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সমকাল • সোমবার। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩। ১০ আশ্বিন ১৪৩০ •

রেমিট্যান্স কমার দুটি বড় কারণ

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

ডিজিটাল অর্থনীতি

গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে শ্রমিকের অভিবাসন চার গুণের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সৌদি থেকে রেমিট্যান্স আয় কমেছে ১৭ শতাংশ। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে ১ লাখ ৬১ হাজার বাংলাদেশি উপসাগরীয় দেশটিতে চাকরিতে গেছেন; ২০২১ সালে গেছেন ৪ লাখ ৫৭ হাজার এবং ২০২২ সালে ৬ লাখ ১২ হাজার। শ্রমিকের এই বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে রেমিট্যান্স প্রবাহের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রবাসী আয়ের বড় অংশই আসছে হুন্ডিতে। আরও ভয়ের ব্যাপার, একটা অংশ দেশেই আসছে না।

এদিকে মাত্র এক মাসেই রেমিট্যান্স দুই বিলিয়ন ডলার থেকে নেমে ১ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারে এসেছে! আগস্টে জুলাইয়ের চেয়ে ২১ শতাংশ রেমিট্যান্স কমে যাওয়া চিন্তার বিষয়। কেননা, বিদেশগামী প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছেই। বিএমইটির তথ্য অনুসারে, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কর্মী বিদেশ গেলেও বার্ষিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ঢাকা বিভাগের মাত্র অর্ধেক! চট্টগ্রাম বিভাগে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক বেশি। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসহ ইসলামী ধারার ব্যাংকের নড়বড়ে অবস্থায় অনেক গ্রাহকের হুন্ডিতে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

আচরণগত কারণ

একটা সময় সৌদি প্রবাসীরা সৌদি আল-রাজি ব্যাংকে দীর্ঘ লাইন দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা পাঠাত! সিঙ্গাপুরের প্রায় সবাই ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাত। কিন্তু এমএফএসে হুন্ডি চক্র প্রবেশের পর প্রায় পুরো রেমিট্যান্স চলে গেছে হুন্ডিতে। এতে সৌদি রিয়াল সেখানেই থেকে যায়। এই অর্থ তারা ভিজিট ভিসায় যাওয়া লোকদের কাছে, ব্যবসায়ীদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। কখনও স্বর্ণ কিনে দেশে চোরাচালানে কাজে লাগায়! এ ছাড়া সৌদি আরবে অভিবাসী শ্রমিকদের আকামা খরচ বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। কোম্পানির বাইরে যারা নিজস্ব ভিসায় কাজ করে, তাদের অর্ধেক আয় আকামায় চলে যায়। তা ছাড়া বাংলাদেশে ব্যাংক রেট বাড়লে অনেক সময় হুন্ডি সংগ্রহকারীরাও রেমিট্যান্স ব্যাংকে পাঠায়। তাই ব্যাংক রেট গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাংকের ওপর অনাস্থায় রেমিট্যান্স কমার প্রবণতাকে আচরণগত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। সরকার বিষয়টা শুরুতে বুঝতে পারেনি বলে ব্যাংকিং জালিয়াতির বিভিন্ন ঘটনায় নীরব থেকেছে। এখন সরকারকে বাজারে ডলার বিক্রি বাড়াতে হবে। তা না হলে আরও বেশি এলসি বন্ধ করে অর্থনীতিকে শাটডাউন বা কার্যত অচল করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের রপ্তানিসহ সামগ্রিক অর্থনীতির অর্ধেকের বেশিই আমদানিনির্ভর। কিন্তু সেটা করাও তো আত্মঘাতী হবে।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে হুন্ডির সংযোগ জরুরি ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো মুশকিল হয়ে যাবে। কারণ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর বদলে বিভিন্ন এমএফএস বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্টদের দিয়ে স্থানীয়ভাবে হুন্ডির টাকা আসছে। ফলে যে বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ চ্যানেলে দেশে আসার কথা ছিল, সেটা পরোক্ষভাবে পাচার হয়ে বিদেশেই ব্যয় হচ্ছে স্বর্ণ ও মাদক চোরাচালানে। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে আমদানিতেও ব্যয় হচ্ছে। কেননা, দরকারি এলসিতে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

কাঠামোগত কারণ

তবে রেমিট্যান্স কমার একাধিক কাঠামোগত সমস্যা আছে। মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী যারা আকামা ছাড়া ভিজিট কিংবা বিজনেস ভিসায় যাচ্ছে, তারা ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করতে পারে না। তাই সরকারকে ওয়ার্ক পারমিট বা আকামাসহ লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কারণ অদক্ষ শ্রমিকের নিম্ন মজুরির বিপরীতে বিদেশ গমনের উচ্চ ব্যয়। বিমানবন্দর ট্যাক্স, বিমান ভাড়া, এজেন্ট ফি কমিয়ে সরকারকে বিদেশ গমন সাশ্রয়ী করতে হবে।

হুন্ডির রেট বেশি। হুন্ডির তাৎক্ষণিক সেবার বিকল্প তৈরি করতে পারেনি সরকার। প্রবাসীর এক ফোনকলেই হুন্ডির টাকা দেশে তার পরিবারের কাছে তাৎক্ষণিক পৌঁছে যায়। বিপরীতে প্রবাসীরা সুবিধামতো সময়ে প্রবাসী হুন্ডি সংগ্রহকারীদের অর্থ দেয়। বড় হুন্ডি সংগ্রহকারীরা তা ব্যবহার করছে বৈদেশিক মুদ্রার নতুন সাপ্লাই চেইনে।

টাকা পাচার ও হুন্ডি বাণিজ্যের বড় বাধার পাশাপাশি ডলারের দরে পার্থক্য থাকায় খোলাবাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না ব্যাংকগুলো। খোলাবাজারে ডলার বিক্রি করে টাকার মান ধরে রাখার কৌশলও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এতে রিজার্ভ ক্ষয় হচ্ছে, হুন্ডিও বাড়ছে। হুন্ডির চেয়ে কম রেট মানুষকে ব্যাংকিং চ্যানেলের প্রতি বিমুখ করে রাখে। গত এক বছরে টাকার মান দ্রুত কমলেও অব্যাহত মূল্যস্ফীতির মুখে এখনও টাকা অতিমূল্যায়িত থেকে গেছে! একদিকে হুন্ডির রয়েছে ডোর টু ডোর ও সার্বক্ষণিক বা ৭/২৪ সেবা। অন্যদিকে ব্যাংকের হয়রানি; লাঞ্চের পরে আসেন, কাল আসেন; ব্যাংকিং আওয়ার শেষ; বড় ট্রানজেকশনের বেলায় ম্যানেজার নেই, কাল আসেন– এসবে মানুষ বিরক্ত! প্রথমবার রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো খুব হয়রানি করে। অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র চায়। এতে শুরুতেই প্রবাসীদের আস্থা উঠে যায়।

নতুন যন্ত্রণা এজেন্ট ব্যাংকিং! এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অসাধু চক্র মোবাইল ব্যাংকিং সহযোগে কোড বা ওটিপি মেসেজ চুরি করছে। জাল কাগজপত্রেও মানুষ বিভ্রান্ত এবং প্রতারিত হচ্ছে। পাশাপাশি শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল অ্যাপভিত্তিক জুয়া, অনলাইন বেটিং, ডিজিটাল এমএলএম, ফরেক্স ব্যবসা এবং মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে অফশোর ক্রিপ্টো কারেন্সি বা অ্যাপভিত্তিক অফশোর বিটকয়েন ব্যবসা। এসব ব্যবসায় দেশে মোবাইল ব্যাংকিং দিয়ে টাকা জমা ও স্থানান্তর করে অ্যাপে পয়েন্ট দেখানো হয়, বিপরীতে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন হয়। ওই মুদ্রা আসলে রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে আসার কথা ছিল। 'ওপেন সিক্রেট' হলেও এসব বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। কারণ ক্ষমতাশালী অনেকেই এর সঙ্গে জড়িত। অথচ চাইলেই এমএফএসের একমুখী ট্রানজেকশন ও বড় বড় অর্থ স্থানান্তর নজরদারিতে আনা যায়; ওটিপি কোড চুরির তদন্ত করা যায়।

প্রভাবশালীরা মোবাইল ব্যাংকিং দিয়ে হুন্ডি চক্র ও ডিজিটাল পঞ্জি স্কিম চালাচ্ছে বলে বিদেশে রেমিট্যান্সের মুদ্রার চাহিদা তৈরি হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ ইচ্ছাকৃত খেলাপি করে, কম সুদে বড় বড় ঋণ নিয়ে 'ইজি মানি' পাচার ও প্রতারণা চলছে, যা আদতে দেশের প্রবাসী আয়প্রবাহে বাধা তৈরি করছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় আচরণগত অর্থনীতি দিয়েও বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয় কমার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। পুলিশি হয়রানিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবাসী চাঁদা পাঠানো নজরদারিতে এলে সেসব হুন্ডিতে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

ডিজিটাল সুবিধা বনাম ডিজিটাল ফাঁদ

বাংলাদেশ সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে– সব ডিজিটালই আসল ডিজিটাল না। ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের নামে একটি গোষ্ঠী বিশাল জালিয়াতির ফাঁদ তৈরি করেছে। গ্রামের মানুষসহ নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষ, যাদের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার ছিল না, তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনার সম্ভবনাময় খাতগুলো এক অর্থে হয়ে উঠেছে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস ও পাচারের নতুন এক হাতিয়ার। এসব দ্রুত নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা না গেলে বিপদ বাড়বে। কিন্তু কে করবে নিয়ন্ত্রণ? শর্ষের ভেতরেই যে ভূত!

প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতির এ সংকটেও কি আখের গোছানোর জালিয়াতি ও পাচার চলবে, নাকি সঠিক নিয়ম-নীতি প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে এতটুকু জবাবদিহি ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাবে?

■ ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব: টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক
faiz.taiyeb@gmail.com

যাদের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার ছিল না, তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আনার সম্ভাবনাময় খাতগুলো এক অর্থে হয়ে উঠেছে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস ও পাচারের নতুন এক হাতিয়ার। এসব দ্রুত নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা না গেলে বিপদ বাড়বে। কিন্তু কে করবে নিয়ন্ত্রণ? শর্ষের ভেতরেই যে ভূত!

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৭ আশ্বিন ১৪
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চলতি বছরে পোশাক খাতে নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা

পোশাকের দাম বাড়াতে ক্রেতাদের প্রতি বিজিএমইএর আহ্বান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি বছরের মধ্যে দেশের তৈরি পোশাক খাতে নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা আসতে পারে—এমন প্রত্যাশা করেছেন তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। মজুরি বৃদ্ধির আগের ধারা এবং গত পাঁচ বছরের সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি সাপেক্ষে এবার মজুরি বেশ ভালোই বাড়বে বলেও তিনি জানিয়েছেন। পোশাক খাতের ক্রেতাদের প্রতিনিধি ও ব্র্যান্ডগুলোর উদ্দেশে লিখিত এক চিঠিতে এসব কথা বলেছেন ফারুক হাসান। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিশ্বের সবখানেই এখন মূল্যস্ফীতির হার বেশি। এই পরিস্থিতিতে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড শ্রমিকদের জন্য মজুরি পর্যালোচনা করছে। তবে এই বোর্ড স্বাধীন, সেখানে শ্রমিক, মালিক ও স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের সমান প্রতিনিধিত্ব আছে। বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, 'মজুরি বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করে। এ কারণে আমার পক্ষে অনুমান করা কঠিন, মজুরি কত বাড়বে।' একই সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনমান ও মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় ক্রেতাদের প্রতিও পোশাকের দাম বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন ফারুক হাসান। যেসব ক্রয়াদেশের পোশাক চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে জাহাজিকরণ করতে হবে, সেই সব পোশাকের দাম যৌক্তিকভাবে বাড়ানোর অনুরোধ জানান তিনি।

চিঠিতে বৈশ্বিক পরিস্থিতিরও আলোকপাত করেছেন ফারুক হাসান। তিনি উল্লেখ করেন, পণ্য উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ক্রেতা সবাই এখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। মূল্যস্ফীতির হার অভূতপূর্ব উচ্চতায় উঠে যাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। এতে সমাজে অর্থের প্রবাহ কমে যাচ্ছে, কমছে পণ্যের চাহিদা। একদিকে খুচরা বিক্রির পর্যায়ে সরবরাহব্যবস্থা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে উৎপাদকেরা একেবারে 'দুঃস্বপ্নের' মতো পরিস্থিতিতে পড়ে গেছেন। এতে তাদের পক্ষে নিজেদের সক্ষমতা, সরবরাহ, পরিকল্পনা ও পূর্বাভাস—সবকিছু ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশের তৈরি পোশাক খাত রপ্তানির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পেরেছে। সে জন্য ক্রেতাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিজিএমইএর সভাপতি।

ফারুক হাসান আরো উল্লেখ করেন, 'আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ও আশা আছে, তবে বাস্তবতা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। ব্যয় বাড়বে না কমবে, সে বিষয়ে কেউ ভালোভাবে কিছু বলতে পারবে না। মহামারির ক্ষতি আমরা এখনো পুষিয়ে উঠতে পারিনি। তার পরও এই শিল্পকে টেকসই ও স্বচ্ছ করতে আমরা বিপুল বিনিয়োগ করছি। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আমাদের কাজের পরিধি সংকুচিত হচ্ছে। বস্তুত, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শ্রমিকেরা, যারা আমাদের শিল্পের প্রাণ। আমাদের পণ্যের দাম কিছুটা বেড়েছে, তবে ব্যয় যতটা বেড়েছে, তার সঙ্গে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

যুগান্তর
রোববার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৯ আশ্বিন ১৪৩০

রোড সেফটি কোয়ালিশনের সংবাদ সম্মেলন

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে প্রয়োজন নতুন আইন

যুগান্তর প্রতিবেদন

দুর্ঘটনা কমাতে নতুন সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রয়োজন বলে জানিয়েছে রোড সেফটি কোয়ালিশন বাংলাদেশ। নিরাপদ সড়কের দাবিতে কাজ করা সংগঠনগুলোর এই জোট বলছে, সড়ক দুর্ঘটনায় আচরণগত কারণে পাঁচটি মূল ঝুঁকি আছে। অতিরিক্ত গতি, মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার না করা, সিটবেল্ট ব্যবহার না করা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ও শিশুদের জন্য নিরাপদ আসনের অনুপস্থিতি।

এসব আচরণগত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যথাযথ আইন ও নীতিমালা করা হলে সড়ক নিরাপদ হবে। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এসব কথা বলা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সদস্য সংগঠন নিরাপদ সড়ক চাই (নিচসা) চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন রোড সেফটি কোয়ালিশন বাংলাদেশের সদস্য সংস্থা ব্র্যাকের সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম খালিদ মাহমুদ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক (রোড সেফটি) ডা. মাহফুজুর রহমান ভূঁঞা, বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশনের (বিএনএনআরসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমান, সিআইপিআরবির পরিচালক ডা. সেলিম মাহমুদ চৌধুরী, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, ইমপ্রেসিভ কমিউনিকেশন লিমিটেডের (আইসিএল) ম্যানেজিং ডিরেক্টর খন্দকার হাসিবুজ্জামান, এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এআরআই) এর সহযোগী অধ্যাপক ড. সোহেল মাহমুদ প্রমুখ।

সড়ক দুর্ঘটনার ধারাবাহিক তথ্য তুলে ধরে লিখিত বক্তব্যে ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর আনুমানিক ২৫ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরেও এর সার্বিক হার কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। যা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক।

নিসচার চেয়ারম্যান আরও বলেন, আমাদের বর্তমান সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ও সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০২২ মূলত সড়কে পরিবহণের জন্য আইন এবং সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিমালা। এই আইনে সাম্প্রতিক সংশোধনীর সময়ে গতি নিয়ন্ত্রণ, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের মতো কিছু বিষয় সংযোজন করা হলেও তা সড়কে মানুষের মৃত্যু ও বড় ধরনের আঘাত থেকে রক্ষার করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তিনি আরও বলেন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধুমাত্র একটি মন্ত্রণালয় কিংবা একটি দপ্তরের নয়। এতে অনেকগুলো সরকারি দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। এরূপ ব্যবস্থাকে দক্ষভাবে কার্যকর করতে হলে আইনি কাঠামো স্বীকৃত আর্থিক ও কার্যগতভাবে স্বাধীন একটি সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত লিড এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এছাড়াও, সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি বাংলাদেশে না থাকার কারণে প্রায়শই হতাহতের তথ্য ও সংখ্যা নিয়ে ভিন্নতা দেখা দেয়। এই বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সমকাল
রোববার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বন্ধ দুই পোশাক কারখানা চালু করতে চায় মালিকপক্ষ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের স্টিচওয়েল ডিজাইনস ও অ্যাপারেল স্টিচ নামে দুটি পোশাক কারখানায় উৎপাদিত পণ্যে আলকাতরার গন্ধের অভিযোগ আনে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। পোশাক নেওয়া বন্ধ করে দেয় ক্রেতারা। এ কারণে তিন বছর ধরে কারখানা দুটি বন্ধ। এতে বেকার হন আড়াই হাজার শ্রমিক। বড় অঙ্কের আর্থিক লোকসানের পাশাপাশি ৪৫ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণের বোঝা নিয়ে বিপদে পড়েন কারখানার মালিকরা। গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে কারখানা দুটি আবার চালু করার চেষ্টার কথা জানান তারা। এ জন্য তারা পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতা চেয়েছেন। স্টিচওয়েল ডিজাইনসের কারখানায় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল হোসেন, উদ্যোক্তা মাসুদ কাদের মনাসহ অন্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কারখানা দুটির পাশের প্রতিষ্ঠান নজরুল অ্যান্ড ব্রাদার্স আলকাতরা ও ন্যাপথলিন উৎপাদন করে। এ নিয়ে নজরুল অ্যান্ড ব্রাদার্স, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা চেয়ে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে ২০২০ সালে ১০ মার্চ কারখানা দুটি বন্ধ করে দিতে হয়। ইকবাল হোসেন জানান, তিন বছর ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক ঋণ ও সুদের মোটা অঙ্কের টাকা পরিশোধ করতে করতে এখন তিনি নিঃস্ব। কারখানার নিরাপত্তা উন্নয়নবিষয়ক দুই জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কমপ্লায়েন্স পরিপালন করা হয়েছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। বন্ধ হওয়ার আগে বছরে ৩৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি আয় আসত। এ অবস্থায় কারখানা দুটি চালু করতে সরকারের সহায়তা চান তিনি। হাতে ক্রেতা রয়েছে তিনি বলে জানান।

বণিক বার্তা রোববার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৩ ■ আশ্বিন ৯ , ১৪৩০

গ্যাস সংযোগে নিয়ম মানে না দেশের ৭৪% প্লাস্টিক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের প্লাস্টিক কারখানাগুলোর ৭৪ শতাংশই গ্যাস সংযোগ নিয়েছে নিয়মবহির্ভূতভাবে। ১৪ শতাংশ এক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক জরিপে এ তথ্য উঠে আসে।

গতকাল রাজধানীর ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) কার্যালয়ে এক সেমিনারে এসব তথ্য তুলে ধরেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। 'প্লাস্টিক খাতে সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি : কী পদক্ষেপ প্রয়োজন' শীর্ষক এ গবেষণায় সহযোগিতা করে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)।

জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন রুল ২০১৪-এর গ্যাস পাইপলাইন রেগুলেশন অনুযায়ী, মাটির নিচ দিয়ে গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপন করতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ প্লাস্টিক কারখানা এ নিয়ম মানেনি।

সিপিডির তথ্যানুযায়ী, বড় কারখানার সবগুলোই নিয়ম মেনে গ্যাস সংযোগ নিয়েছে। নিয়ম না মানা কারখানাগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র, ৬০ শতাংশ ছোট এবং ৩৫ শতাংশ মাঝারি। এসব কারখানার অধিকাংশেরই নিয়মিত হাইড্রোলিক টেস্টিং সুবিধা, অভিজ্ঞ বয়লার পরিচালক এবং যথাযথভাবে অনুমোদিত স্টোরহাউজ নেই। বেশির ভাগ কারখানার দেয়াল আগুন প্রতিরোধী নয়।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, গ্যাস পাইপলাইনগুলো মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় এমন হয়েছে, সেগুলো মাটির নিচ দিয়ে নেয়ার সুযোগই নেই। সে জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কিছু কারখানা এমন এমন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে, যেগুলো পুনঃস্থাপন ছাড়া কোনো উপায় নেই। এজন্য প্লাস্টিক কারখানাগুলোকে একটি শিল্পজোনে সরিয়ে নিতে হবে। কারখানাগুলোর নিরাপত্তা সংকট তুলে ধরে তিনি বলেন, 'অধিকাংশ কারখানা ভাড়া করা জায়গায় অবস্থিত। তাদের নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। ঐতিহাসিকভাবে কারখানাগুলো পুরান ঢাকা এলাকায় গড়ে উঠেছে। এগুলোর অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও ছোট। এর মধ্যে অনেকগুলো কারখানার অবস্থান বহুতল ভবনে। কারখানাগুলোর বড় একটি অংশ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এ তিনটি বিষয় নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।'

তিনি বলেন, 'কারখানা চলাকালীন দরজা-জানালা সবকিছু বন্ধ থাকে, যা আবাসিক এলাকা এবং সেখানকার কর্মীদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারখানাগুলোর ফায়ার ড্রিল করার কথা, প্রতি মাসেই সেগুলো নবায়ন করার কথা। কিন্তু কারখানার মালিকরা সেগুলো করছেন না। মাত্র ৮ শতাংশ কারখানায় বড় ধরনের ফায়ার ড্রিল হয়। বড় কারখানাগুলো নিয়মিত ফায়ার ড্রিল করে। ২০ শতাংশ কারখানায় কখনই ফায়ার ড্রিল হয়নি।'

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন বলেন, কারখানাগুলোর নিরাপত্তা অবস্থা নিয়ে আমরা যখন ইন্সপেকশন শুরু করি, তখন কারখানার মালিকরা ভয় পেয়ে যায়। অনেক বড় বড় কারখানার এ ধরনের সমস্যা রয়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। এগুলো নিয়ে এফবিসিসিআই কাজ শুরু করেছে। ফায়ার লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যও না, এ রকম অনেক কারখানা আছে। জাতীয় অর্থনীতিতে সেগুলোরও অবদান আছে। যখন আগুন লাগে তখন সেগুলো নিয়ে কথা বলা শুরু হয়, তারপর আবার সবাই চুপ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদক ও রফতানিকারক সমিতির (বিপিজিএমইএ) শামিম আহমেদ বলেন, 'যেকোনো দেশের শিল্প এলাকা ছোট আকারেই গড়ে ওঠে। যেমনটি আমাদের পুরান ঢাকায় প্লাস্টিকের কারখানা গড়ে উঠেছে। এটাকে অনেকটা স্টার্টআপের মতো বলা যায়। সেখান থেকে বড় শিল্পগুলো যাত্রা করে। আমরা চেষ্টা করছি, পুরান ঢাকার কারখানাগুলোকে একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

বিশ্বসেরা জিপিএইচ কোয়ান্টাম স্টিল
GPH QUANTUM
GPH ispat

SUNDAY SEPTEMBER 24, 2023
ASHWIN 9, 1430 BS
The Daily Star

We need a new road safety law

Demands Road Safety Coalition; points out 5 risk factors for accidents

STAFF CORRESPONDENT

Road Safety Coalition Bangladesh yesterday demanded a new road safety law to prevent deaths on roads.

At a press conference held at Jatiya Press Club in the capital, the coalition identified five behavioural risk factors that increase people's susceptibility to accidents: speeding, not using quality helmets, neglecting seatbelt usage, driving under the influence, and inadequate child safety seats.

The coalition said the country's roads will be safe for passengers if a proper law and related policy are formulated considering these factors.

At the press conference, Nirapad Sarak Chai Chairman Ilias Kanchan said formulating such a law is the demand of the country's people.

5 RISK FACTORS

- Speeding
- Not using quality helmets
- Neglecting seatbelt
- Driving under influence
- Inadequate child safety seats

He said road safety campaigners were discussing with the political parties to incorporate the issue in their manifestos ahead of the next national election.

The coalition said the Road Transport Act-2018 and relevant rules were formulated giving priority on the transportation system. To ensure safety on roads, a new law is a necessity, it said.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৮ আশ্বিন ১৪৩০
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ব্যাংকে নারী কর্মসংস্থান বাড়ছে

শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানেও তারা এগিয়ে আসছেন। জানুয়ারি-জুন সময়ে দেশের ব্যাংকগুলোতে মোট ৩ হাজার ৪০৪ জন নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬২৮ জন বা ১৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ নারী

■ অর্থনীতি রিপোর্ট

বেসরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা গত ছয় মাসে ১৬.৫২ শতাংশ থেকে কমে ১৬.১৯ শতাংশ হয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোতে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে, জেন্ডার বৈচিত্র্যে এগিয়ে আছে বিদেশি ব্যাংকগুলো। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুনের শেষ পর্যন্ত দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট কর্মী ছিলেন প্রায় ২ লাখ। তাদের মধ্যে ৩২ হাজার ৫৬৭ বা ১৬.৩২ শতাংশ নারী। এটি ডিসেম্বরের তুলনায় ৩-বেসিস পয়েন্ট বেশি।

ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তাই যখন চাকরির সার্কুলার দেওয়া হয় তখন চাকরিপ্রত্যাশী নারীদের কাছ থেকে বেশি আবেদন পাওয়া যাচ্ছে। আবেদনকারীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি নারীদের নিয়োগও বেড়েছে। এটিই ব্যাংকে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ। নারী কর্মকর্তাদের আউটপুট সন্তোষজনক উল্লেখ করে ব্যাংকাররা বলছেন, নারীরা কাজের প্রতি মনোযোগী। তারা সময় অপচয় কম করেন এবং নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। এসব কারণে ব্যাংকগুলো নারী কর্মকর্তা নিয়োগে আগ্রহী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সব ব্যাংকে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা সমানভাবে বাড়েনি। বিদেশি ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে, যেখানে মোট কর্মশক্তির ২৪.১১ শতাংশ নারী। ডিসেম্বরের শেষে এ খাতে নারী কর্মকর্তা ছিল ২৩.৯০ শতাংশ। এছাড়া বেসরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা গত ছয় মাসে ১৬.৫২ শতাংশ থেকে কমে ১৬.১৯ শতাংশ হয়েছে। জানুয়ারি-জুন মাসে দেশের ব্যাংকগুলোতে মোট ৩ হাজার ৪০৪ জন নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬২৮ জন বা ১৮.৪৫ শতাংশ নারী।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে রাখতে অনেক ব্যাংক ঘরে বসে কাজের (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) সুযোগ দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন সময়ে ব্যাংকগুলোর জমা দেওয়া 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি রিপোর্ট'-এর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এন্ট্রি লেভেলে নারী কর্মকর্তা ১৬ দশমিক ৯৯ শতাংশ, মধ্যম স্তরে ১৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং উচ্চ স্তরে ৯ দশমিক ২৮ শতাংশ।

এ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। ব্যাংকে ৩০ বছরের কম বয়সি নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের হার ২১.৩৩ শতাংশ; যেখানে ৫০ বছরের বেশি বয়সি নারী কর্মকর্তার হার ৯.২২ শতাংশ।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, পড়ালেখা শেষ করে ব্যাংকগুলোয় প্রচুর নারী কর্মী যোগ দেন। কিন্তু পরে কাজের চাপ সামলাতে না পারা ও সন্তান লালন-পালনের জন্য ব্যাংকের চাকরি ছাড়েন তারা। নারী ব্যাংকারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্রের মতো সুবিধা সব শাখায় সমানভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ব্যাংকের পর্যাপ্ত শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র ও যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকলে নারী ব্যাংকারের সংখ্যা আরো বাড়ত। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদকেও উদ্যোগ নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, নারীদের জন্য দেশের ৬১টি তপশিলি ব্যাংকে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর হচ্ছে। এসব ব্যাংকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালা আছে। ব্যাংকগুলো নিয়মিতভাবে লিঙ্গসমতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। ৩৬টি তপশিলি ব্যাংক তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র স্থাপন করেছে। নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সব ব্যাংকের আছে নিজস্ব পরিবহন সুবিধা।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাংবাদিকতার জন্য ঝুঁকি, আছে সম্ভাবনাও

জরিপ

এএফপি, *লন্ডন*

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহারে ঝুঁকি ও সম্ভাবনা—দুটিই আছে। এক জরিপে অংশ নেওয়া অর্ধেকের বেশি সাংবাদিক এমনটাই জানিয়েছেন। তবে পেশাগত নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে এআইয়ের প্রভাব নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন।

জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ৮৫ শতাংশই বলেছেন, শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ তৈরির কাজে তাঁরা চ্যাটজিপিটি কিংবা গুগল বার্ডের মতো চ্যাটবট ব্যবহার করেছেন। তবে ঢালাওভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেননি বলে জানিয়েছেন ৬০ শতাংশ।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের 'জার্নালিজম এআই' প্রকল্পের আওতায় এ গবেষণা চালানো হয়েছে। গত এপ্রিল থেকে জুলাই নাগাদ এআই ও এ-সম্পর্কিত প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে ৪৬ দেশের এমন ১০০টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর এ জরিপ চালানো হয়।

এক বিবৃতিতে গবেষকেরা বলেছেন, খবরের যথার্থতা, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতাসহ অন্যান্য দিক, সাংবাদিকতার মূল্যবোধের ওপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেশাগত নীতিনৈতিকতা-সম্পর্কিত প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ৬০ শতাংশ।

গবেষণার সহলেখক ও প্রকল্প পরিচালক শার্লি বেকেট বলেছেন, 'বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকতা উদ্দীপক ও ভীতিকর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের আরেকটি সময় পার করছে।'

এই গবেষক বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন প্রযুক্তিগুলো তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের শুদ্ধতার জন্য সম্ভাব্য একটি হুমকি; কিন্তু একই সঙ্গে সাংবাদিকতাকে আরও দক্ষ, কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করার অবিশ্বাস্য সুযোগও বটে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে সময় বেঁচে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন সাংবাদিকেরা। তবে পক্ষপাত ও ভুলের মতো সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি প্রতিবেদন একজন মানুষের মাধ্যমে যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

গবেষকেরা বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মানিয়ে নেওয়া নিয়ে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বৈশ্বিক দক্ষিণ, তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংবাদকক্ষে সেগুলো বেশি প্রকট বলে মনে করা হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিতে ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাধান্য রয়েছে। ফলে অন্য ভাষাভাষী দেশগুলো এই প্রযুক্তিকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারছে না।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

মুঠোফোনে বেতন নিলে গৃহকর্মীদের সক্ষমতা বাড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল লেনদেনের সঙ্গে গৃহকর্মীসহ প্রান্তিক জনগণের সম্পৃক্ততা জরুরি। মুঠোফোনের আর্থিক সেবার মাধ্যমে বেতন নিলে গৃহকর্মীদের অর্থের সঞ্চয় হয়। এর প্রভাব পড়ে তাঁদের জীবনমানে।

'গৃহকর্মীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময়' শীর্ষক অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে এসব কথা। গতকাল সোমবার বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় এ অনুষ্ঠানের।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য মুজিবুল হক বলেন, গৃহকর্মীদের পলিসি আছে। তবে এখন আইন হওয়াটা জরুরি।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের 'সূচনা' প্রকল্পের মাধ্যমে চার হাজারের বেশি গৃহকর্মী এমএফএসের মাধ্যমে বেতন নিচ্ছেন। এই গৃহকর্মীদের ৮৫ শতাংশই তাঁদের বেতনের কিছু অংশ জমা করতে পারছেন।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহকর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন আসবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ, মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান বিকাশের পে রোল বিজনেস কমার্শিয়াল বিভাগের প্রধান এ টি এম মাহবুব আলম এবং নগদের করপোরেট সেলস ও বিজনেস সেলসের প্রধান হেদায়েতুল বাশার।

সমকাল রোববার । ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ছবি :: ফারহান হোসেন

উপকূলে শিশুশ্রমের অভিশাপ

■ রুবেল নাহিদ

যখন কোমলমতি শিশুর হাতে থাকার কথা বই, তখন তাদের কাঁধে ওঠে সংসারের বোঝা। ওদের কানে পৌঁছায় না স্কুলের ঘণ্টাধ্বনি। যে বয়সে কাঁধে থাকবে স্কুল ব্যাগ, সে বয়সে ওরা মাথায় বহন করে মাছের ঝুড়ি। কার্যত শিশুশ্রমের বেড়াজালে কাটছে উপকূলীয় অঞ্চলের হাজারো শিশুর জীবন। উপকূলীয় জেলা পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলাসহ বিভিন্ন এলাকার জেলে পরিবারের অসংখ্য শিশুর দিন কাটে এভাবে। আনন্দ-বিনোদন তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় বিশ্রামের সুযোগ নেই তাদের।

ছবি :: দেবদাস মজুমদার

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার মাছুয়াসহ অনেক মৎস্যকেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, যেসব শিশুর যাওয়ার কথা ছিল বিদ্যালয়ে, তারাই বড়দের সঙ্গে কাজ করছে পুরোমাত্রায়। কেউ সাগর থেকে আসা ট্রলারের ভেতর থেকে মাছ তুলছে, আবার কেউ সেই মাছের দর হাঁকাচ্ছে বিক্রির উদ্দেশ্যে। সেখানে কাজ করা শিশুদের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। ১৪ বছর বয়সী জুয়েল মাছ ধরার কাজ করে। ১০ বছর বয়স থেকেই হাড়ভাঙা খাটুনি তার নিত্যদিনের সঙ্গী। আরেক শিশুশ্রমিক নাঈমের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সে। শুধু জুয়েল ও নাঈম নয়, দারিদ্র্যের বেড়াজালে এভাবে হাজারো শিশুর শৈশব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলে। মোশারফ হোসেনের বাড়ি উপকূলের সংরাইল এলাকায়। বহুদিন অন্যের নৌকায় কাজ করেছেন; এবার নিজেই গড়েছেন জাল-নৌকা। স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেকে এখন তাঁর আরও বেশি প্রয়োজন নৌকায়। জাল-নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলে নৌকার গলুইয়ে বৈঠা ধরে বসে থাকার দায়িত্বটা পালন করতে হবে তাঁর ছেলেকে। মোশারফ কখনোই ভাবতে পারেননি ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর কথা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার বলেশ্বর নদীসংলগ্ন চরখালি, মাছুয়া, হোগোলপাতি, মাঝেরচর, খেতাচিড়া, কচুবাড়িয়াসহ বিভিন্ন এলাকার বেশির ভাগ শিশু মাছ শিকারে নিয়োজিত থাকে। ওই এলাকার ছেলেমেয়েদের খুব একটা পড়াশোনার সুযোগ হয় না। বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, নদীতে না গেলে জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেমেয়ে স্কুলে পাঠালে আয় কমে যাবে। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য শিশুদের অল্প বয়সেই কাজে নামাতে হয়।

উপকূলের প্রান্তিক জনপদের নৌকা বা ট্রলারে কর্মরত বেশির ভাগ শিশু বাবা, চাচা বা বড় ভাইয়ের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়। বাবা হাটে মাছ বিক্রি করতে গেলে উত্তাল নদীতে শিশুরাই নৌকার হাল ধরে বা মাছ ধরে। আবার কেউ কেউ সস্তায় শ্রম বিক্রি করে। সরকারের পক্ষ থেকে উপবৃত্তির টাকা, বিনা মূল্যের বই ওদের জন্যও বরাদ্দ থাকে। অনেকে এসব অনুদান নিয়েও পরিবারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে কাজে নামে। স্কুলের হাজিরা খাতায় নাম থাকলেও দিন কাটে নদীর বুকে।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী ১৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালের আগস্টে স্বাক্ষর করলেও ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ এই সনদ গ্রহণ করে। আগের তুলনায় শহর এলাকায় শিশুশ্রম কিছুটা কমলেও উপকূলের চরাঞ্চল ও জেলেপল্লিতে এর মাত্রা অত্যধিক। শিশুদের সুরক্ষায় ১৯৭৪ সালের শিশু আইন সংশোধন করে ২০১৩ সালের ১৬ জুন সংসদে 'শিশু আইন-২০১৩' পাস হয়। শিশু আইন ছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় সরকারের অসংখ্য আইন ও প্রকল্প রয়েছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১, জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা-২০১০ এবং জাতীয় শিশুশ্রম নিরোধ নীতিমালা-২০১০ অন্যতম। এত আইন, নীতিমালা সত্ত্বেও উপকূলে শিশুশ্রম কমছে না।

মঠবাড়িয়া উপজেলার সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা এমাদুল হক খান বলেন, 'শিশুশ্রম প্রতিরোধে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে শিশুশ্রমের মাত্রা একটু বেশি, এর কারণ হচ্ছে এখানে অভাবী মানুষের হার বেশি। যার ফলে শিশুরা লেখাপড়া ছেড়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেমে পড়ছে।'

শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা স্থানীয় সংগঠন হাতেখড়ি ফাউন্ডেশনের সভাপতি সজীব মিত্র বলেন, 'আমরা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কাজ করি, সেখানে যেটা দেখতে পাই অর্থ সংকটের সময় অনেক পরিবারই খাদ্য জোগানের জন্য শিশুদেরও কাজে লাগিয়ে দেয়। তাদের স্কুলমুখী করতে এখনই সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।' ❖

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৩

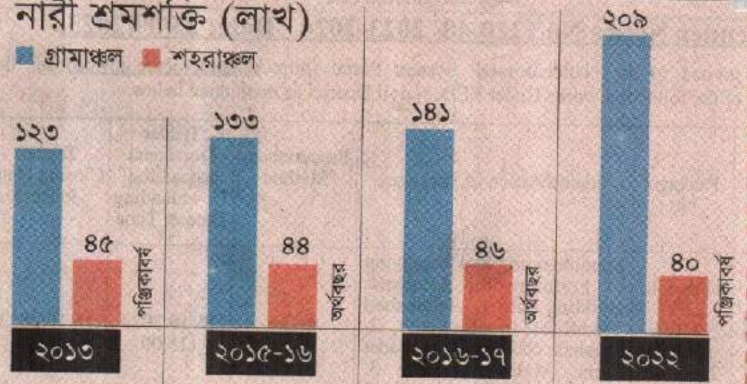

এক দশক ধরে নারীদের জন্য সংকুচিত হচ্ছে শহরের কর্মসংস্থান, যার প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। বিপরীতে এ সময়ে গ্রামে তাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে। অনেকে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন অভিবাসী হিসেবে। বিবিএসের জরিপে শহরে নারীর কর্মসংস্থান কমে যাওয়া নিয়ে বিশ্লেষকরা বলছেন, শহরে শিল্পায়নের প্রসার, কর্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, কভিডের প্রভাব ও মূল্যস্ফীতির কারণে নারীরা গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন

নারী শ্রমিকরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছেন কি?

আরফিন শরিয়ত ■

দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ সব খাতের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে এক দশক ধরে নারীদের জন্য সংকুচিত হচ্ছে শহরের কর্মসংস্থান, যার প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। বিপরীতে এ সময়ে গ্রামে বেড়েছে তাদের কর্মসংস্থান। এছাড়া অনেকে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন অভিবাসী হিসেবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে নারীর শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান হ্রাস ও গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শহরে শিল্পায়নের প্রসার, কর্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি এবং নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও জীবনযাত্রার ধারাবাহিক ব্যয় বৃদ্ধি, কভিডের প্রভাব ও মূল্যস্ফীতির কারণে নারীরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট ৭ কোটি ৩৪ লাখ শ্রমশক্তি রয়েছে। এর মধ্যে ৪ কোটি ৭৪ লাখ পুরুষ ও ২ কোটি ৫৯ লাখ নারী। ২০১৩ সালে গ্রামীণ এলাকায় নারী শ্রমশক্তি ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ, যা ২০২২ সালে ২ কোটি ৯ লাখে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র দেখা যায় শহর এলাকায়। ২০১৩ সালে ৪৫ লাখ নারী শ্রমশক্তি শহর এলাকায় কাজ করলেও ২০২২ সালে তা ৪০ লাখে দাঁড়ায়। শতাংশের হিসাবে এক দশকে গ্রামে ১৭ দশমিক ১৯ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি বেড়েছে। অন্যদিকে শহরে এক দশকে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমশক্তি কমেছে।

যশোরের ঝিকরগাছার মাটিকুমড়া গ্রামের আছিয়া খাতুন তিন বছর আগে জেলা শহরে থাকতেন। যশোর বিসিকের একটি কারখানায় চাকরি করতেন তিনি। কাজ হারানোর পর এখন গ্রামে গিয়ে বাস করছেন।

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার কালিনগর গ্রামের রহিমা বেগম কভিডের আগে যশোর শহরের বেজপাড়ায় ভাড়া থাকতেন। বাসাবাড়িতে কাজ করে তিন সদস্যের সংসার চালানোর অর্থ উপার্জন করতেন এ নারী। কভিডের সময় এক দফা কাজ বন্ধ হয়ে গেলে গ্রামে চলে যান। কভিড-পরবর্তী সময়ে আবার শহরে চলে আসেন। তবে শহরে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে আবার গ্রামে চলে গেছেন রহিমা।

কেবল জেলা শহরগুলো থেকে নয়, রাজধানী ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া কর্মজীবী নারীর সংখ্যাও কম নয়। খুলনার তেরখাদা উপজেলার নাউডুবি গ্রামের লিজা সুলতানা রাজধানীর প্রতিষ্ঠিত একটি পার্লারে কাজ করতেন। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে গত বছর নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'সব কিছুর দাম অত্যধিক বেড়ে গেছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে এ শহরে টিকে থাকব! আমার বেতন বাড়েনি কিন্তু খরচ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। উপায়ন্তর না দেখে গ্রামে চলে এসেছি।'

গার্মেন্ট ও উৎপাদন শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ কমায় শহর এলাকায় নারী শ্রমশক্তি কমে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ার অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী বণিক বার্তাকে বলেন, 'গার্মেন্ট ও অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে নারী শ্রমিকরাই আগে কাজ করতেন। আশির দশক থেকে শুরু করে চলতি শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত নারীর কর্মসংস্থান বেশি ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার যতটা বেড়েছে, তত বেশি নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ কমে পুরুষ শ্রমিকের আধিক্য তৈরি হচ্ছে। সাধারণ কাজেও পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আশির দশকে গার্মেন্টি খাতে নারীর অংশগ্রহণ ৯০ শতাংশ থাকলেও এখন তা ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।'

তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে নারীর কর্মসংস্থান কমার ক্ষেত্রে সম্পর্ক নেই বলে মনে করছেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, 'শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেড়েছে, সে অনুযায়ী বেতন বাড়েনি, যে কারণে তরুণীরা এখানে আর আগ্রহ পাচ্ছেন না। আমরা অনেক গার্মেন্টস মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রযুক্তির কারণে নারীদের অংশগ্রহণ কমেছে কিনা তারা এ বিষয়ে কিছু বলেনি। অটোমেশনও এখানে খুব বেশি হয়নি।'

কভিডের সংকট, অর্থনৈতিক মন্দা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে নারীদের শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়ার বিষয়ে দুজনই একমত প্রকাশ করেন।

তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'অর্থনৈতিক সংকট ও কভিডের সময়ে অনেকেই শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছেন। তাদের অনেকেই কিন্তু আর শহরে ফেরেননি। তবে এটি গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়।'

ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'কভিডের পর দেশে সেভাবে আর অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত বাড়ছে। এসব কারণে অনেকেই আর গ্রাম থেকে আসতে পারেননি।'

তবে পরিসংখ্যানে ঘাটতি রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তাসনিম সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'শহর এলাকাগুলোয় অনানুষ্ঠানিকভাবে নারীরা কাজ করেন। পরিসংখ্যান তৈরির সময় সেগুলোকে কতটুকু ধরা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনভিত্তিক পণ্য বিক্রি কী পরিমাণ বাড়ছে সেটা এখনো আমরা জানি না। বহু নারী এখানে কাজ করেছেন। সেখানে কিছু তথ্যের ঘাটতিও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, শহর এলাকায় আগে যারা কাজ করতেন সেগুলো রেকর্ড হতো। তারা সেখান থেকে সরে গিয়ে এমন কাজে যোগদান করেছেন যেগুলো রেকর্ড হচ্ছে না।'

দেশে নারীর ক্ষমতায়নের শুরু হয় গার্মেন্ট খাতে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তবে সে চিত্র এখন অনেকটা পাল্টে গেছে। গার্মেন্টসে কমেছে নারী কর্মীর সংখ্যা। অনেক কারখানা এখন নারীদের কাজে রাখতে চান না জানিয়ে অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'আগে নারীর আয়ের কোনো

নারী শ্রমিকরা শহর

উৎস ছিল না বলে, নারীরা আন্দোলন-বিপ্লব করবেন না বলে কারখানাগুলো নারীদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। এখন শিল্প-কারখানাগুলো দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর নারীদের অগ্রাধিকার কমছে। পুরুষরা কাজ করলে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করানো যায়, মাতৃত্ব ছুটি দিতে হয় না, নানা সুবিধা আছে। সেজন্য পুরুষরা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন।'

শহরে নারী শ্রমিক কমার পেছনে বেশকিছু বিষয় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) নির্বাহী পরিচালক ড. এম আবু ইউসুফ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'শহরে নারী শ্রমিক কমার অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানে জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। ব্যয় অনুসারে নারী শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না। এখানে অবস্থান করা, তাদের জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো ছেলেরা করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দেখা যায় না। শিল্পায়ন তো ধীরে ধীরে অটোমেশনের দিকে যাচ্ছে। অটোমেশনের দিকে যাওয়ার কারণে বাকি থাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো। সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের চাহিদা বেশি, যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক কাজে নারীরা অনেক বেশি সহায়তা করে। তাদের কার্যক্রম পরিচালনারও সুযোগ অনেক বেশি। কাজ হিসেবে সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তাছাড়া কভিড ও কভিড-পরবর্তী অনেকেই শহরের বাস্তসংস্থানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। তারা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। তবে সামনে আমাদের ইকোনমিক জোন প্রস্তুত হচ্ছে। এগুলো প্রস্তুত হওয়ার পর নারীরা আবার শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানে ফিরতে শুরু করবে।'

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় ভবন নির্মাণ ও রাস্তা তৈরির মতো অবকাঠামো নির্মাণকাজের ৪০ শতাংশ শ্রমিকই নারী। শিল্পায়নের কারণে এখন নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে।

দেশের প্লাস্টিক খাতেও নারী শ্রমশক্তির হার স্বল্প। এখানে ৮০ শতাংশ পুরুষ ও ২০ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি হিসেবে কাজ করছেন। বড় কারখানাগুলোয় নারী শ্রমশক্তির হার ৩০ শতাংশ হলেও মাইক্রো পর্যায়ের কারখানাগুলোয় তা মাত্র ৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র কারখানায় ২১ ও মাঝারি মানের কারখানায় ২৫ শতাংশ নারী শ্রমিক কাজ করেন।

এ বিষয়ে সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'কিছু কারখানায় কর্মদক্ষতা বিষয়ে নানা প্রশ্ন জড়িত হয়ে যায়, যেখানে নারীরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, কর্মদক্ষতার কারণে নারীরা সেখানে কাজ করতে চান না।'

শহর ছেড়ে নারীদের ক্রমাগত গ্রামমুখিতা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'নারীদের গ্রামমুখিতা অর্থনীতিতে নেতিবাচক ভূমিকা তৈরি করবে। শহরে তারা যখন কর্মে নিয়োজিত ছিল তখন তাদের নিজস্ব আয় ছিল, স্বাধীনতা ছিল। এখন যখন তারা গ্রামে অবস্থান শুরু করেছে তখন তাদের পক্ষে সরাসরি অর্থসংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত থাকার সুযোগ কমেছে। তারা গ্রামেও কাজ করছে। কিন্তু তাদের কাজে বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। তারা হয়তো গ্রামে হাঁস-মুরগি পালন করছে বা কৃষিকাজ করছে। সেগুলোয় অনেক ক্ষেত্রেই তারা অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয় কম। সরাসরি অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত না থাকায় জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকাও কমে যায়। এটা রাষ্ট্রের জন্য কিছুটা নেতিবাচক।'

শহরে নারী শ্রমশক্তি কমে যাওয়ার কারণগুলোর একটি নারীর অভিবাসন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এক লাখের কম নারী শ্রমশক্তি বৈদেশিক কর্মসংস্থান গ্রহণ করে। এর মধ্যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার কর্মী পাঠানো হয়। ২০১৫-১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর দেশের বাইরে যাওয়া নারী অভিবাসীর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায়। এরপর ২০২০ ও ২০২১ সালে কমলেও ২০২২ সালে ফের নারী অভিবাসীর হার লাখ ছাড়ায়।

সমকাল
মঙ্গলবার ১১ আশ্বিন ১৪৩০
Tuesday 26 September 2023

উন্নয়ন হচ্ছে, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, বাড়ছে বৈষম্য

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

>> দেশ চালাচ্ছে আমলারা : সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ

>> এখন রাজনীতিবিদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না : অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

>> বৈষম্য রাখা যাবে না : কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন

>> উন্নয়ন করতে হলে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর উন্নয়ন আগে করতে হবে : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

>> ১৬ বছর ধরে একই ধরনের নাগরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও সমাধান হচ্ছে না : অধ্যাপক রেহমান সোবহান

দেশে যেভাবে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, সেভাবে সাধারণ মানুষ কোন সুবিধা পাচ্ছে না। দেশে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং একই সঙ্গে মানসম্মত কর্মসংস্থানের অভাব প্রকটতর হচ্ছে। দেশে ব্যাপক হারে বৈষম্য বাড়ছে। দেশে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও খারাপ দিকে যাচ্ছে।

গতকাল ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম 'বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যান ও সমান্তরাল বাস্তবতা : পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাবনা' শীর্ষক একটি সংলাপের অনুষ্ঠানে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ ও সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে উপরোক্ত শিরোনামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সভাপতিত্ব করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। তিনি বলেন, ১৬ বছর ধরে একই ধরনের নাগরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও সমাধান হচ্ছে না। প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলা নাগরিক সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না। এর মানে পুরো সিস্টেমেই (ব্যবস্থাপনায়) সমস্যা আছে।

তিনি বলেন, দেশে গত কয়েক বছরে উন্নয়ন হয়েছে এটি অস্বীকার করা যাবে না। তবে পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্যাগুলো অনেক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে, সবই চিহ্নিত সমস্যা। স্থানীয় মাস্তান, ক্ষমতাশালীরা কেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনগণের জমি দখল করবে? এসব সমস্যার সমাধান তো প্রয়োজন। এটি বদলাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি মূল প্রবন্ধ আলোচনায় বলেন, গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের আখ্যান শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, কাঠামোগত পরিবর্তনসহ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। তবে এ উন্নয়ন কতখানি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছাচ্ছে কি না- সেই বিতর্কও একই সঙ্গে চলছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য চোখে পড়ে। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, দলিত, তৃতীয় লিঙ্গ, চা বাগানের শ্রমিক ও প্রতিবন্ধীদের মতো আরও অনেক জনগোষ্ঠীদের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নয়নের সুফল না পৌঁছালে তা অর্থবহ হয় না। বিগত বছরগুলোর উন্নয়নের সুফল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদাকে পূরণ করতে পারেনি। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে তা বঞ্চিত হয়েছে। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র বাজেটের ২ শতাংশ ব্যয় করা হয়। এটা শিক্ষা খাতে কিছু হয় না। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের ২ শতাংশ ব্যয় করা হয়, যা দিয়ে স্বাস্থ্য খাতে কিছু করা যায় না। ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সাধারণ মানুষ তেমন কোন সুবিধা পাচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হলেও নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, গণপরিসর ও গণপরিবহনে নারী হয়রানি বেড়েছে। নদীভাঙন, প্রাকৃতিক, দুর্যোগ, দারিদ্র ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বাল্যবিবাহ বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খায়েও, মেয়েশিশুর নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সমাজে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্য, বাল্যবিবাহ বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা কারণে বাল্যবিবাহ বেড়েছে।

মূল প্রবন্ধে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচায বলেন, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়ের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। অবকাঠামাগুলোর উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ, ভূমি কমিশন, জেলা পরিষদ, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসসহ অন্যান্য যেসব সরকারি দপ্তর রয়েছে, তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় নেই। ফলে একই উন্নয়ন কাজ একাধিক সংস্থা ভিন্ন নামে করছে। এর ফলে জনগণের টাকা অতিরিক্তি খরচ হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা দেশের সার্বিক কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটিয়ে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়। সুশাসনের অভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রধান অন্তরায়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের বাস্তব প্রয়োগের অভাবে দুর্নীতি বাড়ছে। বৈষম্য, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও উচ্চপদাসীনদের দাপট বর্তমানে সমাজে চিরায়ত বাস্তবতা।

তিনি বলেন, দেশের চলমান উন্নয়নের আখ্যানকে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ২০২২ সালে ২৫টি জেলার নাগরিকদের সঙ্গে পরামর্শ সভা আয়োজন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যান নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে 'বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যান ও সমান্তরাল বাস্তবতা : পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাবনা' শীর্ষক প্রকাশনা প্রস্তুত করেছে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ বলেন, 'দেশে মানসম্মত শিক্ষা নেই। মানসম্মত শিক্ষা থাকবে কীভাবে। যেখানে শিক্ষাবীদরা শিক্ষার পরিকল্পনা দিবেন। সেখানে পরিকল্পনা দিচ্ছে আমলারা। আমলাদের শুধু পরিকল্পনা হলো টাকার পরিমাণ বাড়ানোর।'

তিনি আরও বলেন, 'এখন সবকিছু আমলা পরিকল্পনা করেন। তারাই দেশ চালাচ্ছে। দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা এখন আমলাদের হাতে চলে গেছে। ফলে তারা যা পরিকল্পনা করছে তাই দেশে হচ্ছে। অথচ দেশটাকে কীভাবে বাসযোগ্য করা যায় সেই চিন্তা তাদের মধ্যে নেই।'

বাংলা একাডেমি সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যান ও সমান্তরাল বাস্তবতা করতে হলে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। দেশে বৈষম্য রাখা যাবে না।

The Financial Express Tuesday, September 26, 2023

US cotton GSP prospect 'could boost apparel exports by $800m a year'

FE REPORT

A potential US Generalised System of Preference (GSP) for duty-free facility to apparel made of American cotton can immensely increase imports of cotton from the USA and exports from Bangladesh.

Such a move can trigger additional apparel export earnings up to $800 million annually for Bangladesh while cotton import from US would reach $3.0 billion within the next five to seven years.

Dr MA Razzaque, research director of the Policy Research Institute, made the projections while presenting a keynote at a seminar styled 'Bangladesh-US Trade and Investment' on Monday.

The Economic Reporters' Forum (ERF) hosted the event where John Fay, commercial counsellor of US Embassy in Bangladesh, was present as the guest of honour.

Policy Exchange Bangladesh chairman Dr Masrur Reaz, BGMEA president Faruque Hassan, BTMA president Mohammad Ali Khokon, BKMEA vice-president Fazlee Shamim Ehsan and Shasha Denims managing director Shams Mahmud spoke there.

A cotton GSP scheme is a special arrangement that the USA can offer to Bangladesh to allow duty-free facility for exporting locally-made garment with US cotton to the American market.

Apparel sector leaders and the government have long been negotiating with the American government for allowing 15.62-per cent duty waiver on garment items made of using US cotton and re-exported to the USA.

Mr Razzaque said the potential export gains for Bangladesh would be $400-$800 million if the US provides GSP for locally made garments from its own cotton and re-exported to its market.

According to him, 12-per cent apparel export growth from Bangladesh will be linked with 8.0-10 per cent cotton import growth, having a potential $2.5-$3.0 billion worth of additional cotton imports.

Terming the scheme 'low-hanging fruit' for both countries, the keynoter said if agreed, they can implement it easily as it will be win-win for both.

The US could be a more important source of cotton and enhance fibre security for Bangladesh, which could soon become the largest cotton apparel-exporting country in the world market.

Citing data, he said Bangladesh is the largest cotton apparel exporter to the EU while second to the USA after Vietnam having 34.7 per cent market share in the EU and 14.6 per cent in the USA respectively.

Seminar on 'BD-US Trade and Investment'

Bangladesh produces less than two per cent of the required nine million bales of cotton and almost the entire demand is met through import, cited Mr Razzaque.

US companies can investment in man-made fibre, which is another area of trade gains, he said, suggesting ICT, pharma and footwear for investment and cooperation in education and skills development.

Speaking there, Mr Fay suggested measures to find ways to reduce duty on export of garment items to the USA from Bangladesh.

He also cited profit repatriation, intellectual property rights, data protection and challenges of logistic services as major problems for investment.

There is big potential of the USA to invest in health care, ICT, education in Bangladesh, he added.

Mr Fay suggested that Bangladesh improve in the labour rights, labour law reforms and freedom of association for reviving the GSP.

At the seminar, Mr Reaz said, "Only the sky's the limit for attracting investment from the USA in different sectors of Bangladesh."

Bangladesh is currently the second-largest garment exporter global and third-largest manufacturing hub for large volume and low-valued garment items, he added.

He, however, stressed that Bangladesh improve the border and customs clearances, which are major concerns for attracting more foreign direct investment.

BGMEA president Hassan said Bangladesh has recently waived the mandatory fumigation requirement for importing US cotton, which will reduce time and cost.

"We're now approaching the US government to consider duty-free market access to the USA for garment made of US cotton," he said.

Cotton import for export-oriented garment industry is duty free which gives a cost advantage to the cotton growers and exporters, added Mr Hassan.

He also requested revival of the GSP, saying Bangladesh has complied with the 16-point action plan prescribed by the US government.

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) president Khokon said Bangladesh imports 20 per cent of its required cotton from India, 11 per cent from the USA and 3.0 per cent from Australia.

The demand for cotton-based apparel would not decrease, although the demand for the non-cotton fibre made garment items was rising worldwide, he observed.

munni_fe@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সহিংসতা রোধে নারী আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করার তাগিদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মহিলা পরিষদ ও উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা। তারা বলেন, নারীর প্রতি সমব্যথী হতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। প্রশিক্ষিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সমাজে নারীর অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখবেন। গতকাল বুধবার 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা—মানবাধিকার লঙ্ঘন, আসুন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার জন্য সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করি' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার তেজগাঁওস্থ ডিএমপির উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যৌথভাবে কর্মশালার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের উপ-পুলিশ কমিশনার হুমায়রা পারভীন, প্রধান অতিথি ছিলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) ড. খ. মহিদ উদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদা রেহানা বেগম। মালেকা বানু বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন উচ্চতর পদে নারীরা কর্মরত আছেন এবং সহিংসতা প্রতিরোধে তারা অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও নারীর প্রতি সহিংসতা এখনো উদ্বেগের বিষয়। তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ও গৃহীত নতুন আইনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

অ্যাডভোকেট মাসুদা রেহানা বেগম নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার জন্য সহনশীল ও অনুভূতিশীলতার জায়গা থেকে কাজ করার লক্ষ্যে জেন্ডার জাস্টিস সিস্টেম উন্নত করতে উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পরস্পর সমন্বয় করে কাজ করলে তা অধিক কার্যকর ও প্রসারিত হবে বলে মন্তব্য করেন। ড. খ মহিদ উদ্দিন বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নারী-পুরুষ সকলের সমান অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠুভাবে আইনের প্রয়োগও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আইনি সহায়তা ও সেবাদানকারীদের কাজের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব পরিহার করতে হবে। তিনি উদাসীনতা ও দুর্নীতিমুক্ত থেকে নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে সহিংসতার শিকার নারীদের অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুসারে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তাদের সেবা দেওয়ার আহ্বান জানান।

হুমায়রা পারভীন বলেন, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বেশি নারী। তাদের বেশির ভাগ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তিনি জানান, পরিবারের বাইরে ও সাইবার স্পেসে নির্যাতনের কারণে গড়ে ৩৫০টির বেশি মামলা হয়। তিনি নারী নির্যাতন রোধে নারী পুলিশকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে প্রচলিত আইন, প্রসিডিংস, মামলার রায় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

NEW AGE
SEPTEMBER 28, 2023,

Trade union for migrant workers launched

Staff Correspondent

SIX garment workers federations with a union of domestic women workers on Wednesday formed a new trade union named 'Trade Union Platform for Migrant Workers' for upholding the rights of the migrant workers.

The platform has made Chandon Kumar Dey as its governing council president and Lily Gomes as its member secretary, said a press release.

It has also elected an 11-member governing council for conducting its activities for the next two years.

General secretary of the Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation and also a founding member of the Trade Union Platform for Migrant Workers, Babul Akhter, said that they had been speaking infrequently about the rights of the migrant workers, but from now on, they would speak frequently about them.

The other founding members of the platform are the Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation, the Bangladesh Revolutionary Garments Workers Federation, the Sammilita Garments Sramik Federation, the Akota Garments Worker Federation, the Garment Sramik Sanghati Federation and the National Domestic Women Workers Union.

The platform has also four associate founding members having no voting power. They are the Solidarity Centre, Bangladesh, the Bangladesh Centre for Workers Solidarity, the Awaj Foundation and the Bangladeshi Abhibasi Mahila Sramik Association.

The Trade Union Platform for Migrant Workers aims to work at home and abroad for ensuring rights of migrant workers and ending discrimination against them, and to work for creating an atmosphere in which migration is fair and safe.

Among others, Monika Hartsel, deputy country programme director of the Solidarity Centre Bangladesh, was present at the programme.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৫ আশ্বিন
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা দরকার

-----বিচারপতি নিজামুল হক

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেছেন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শ্রম আইন অনুযায়ী সব সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা দরকার। অন্যথায় টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না। রাজধানীর তোপখানা রোডের বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে দেশের ট্যানারি শিল্পে শ্রম অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরাম (বিএলআরজেএফ) ও ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বিএলআরজেএফ সভাপতি কাজী আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশ অফিসের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম, ডেপুটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মনিকা হার্টসেল, ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক টি এম লিয়াকত হোসেন প্রমুখ।

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক জানান, সদ্য গঠিত মজুরি বোর্ডে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। তিনি তা পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে পাশাপাশি ট্যানারি শিল্পে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ বাতিল ও অনতিবিলম্বে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণের দাবি জানান। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Dhaka : Wednesday 27 September 2023 সংবাদ e-mail : sangbadec

পোশাক রপ্তানিতে ভিসানীতির প্রভাব পড়বে না : বিজিএমইএ সভাপতি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মোট রপ্তানির ২০ শতাংশের বেশি পোশাক রপ্তানি হয় এই বাজারে। বহুল আলোচিত ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে কী ধরনের প্রভাব পড়বে-তা নিয়ে চিন্তিত সরকারের নীতিনির্ধারক ও পোশাক রপ্তানিকারকরা। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে পোশাক রপ্তানিতে কোন প্রভাব পড়বে না।'

গতকাল পোশাক শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ফারুক হাসান বলেন, 'আমেরিকার ভিসানীতিটা যে কারও ওপর হতে পারে। আবার আমি গত ৩০ বছর ধরে ৫ বছর করে আমেরিকার ভিসা পাই। এরপরও আমি আমেরিকা যাওয়ার পর আমাকে বলতে পারে তোমার ভিসা বাতিল করা হলো। এভাবেও কারও ভিসা বাতিল করা হয়। ব্যবসায়ীদের কারও ভিসা বাতিল হলেও তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। আমরা কোভিড সময়ে কোন দেশে যেতে পারিনি। এরপরও আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়নি। সেক্ষেত্রে বলা যায়, ভিসা বাতিল হলেও বিকল্পভাবে তিনি তার ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

আকু পেমেন্টে কিছু ব্যাংকের ওপরে স্যাংশনস বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন বা আকু হচ্ছে একটি আন্তঃআঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তিকারী সংস্থা। এর পেমেন্ট কয়েকটি ব্যাংকের ওপর স্যাংশনস হয়েছে; তবে সেটা অন্য কোনভাবে পেমেন্ট করা যাবে। সেভাবেই সরকার কাজ করবে। তবে যেকোন স্যাংশনসই শঙ্কিত হওয়ার, তবুও আশাবাদী ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় প্রভাব পড়বে না।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যে দেখা যায়, অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৯ দশমিক শূন্য এক বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা কমে ৮ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন ধরনের পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৩ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট সময়ে এই বাজারে ১ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

গতকাল পোশাক শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ফারুক হাসান বলেন, 'ব্যবসায়ীদের কারও ভিসা বাতিল হলেও তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। আমরা কোভিড সময়ে কোন দেশে যেতে পারিনি। এরপরও আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়নি।'

এই অবস্থার মধ্যে গত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তিদের ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক বিবৃতিতে জেনিয়েছেন, পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাদানে দায়ী এবং তাতে সহযোগিতাকারী ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এসব ব্যক্তির মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও রাজনৈতিক বিরোধীরা রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'গত ১০ বছরে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩২০ বিলিয়ন ডলার, যা টাকার অঙ্কে প্রায় ২৬ লাখ কোটি টাকা। আর গত ৫ বছরে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১৮৩ বিলিয়ন ডলার, যা টাকার অঙ্কে প্রায় ১৬ লাখ কোটি টাকা। এই টাকাগুলো কিন্তু আমরা রপ্তানি করে আমাদের দেশের মধ্যেই এনেছি এবং এই যে রপ্তানিটা আমরা করতে পেরেছি, এটা কিন্তু সহজ কাজ ছিল না। এর জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক বিনিয়োগ করতে হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করতে হয়েছে।'

ফারুক হাসান বলেন, 'আজ আমাদের পোশাক শিল্প ৪৭ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। শুধু বিলিয়ন ডলার না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ৫ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহত্তর অর্থনীতিতে আমাদের যে আরও ট্রানজেকশনগুলো আছে সবকিছুই। এই বিষয়গুলো সব সময় গভীরভাবে দেখা হয় না। এই শিল্পের মাধ্যমে যে ক্যাপিটাল ফর্মেশন হচ্ছে, সেটি আরও অনেক সম্ভাবনাময় শিল্পের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে বলে আমরা মনে করি।'

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ফারুক হাসান আরও বলেন, 'সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের জারিকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। গণমাধ্যমে 'পোশাক রপ্তানির আড়ালে ৩০০ কোটি টাকা পাচার', 'পোশাক রপ্তানির আড়ালে ১০ কোম্পানির ৩০০ কোটি টাকা পাচার' এ রকম শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের চিঠি, এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি কার স্বার্থে করা হয়েছে? আমরা মনে করি, এটা আমাদের অর্থনীতি, শিল্প, দেশ অথবা সরকার, কাউকেই সুবিধাজনক অবস্থানে নিচ্ছে না।'

'কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা যা এখনও তদন্তই হয়নি সেগুলো নিয়ে সমগ্র শিল্প খাত নিয়ে ঢালাও মন্তব্য মোটেও কাম্য নয়' মন্তব্য করে ফারুক হাসান বলেন, 'যদি কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাদের ডাকবে, তদন্ত করবে। তারা যদি অসাধু তৎপরতার সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের বিচারের আওতায় আনবে। কিন্তু বিষয়টাকে এভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে জনসম্মুখে তুলে ধরে জাতির কাছে শিল্পকে ছোট করাটা আমরা একটি অপচেষ্টা বলে মনে করি। আমরা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই।'

১০টি কারখানার বিষয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে ফারুক হাসান বলেন, 'কারখানাগুলোর মধ্যে ৪টি বিজিএমইএর এবং ২টি বিকেএমইএর সদস্য প্রতিষ্ঠান। অবশিষ্ট ৪টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিজিএমইএ/বিকেএমইএর সংশ্লিষ্টতা নেই। বিজিএমইএর ৪টি সদস্য প্রতিষ্ঠান হলো– ফ্যাশন ট্রেড, প্রজ্ঞা ফ্যাশন, অনুপম ফ্যাশন ওয়্যার ও হংকং ফ্যাশনস। বিকেএমইএর দুটি সদস্য প্রতিষ্ঠান হলো– পিক্সি নিট ওয়্যার ও ইডেন স্টাইল-টেক্স। আমরা আমাদের সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর কাছে নোটিশ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছি। তারা লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। কারখানাগুলোর প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত আছেন।'

ফারুক হাসান বলেন, 'যদি কেউ অভিযুক্ত হন, তাদের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথভাবে তদন্ত করেন, প্রমাণ করেন। তারপর তাদের শাস্তির আওতায় আনেন। আপনারা এই বিষয়টি ঢালাওভাবে মিডিয়াতে দেয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পটি হেয় হয়েছে। যেখানে আমরা এতকিছু করছি আমাদের সেক্টরের ইতিবাচক বিষয়গুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার জন্য সেখানে এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন পদক্ষেপ মেনে নেয়া যায় না।'

এ শিল্পটিকে নিয়ে যারাই প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন, তারাও যেন দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই শিল্পটিকে বিচার করেন জানিয়ে বিজিএমইএ প্রধান বলেন, 'আমাদের একান্ত প্রত্যাশা পোশাক শিল্পের বিষয়ে যেকোন প্রতিবেদন, যেখানে কি না অংশীজনদের মতামত নেই, কোন ভ্যালিডেশন নেই, সেই প্রতিবেদন প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন। একটি শিল্পের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।'

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের উপস্থিত ছিলেন, বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এস এম মান্নান কচি, সহ-সভাপতি শহিদুল্লা আজিম, সাবেক সভাপতি সালাম মুর্শিদী, শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন প্রমুখ।

বণিকবার্তা শনিবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩

এএএফএ সভাপতিকে চিঠি

মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় দাম সমন্বয়ে ক্রেতাদের অনুরোধ বিজিএমইএর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নিয়ম অনুযায়ী চলতি বছরের শেষে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনরায় নির্ধারণ করা হবে। গত পাঁচ বছরের সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি সাপেক্ষে এবার মজুরি বৃদ্ধির অংকটা অন্য সময়ের তুলনায় বেশি হবে। এমন তথ্য জানিয়ে আমেরিকান অ্যাপেয়ারাল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের (এএএফএ) প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক মালিক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান। বৃহস্পতিবার পাঠানো ওই চিঠিতে তিনি মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে নতুন ক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে পণ্যের দাম সমন্বয়ে অনুরোধ জানান। গতকাল এ চিঠির বিষয়ে গণমাধ্যমকে জানায় বিজিএমইএ।

চিঠিতে পোশাক শ্রমিকের মজুরির বিষয়ে ফারুক হাসান বলেন, 'তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড কাজ করছে। এরই মধ্যে বোর্ড কয়েকটি বৈঠক করেছে। তারা কারখানা পরিদর্শনের পাশাপাশি শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করছে। আমি বিশ্বাস করি, এ বছর শেষ হওয়ার আগেই নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হবে। সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি পর্যালোচনার প্রবণতা ও গত পাঁচ বছরের সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করলে যৌক্তিকভাবে মজুরি বাড়বে। আজকের সময়ে বিশ্বে মূল্যস্ফীতি থেকে কারোরই রেহাই নেই, তা বাংলাদেশ কিংবা অন্য যেকোনো দেশ হোক। তাছাড়া আপনি জানেন যে ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে ৫ শতাংশ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে প্রতি বছর শ্রমিকের মূল মজুরি ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। নিম্নতম মজুরি বোর্ড একটি স্বাধীন সংস্থা, যাতে সমানসংখ্যক হারে শ্রমিক-মালিক ও নিরপেক্ষ সদস্য রয়েছেন। মজুরি বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করছে। ফলে কত মজুরি বাড়বে, সেটি অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন।'

চিঠিতে শ্রমিকদের জীবনমান ও মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় ক্রেতাদের প্রতি পোশাকের দাম বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়। তৈরি পোশাকের কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, আমদানি খরচ বৃদ্ধি এবং কারখানার বিভিন্ন স্তরে খরচ বৃদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এতে যেসব ক্রয়াদেশের পোশাক চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে জাহাজীকরণ করতে হবে, সেসব পোশাকের দামও যৌক্তিকভাবে বাড়ানোর অনুরোধ জানান বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'পণ্য উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ক্রেতা সবাই এখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। মূল্যস্ফীতির হার অভূতপূর্ব উচ্চতায় উঠে যাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করছে। এতে সমাজে অর্থের প্রবাহ কমে যাচ্ছে, কমছে পণ্যের চাহিদা। একদিকে খুচরা বিক্রয়ের পর্যায়ে সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে উৎপাদকরা একেবারে "দুঃস্বপ্নের" মতো পরিস্থিতিতে পড়ে গেছেন। এতে নিজেদের সক্ষমতা, সরবরাহ, পরিকল্পনা ও পূর্বাভাস সবকিছু ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়া উৎপাদন খরচ ও কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, পণ্যের বৈচিত্র্য নিয়ে আসাসহ গবেষণাধর্মী কাজের ক্ষেত্রও কঠিন হয়ে উঠেছে।

ফারুক হাসান বলেন, 'আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ও আশা আছে, তবে বাস্তবতা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। ব্যয় বাড়বে না কমবে, সে বিষয়ে কেউ ভালোভাবে কিছু বলতে পারবে না। মহামারীর ক্ষতি আমরা এখনো পুষিয়ে উঠতে পারিনি, তার পরও এ শিল্পকে টেকসই ও স্বচ্ছ করতে আমরা বিপুল বিনিয়োগ করছি। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আমাদের কাজের পরিধি সংকুচিত হচ্ছে। বস্তুত, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শ্রমিকরা, যারা আমাদের শিল্পের প্রাণ। আমাদের পণ্যের দাম কিছুটা বেড়েছে, তবে ব্যয় যতটা বেড়েছে, তার সঙ্গে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

সমকাল ● শনিবার ৷ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদন

জাহাজভাঙা শ্রমিকদের গড় আয়ু ২০ বছর কম

■ সমকাল ডেস্ক

বাংলাদেশের জাহাজভাঙা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাজ করছেন। এ শিল্পে কর্মরতদের আয়ু বাংলাদেশের মানুষের জীবনকালের চেয়ে ২০ বছর কম। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

'লাভের জন্য জীবন নিয়ে বাণিজ্য' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বুধবার প্রকাশ করা হয়। নিউইয়র্কভিত্তিক এইচআরডব্লিউ এবং বেলজিয়ামভিত্তিক এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্মের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজভাঙা শিল্পের দেশ। এই শিল্পের কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড। সীতাকুণ্ডের সমুদ্র-তীরবর্তী যেসব ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙা হয়, সেগুলো এই মুহূর্তে বিশ্বের বৃহত্তম ইয়ার্ড।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলের অন্যতম সদস্য এবং এইচআরডব্লিউর গবেষক জুলিয়া ব্লেকনার বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর আইন অমান্য করে পুরোনো ও বাতিল জাহাজ বাংলাদেশে বিক্রি করছে। এতে কোম্পানির পকেটে মুনাফার অর্থ ঢুকছে ঠিকই; কিন্তু তাদের মুনাফার জন্য গুরুতর হুমকিতে পড়েছে বাংলাদেশিদের জীবন ও পরিবেশ।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫২০টি পুরোনো-বাতিল জাহাজ ভাঙা হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক কোনো প্রকার সুরক্ষা উপকরণ ছাড়াই ভেঙেছেন জাহাজগুলো। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কারখানা মালিকরা কাজ করার সময় তাদের গ্লাভস, মাস্ক, জুতা, জাহাজভাঙার জন্য বিশেষ সুরক্ষা পোশাক দিতে চান না। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শ্রমিকরা জানিয়েছেন, ইয়ার্ডগুলোতে কাজ চলার সময় অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। সীতাকুণ্ডের ইয়ার্ডগুলোতে ২০১৯ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন অন্তত ৬২ জন এবং আহত হয়েছেন আরও শত শত শ্রমিক।' গত সপ্তাহেও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছেন দু'জন শ্রমিক।

এ ছাড়াও রয়েছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। ইয়ার্ডগুলো সাগরতীরবর্তী হওয়ায় জাহাজভাঙার কারণে রাসায়নিক ও বিষাক্ত উপাদান সরাসরি সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, যা বঙ্গোপসাগরের ওই এলাকার সমুদ্রের জীববৈচিত্র্যকে রীতিমতো হুমকির মুখে ফেলছে।

DHAKA THURSDAY SEPTEMBER 28, 2023
ASHWIN 13, 1430 BS
The Daily Star

Scrap-based apparel makers in trouble

Businesses in north losing work orders

AHMED HUMAYUN KABIR TOPU, *Pabna*

Md Sharif Hossain, a small garment manufacturer, established a large-scale factory in Pabna sadar upazila a few years ago in a bid to manufacture apparel from garment scraps, locally known as "jhoot", and export to the Indian market.

Manufacturing clothes from garments waste, namely jhoot, presented a tremendous opportunity for small businesses in Pabna over the past three decades. As export facilities grew, businesses expanded into large-scale operations.

Sharif's business was running well for the past decade, but he suddenly closed down his factory last month due to a lack of buyers.

"I used to produce 1.8-1.9 lakh items of clothing each week. Over 100 workers operated 75 sewing machines in my factory. All of my products were supplied to the Indian market. Recently, Indian buyers are hardly coming due to a lack of marketing. I was bound to close my factory," Sharif said.

He used to supply three trucks laden with approximately 4.8 6 lakh pieces of apparel to the Indian market each week.

Now, he is unable to sell one truckload a month.

Other manufacturers in the same line of work have been experiencing similar problems related to a lack of buyers.

"We used to manufacture 2,400 items of clothing a week. Everything went to big traders and exporters for supplying to India. But now they are reluctant to take clothes since they have huge stocks," Md Nasim, another trader of Afuria village, said.

According to the Pabna Hosiery Manufacturing Group, garment products from jhoot used to bring in annual exports of around Tk 300-400 crore.

Now exports amount to around Tk 100 crore, all because the export business has expanded rapidly and in an unsystematic way, traders said.

"When traders got export facilities, many rushed to the manufacturing business without proper business plans. Most of these traders set up a few

machines and started supplying clothes to merchants with export-import licences," Monir Hossain Popy, president of Pabna Hosiery Manufacturing Group, told The Daily Star.

At the beginning, hosiery manufacturers used to sell their products in the local market, but the t-shirts and various clothes are now being exported to India, Malaysia and other neighbouring and Asian countries.

"When export business was in full swing, most of the exporters opened letters of credit (LCs) for a small amount by showing low price of clothes. A majority of clothes are supplied through illegal channels to avoid customs duties. In this way, they reduced the price of our clothes in the international market," Popy said.

Popy used to be an exporter himself, supplying clothes to Indian buyers. But he left the business after not getting timely payments from buyers.

"Each truck has goods worth at least Tk 40 lakh. Everything is collected from small manufacturers in terms of deferred payment. But delays in receiving payment from foreign buyers cause trouble, so I left the business," Popy added.

There are over 1,000 small manufacturing factories in Pabna as well as over 200 big factories established in recent years targeting the export business.

Most of them are closed now, he added.

On the other hand, exporters blamed the reduced demand for such products on the Indian market and the global economic crises for poor sales.

"After the Covid-19 pandemic, the price of our local garment products reduced in the Indian market. Then we experienced huge losses. Now, the demand has reduced in their markets as Indian buyers are buying jhoot from local markets," said Md Mojnu, an exporter who used to supply clothes through LCs.

"Due to repeated losses for the past two years, we are feeling the burden of bank loans. Most of the buyers have stopped coming to us," he said, adding that exports of jhoot, the essential raw material, must be stopped.

শনিবার
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৫ আশ্বিন ১৪৩০

নির্মমতার শিকার গৃহপরিচারিকা এবং কঠোর বাস্তবতা

আব্দুল হাই রঞ্জু

সুমি

গত কবছর ধরে করোনার ভয়াল থাবায় গোটা বিশ্ব তছনছ হয়েছে। যার কবল থেকে আমরাও মুক্তি পাইনি। তবে করোনা প্রতিরোধে সরকারের ভ্যাকসিন কর্মযজ্ঞ সেই ভয়াবহতাকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখনো বাংলাদেশ পুরোপুরিভাবে করোনা মুক্ত হতে পারেনি। যদিও আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার খুব কম। আবার ডেঙ্গুর কবলে বাংলাদেশ অনেকটাই যেন অসহায় হয়ে পড়েছে! প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে না; বরং প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। আমরা জানি, ডেঙ্গুর বাহক একমাত্র মশার কামড়। তবে সব মশা নয়, এডিস মশা কামড়ালে ডেঙ্গুতে মানুষ আক্রান্ত হয়। অথচ মশা নিধনে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ বাড়লেও মশা নিধনে সিটি করপোরেশন যে পুরোপুরি ব্যর্থ, যা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ফলে জনজীবনে ডেঙ্গু আতংক প্রতিটি মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিনই মৃত্যুবরণ করছে সম্ভাবনাময় কত মানুষ। বিশেষ করে, শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গুতে মারা গেছে অনেক শিশু। এর শেষ কোথায়, তা কারও জানা নেই।

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে 'আক্রান্ত সুমি দেখল মায়াহীন বাস্তব' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে দেখলাম, ঢাকার কমলাপুর এলাকায় এক দম্পত্তির বাসায় মাসিক এক হাজার টাকায় কাজ করত ১০ বছর বয়সী শিশু সুমি। জ্বরে আক্রান্ত হলে বাসায় কাজের ছেলে আজিজুলকে দিয়ে মুগদা হাসপাতালে ভুয়া অভিভাবক রুহুল আমিন নামে ভর্তি করে রেখে যায়। সুমি হাসপাতালের মেঝেতে দুদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর ওর ভাগ্যে বেডের দেখা মিলে। কিন্তু অভিভাবকহীন একা সুমির দেখভাল করার মতো কেউই ছিল না। চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর স্বজন নার্গিস বেগমের মায়া হয় অসহায় সুমির জন্য। নার্গিস বেগম সুমির জন্য নতুন জামা কাপড় ও খাবার কিনে আনে। অথচ সুমির গৃহকর্তা একজন মানবাধিকার কর্মী হওয়ার পরও নিজে কিংবা তার স্ত্রীও সুমিকে দেখতে একবারের জন্যও হাসপাতালে আসেননি। কী নির্মমতা! মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন গৃহকর্তা নুরউদ্দিন। ওনার কাছ থেকে বাসার কাজের শিশু মেয়ের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা, দায়িত্বহীনতা কোনোভাবেই আশা করা যায় না। আর গৃহকর্ত্রী আশা যাকে সুমি 'ম্যাডাম' বলে ডাকতেন, তারও একবারের জন্য মন গলেনি। অথচ অন্য রোগীর স্বজন নার্গিস বেগমের খারাপ লেগেছে সুমির কষ্ট দেখে। এটাই বাস্তবতা; সবাই যে অমানুষ নয়, নার্গিস বেগমের মতো হৃদয়বান মানুষ তা প্রমাণ করলেন।

সুমির শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ওকে অক্সিজেন দিতে হতো দিনে কয়েকবার করে। শ্বাস কষ্টও ছিল প্রচুর। ভাগ্যিস মিডিয়ার বদৌলতে সমাজকল্যাণ দপ্তরে আসে সুমির দুরবস্থার বাস্তব চিত্র। এখন সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে সুমির চিকিৎসার খরচ বহন করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সুমির ভাগ্যে কী আছে, তা হয়তো কারও জানা নেই। তবে খবরে যতটুকু জেনেছি, ওর শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। আমরাও আশা করি, সুমি সুস্থ হয়ে উঠুক। মায়ায় ভরা মুখখানা দেখলাম, পত্রিকার পাতায়। সুমির বাবা বিলম্বে হলেও খবর পেয়েছে, তার আদরের সুমি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ওর বাবা হযরত আলী জামালপুর থেকে ছুটে এসেছেন হাসপাতালে। দরিদ্র বাবা হযরত আলীর কিই বা করার আছে? তিনি নিজেও অসুস্থ। বড় মেয়ের বিয়ে হলেও বাকি পাঁচ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অতি কষ্টের সংসার হযরত আলীর। তা নাহলে আদরের শিশু সুমিকে মাসিক এক হাজার টাকার বিনিময়ে কি ঢাকা শহরে অন্যের বাসায় কাজ করতে দিত? অথচ এই বয়সে সুমির হাতে থাকার কথা ছিল বই আর কলম। দুর্ভাগ্য, বই কলমের বদলে অন্যের বাসায় কাজ করে নিজের পরিবারকে সাহায্য করছে অসহায় সুমি।

বাস্তবতা হলো, এমনি হাজারো সুমি গোটা দেশে সর্বত্র বিরাজমান। যাদের করুণ কাহিনি হয়তো সবার জানার কথাও নয়। তবে প্রতিবেশী অনেকেরই জানা আছে, দরিদ্র এসব পরিবারের নিত্যদিনের করুণ আহাজারি। যারা মফস্বল শহর কিংবা গ্রামে বসবাস করি, আমাদের চোখের সামনে এমনি হাজারো সুমির পরিণতি নিজের চোখে হরহামেশাই দেখছি।

অতিসম্প্রতি চিকিৎসাজনিত কারণে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। খুব সকালে দেখলাম ফুটপাতে সারি সারি কত মানুষ শুয়ে আছে। সিটি করপোরেশন বা সরকারের তরফে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, দিনে কিংবা রাতে ঘুমানোর সময় যেন মশারি ব্যবহার করা হয়। ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার কবল থেকে বাঁচার অবলম্বন মশারি ব্যবহার। অথচ ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষকে খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে মশারিবিহীন ঘুমাতে হচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ড্রেনের পাশে ওরা নির্বিঘ্নে ঘুমাতে চাইলেও দেখলাম হাত দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে আর ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। কারও যেন করার কিছুই নেই! এই হলো বাস্তবতা!

অথচ স্বপ্ন ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, খাদ্যনিরাপত্তা নি[illegible] হবে। শোষণ-বঞ্চনা দূর হবে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন আজও হয়নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছেই। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানও অনেক বেড়েছে। দেশে কোটিপতির সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। দেশের অর্থ বিদেশে দেদার পাচার হচ্ছে। বিনিয়োগ বাড়ছে না। ফলে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে না। উল্টো বেকারত্ব প্রতিনিয়তই বাড়ছে। মানুষ গ্রাম ছেড়ে নগর, মহানগরে ছুটছে। ফলে মেগাসিটি ঢাকার জনসংখ্যা বেড়ে দুই কোটি হয়েছে। ভাসমান বিপুল এসব মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় নগর মহানগরের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্যের কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিণামে মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ছে। নানা রোগজীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ডেঙ্গুর মতো রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আবার দুর্নীতি নামক অভিশাপে জনগণের অর্থের অপচয়ও রোধ হচ্ছে না। ফলে ওষুধ ছিটিয়েও এখন আর মশা মরে না। মশা যেন হয়ে গেছে পরাক্রমশীল শক্তিধর মৃত্যুদানব!

এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার দুটোই বেশি। এ অবস্থা যে মহামারীর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে অজুহাতই দেন না কেন, বাস্তবতা হলো মশা নিধন কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে। আর ভালো মানের ওষুধ আমদানি করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে, মশা নিধন করতে না পারলে ডেঙ্গুর অভিশাপ থেকে দেশের মানুষকে বাঁচানো যাবে না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি দেশের মানুষকেও সচেতন হতে হবে।

লেখক : কৃষি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক
ahairanju@gmail.com

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৩

কানাডার শ্রমবিষয়ক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান কানাডা সরকারের আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসরকার শ্রমবিষয়ক মহাপরিচালক রাকেস্ক প্যাট্রি এবং দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক শ্রমবিষয়ক পরিচালক পিয়েরে বাউচার্ডের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ঢাকায় কানাডার হাইকমিশনে গতকাল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস, সিনিয়র ট্রেড কমিশনার ডেব্রা বয়েস, হেড অব কো-অপারেশন জো গুডিংস, সেকেন্ড সেক্রেটারি পলিটিক্যাল সিওবান কের এবং বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনে সিনিয়র ট্রেড কমিশনার কামাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সহসভাপতি মিরান আলী, বিজিএমইএ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন লেবার অ্যান্ড আইএলও অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান আ ন ম সাইফুদ্দিন এবং বিজিএমইএ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন মিশন সেলের চেয়ারম্যান শামস মাহমুদ।

বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং এলডিসি পরবর্তীকালে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শ্রমিকদের অধিকার এবং পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটির ক্ষেত্রে শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে তুলে ধরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। তিনি শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য চলমান প্রচেষ্টা, বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম আইন সংস্কারের উদ্যোগ এবং ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনার ওপর আলোকপাত করেন।

কানাডাকে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে অভিহিত করে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে কানাডা বাংলাদেশের জন্য অনুকূল বাণিজ্য প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখবে। তিনি উভয় দেশের একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনার ওপর জোর দেন।

বণিকবার্তা বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৩

নারী শ্রমিকরা গ্রামমুখী হচ্ছেন

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা যথাযথ মূল্যায়ন পাচ্ছেন না

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি নির্মাণে নারীর ভূমিকা কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল গণ্য করে। যে কারণে কর্মক্ষেত্রে নারী যথাযথ আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলে নারীর শ্রমের মূল্য ও কাজের পরিবেশ পুরুষের তুলনায় ভারসাম্যপূর্ণ না হওয়ায় নারী শ্রমিকরা গ্রামমুখী হচ্ছেন এমন পরিসংখ্যান উঠে এসেছে।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ সব খাতের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে এক দশক ধরে নারীদের জন্য সংকুচিত হচ্ছে শহরের কর্মসংস্থান, যার প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। বিপরীতে এ সময়ে গ্রামে তাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে। এছাড়া অনেকে অভিবাসী হিসেবে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে নারীর শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান হ্রাস ও গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শহরে শিল্পায়নের প্রসার, কর্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি এবং নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও জীবনযাত্রার ধারাবাহিক ব্যয় বৃদ্ধি, কভিড-পরবর্তী প্রভাব ও মূল্যস্ফীতির কারণে নারীরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট ৭ কোটি ৩৪ লাখ শ্রমশক্তি রয়েছে। এর মধ্যে ৪ কোটি ৭৪ লাখ পুরুষ ও ২ কোটি ৫৯ লাখ নারী। ২০১৩ সালে গ্রামীণ এলাকায় নারী শ্রমশক্তি ছিল ১ কোটি ২৩ লাখ, যা ২০২২ সালে ২ কোটি ৯ লাখে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র দেখা যায় শহর এলাকায়। ২০১৩ সালে ৪৫ লাখ নারী শ্রমশক্তি শহর এলাকায় কাজ করলেও ২০২২ সালে তা ৪০ লাখে দাঁড়ায়। শতাংশের হিসাবে এক দশকে গ্রামে ১৭ দশমিক ১৯ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি বেড়েছে। অন্যদিকে শহরে এক দশকে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমশক্তি কমেছে।

এভাবে শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ হ্রাস মোটেও ইতিবাচক ইঙ্গিতবাহী নয়। এতে অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরির শঙ্কা রয়েছে। কারণ নারী-পুরুষের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। তবে হঠাৎ করে এমন প্রেক্ষাপট তৈরির পেছনে কভিড মহামারীকে দায়ী করা হচ্ছে। তখন অনেক নারী শ্রমিক শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যান। পরবর্তী সময়ে কভিড নিয়ন্ত্রণে এলেও শহরে ফিরে এসে জীবনযাপনের উচ্চ ব্যয়ের ধকল সামলাতে না পেরে আবারো গ্রামে চলে যেতে হয়েছে।

এদিকে গার্মেন্ট ও উৎপাদন শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ কমায় শহর এলাকায় নারী শ্রমশক্তি কমে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) ভাষ্য অনুযায়ী, আগে গার্মেন্ট ও অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে নারী শ্রমিকরাই কাজ করতেন। আশির দশক থেকে শুরু করে চলতি শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত নারীর কর্মসংস্থান বেশি ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার যতটা বেড়েছে, তত বেশি নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ কমে পুরুষ শ্রমিকের আধিক্য তৈরি হচ্ছে। সাধারণ কাজেও পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আশির দশকে গার্মেন্ট খাতে নারীর অংশগ্রহণ ৯০ শতাংশ থাকলেও এখন তা ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তবে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে ভিন্নমত পাওয়া গেছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেড়েছে, সে অনুযায়ী বেতন বাড়েনি, যে কারণে তরুণীরা শহরে কাজ করতে আর আগ্রহ পাচ্ছেন না। আবার শহর এলাকাগুলোয় নারীরা অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করেন। পরিসংখ্যান তৈরির সময় সেগুলো কতটুকু ধরা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি থাকার বিষয়টিও উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনভিত্তিক ব্যবসায় বহু নারী কাজ করেছেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে শহর এলাকায় আগে যারা আনুষ্ঠানিক উপায়ে কাজ করতেন সেগুলোর তথ্য সংরক্ষণ হতো। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে অনানুষ্ঠানিক কাজে যোগদান করলে সে তথ্য সংরক্ষণ না হলে পরিসংখ্যানে প্রকৃত বিষয় উঠে আসতে নাও পারে।

সব মিলিয়ে কভিড, শহরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়ে বলা হলেও এক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অবহেলার বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ গার্মেন্টসে পুরুষরা কাজ করলে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করানো যায়। মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হয় না, এছাড়া নানা সুবিধা আছে। সেজন্য গার্মেন্টসে পুরুষরা নারীদের তুলনায় অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। অন্যদিকে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) ভাষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো পুরুষরা করেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দেখা যায় না। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক কাজে নারীরা অনেক বেশি সহায়তা করতে পারেন। কাজ হিসেবে কৃষিকাজ ঝুঁকিপূর্ণ নয়। সেখানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগও অনেক বেশি।

তাছাড়া শিল্পায়নের কারণে এখন নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। দেশের প্লাস্টিক খাতে ৮০ শতাংশ পুরুষ ও ২০ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি হিসেবে কাজ করছেন। বড় কারখানাগুলোয় নারী শ্রমশক্তির হার ৩০ শতাংশ হলেও মাইক্রো পর্যায়ের কারখানাগুলোয় তা মাত্র ৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র কারখানায় ২১ ও মাঝারি মানের কারখানায় ২৫ শতাংশ নারী শ্রমিক কাজ করেন।

অন্যদিকে শহরে নারী শ্রমশক্তি কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে নারীর অভিবাসনকে দেখা হচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এক লাখের কম নারী শ্রমশক্তি বৈদেশিক কর্মসংস্থান গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার কর্মী পাঠানো হয়। ২০১৫-১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর দেশের বাইরে যাওয়া নারী অভিবাসীর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায়। এরপর ২০২০ ও ২০২১ সালে কমলেও ২০২২ সালে ফের নারী অভিবাসীর হার লাখ ছাড়ায়।

সব মিলিয়ে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ না থাকা, মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং গ্রামে কম ঝুঁকিপূর্ণ কৃষিকাজে নিয়োজিত হওয়ায় নারীর গ্রামমুখিতা বাড়ছে। এক্ষেত্রে শহরে কাজ করায় নারীর আয়ের যে স্বাধীনতা ছিল, তা হারিয়ে যাচ্ছে। এতে সর্বোপরি অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এজন্য শহরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাহলে নারী-পুরুষের আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে না এবং অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

বণিকবার্তা শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১, ২০২৩

মালয়েশিয়া থেকে রেমিট্যান্স আহরণ ও জনশক্তি রফতানির তুলনামূলক চিত্র

	এপ্রিল-জুন ২০২২	জুলাই-সেপ্টে. ২০২২	অক্টো.-ডিসে. ২০২২	জানু.-মার্চ ২০২৩	এপ্রিল-জুন ২০২৩
জনশক্তি রফতানি	৫৪	৫,২৭৩	৪৪,৭২৯	৮২,৮৯৩	৯৫,১৯৩
রেমিট্যান্স (কোটি ডলার)	২৬.৪৬	৩২.৪৮	২১.৮৭	২৮.৭৬	২৯.৪৮

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

মালয়েশিয়ায় ৯ মাসে ২ লাখের বেশি লোক গেলেও রেমিট্যান্সে প্রভাব নেই

মেহেদী হাসান রাহাত ■

বাংলাদেশ থেকে গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ২ লাখ ২২ হাজার ৮১৫ কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন। সে হিসেবে প্রতি মাসে গেছেন প্রায় ২৫ হাজার কর্মী। যদিও দেশটি থেকে আসা রেমিট্যান্সে বড় অংকের এ জনশক্তি রফতানির প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। মূলত হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠানোর কারণে মালয়েশিয়া থেকে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহে ভাটা পড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় ভূমিকা পালনের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় যান ৫৪ কর্মী। এ সময়ে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স আসে ২৬ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। একই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে দেশটিতে ৫ হাজার ২৭৩ কর্মী যাওয়ার বিপরীতে রেমিট্যান্স আসে ৩২ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। ২০২২ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে কর্মী যান ৪৪ হাজার ৭২৯ জন এবং এ সময়ে রেমিট্যান্স আসে ২১ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে মালয়েশিয়ায় ৮২ হাজার ৮৯৩ কর্মী রফতানির বিপরীতে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ২৮ কোটি ৭৬ লাখ ডলার। সর্বশেষ এ বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে ৯৫ হাজার ১৯৩ কর্মী গেছেন এবং এ সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ২৯ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানির সংখ্যা ও রেমিট্যান্স আহরণের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় এর পরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে জনশক্তি রফতানি সাড়ে আট গুণ বাড়লেও এ সময়ে রেমিট্যান্সের পরিমাণ প্রায় ৩৩ শতাংশ কমে। এর পরের প্রান্তিকগুলোয়ও দেশটিতে যে হারে জনশক্তি রফতানি বেড়েছে সে হারে রেমিট্যান্স বাড়েনি।

মালয়েশিয়ার বাংলাদেশী প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সেখানকার পাম বাগানে অনেক বাংলাদেশী কাজ করেন। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা পাম বাগানে কর্মরত এসব শ্রমিকের মধ্যে কাউকে কাউকে তাদের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়। এসব এজেন্ট শ্রমিকদের কাছ থেকে বেতনের অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশে থাকা চক্রের সদস্যের মাধ্যমে শ্রমিকদের পরিবারের কাছে টাকা পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় শ্রমিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা বৈদেশিক মুদ্রা চলে যায় দেশটিতে সেকেন্ড হোম প্রকল্পসহ অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের কাছে। এভাবেই সেখানে হুন্ডির একটি বিশাল শৃঙ্খল গড়ে উঠেছে।

জনশক্তি রফতানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) সভাপতি মোহাম্মদ আবুল বাশার বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশে যাওয়া প্রবাসীদের প্রায় সবাই চাকরি পেয়েই সেখানে যান। ২ শতাংশের মতো হয়তো চাকরি ছাড়া যেতে পারেন কিংবা যাওয়ার পর চাকরিহীন হয়ে যান। বিদেশ থেকে কীভাবে দেশে রেমিট্যান্স আসবে সেটি বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নজরদারির দরকার ছিল। কিন্তু তারা কি সেটি করেছে? করেনি। মালয়েশিয়ায় যারা হুন্ডির ব্যবসা করে তারা কারখানায় গিয়ে সেখানকার কর্মীদের হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করে। এ চক্রের সহায়তায় প্রবাসী শ্রমিকরা সহজে ও কম ঝামেলায় দেশে টাকা পাঠাতে পারছেন, অন্যদিকে টাকাও বেশি পাচ্ছেন। ফলে তারা হুন্ডিকেই দেশে টাকা পাঠানোর চ্যানেল হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। অন্যদিকে বিদেশে যাওয়া প্রবাসীদের অনেকেই শিক্ষিত নন ও অদক্ষ। তারা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সব প্রক্রিয়া অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না। এক্ষেত্রে তারা সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে গেলে তেমন কোনো সহায়তাও পান না। এ কারণেও প্রবাসীরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।'

সার্বিকভাবে দেশ থেকে বিদেশে যাওয়া জনশক্তির সংখ্যা যে হারে বাড়ছে,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মালয়েশিয়ায় ৯ মাসে ২ লাখের

১ম পৃষ্ঠার পর

সে হারে দেশে রেমিট্যান্স বাড়ছে না। সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখ ৩৭ হাজার ৯৩১ কর্মী বিদেশে যান। এর আগের অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৯ লাখ ৮৮ হাজার ৯১০ জন। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৭ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। এর আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ ডলার।

দেশে বিনিময় হারে পার্থক্যের কারণে বেশি টাকা পাওয়ার আশায় হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্সের অর্থ আসা বেড়ে গেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমনকি সরকারের প্রণোদনার চেয়েও হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠালে বেশি লাভ পান প্রবাসীরা। এক্ষেত্রে বিনিময় হারকে একীভূত ও বাস্তবসম্মত করতে না পারার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায় রয়েছে বলে মনে করছেন তারা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের জানুয়ারি শেষে দেশে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ৮৬ টাকা। চলতি বছরের জুলাই শেষে এ হার দাঁড়িয়েছে ১০৯ টাকায়। সর্বশেষ গতকাল আন্তঃব্যাংক ডলারের সর্বোচ্চ দর ছিল ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। যেখানে কার্ব মার্কেটে গতকাল ডলারের সর্বোচ্চ দর ছিল ১১৭ টাকা ৬০ পয়সা।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'পরিসংখ্যান বলছে গত অর্থবছরে বিদেশে জনশক্তি রফতানির সংখ্যা বেড়েছে। গড়ে প্রতি মাসে প্রায় এক লাখ করে জনশক্তি বিদেশে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়ায় বেশ বড় সংখ্যক প্রবাসী গেছেন। জনশক্তি রফতানি বাড়লেও সে অনুপাতে রেমিট্যান্স না আসার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে যারা বিদেশে যাচ্ছেন ভিসা বাণিজ্যের কারণে তাদের বিদেশী মুদ্রায় একটি ব্যয় রয়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, এটি কমপক্ষে দেড় হাজার থেকে ৩ হাজার ডলার হয়ে থাকে। ফলে যে রেমিট্যান্স আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে আসত সেটি অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে গত বছর যারা বিদেশে গেছেন তাদের পাঠানো আয়ের কারণে এ বছর তো অন্তত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রভাব দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটি দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের মুদ্রাবাজারের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজারদরে পার্থক্য। আনুষ্ঠানিক মাধ্যমের তুলনায় হুন্ডির মতো অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে ডলারের দাম বেশি পাওয়ার কারণে প্রবাসীরা এ মাধ্যমেই দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন।'

মালয়েশিয়ান বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, দেশটির আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো চলতি বছর বেশ কয়েকবার হুন্ডি ও অর্থ পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে। এর মধ্যে গত এপ্রিলে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করার অভিযোগে ১২ বাংলাদেশীসহ ২৯ জন অভিবাসীকে গ্রেফতার করে দেশটির অভিবাসন বিভাগ। কুয়ালালামপুর ও সেলাঙ্গরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এসব হুন্ডি কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিবাসন মহাপরিচালক দাতুক রুসলিন জুসোহ সে সময় জানিয়েছিলেন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশী তিনজন অভিবাসী লাইসেন্সবিহীন হুন্ডি ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এমন খবর পেয়ে ১০টি স্থানে অভিযান চালানো হয়। হুন্ডি কারবারিরা কর্তৃপক্ষের নজর ফাঁকি দিতে রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, কসমেটিকস আউটলেট ও ইলেকট্রনিক পণ্যের দোকানি পরিচয়ের আড়ালে প্রবাসীদের দেশে অর্থ পাঠানোর কাজে সক্রিয় ছিল। অভিযানে নগদ হুন্ডির জন্য রাখা ৩ লাখ ৫২৭ রিঙ্গিত, মোবাইল ফোন, রেকর্ড বই এবং বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার রেমিট্যান্সের নথিপত্র জব্দ করা হয়।

সর্বশেষ গত জুলাইয়েও দেশটিতে অর্থ পাচারবিরোধী একটি অভিযান চালানো হয়। ওই অভিযানে ৩ কোটি ৮০ লাখ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত, ২০০ কেজি স্বর্ণ এবং ১৭টি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করা হয়। মালয়েশিয়ার দুর্নীতিবিরোধী কমিশনের (এমএসিসি) নেতৃত্বে ছয়টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স অভিযানটি চালায়। এ অভিযানে মালিক গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আবদুল মালিক দস্তগীরকে আটক করা হয়। অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন ও বেআইনি কর্মকাণ্ডবিরোধী আইনে তাকে আটক করা হয়। যদিও তিনি পরে আদালতের আদেশে জামিন পান। আবদুল মালিক দস্তগীর মালয়েশিয়ায় 'দাতো মালিক' হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। দাতো মালিক মালয়েশিয়ায় কর্মী নেয়ার ক্ষেত্রে কথিত সিন্ডিকেটের হোতা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ান নাগরিক দাতো শ্রী আমিনের প্রধান সহযোগী। তার মাধ্যমেই দাতো শ্রী আমিন মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো বিভিন্ন কোম্পানির অনুমোদন নিয়েছে। দাতো শ্রী আমিনের কোম্পানি বেস্টিনেট ও মালয়েশিয়ান প্রতিষ্ঠান কেএসএম কর্মী পাঠানোর মিডিয়া হিসেবে কাজ করেছে।

ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্প্রতি মালয়েশিয়া থেকে দেশে রেমিট্যান্স আনার বিষয়ে প্রবাসীদের উৎসাহিত করতে দেশটিতে সফর করেন। সেখানে ব্যাংকটির এক্সচেঞ্জ হাউজ রয়েছে। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমি সেখানে গিয়ে প্রবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে তাদের অনেকেই হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন। তাদেরকে আমি অপ্রাতিষ্ঠানিক এ চ্যানেলের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি।'

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

প্রবাসী আয় বাড়ছে না, কর্মী যাওয়া বেড়েছে

জনশক্তি রপ্তানি

টাকা পাচার ও হুন্ডি-বাণিজ্য বড় বাধা। ডলারের দরে পার্থক্য থাকায় খোলাবাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না ব্যাংক।

- টানা ২১ মাস ধরে লাখের বেশি কর্মী গেছেন মাসে।
- ২০২২ সালে প্রবাসী আয় কমেছিল সাড়ে ৩ শতাংশ।
- এ বছর প্রথম ৭ মাসে আয় বেড়েছে দেড় শতাংশ।
- সর্বশেষ জুলাইয়ে আয় কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

বিভিন্ন দেশে থাকা পুরোনো কর্মীদের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হচ্ছেন লাখো কর্মী। গত ১ বছর ৯ মাসে গড়ে প্রতি মাসে লাখের বেশি কর্মী গেছেন বিভিন্ন দেশে। অথচ এত কর্মীর তুলনায় প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) তেমন বাড়ছে না। আগের বছরের তুলনায় গত বছর দ্বিগুণ কর্মী গেলেও প্রবাসী আয় কমেছে সাড়ে ৩ শতাংশ।

প্রবাসী খাত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রবাসী আয় কমার কোনো কারণ নেই। দেশে প্রবাসীদের টাকা আগের চেয়ে বেশি হারেই আসছে। কিন্তু বৈধ পথে না আসায় তা কোনো হিসাবে যুক্ত হচ্ছে না। এতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মজুত বাড়ানোর সবচেয়ে বড় দুই ভরসা হচ্ছে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়। প্রবাসী আয় না বাড়লে মজুত বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথচ প্রবাসী আয় বাড়াতে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, এ বছরের প্রথম সাত মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ১ হাজার ৩০৯ কোটি ডলার। এটি গত বছরের প্রথম সাত মাসের চেয়ে কিছুটা বেশি। গত বছর একই সময়ে প্রবাসী আয়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসী আয় বাড়ছে না, কর্মী যাওয়া বেড়েছে

এসেছিল ১ হাজার ২৮৯ কোটি ডলার। আর গত বছরের শেষ পাঁচ মাসে এসেছিল ৮৪০ কোটি ডলার। এ হিসাবে এ বছর প্রবাসী আয় আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়তে পারে। তবে তা খুব বেশি হবে না। যদিও গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় এবার জুলাইয়ে প্রবাসী আয় কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এ ধারায় চলতে থাকলে আগের বছরের চেয়ে কমবে প্রবাসী আয়।

করোনা মহামারি শুরুর পর বড় ধাক্কা খেয়েছিল বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, আগের বছরে সাত লাখের বেশি কর্মী বিদেশে গেলেও ২০২০ সালে এটি দুই লাখে নেমে আসে। এরপর ২০২১ সালে এটি বেড়ে ৬ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এরপর গত বছর বিভিন্ন দেশে গেছেন ১১ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি কর্মী। এটি দেশের ইতিহাসে এক বছরে বিদেশে যাওয়ার রেকর্ড। এর আগে ২০১৭ সালে ১০ লাখ পার হয়েছিল। এ বছরও এ ধারা অব্যাহত আছে। বছরের প্রথম সাত মাসেই বিদেশে গেছেন প্রায় সাড়ে ৭ লাখ কর্মী। অথচ প্রবাসী আয়ে গতি কম।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন *প্রথম আলো*কে বলেন, নতুন নতুন শ্রমবাজার তৈরি করা, বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়ানো, যত বেশি পারা যায় দক্ষ কর্মী পাঠানো, কর্মী দেশ ছাড়ার আগে তিন দিনের প্রশিক্ষণে তাঁদের সব বিষয়ে অবহিত করার কাজটি করছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এতে রেকর্ড পরিমাণ কর্মী বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। এমনকি বৈধ পথে দেশে টাকা পাঠানোর জন্য কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বড় বাধা পাচার ও হুন্ডি-বাণিজ্য

বিভিন্ন পথে বিদেশে টাকা পাচার বেড়ে যাওয়া, ব্যাংকের চেয়ে খোলাবাজারে ডলারের মান পার্থক্য বেশি হওয়ায় কমেছে প্রবাসী আয়। রেকর্ড হারে কর্মসংস্থানের মধ্যে প্রবাসী আয় কমার কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে মনে করছেন রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকেরা। তাঁরা বলছেন, যাঁরা গত বছর টাকা পাঠিয়েছেন, তাঁরা বিদেশেই আছেন। এর সঙ্গে লাখো কর্মী নতুন যোগ দিচ্ছেন। করোনার পর চাকরির বাজারও স্বাভাবিক হয়েছে। তাই আগের মতো বকেয়া বেতনের ঘটনা নেই। এতে তো দেশে টাকা পাঠানোর পরিমাণ বাড়ার কথা; কিন্তু বাড়ছে না। ডলারের টালমাটাল পরিস্থিতি সব বদলে দিচ্ছে। ব্যাংকের চেয়ে ডলারের দাম খোলাবাজারে বেশি পাওয়া যায়।

বিদেশে মাত্র ২ শতাংশ কর্মী গেছেন সরকারি ব্যবস্থাপনায়। আর বেসরকারি খাতে প্রতিটি ভিসা নিয়ে একটি বাণিজ্য হয়। বিদেশে কর্মী পাঠানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে একটি ভিসা নিতে অন্তত ৫০০ মার্কিন ডলার লেনদেন হয়। বৈধ পথে বিদেশে টাকা পাঠানোর সুযোগ না থাকায় এ টাকা যায় হুন্ডির (অবৈধ লেনদেন) মাধ্যমে। যত বেশি কর্মী যাবেন, তত বেশি টাকা পরিশোধ করতে হবে। তাই কর্মী যাওয়া বেড়ে যাওয়ায় দেশে ডলার আসা কমে গেছে।

এ বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, পুরোনোদের সঙ্গে গত দুই বছরে ২০ লাখের বেশি নতুন কর্মী যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন দেশে। তাঁরা তো টাকা পাঠাচ্ছেন। তাহলে প্রবাসী আয় তো কমার কথা নয়। অনানুষ্ঠানিক পথে ৩০০ ডলার পাঠালে একজন কর্মী আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা বেশি পান। এটা বন্ধ করতে হলে সরকারি প্রণোদনা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে ব্যাংকগুলোর প্যাকেজ চালু করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রণোদনা বাড়ানো হলে বা ব্যাংকে ডলারের বিনিময় হার বাড়ানো হলে খোলাবাজারেও তা বাড়বে। এভাবে হুন্ডির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কখনো পারা যাবে না। মানুষকে বোঝাতে হবে, তাঁরা অবৈধ পথে লেনদেন করে অন্যায় করছেন। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটা জনগণ যত দিন না বুঝবেন, তত দিন ঠিক হবে না। এ ছাড়া হুন্ডি বন্ধে কাজ চলছে। হুন্ডির অভিযোগে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০টি ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হচ্ছে।

খোলাবাজারের সঙ্গে পারছে না ব্যাংক

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, করোনা মহামারি শুরুর পর প্রবাসীরা বাধ্য হয়ে ব্যাংকে টাকা পাঠানো শুরু করেন। যার ফলে রেকর্ড প্রবাসী আয় আসে। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলে ডলারের সীমান্ত অতিক্রম কমতে থাকে। তাই দেশের রিজার্ভও বাড়ছে না। ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠানো প্রবাসী আয়ে সরকার আগে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিত। গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে প্রণোদনার হার বাড়িয়ে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়। যদিও এটি ৪ শতাংশ করার প্রস্তাব ছিল প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা পাঠানোর খরচ নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। এতে দেখা যায়, দেশে ১০০ টাকা পাঠাতে গড়ে ৩ টাকার বেশি খরচ হয় একজন প্রবাসী কর্মীর। সবচেয়ে বেশি প্রবাসী থাকেন সৌদি আরবে। দেশটি থেকে বাংলাদেশে ১০০ টাকা পাঠাতে খরচ হয় প্রায় সাড়ে ৩ টাকা। একজন প্রবাসী কর্মী ব্যাংকে ১০০ টাকা পাঠালে প্রণোদনাসহ ১০২ টাকা ৫০ পয়সা পাবেন। কিন্তু খরচ হচ্ছে গড়ে ৩ টাকা। এতে দেশে তাঁর পাঠানো ১০০ টাকা থেকে ৫০ পয়সা কমে যাবে। এ ছাড়া সবচেয়ে বেশি পার্থক্য এখন ডলারের দামে। ব্যাংকের চেয়ে খোলাবাজারে প্রতি ডলারের দাম ৭ থেকে ৮ টাকা বেশি। প্রণোদনার চেয়েও কর্মী বেশি লাভ পাচ্ছেন ব্যাংকের বাইরে টাকা পাঠিয়ে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো কর্মীর বেশির ভাগের আয় মাসে ২০০ থেকে ৩০০ ডলার। একজন কর্মী এক ডলারের বিনিময়ে বাজারে ৮ টাকা বেশি পেলে তিনি কোনোভাবেই ব্যাংকে তা পাঠাবেন না। তাই ব্যাংক থেকে ডলারের সঠিক দাম দিতে হবে।

গত ২৮ আগস্ট *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত লেখায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ডের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. বিরূপাক্ষ পাল বলেছেন, 'ডলারের দাম ১০৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৫ টাকার ওপরে তুলতে হবে। এই সময়ে বাজার থেকে ডলার কিনতে গেলে ১১৬ টাকা লাগছে। হুন্ডিওয়ালা যদি এই দাম দেয় আর কারও যদি হুন্ডিওয়ালার সঙ্গে পরিচয় থাকে, তাহলে কোন বোকা অফিশিয়াল চ্যানেলে টাকা পাঠাবে? সদ্য সমাপ্ত ২০২৩ অর্থবছরে সরকার ২২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে। কিন্তু অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স ঢুকেছে আরও কমপক্ষে ১৫ বিলিয়ন ডলার, যা বিশেষজ্ঞরা অনুমান করে থাকেন। ডলারের সঠিক দাম না দিলে এই অবৈধ চ্যানেল কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না।'

ব্যাংকে আনতে হবে প্রবাসীদের

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরু বলছে, গত বছর অভিবাসন বাড়লেও প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল নেতিবাচক। কর্মসংস্থান বাড়া-কমার প্রভাব পড়তে দুই বছর সময় লাগে। সে সময়ও ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। এখন মূলত ডলারের বিনিময় হারের পার্থক্যের কারণেই প্রবাসী আয় বাড়ছে না।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রপ্তানি শিল্প, কৃষিসহ নানা খাতে ব্যাংকের বিভিন্ন প্যাকেজ আছে। অথচ প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা নিয়ে কোনো প্রচার নেই। ব্যাংকের নিয়মিত গ্রাহক হলে সহজ শর্তে ঋণসুবিধাসহ নানা সহায়তার প্যাকেজ দিতে পারে ব্যাংক। অবৈধ পথে পাঠিয়ে টাকা হারানোর ঝুঁকিটাও বোঝাতে হবে প্রবাসীদের। ব্যাংকে ডলারের বিনিময় হার আরও বাড়িয়ে খোলাবাজারের কাছাকাছি করতে হবে। সরকারি প্রণোদনা অন্তত ৫ শতাংশ করতে হবে। হুন্ডির চেয়ে ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে যদি একই রকম সুবিধা পাওয়া যায়, তাহলে প্রবাসীরা উদ্বুদ্ধ হবেন। আর এটি করা হলে ২ হাজার ২০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার কোটি টাকা করা সম্ভব প্রবাসী আয়।

রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলো*কে বলেন, দেশে প্রবাসীদের টাকা আসছে অনানুষ্ঠানিক পথে। তাঁদের টাকা ব্যাংকে নিতে হলে অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারের সমান সুবিধা দিতে হবে। না হলে কখনোই একজন কর্মী জেনে-বুঝে লোকসান করবেন না। প্রবাসী আয় নিয়ে সরকারের চাহিদা থাকলে বাজার ও ব্যাংকের দূরত্ব ঘোচাতে হবে। টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। ব্যাংকের ওপর আস্থা ফেরাতে হবে। এটা এখন সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে।

বণিকবার্তা সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৩ ।

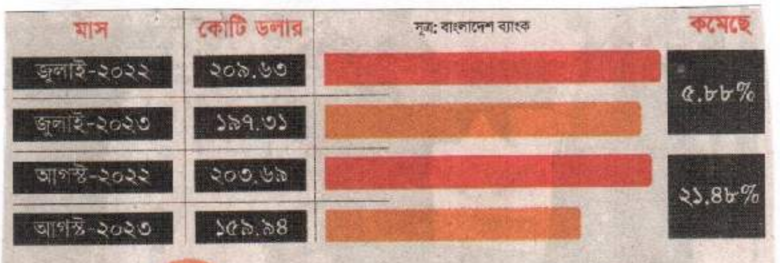

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ

২০২২ সালের জুলাই ও আগস্টে মোট রেমিট্যান্স আসে	২০২৩ সালের জুলাই ও আগস্টে মোট রেমিট্যান্স এসেছে	এ হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে	গত আড়াই বছরে বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশী শ্রমিকের সংখ্যা
৪১৩ কোটি ৩২ লাখ ডলার	৩৫৭ কোটি ২৬ লাখ ডলার	১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ	২৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৮

রেমিট্যান্সে বিপর্যয় অব্যাহত

আগস্টে রেমিট্যান্স কমেছে ২১ দশমিক ৪৮%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

হুন্ডির বাজার শক্তিশালী হয়ে ওঠায় দেশে বৈধ পথে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় প্রবাহে বিপর্যয় নেমে এসেছে। গত আগস্টে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ২১ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এর আগে জুলাইয়েও রেমিট্যান্স ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ কম এসেছিল। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই রেমিট্যান্স কমল ১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ। যদিও গত দুই বছরে প্রায় ২০ লাখ নতুন শ্রমিক কাজের সন্ধানে বিদেশ গেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আগস্টে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। গত বছরের আগস্টে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। সে হিসেবে গত মাসে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ২১ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এর আগে জুলাইয়ে দেশে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ কম। সে সময় প্রবাসী বাংলাদেশীরা ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছিলেন।

প্রায় দুই বছর ধরে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চলছে। আমদানি দায় ও বিদেশী ঋণের কিস্তি পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে দেশের ব্যাংকগুলো। এ অবস্থায় প্রবাসী আয় দেশের অর্থনীতিতে রক্তসঞ্চার করে আসছিল। তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় বিপর্যয় ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান সংকট বাড়িয়ে তুলেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংক খাতের সঙ্গে খুচরা বাজারে (কার্ব মার্কেট) ডলারের দরে বড় ধরনের ব্যবধান তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্সের জন্য প্রতি ডলারের দর দিচ্ছে সর্বোচ্চ ১১০ টাকা। যদিও কার্ব মার্কেটে এখন প্রতি ডলার ১১৮-১১৯ টাকা দরে লেনদেন হচ্ছে। দুই বাজারের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান তৈরি হওয়ায় রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য অংশ হুন্ডিতে চলে যাচ্ছে। আবার কিছু ব্যাংক নিজেদের ঘোষিত দরের চেয়ে বেশি মূল্যে ডলার কেনাবেচা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেয়া শুরু হয় গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) যৌথভাবে এ দর নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এর পর থেকেই দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিপর্যয় শুরু হয়। গত বছরের আগস্টে ২০৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে এলেও সেপ্টেম্বরে এক ধাক্কায় তা ১৫৩ কোটিতে নেমে আসে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে, এমন ব্যাংকগুলোর একটি বেসরকারি খাতের দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির মাধ্যমে আগস্টে মাত্র ৯২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাফেদা ও এবিবির নির্ধারণ করে দেয়া দর অনুসরণ করতে

আগস্টে রেমিট্যান্স

১ম পৃষ্ঠার পর

গিয়েই আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এতটা কমে গেছে। আগে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৮-১০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসত। এখন সেটি এক কোটিতে নেমে গেছে। সব ব্যাংক ঘোষিত দর অনুসরণ করে রেমিট্যান্স আনছে না। কিছু ব্যাংক বেশি দরে রেমিট্যান্স আনার কারণে অন্য ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগের সময় তথা ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীরা রেকর্ড ২ হাজার ৪৭৭ কোটি বা ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স কমে ২ হাজার ১৩০ কোটি ডলারে নেমে আসে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। গত অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। গত দুই অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে স্থবিরতা চললেও এ সময়ে বিদেশগামী অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, শুধু চলতি ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ৬ লাখ ১৭ হাজার ৫৭৬ জন বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশ গেছেন। ২০২২ সালে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন। এর আগে ২০২১ সালেও ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। এত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী বিদেশ গেলেও রেমিট্যান্স প্রবাহে সেটির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিপর্যয়ের প্রভাব দেখা যাচ্ছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। গত এক বছরে দেশের রিজার্ভ প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। গত ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) দেশের রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলার। চলতি সপ্তাহেই বাংলাদেশ ব্যাংককে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায় পরিশোধ করতে হবে। গত জুলাই-আগস্ট সময়ের জন্য সুদসহ এ দায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১৫ কোটি ডলার। সে হিসাবে চলতি সপ্তাহেই দেশের রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যাবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

তিন কারণে কমেছে প্রবাসী আয়

বাড়ছে ডলার-সংকট

প্রবাসী আয় কমে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন ব্যাংকাররা। ডলার-সংকট নিয়ে চাপে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত আগস্টে দেশে আসা প্রবাসী আয় বেশ বড় পরিমাণে কমেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আগস্টে ২১ দশমিক ৫৬ শতাংশ আয় কম এসেছে। সব মিলিয়ে এ মাসে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার, গত বছরের একই মাসে যার পরিমাণ ছিল ২০৪ কোটি ডলার। কোনো একক মাসে আয় এত কমে যাওয়ার ঘটনা গত কয়েক মাসে ঘটেনি।

প্রবাসী আয় কমে যাওয়ায় নতুন করে চিন্তায় পড়েছেন ব্যাংকাররা। কারণ, ডলার-সংকট নিয়ে এমনিতেই চাপে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রতিনিয়ত কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখার শর্ত দিয়েছিল। বর্তমানে তার চেয়ে কম রিজার্ভ রয়েছে।

ব্যাংকাররা বলছেন, আগের চেয়ে সম্প্রতি ঋণপত্র খোলা বেড়েছে, ফলে আমদানি দায় মেটাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি ডলারের প্রয়োজন হবে। আবার সামনে সরকারি-বেসরকারি ঋণ পরিশোধও বাড়বে। তাই এমন সময়ে প্রবাসী আয় এতটা কমে যাওয়া সবার জন্য উদ্বেগের, আতঙ্কের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা মনে করেন, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ডলারের দাম বাড়তে না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রা টাকাকে শক্তিশালী করে রাখা হয়েছে, তাতে প্রবাসী আয় কমে যাচ্ছে। এই নীতি কোনোভাবেই কার্যকর হচ্ছে না। শীর্ষ কর্মকর্তারা বিষয়টি মানতে চাইছেন না, ফলে রিজার্ভেরও পতন ঠেকানো যাচ্ছে না।

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) মিলে রপ্তানি, প্রবাসী আয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে সংগঠন দুটি প্রায় প্রতি মাসে ডলারের দাম নতুন করে নির্ধারণ করছে। তবে কাজটি করার ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা ও জোগান কতটা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

চলতি মাস থেকে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয় ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। এর আগে প্রবাসী আয়ের ডলার ১০৯ টাকায় বিক্রি করা যেত। কিন্তু খোলাবাজারে নগদ ডলারের দাম ক্রমাগত বাড়ছে, এখন বিদেশি এই মুদ্রা বিক্রি হচ্ছে ১১৭-১১৮ টাকায়।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান আনিস এ খান প্রথম আলোকে বলেন, আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে প্রবাসী আয় বাড়াতে হলে বাজারদর অনুযায়ী ডলারের বিনিময় হার ঠিক করতে হবে। বর্তমানে নির্ধারিত বাজারদরের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। খোলাবাজার ও নির্ধারণ করা দামের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। এই অবস্থা যত দিন চলবে, তত দিন আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয় বাড়বে না।

> **“ কোনো একক মাসে প্রবাসী আয় এত কমে যাওয়াটা উদ্বেগজনক। কারণ, এখন ডলারের খুবই প্রয়োজন। দেশের আর্থিক হিসাব ঋণাত্মক হয়ে আছে, রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে।**
>
> **সৈয়দ মাহবুবুর রহমান**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

- চলতি মাস থেকে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয় ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা।
- ব্যাংকগুলোতে কী দামে ডলার কেনা ও বেচা হচ্ছে, তা যাচাইয়ের জন্য আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকটি পরিদর্শক দল কিছু ব্যাংক পরিদর্শন করেছে।

আনিস এ খান আরও বলেন, ডলারের দাম বাজারভিত্তিক বা ভাসমান করে দেওয়া উচিত। আইএমএফও তাদের বিভিন্ন বার্তায় এটা করতে বলেছে। ডলারের দাম ভাসমান করা হলে প্রাথমিকভাবে হয়তো ডলারের দাম বাড়বে, হয়তো ১২০-১৩০ টাকায় চলে যাবে। তবে একপর্যায়ে তা ঠিক হয়ে যাবে।

যে তিন কারণে কমল প্রবাসী আয়

দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ অবশ্য একেবারে নতুন নয়। এই আয় বা রেমিট্যান্স কিছুদিন ধরেই কমছে বা খানিকটা ওঠানামার মধ্যে আছে। তবে ছয় মাসের মধ্যে গত আগস্টেই প্রবাসী আয় এসেছে সবচেয়ে কম। ব্যাংকারদের সঙ্গে কথা বলে প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা গেছে।

প্রথমটি হলো, ব্যাংকগুলোতে কী দামে ডলার কেনা ও বেচা হচ্ছে, তা যাচাইয়ের জন্য আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকটি পরিদর্শক দল কিছু ব্যাংক পরিদর্শন করেছে। এ কারণে বেশির ভাগ ব্যাংক বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দরে প্রবাসী আয় কিনতে পারেনি। দেখা গেছে, যেসব ব্যাংকে পরিদর্শক দল যায়নি, ওই ব্যাংকগুলোর কয়েকটির মাধ্যমে প্রবাসী আয় বেশি এসেছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কড়াকড়ির কারণে সামগ্রিকভাবে প্রবাসী আয় কম এসেছে।

দ্বিতীয়ত, আগস্ট মাসে ব্যাংকের মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয়ে প্রতি ডলারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০৯ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর আড়াই শতাংশ সরকারি প্রণোদনা ধরে হয় সর্বোচ্চ ১১১ টাকা ৭২ পয়সা। তবে বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এ সময় হুন্ডির মাধ্যমে আসা প্রতি ডলারে ১১৭-১১৮ টাকা দাম পাওয়া গেছে। এই কারণেও আয় কমেছে।

তৃতীয় কারণটি হলো, জুনের শেষে কোরবানি ঈদ ছিল। এরপরের কয়েকটি মাসে এমনিতেই কম অর্থ দেশে পাঠান প্রবাসীরা। কারণ, কোরবানির সময় অনেকেই দেশে আসেন। এরপর বিদেশে ফিরে যেতে দু-তিন মাস সময় লেগে যায়। আবার নতুন অনেক জনশক্তি রপ্তানি হলেও আয় পাঠাতে তাঁরা প্রায় ছয় মাস সময় নেন। কারণ, চাকরি ও কাজ পেতে সময় লাগে। আবার বিদেশে গিয়ে থাকা-খাওয়ার খরচ মেটাতে অনেকে হিমশিম খান। এর ফলে সামগ্রিকভাবে আয় কমে গেছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, কোনো একক মাসে প্রবাসী আয় এত কমে যাওয়াটা উদ্বেগজনক। কারণ, এখন ডলারের খুবই প্রয়োজন। দেশের আর্থিক হিসাব ঋণাত্মক হয়ে আছে, রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার বিশ্লেষকদের উদ্ধৃত করে সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'ডলারের দাম বাজারভিত্তিক করা হলে প্রবাসী আয় বাড়বে। আমার মনে হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।'

যেভাবে আসে প্রবাসী আয়

বিদেশে থাকা বাংলাদেশিরা স্বজনের কাছে টাকা পাঠানোর জন্য ওই সব দেশে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, রিয়া বা ওয়ার্ল্ড রেমিটের মতো টাকা স্থানান্তর করার প্রতিষ্ঠানে যান। দেশে থাকা স্বজনদের কোনো ব্যাংকে হিসাব থাকলে সেখানে টাকা পাঠানোর আদেশ দিয়ে অর্থ জমা দেন। আবার ব্যাংক হিসাব না থাকলে স্বজনদের মুঠোফোন নম্বর ও পরিচয়পত্রের বিপরীতে টাকা পাঠিয়ে থাকেন।

এরপর এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিদিনের সংগ্রহ করা অর্থ কেনার জন্য বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে প্রস্তাব দেয়। যেসব ব্যাংক বেশি দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা কিনতে চায়, সেই ব্যাংকগুলোর কাছে তখন তারা সেই পরিমাণ মুদ্রা বিক্রি করে থাকে। এরপর ব্যাংকগুলো ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ ও ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে এসব গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ জমা করে দেয়।

আবার বিকাশ, রকেট ও নগদের মতো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবার হিসাবেও প্রবাসী আয় জমা করে থাকে ব্যাংকগুলো। অন্যদিকে হিসাব বা অ্যাকাউন্ট ছাড়া গ্রাহকেরা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, রিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে থাকা যেকোনো ব্যাংক থেকে প্রবাসী আয়ের অর্থ তুলতে পারেন। যে ব্যাংক থেকে স্বজনের টাকা তোলেন, সেই ব্যাংক প্রবাসী আয়ের ডলার পায়। ফলে যে ব্যাংক ডলারের জন্য বেশি দাম দেয়, তারাই বেশি প্রবাসী আয় পায়।

এ ছাড়া কিছু আয় সরাসরি ব্যাংকগুলোর নিজস্ব রেমিট্যান্স হাউসের মাধ্যমে আসে। এখন দেশের প্রবাসী আয়ের ৯০ শতাংশ অর্থ আসে ব্যাংক হিসাবে, বাকি ১০ শতাংশের মতো আসে মোবাইলে পিনের মাধ্যমে। আগে একসময় ৯০ শতাংশের মতো অর্থ আসত মোবাইল পিনের মাধ্যমে। ব্যাংক হিসাবে অর্থ এলে অনেক সময় ব্যাংকগুলো কিছুটা বেশি দাম দেয়; কারণ, এসব অর্থের বড় অংশ হিসাবে জমা থেকে যায়।

তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, প্রবাসী আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে আসে, যা আনুষ্ঠানিক প্রবাসী আয় হিসেবে চিহ্নিত হয় না।

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্স প্রবাহ

২০২০-২১ অর্থবছর	২০২১-২২ অর্থবছর	২০২২-২৩ অর্থবছর
৩৪৬.১৬ কোটি ডলার	৩৪৩.৮৪ কোটি ডলার	৩৫২.২০ কোটি ডলার

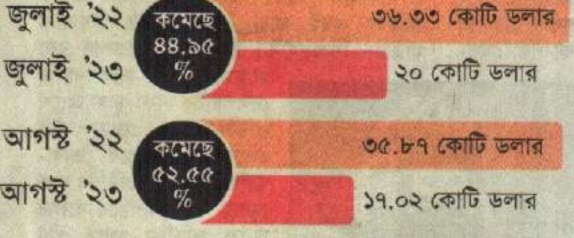

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৭ কোটি ২ লাখ ডলার। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৭২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী বছরের ব্যবধানে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৪৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে

হাছান আদনান ■

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই ও আগস্ট) বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৭ কোটি ২ লাখ ডলার। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৭২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী এক বছরের ব্যবধানে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৪৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ১৭ কোটি ২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে, যা একক মাসের হিসাব অনুসারে তিন বছরে সর্বনিম্ন। রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক থেকে শীর্ষ তালিকার দ্বিতীয় স্থানটি টানা তিন বছর দখলে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু জুলাই ও আগস্টে এসে তা চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে হঠাৎ রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় পতনের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেননি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, তিন বছর আগে হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে দেখা যায়। দেশটি থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছিল, তার কোনো যৌক্তিকতা পাওয়া যায়নি। এখন আবার রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় পতন হয়েছে। হঠাৎ করে তা অর্ধেকের নিচে নেমে আসারও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জানার চেষ্টা করেও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হকের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও ঢাকার একাধিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন বছরে দেশটি থেকে আসা রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণে প্রভাবশালীদের একটি অংশ দেশটিতে পাচার করা অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছিলেন। এর একটি অংশ রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশে এসেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এ কারণে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার পথও অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে, যা দৃশ্যমান হচ্ছে রেমিট্যান্সে বড় পতনের মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশী মকবুল আহমেদ জানান, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। পরিমাণ বেশি হলে আয়ের নথিপত্রও চাওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে প্রকৃত রেমিট্যান্স পাঠানো প্রবাসীরাও দেশে টাকা পাঠাতে নিরুৎসাহিত হবেন।

রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার সঙ্গে নতুন মার্কিন ভিসানীতির দৃশ্যত কোনো যোগসূত্র সামনে না এলেও প্রবাসীদের দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করছেন সংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষ। ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের টানাপড়েন এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২০ সালের শুরুর দিক থেকে হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স আসে ৩৪৬ কোটি ১৬ লাখ ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ৩৪৩ কোটি ৮৪ লাখ ডলার প্রবাসী আয় আসে দেশটি থেকে। আর গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৩৬ কোটি ৩৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে, যা দেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকেও প্রায় দেড় কোটি ডলার বেশি। আর গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেকর্ড ৪২ কোটি ৮২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। ডিসেম্বরের পর থেকেই দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমতে শুরু করে। সর্বশেষ আগস্টে যা নেমে এসেছে মাত্র ১৭ কোটি ২ লাখ ডলারে।

মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে কোনো দেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হলে সেটির প্রভাব ওই দেশের সব প্রতিষ্ঠানের ওপরই পড়ে বলে জানালেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব সিদ্ধান্তের প্রভাবে দেশটির সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের বিষয়ে সতর্ক থাকবে। এখন ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়, সেটিও আশ্চর্যের বিষয় হবে না।'

এম হুমায়ুন কবির বলেন, 'সাধারণ বাংলাদেশীরা খুব অল্প পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠান। এ ধরনের অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও বড় অংকের অর্থ লেনদেন করতে গেলে সেটির বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয়। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি আরো কঠোরতা আরোপ করা হয়, সেটি ভিন্ন কথা। প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, এমন শঙ্কা থেকেও বাংলাদেশীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো থেকে বিরত থাকতে পারেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর (ইউএসসিবি) সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের শেষে সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজারের কিছু বেশির। দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের খানাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৬৮ হাজার ডলারের কিছু কম।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স

১ম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে ইউএস ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের (ইউএসবিএলএস) হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২১ সালে খানাপিছু গড় ব্যয় ছিল প্রায় ৬৭ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী খানাগুলোর উপার্জনকারীরা বছরজুড়ে আয় করেছেন দেশটির গড় খানাপিছু ব্যয়ের চেয়ে সামান্য বেশি। এ হিসাব আমলে নিলে বাংলাদেশী পরিবারগুলোর উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ও খুব বেশি হওয়ার কথা না। যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এ বাংলাদেশীরাই এখন দেশের রেমিট্যান্সের বড় উৎস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসে ৩৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশী প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ২ হাজার ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। যদিও সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বক্তব্য হলো প্রতি মাসে জীবনযাপনের ব্যয় বহন করে দেশে ২ হাজার ডলার পাঠানো বেশির ভাগ প্রবাসীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। সোমবার। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সুতার দর বাড়ায় বিপাকে পোশাক মালিকরা

এম সায়েম টিপু ▷

স্থানীয় সংযোগ শিল্পের সুবিধা নিয়ে পোশাক খাতের মূল্য সংযোজন বাড়লেও চরম মূল্যস্ফীতি আর বৈশ্বিক মন্দার এই সময়ে পোশাক উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল সুতার দাম বাড়িয়েছেন বস্ত্রকল মালিকরা। এর ফলে দেশের বেশির ভাগ রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্প নতুন করে সংকটের আশঙ্কা করছেন খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ অবস্থায় পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ মনে করে, স্থানীয় বাজার থেকে সুতার প্রতিযোগিতামূলক দর না পেলে আমদানি করতে বাধ্য হবেন তাঁরা। এতে স্থানীয় বস্ত্রকলগুলো বরং লোকসানে পড়বে। তবে তাঁরা এটা করতে চান না। স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করতে চান।

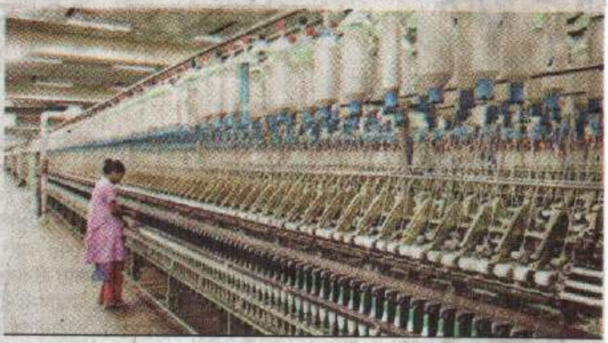

- প্রতিযোগিতামূলক দর না পেলে আমদানির হুমকি পোশাক মালিকদের
- নিট ক্যাটাগরির পোশাক উৎপাদনে ৯০ শতাংশ স্থানীয় সুতা ব্যবহার হয়

এদিকে ডলার সংকটে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তুলা আমদানি করতে না পারা, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণসীমা কমানোর কারণে কাঁচামাল সংগ্রহে অর্থ সংকট এবং গ্যাস সংকটে উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় সুতার দাম বাড়াতে হয়েছে বলে জানান বস্ত্র খাতের উদ্যোক্তারা।

খাতসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দুই মাস ধরে সব ধরনের সুতার দর বেশ বেড়েছে। প্রতি সপ্তাহেই পাঁচ থেকে ১০ সেন্ট করে বাড়ছে সুতার দর। এ সময় আমদানি পর্যায়ে দর বাড়েনি। দরের ব্যবধান এখন এক ডলারের মতো। এতে করে বিপাকে পড়েছে তৈরি পোশাক খাত।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গত ২ জুলাই দেশীয় বাজারে ৩০ কার্ডের সুতার আউন্সপ্রতি দর ছিল তিন ডলার ২০ সেন্ট। পরের চার সপ্তাহে যথাক্রমে তিন ডলার ২৫ সেন্ট, তিন ডলার ৩০, তিন ডলার ৩৫ ও তিন ডলার ৫০ সেন্টে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহেই দর বাড়ছে। এই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ আগস্ট আউন্সপ্রতি দর বেড়ে দাঁড়ায় তিন ডলার ৮৫ সেন্ট। এই দুই মাসে আমদানি করা সুতার দর বেড়েছে মাত্র পাঁচ সেন্ট। গত ২ জুলাই একই মানের সুতার দর ছিল দুই ডলার ৮৫ সেন্ট। সর্বশেষ গত ২৭ জুলাই দর দাঁড়ায় দুই ডলার ৯০ সেন্ট।

জানতে চাইলে বিটিএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ১৫ থেকে ২০ দিনে ১৫-২০ সেন্ট দাম বেড়েছে সুতার। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ছিল ৩.২০ সেন্ট, বর্তমানে ৩.৫০ সেন্ট হয়েছে।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে ছিল বস্ত্রকলগুলো। এখন কিছুটা লোকসান কাটছে।'

তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মো. ফারুক হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পোশাক রপ্তানির শীর্ষ বাজারগুলোতে মূল্যস্ফীতি ও বৈশ্বিক মন্দার ফলে যেখানে কার্যাদেশ কমতে শুরু করেছে, সেখানে নতুন করে সুতার দাম বৃদ্ধি এই শিল্পে চরম সংকট তৈরি করতে পারে। এভাবে স্থানীয় সুতার দাম বাড়তে থাকলে আমদানি বাড়াতে বাধ্য হবেন তাঁরা। দেশের স্বার্থে স্থানীয় সুতার ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে চান।'

ফারুক হাসান বলেন, 'এত দিন আমদানি দরের চেয়ে কিছু বাড়তি দরও দিয়ে আসছেন তাঁরা। এত ব্যবধান গ্রহণযোগ্য নয়। এ রকম হলে এক পর্যায়ে বস্ত্র খাতই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয় পোশাক খাতকে। সে কারণে অস্তিত্বের স্বার্থেই সুতাসহ সব ধরনের কাঁচামালের প্রতিযোগিতামূলক দর খুঁজতে হয় তাঁদের।'

প্রসঙ্গত, স্থানীয়ভাবে সুতা সংগ্রহ আমদানি পণ্যের তুলনায় এখনো অনেক লাভজনক। এতে লিড টাইমের সুবিধা পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে সুতা-কাপড় দিনে দিনে কারখানায় নেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে আমদানি করলে সময় লাগে এক থেকে দেড় মাস। আবার স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা কাঁচামালে কোনো রকম ত্রুটি নজরে এলে সেগুলো বদলে দেয় মিলগুলো, যা আমদানিতে সম্ভব নয়। নিট ক্যাটাগরির পোশাক উৎপাদনে ৯০ শতাংশ স্থানীয় সুতা ব্যবহার হয়। ওভেন উৎপাদনে এই হার ৫০ শতাংশের মতো।

MONDAY SEPTEMBER 4, 2023
BHADRA 20, 1430 BS
The Daily Star

Remittance dips 21.5pc in August

Last month's receipts mark steepest drop since April 2020

MD MEHEDI HASAN

Remittance saw its steepest decline since the depths of the pandemic in August as expatriate Bangladeshis eschew the official channels to send money home thanks to the wide difference in the official and kerb market exchange rates.

Last month, migrant workers sent $1.59 billion, down 21.5 percent year-on-year, in what has been the sharpest drop since April 2020, when the inflows plummeted 25 percent, according to data from the Bangladesh Bank.

August's receipts are the lowest in six months and 19 percent lower than in the previous month.

The development signals a further blow to the country's strained dollar stockpile, which stood at $23.06 billion on August 30 and is projected to slip below the $23 billion-mark this week after a $1.20 billion payment to the Asian Clearing Union for imports from eight Asian countries.

PREMIER cement

"[August's remittance] is $1 billion lower than the usual situation – this is bad news for our economy," said Ahsan H Mansur, executive director of the Policy Research Institute of Bangladesh.

He sees a parallel with Pakistan's contracting remittance inflows.

In July, Pakistan's remittance inflows were 19.3 percent lower at $2 billion, while its inflows in fiscal 2022-23 were 13.7 percent lower at $27 billion, according to data from the State Bank of Pakistan.

"Pakistan used to get remittance of $12 billion and that dried up to only $3 billion -- it is very difficult to turn around from the situation," said Mansur, who served as the International Monetary Fund's senior resident representative to Pakistan during 1998-01.

The remittance earnings are not increasing despite a record number of workers going abroad due to the huge gap between the formal and informal exchange rates, said Mustafa K Mujeri, executive director of the Institute for Inclusive Finance and Development.

In fiscal 2022-23, Bangladesh sent a record 11,44,993 workers abroad, up 15.8 percent from a year earlier, according to data from the Bureau of Manpower Employment and Training.

Remitters usually send money through the channel offering them the highest rate, he said.

The Bangladesh Foreign Exchange Dealers Association and the Association of Bankers, Bangladesh fix the dollar rate for collecting remittances as per the unofficial directive of the central bank.

Last Thursday, the two bodies set Tk 109.5 for a dollar from September 3 from Tk 109 previously.

But the exchange rate prevailing at the kerb market is Tk 117 to Tk 118.

Remittance inflows through the banking channels have shrunk due to inappropriate policies by the central bank, said two chief executives of private banks who asked not to be named to speak candidly on the issue.

"How can we get remittance at Tk 109.50 a dollar? And we can't even offer more to remitters due to the central bank's order," said one of them.

The inflows continue to contract for the fixed exchange rate, said the other bank CEO.

"Our exchange rate is not sustainable and that is why a large number of Bangladeshi expatriates are sending remittance through informal channels like hundi and other online systems," Mujeri said.

Now, there are a host of online channels for sending remittance smoothly other than the banking channels, he said, adding that the terms and conditions will have to be easier in banking channels.

Zahid Hussain, a former lead economist of the World Bank's Dhaka office, echoed the same.

The remittance inflow decreased due to the exchange rate premium between the formal and informal exchange rates.

The difference in the exchange rate between the formal and informal markets is called the premium.

A World Bank study found remittance inflows through the formal channels decrease by 3.5 percent if the premium offered by the informal market exchange rate increases by 1 percent, he said.

BB spokesman Md Mezbaul Haque declined to comment on the matter.

"We will analyse why the remittance inflow decreased."

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন বৃহস্পতিবার ॥ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পর্যটনে নতুন সম্ভাবনা

শামীম আহমেদ

দেশের পর্যটন খাতে দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা। পর্যটনের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার সেরা আইল্যান্ড দৃশ্যমান হতে যাচ্ছে বাংলাদেশেই। কক্সবাজারের টেকনাফ ও মহেশখালী ইউনিয়নে নির্মিত হচ্ছে তিনটি ট্যুরিজম পার্ক। সেখানে বিদেশি পর্যটকদের জন্যও থাকবে সব সুযোগ-সুবিধা। থাকবে ব্যাংকক-পাতায়ার মতো নাইটলাইফ। এ ছাড়া কক্সবাজারেই সাগর ছুঁয়ে নির্মাণ হচ্ছে দেশের দীর্ঘতম রানওয়ে সংবলিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আগামী মাসেই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ। সব মিলে আগামী দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে শুধু কক্সবাজারেই লাখ লাখ দেশি-বিদেশি পর্যটক ছুটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ধর্মীয় পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে সারা দেশে নির্মিত হচ্ছে মডেল মসজিদ, যা পর্যটনে ভিন্ন মাত্রা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সমন্বিত উদ্যোগে এগিয়েছে

■ ড. বদরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও

স্বতন্ত্র পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে

■ এস এন মনজুর মোরশেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্রাভেল এজেন্ট মালিকদের সংগঠন অ্যাটাবের সভাপতি এস এন মনজুর মোরশেদ বলেছেন, সমন্বিত উদ্যোগ

২০৩০ সাল নাগাদ ৭৩ লাখ কর্মসংস্থান হবে

■ আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেছেন, আমরা পর্যটন

সমন্বিত উদ্যোগে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. বদরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের পুরো পর্যটনব্যবস্থা এখন নানাভাবে আকর্ষণ এবং আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা হাতে নেওয়া হয়েছে। গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, পর্যটন বোর্ড, পর্যটন করপোরেশন, প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ অথরিটি (পিপিপি)-এর মাধ্যমে সমন্বিতভাবে এসব কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেক্টর একটি সার্ভিস সেক্টর হিসেবে সবার কাছে একটা আস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে। ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত এবং আধুনিক। বিশেষ করে থাকার ব্যবস্থাপনা, খাবার-দাবার এবং সার্ভিস সবকিছু এখন পর্যটনবান্ধব। এটা আগে ছিল না। পর্যটন নিয়ে যারা কাজ করছেন, ট্যুর অপারেটর আছে, তারা এখন ব্যাপক পেশাদার এবং শিক্ষিত লোক কাজ করছেন। এই পেশায় অনেকে ক্যারিয়ার গড়ছে। যার ফলে পর্যটন অনেক উন্নত হয়েছে, আধুনিক হয়েছে আগের তুলনায়। মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। ড. বদরুজ্জামান বলেন, সবচেয়ে বড় হলো যোগাযোগব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন ঢাকা থেকে কুয়াকাটা যেতে চার ঘণ্টা লাগে। ফলে প্রচুর পর্যটক কুয়াকাটা ভিজিট করছে। কক্সবাজারের রাস্তাঘাটও অনেক উন্নত হয়েছে। আরেকটা বিষয় হলো, বাংলাদেশের নানা জায়গা, বিশেষ করে হাওর এলাকা, সিলেট, জাফলং, শ্রীমঙ্গল, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি একেকটা জোন হিসেবে পর্যটন কেন্দ্র হয়েছে। ট্যুরিস্ট পুলিশের কারণে নিরাপত্তারও তেমন কোনো ঘাটতি নেই। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। লেখালেখির মধ্য দিয়ে যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, সমন্বিত উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ২৫টি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পড়াশোনা করানো হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে একটা পেশাদার ক্যারিয়ার, ব্যবসা ও প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগকারী আসছেন। সরকারও এই সেক্টরকে বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা দেখছি বিপুল দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বিশাল একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্বতন্ত্র পর্যটন মন্ত্রণালয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ছাড়া পর্যটন খাতকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। শুধু সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় নয়, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যেও সমন্বয় প্রয়োজন। এজন্য স্বতন্ত্র পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এসব কথা বলেন। এস এন মনজুর মোরশেদ বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের দেশ ট্যুরিজম সেক্টরে অনেক এগিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারের এক মন্ত্রণালয় থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় যদি সমন্বয় করে কাজ করে তাহলে এ সেক্টরে দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক যে সম্পদ রয়েছে তা পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বেশি। এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারলে পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। যাদের নিয়ে উন্নয়ন কাজ করা দরকার বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সে জায়গায় কাজ না করে অন্য জায়গায় কাজ করছে। তাদের অপরিকল্পিত ব্যয় এবং সিদ্ধান্তের কারণে ব্যর্থ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পর্যটনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হলে সব মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করতে হবে। এ সমন্বয়ের জন্য ট্যুরিজম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের দেশে ট্যুরিজম নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা বিভিন্ন দেশ ঘুরছেন কিন্তু কাজের কাজ করছেন না।

২০৩০ সাল নাগাদ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] মহাপরিকল্পনা তৈরি করেছি। তাতে সমগ্র বাংলাদেশকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছি। আমরা গবেষণা করে দেখেছি, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের পর্যটন খাতে ৭২ লাখ ৮৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তবে এই পরিমাণ দক্ষ মানবসম্পদ পাওয়া নিয়ে সংশয়ে আছি। গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে তিনি এ কথা বলেন।

মুহাম্মদ জাবের বলেন, পর্যটন এলাকায় সেবার মান ধরে রাখতে একটা আইনি কাঠামো তৈরি করা, পর্যটন গন্তব্যে যাওয়ার পথে পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা এমন বিভিন্ন পরামর্শ মাস্টারপ্ল্যানে আমরা দিয়েছি। পর্যটনের বিকাশে অগ্রাধিকার বিষয় হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সেটা হচ্ছে। আগে কুয়াকাটা যেতে অনেকগুলো ফেরি পার হতে হতো। এখন একটা ফেরিও পার হওয়া লাগে না। পদ্মা সেতু হওয়ার পর খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে পর্যটনের বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমাদের এভিয়েশন, ট্রান্সপোর্ট সেক্টর, আবাসন সেক্টর, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক সবাই পর্যটনের বিকাশে এগিয়ে আসছে। বিনিয়োগ করছে। এর মাধ্যমে পর্যটন বিকশিত হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরই এখানে বেশি এগিয়ে আসা দরকার। পর্যটন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর রেয়াত, আমদানি শুল্ক মওকুফ ও অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়ার জন্য মাস্টারপ্ল্যানে সুপারিশ করেছি। তিনি বলেন, আমাদের কিছু জায়গা আন্তর্জাতিক মানের করা দরকার। আটটি অঞ্চলে আমরা ৫৩টি ক্লাস্টার করেছি। তার মধ্যে ১৯টি ক্লাস্টারকে অগ্রাধিকার দিয়ে পাঁচটি ক্লাস্টার দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এগুলো বাস্তবায়ন হলে কিছু জায়গা আন্তর্জাতিক মানের হবে এবং বাংলাদেশ পর্যটনের ক্ষেত্রে একটা ভালো অবস্থানে আসবে। বিদেশি পর্যটক কম আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদেশিদের আসা সহজ করতে ইলেকট্রনিক ভিসা পদ্ধতি চালু করা এবং আমেরিকা, কানাডা, জাপান ও সেনজেন ভিসা যাদের আছে, তারা যাতে বাংলাদেশে বিনা ভিসায় ঢুকতে পারে সেই সুপারিশ করেছি আমরা। সুরক্ষা সেবা বিভাগও একমত হয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের পর্যটন বিকশিত হবে। এখন বিদেশি পর্যটক কম আসছে। এই ঘাটতি পূরণে অন্যান্য দেশের ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে মিটিং করছি। তাদেরকে বাংলাদেশ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, যাতে তারা বাংলাদেশে পর্যটক নিয়ে আসে। নানাভাবে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের দেশের বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সুন্দরবন ঘুরিয়ে এনেছি। তারা অভিভূত।

দেশ রূপান্তর রবিবার
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২৬ ভাদ্র ১৪৩০

সব দেশ থেকেই কমছে রেমিট্যান্স

এ জেড ভূঁইয়া আনাস

বিদেশি মুদ্রা সংকটের সময়ে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ দেশ থেকেই কমছে প্রবাসী আয়। বিশেষ করে দেশের প্রবাসী আয় সংগ্রহের প্রধান হাব মধ্যপ্রাচ্যের ৫টি দেশ থেকে চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ১৬ শতাংশ কম আয় এসেছে। হঠাৎ করেই প্রবাসী আয় সংগ্রহের শীর্ষ তালিকায় উঠে আসা যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স কমেছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। পশ্চিমা অন্য দেশগুলো থেকেও কমছে বিদেশি মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এ খাতটি। এতে দেশের বিদেশি মুদ্রার সংকট আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ব্যাংকিং চ্যানেল ও খোলাবাজারে ডলারের দরে বড় ব্যবধান থাকায় মানুষ ব্যাংকিং চ্যানেলে কম অর্থ পাঠাচ্ছেন। অতি মুনাফার আসায় হুন্ডিতে ঝুঁকছেন বেশিরভাগ প্রবাসী। পাশাপাশি নির্বাচনী বছর হওয়ায় অর্থপাচারও বেড়েছে। এতে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৩৫৭ কোটি ২৬ লাখ ডলার। অথচ, গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৪১৩ কোটি ৩২ লাখ ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমেছে ১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রবাসী আয় সংগ্রহের প্রধান হাব ধরা হয় মধ্যপ্রাচ্যকে, যেখানে প্রবাসীদের প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজে নিয়োজিত। সেই মধ্যপ্রাচ্যের ৫ দেশ থেকেই গত দুই মাসে গড়ে রেমিট্যান্স কমেছে ১৬ শতাংশ। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে কাতার থেকে, ২৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। একমাত্র ব্যতিক্রমী ওমান, যে দেশ থেকে এ সময়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪৩ দশমিক ২৮ শতাংশ।

কমেছে যেসব দেশ থেকে

- দক্ষিণ কোরিয়া ৬৭.৩৯%
- জাপান ৬৪.৭৫%
- অস্ট্রেলিয়া ৪৮.৭৫%
- যুক্তরাষ্ট্র ৪৮.৭২%
- কাতার ২৩.৬৬%
- কুয়েত ১৯.০৩%
- মালয়েশিয়া ১৮.৮৫%
- বাহরাইন ১৬.৭০%
- সৌদি আরব ১৩.৩৭%
- ইতালি ১২.৩৬%

বেড়েছে

- ওমান ৪৩.২৮%
- যুক্তরাজ্য ১৫.৪৯%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশ রূপান্তর

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, বর্তমানে সব মিলিয়ে বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি প্রবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৫৩ লাখ ৮৭ হাজার ৬১০ জন। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশেই রয়েছে ১ কোটি ১৫ লাখ ২২ হাজার ৮৬৩ জন। অর্থাৎ দেশের প্রবাসী জনশক্তি ৭৪ দশমিক ৮৮ শতাংশই মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশে অবস্থান করছে। শুধু চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই এই ছয়টি দেশে মোট নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৮১২টি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে এসব দেশ থেকে আসা প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ১৮৩ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। বাংলাদেশি টাকায় (১০৯ টাকা দরে) যার পরিমাণ ২০ হাজার ২৮ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ২০৪ কোটি ডলার বা ২২ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের প্রথম দুই মাসে একজন প্রবাসী এসব এলাকা থেকে ১৯ হাজার টাকার বেশি পাঠিয়েছেন। সেখানে চলতি বছর প্রায় চার লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার পরও পাঠানো টাকার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার টাকা। এক কথায় এসব দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও প্রবাসী আয় বাড়ার পরিবর্তে কমেছে।

তথ্য বলছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশির পরিমাণ ৫০ হাজার ৫৬৭ জন। বছরের প্রথম ছয় মাসে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৩ হাজার ২৬০টি। অথচ চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে প্রবাসী আয় কমার দিকে শীর্ষে অবস্থানে রয়েছে দেশটির। দেশটি থেকে প্রবাসী আয় কমেছে ৬৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

শতাংশের হিসাবে প্রবাসী আয় কমার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপান, যেখান থেকে কমেছে ৬৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ। যদিও চলতি বছর এই দেশে নতুন কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আয় কমে যাওয়ার তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ দেশটি থেকে প্রবাসী আয় কমেছে ৪৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

গত অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে দেশের শীর্ষ রেমিট্যান্স সংগ্রহকারী সৌদি আরবকে পেছনে ফেলে হঠাৎ করেই শীর্ষ অবস্থানে উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই দেশটি থেকে প্রবাসী আয় কমতে শুরু করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে কম রেমিট্যান্সের কারণে চার নম্বরে নেমে এসেছে। গত দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে প্রায় অর্ধেক বা ৪৮ দশমিক ৭২ শতাংশ।

এছাড়া গত দুই মাসে কাতার থেকে ২৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ, কুয়েত থেকে ১৯ শতাংশ, মালয়েশিয়া থেকে ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ, বাহরাইন থেকে ১৬ দশমিক ৭০ শতাংশ ও ইতালি থেকে ১২ দশমিক ৩৬ শতাংশ রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। সবচেয়ে বেশি প্রবাসীর অবস্থান সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স কমেছে ১৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এতে করে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে সৌদি আরব। এদিকে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ কমলেও গত দুই মাসে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে আরব আমিরাত।

তবে এই সময়ে ব্যতিক্রম দেখা গেছে, দুটি দেশে। গত দুই মাসে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স বেড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ৪৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ার পর সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে এই দেশে। দেশটিতে নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৭৬ হাজার ৬৮০টি। আর রেমিট্যান্স বাড়ার দিকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপের দেশ যুক্তরাজ্য। দেশটি থেকে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ। চলতি বছর দেশটিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ২ হাজার ৬৪৬টি।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৮ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 12 September 2023

৭ দিনে প্রবাসী আয় এলো ৪ হাজার কোটি টাকা

চলতি মাসের প্রথম সাত দিনে মোট ৩৬ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রার এর পরিমাণ (এক ডলার সমান ১০৯.৫০ টাকা ধরে) ৪ হাজার ৩৮ কোটি টাকার বেশি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

গত জুন মাসে রেকর্ড রেমিট্যান্স আসে। এরপর থেকেই রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আসার গতি কমে যায়। সদ্য বিদায়ী আগস্ট মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৯ কোটি ৯৫ লাখ ডলার। তার আগের মাস জুলাইয়ে এসেছিল ১৯৭ কোটি ডলার এবং তার আগের মাস জুনে এসেছিল ২১৭ কোটি ডলার।

মূলত জুনের পরই কমা শুরু হয় রেমিট্যান্স। বেশি কমে যায় আগস্ট মাসে। আগস্ট মাসের মতোই একই ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে চলতি মাস সেপ্টেম্বরেও। চলতি মাসের প্রথম সাত দিনে মোট ৩৬ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রার এর পরিমাণ (এক ডলার সমান ১০৯.৫০ টাকা ধরে) ৪ হাজার ৩৮ কোটি টাকার বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি সেপ্টেম্বরের প্রথম সাত দিনে মোট ৩৬ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। এ সময়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকে এসেছে ৫৯ লাখ ১০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩২ কোটি ৯১ লাখ ২০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

তবে আলোচিত সময়ে ৭ ব্যাংকের মাধ্যমে কোন রেমিট্যান্স আসেনি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে– বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কমিউনিটি ব্যাংক, সিটিজেন্স ব্যাংক, বিদেশি খাতের সিটি ব্যাংক এনএ, হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং উরি ব্যাংক।

এর আগে সদ্য বিদায়ী জুলাই মাসে ১৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলারের (১.৯৭ বিলিয়ন ডলার) রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশীয় মুদ্রায় (এক ডলার সমান ১০৮.৫০ টাকা ধরে) এর পরিমাণ ২১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকার বেশি। এটি আগের মাস জুনের তুলনায় প্রবাসী আয়ের পরিমাণ কমে ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। আগের মাস জুনে রেমিট্যান্সে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

গত জুন মাসে রেকর্ড পরিমাণ ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার (২.১৯ বিলিয়ন ডলার) প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। একক মাস হিসেবে যেটি ছিল প্রায় তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসা প্রবাসী আয়। এর আগে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলারের রেকর্ড প্রবাসী আয় এসেছিল। খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, ২০২০ সালে হুন্ডি বন্ধ থাকায় ব্যাংকিং চ্যানেলে সর্বোচ্চ সংখ্যক রেমিট্যান্স এসেছিল।

বিদায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। এটি এ যাবৎকালের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে করোনাকালীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলারের রেমিটেন্স এসেছিল দেশে।

The Financial Express Tuesday, September 12, 2023

Reopen at least 10 mills to save local jute market

Jute growers and traders urge govt

FE REPORT

To protect the country's jute market, the Bangladesh Jute Growers and Traders Association urged the government on Monday to reopen at least 10 jute mills among the production units that were closed around three years ago due to recurring losses.

"Nearly three and a half years have passed [since the closure], but no mill has resumed operation so far," said Abdul Aziz, the organizing secretary of the association, during a press conference at the Jatiya Press Club in Dhaka.

On July 1, 2020, the government, in a notification, shut down 26 state-owned jute mills operated by the Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC).

Subsequently, authorities announced that all closed jute mills under the BJMC would be reopened in phases.

There have also been discussions about leasing out the mills to private ventures.

Regarding the privatisation bid, Abdul Aziz said various attempts were made to run the mills under private ownership arrangements, but the government has not succeeded.

"Even several mills, which are now running under the lease arrangement, are not producing," he said.

Aziz said many mills have not been able to reach lease agreements so far. As a result, the machinery in those mills is rusting and becoming useless.

He said the officers and employees of those mills are still in their positions. Around 300 officers and employees from 26 jute mills, including the head office of the BJMC, have been receiving salaries every month for three and a half years without performing any work.

He said the government would not incur losses from those mills in the current situation, as there are currently no permanent workers.

The trade union also has no activity, and he mentioned that the officials and employees of the mills remain highly alert. Consequently, the mill's environment is very calm, safe and productive.

In this case, he argued that once 10 mills resume their operation, a vibrant atmosphere will return to the mill areas.

General Secretary of the association Md Harunur Rashid said if the government does not immediately reopen 10 jute mills, the country's jute market will collapse.

sajibur@gmail.com

DHAKA TUESDAY SEPTEMBER 12, 2023
BHADRA 28, 1430 BS
The Daily Star

No respite for workers as wage growth stays behind inflation

MD ASADUZ ZAMAN

Mrinal Biswas, a resident of Botiaghata upazila in Khulna, doesn't find job opportunities every day. And when the 62-year-old fisheries worker is lucky to be employed, he earns Tk 500 per day.

Thus, Biswas, who toils for hatcheries, worked 16 days last month, thus earning Tk 8,000.

"But it is tough to maintain a family of five with the income," he said.

"The price of everything has increased, but our income didn't increase at the same pace. In fact, our income hasn't increased for more than one year."

Bashudeb Mojumder, a day worker in the south-western district, echoed Biswas.

"Day-labourers who don't have agriculture land or other earning sources are finding it difficult to maintain a minimum standard of living," he said.

Biswas and Mojumder are among the hundreds of thousands unskilled and low-skilled workers in Bangladesh who are struggling to make ends meet owing to persistently high inflation and lower wage growth.

The wage grew 7.58 percent for low and unskilled workers in August, which was 2.34 percentage points below the inflation rate of 9.92 percent in the month, data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) showed.

This means the wage growth has been behind the inflation rate for the past 19 months.

The Wage Rate Index of the national statistical agency takes into account the wages of informal sector workers across 44 occupations in the agriculture, industry and service sectors who get their payments on a daily basis.

The overall wage rate for workers in the industrial and service sectors has declined while it increased in the agriculture sector.

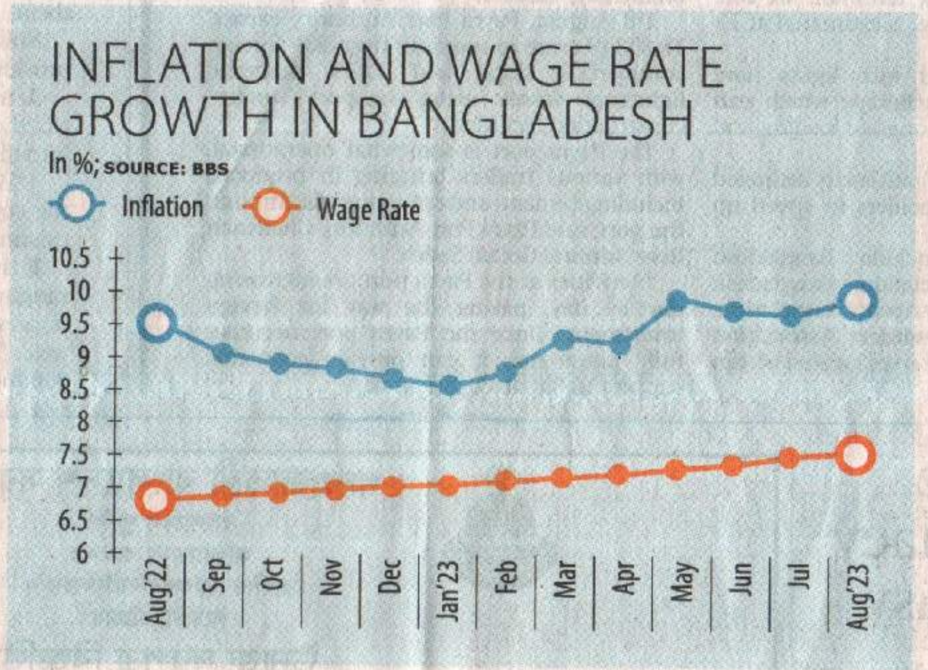

Division-wise, the wage rate in Dhaka, Chattogram, Rajshahi, Sylhet and Mymensingh divisions went up. On the other hand, it decreased in Rangpur and Barishal while the rate remained stable in Khulna.

Analysts say the widening gap between the inflation rate and the wage growth rate is forcing low-income and unskilled workers to cut consumption amid falling real incomes and the rising cost of living.

"It's an alarming situation. The higher inflation is putting pressure on the real income of the low-income people," said MM Akash, a former chairman of the economics department at the University of Dhaka.

He said the real income of workers has decreased significantly since the wage growth did not keep pace with higher inflation.

As per the BBS's Food Index, the cost of food increased by 20 percent in the past one year to August while the wage rate went up by just 11 percent, said Prof Akash.

So, low-income groups are now compelled to cut down the intake of nutritious food as well as non-food items, he said.

"We have not seen such a price increase since 2010. It's a unique situation."

According to the noted economist, the lingering effect of the coronavirus pandemic, the price hike of fuel globally, internal market failures, deficit financing and a lack of synchronised fiscal and monetary policies are all making the recovery from the war-induced crisis slow.

"We should learn from Sri Lanka on how to tackle such a crisis and turn around quickly. Otherwise, we will have to face both political and economic instability."

He suggested the government take urgent measures, especially those involving fiscal and monetary policies and expand the safety net programmes.

"Reining the inflation is the key challenge now," said Mustafa K Mujeri, executive director of the Institute for Inclusive Finance and Development.

He said the rate of inflation is growing fast in Bangladesh whereas countries such as Sri Lanka have brought it under control.

He said food prices in the global market have reached a moderate stage, but the situation is different in Bangladesh.

"As a result, there has not been much scope to blame global factors for the higher inflation in Bangladesh."

The former economist of the central bank urged the government to focus on domestic factors, including market management and monetary policies, to curb higher prices.

Mujeri said the local market has become unstable suddenly as some unscrupulous traders are trying to make unusual profits. This type of situation creates pressure on low-income people who usually spend 70 to 80 percent of their income on food items.

He warns if the government does not rein in inflation soon, the lower-income groups will not survive long.

He suggested the government strengthen the existing social protection schemes as temporary measures to give some relief to them.

Rizwanul Islam, a former special adviser of the International Labour Office in Geneva, said as increases in money wages have been falling behind price increases, the real wages have been falling.

THURSDAY SEPTEMBER 7, 2023
BHADRA 23, 1430 BS
The Daily Star

Garment makers reducing reliance on imported fabrics

REFAYET ULLAH MIRDHA

The import of woven fabrics declined by 25.97 percent in the first seven months of this calendar year, compared to the same period last year, as garment makers have brought down their reliance on imported products because of an increase in local production.

Another reason is that international clothing retailers and brands now demand a significantly shorter lead time to catch business in tune with the recovery in the global supply chain from the severe fallouts of the pandemic and Russia-Ukraine war, and so local sourcing of materials is more efficient.

International retailers and brands are hungry for new fashion items as they want to establish 12 sales seasons instead of the six or eight of the pre-pandemic times owing to fierce competition in the business.

As a result, they want quick shipment of goods and in many cases, they seek the goods through expensive air shipments instead of the normal delivery route over sea.

Following such a change in the business behaviour of international retailers and brands, the local garment suppliers, textile millers, weavers, spinners and knitters have also changed their production and procurement behaviour to match up.

The local garment suppliers started procuring fabrics from local sources instead of imported fabrics to comply with demands for a shorter lead time.

Currently, international retailers and brands demand a lead time of 45 days to 60 days as opposed to the previous 90 days and 120 days for the delivery of goods.

It is almost impossible to maintain such a lead time if the garment is made from imported fabrics as it takes at least 30 days to import the fabrics from other countries, mainly from China, to Bangladesh.

If the lead time takes any longer, there is a possibility of the work orders being cancelled.

As a result, the local garment exporters, especially the woven garment manufacturers, have started procuring the fabrics they require from the local markets to reduce the lead time.

For this, import of woven fabrics stood at 2,69,671 tonnes between January and July of this year whereas it was 3,64,321 tonnes in the corresponding period last year, according to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA).

In terms of the value, it was a decrease of 16.08 percent to Tk 19,860.83 crore, the BTMA data also showed.

The increase in the local sourcing of woven fabrics also indicates that more value addition is taking place in the domestic garment sector.

Abdullah Al Mahmud (Mahin), chairman and managing director of Mahin Group, which is a supplier of woven fabrics, said he has been receiving an increasing number of work orders over the last six months. He also pointed to shorter lead times and rising competition as another factor.

Citing the example of a major Spanish brand, Mahin said it wants deliveries within a maximum of two weeks. As a result, local garment makers buy the fabrics from the local markets instead of importing it, he said.

The forecast is that there is pressure from a lot of work orders up to October and production capacity in his mill may go up to 80 percent to meet the demand, he said.

In case of knitwear, local spinners for many years have been able to supply more than 90 percent of the raw materials. So, they have been able to enjoy a shorter lead time for a long time.

AK Azad, chairman and chief executive officer of Ha-Meem Group, said the demand for non-denim fabrics produced locally has been rising mainly to maintain the lead time because the business was shifting from China to Bangladesh.

International retailers and brands want delivery of goods at the earliest, he said.

Monsoor Ahmed, chief executive officer of the BTMA, said sourcing of fabrics from the domestic markets reduced lead time significantly.

More importantly, garment makers can also buy fabrics through deferred payments and frequently seek replacements for the fabrics in case of quality issues, which would not have been possible in case of imported fabrics, he said.

Bangladeshi knitwear items have been performing strongly for many years because of the local availability of raw materials, said Md Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions Ltd.

They are beating the odds of not having the geographical proximity with major export destinations and not even having direct shipping lines, he said.

In case of woven items, the same may happen soon, he said.

"We are reducing dependence on imported fabrics," said Faruque Hassan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Many composite mills can supply garments even with 30 days of lead time as they have raw materials on hand. But such cases are rare, he added.

BTMA President Mohammad Ali Khokon said the demand for locally-made woven fabrics has been increasing but a clearer picture would be available after the next quarter.

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৩

ঢাকার পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ছবি : রয়টার্স

ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশসহ এশিয়ার চার দেশ

পোশাক রফতানিতে আয় কমবে ৬,৫০০ কোটি ডলার

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গবেষণায় পোশাক শিল্পের ছয়টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করা হয়েছে, যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেখা গেছে, ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাই আগামী দিনগুলোয় উচ্চ তাপমাত্রা ও বন্যার কারণে ব্যাহত হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানকে তার বার্ষিক আয়ের ৫ শতাংশও হারাতে হতে পারে

উচ্চ তাপমাত্রা ও বন্যার নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। শুধু এ দুই কারণেই ২০৩০ সাল নাগাদ ৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের ক্ষতির মুখে পড়বে এশিয়ার চার দেশের পোশাক রফতানি খাত। দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান শ্রোডার্স ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি পরিচালিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য। খবর রয়টার্স।

গবেষণা প্রতিবেদনটি গতকাল প্রকাশিত হয়। গবেষণায় পোশাক শিল্পের ছয়টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করা হয়েছে, যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেখা গেছে, ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাই আগামী দিনগুলোয় উচ্চ তাপমাত্রা ও বন্যার কারণে ব্যাহত হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানকে তার বার্ষিক আয়ের ৫ শতাংশও হারাতে হতে পারে।

নতুন এ প্রতিবেদনকে পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা যেতে পারে। সম্প্রতি এ শিল্প ব্যয়সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির কাছ থেকে যে তথ্য পান তা অপ্রতুল। কর্নেল গ্লোবাল লেবার ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জ্যাসন জুড এ প্রসঙ্গে বলেন, 'যেসব সরবরাহকারী ও ক্রেতার সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলেছি, তাদের কারো মনোযোগই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বন্যার দিকে নেই। জলবায়ুসংক্রান্ত ইস্যুতে পোশাক শিল্পের এখনো আলোচ্য বিষয় হলো ব্যয় কমানো, কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পুনরায় প্রক্রিয়াজাতের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বন্যা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়ে তারা এখনো চিন্তা করছে না।'

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এ সময়ে জলবায়ুসংক্রান্ত সমস্যার ঝুঁকি অনুধাবন জরুরি। কিন্তু এ ব্যাপারে পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া এখনো শুরুর দিকে। অল্প কিছু বিনিয়োগকারী পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করেছেন। শ্রোডার্সের টেকসই বিনিয়োগ গবেষণাবিষয়ক প্রধান আঙ্গাস বাউয়ার বলেন, 'এ ব্যাপারে আমাদের কাছে তথ্য খুবই অপ্রতুল। কিছু ব্র্যান্ড তাদের সরবরাহকারী কারখানার অবস্থান সম্পর্কেও তথ্য দিতে নারাজ।'

বাউয়ারের দাবি অনুযায়ী, শ্রোডার্স ৮৭ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে। আগামী দিনগুলোয় তারা বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবে, বিশেষ করে তথ্য জানার ব্যাপারে। এতে সরবরাহকারী ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কাজ করা আরো সহজ হয়ে উঠবে। নতুন পরিস্থিতিতে নয়া কৌশল গ্রহণ এবং তার ফলে কর্মীদের ওপর প্রভাব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা সম্ভব হবে।

গবেষকরা ভবিষ্যতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বন্যার সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়েছেন। একই সঙ্গে সরবরাহ চেইনে কেমন ক্ষত তৈরি হতে পারে, সেটির ধারণা দিয়েছেন। তাপমাত্রার কারণে কর্মীরা হিট স্ট্রেসে ভোগেন। ফলে উৎপাদন কমে যায়। এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত হয় উৎপাদন। বন্যার কারণেও কারখানার কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের পোশাক রফতানি বৈশ্বিক পোশাক রফতানির ১৮ শতাংশ। এ দেশগুলোয় পোশাক ও জুতা শিল্পে কাজ করছে ১ কোটি ৬ লাখ মানুষ।

উচ্চ তাপমাত্রা ও বন্যার প্রভাবে উৎপাদন কমে গেলে স্বভাবতই রফতানি খাতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক খাতে এশিয়ার চার দেশের আয় কমবে ৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলার, যা প্রত্যাশিত আয়ের ২২ শতাংশ। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবে ৯ লাখ ৫০ হাজার মানুষ। ২০৫০ সালের মধ্যে রফতানি আয় কমবে ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ। কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা হারাবে ৮৬ লাখ ৪ হাজার।

সংবাদ
সোমবার ৩ আশ্বিন ১৪৩০
Monday 18 September 2023

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পোশাক রপ্তানি বাড়ছে

জুলাই ও আগস্টে নিউজিল্যান্ডে পোশাক রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি বেড়েছে ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আছে ব্রাজিল

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক থেকে। আর রপ্তানি বাজার হিসেবে বিবেচনা করলে প্রথমেই উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর নাম। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলোয় রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি ধীর হয়েছে। বিপরীতে অপ্রচলিত বাজারগুলোয় প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে এসব বাজারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জুলাই ও আগস্টে নিউজিল্যান্ডে পোশাক রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি বেড়েছে ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আছে ব্রাজিল। দেশটিতে পোশাক রপ্তানি ৪৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া রাশিয়া ৪৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং তুরস্কে ৩৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেড়েছে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'আমাদের রপ্তানির সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে অপ্রচলিত বাজারগুলোতে আমরা ভালো করছি। অতীতেও এ বাজারগুলোতে আমাদের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল, এখনও আছে, আগামীতেও থাকবে বলে আশা করি। এর কারণ হচ্ছে, নতুন পণ্যে এবং নতুন বাজারের দিকে বিজিএমইএ দৃষ্টি দিচ্ছে। ইউরোপে আমাদের সবসময় রপ্তানি ছিল, এখনও আছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রেও আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে আমাদের রপ্তানি বাজার আরও সম্প্রসারিত হবে।'

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালে বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। বৈশ্বিক রপ্তানিতে হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। গত বছর হিস্যা বেড়ে ৭ দশমিক ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়। পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। চীন এখনও সবচেয়ে বড় পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্ববাজারে ২০২২ সালে পোশাক রপ্তানিতে চীনের হিস্যা ছিল ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৩-এ বলা হয়েছে, ২০২২ সালে ভিয়েতনাম তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ছিল। ২০২২ সালে বাংলাদেশ ৪৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। ডব্লিউটিওর তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে চীন ১৮২ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এবং ভিয়েতনাম রপ্তানি করে ৩৫ বিলিয়ন ডলারের।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুলাই-আগস্ট সময়ে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক এসেছে প্রায় ৮ বিলিয়ন (৭৯৯ কোটি ৮৬ লাখ) ডলার যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১২ দশমিক ৪৬ শতাংশ বেশি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় বেড়েছে ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

জুলাই-আগস্ট দুই মাসে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৫ দশমিক ৩১ শতাংশই এসেছে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে। এর মধ্যে নিট পোশাক রপ্তানি থেকে এসেছে ৪ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার; প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় অর্ধেকই এসেছে নিট পোশাক থেকে। তৈরি পোশাকের ৫৭ দশমিক ২৮ শতাংশ এসেছে নিট পোশাক রপ্তানি থেকে।

ওভেন পোশাক থেকে এসেছে ৩ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার; গত বছরের একই সময়ের চেয়ে আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ৭ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল ৭ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলার। সার্বিক রপ্তানিতে এই দুই মাসে ৯ দশমিক ১২ শতাংশ যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তা আসলে পোশাক খাতের ওপর ভর করেই অর্জিত হয়েছে।

সংবাদ
বার ২৯ ভাদ্র ১৪৩০
Wednesday 13 Septembar 2023

অবৈধ প্রবাসীদের ফেরাতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে চুক্তি করবে বাংলাদেশ

কূটনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অবৈধ প্রবাসীদের ফেরাতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) চুক্তি করবে বাংলাদেশ বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের পঞ্চম কৌশলগত সংলাপ শেষে তিনি এ তথ্য জানান।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, সংলাপে আমরা দুই/একটা মেকানিজমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এসওপি শীঘ্রই সই করব। যাতে যুক্তরাজ্যে যারা ভিসার বাইরে থাকছেন, যারা অবৈধ হয়ে আছেন তাদের কীভাবে নিয়ে আসতে পারি, এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

মাসুদ বিন মোমেন বলেন, মাইগ্রেশন অ্যান্ড মবিলিটি নিয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ করতে তারা (যুক্তরাজ্য) সম্মত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের কিছু শিক্ষার্থী এবং কর্মী সেখানে যাচ্ছে সেটাকে আরও যেন বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি না? জানতে চাইলে মাসুদ বিন মোমেন জানান, তারেক রহমান সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন। আমাদের সঙ্গে ওদের লিগ্যাল মেকানিজম আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়েও আলোচনা চলছে।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, সংলাপে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যুক্তরাজ্য সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন দেখতে চায়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনে সহায়তা দেবে যুক্তরাজ্য।

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের (এফসিডিও) পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি স্যার ফিলিপ বার্টন বলেন, আমরা আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অগ্রগতি এগিয়ে নিয়েছি, যা শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। আমরা একটি আধুনিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে যাচ্ছি বলে সামনের দিকে তাকিয়েছি। চমৎকার ও গঠনমূলক কৌশলগত সংলাপ হয়েছে।

সংলাপে অংশ নেয়া যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের এ ধরনের এসওপি আছে, এর সদস্য ব্রিটেনও আছে। কিন্তু ব্রেক্সিট হওয়ার পর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে আর আমাদের এসওপি হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা তাদের সঙ্গে এসওপি করছি।

এসওপি চুক্তি হলে প্রতি মাসে তিন থেকে চারজন অবৈধ বাংলাদেশি দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলেও জানান হাইকমিশনার মুনা।

সংলাপে ঢাকার পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি ফিলিপ বার্টন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

২৭০০ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় ঝুঁকিতে

বিরূপ আবহাওয়ায় পড়বে পোশাক খাত

গবেষণা প্রতিবেদন

- পোশাক খাত ২০৩০ সাল নাগাদ হারাতে পারে ২৬৭৮ কোটি ডলার, যা হবে মোট রপ্তানি আয়ের ২১.৯৫ শতাংশ
- ২০৫০ সাল নাগাদ হারাতে পারে ৭১ হাজার ১৩২ কোটি ডলার, যা মোট রপ্তানি আয়ের ৬৮.৫১ শতাংশ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

তীব্র দাবদাহ ও বন্যার কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ২৬.৭৮ বিলিয়ন বা দুই হাজার ৬৭৮ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় কম হতে পারে। তীব্র দাবদাহের কারণে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা যেমন কমবে তেমনি অনেক পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে। গত বুধবার প্রকাশিত শ্রোডার্স ও কর্নেল ইউনিভার্সিটির এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

'হায়ার গ্রাউন্ড : হাউ ফ্যাশন সাপ্লাই চেইনস আর বিয়িং ইমপেক্টেড বাই এক্সট্রিম হিট অ্যান্ড ফ্লাডিং' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়, জলবায়ু অভিযোজিত পরিস্থিতিতে যদি তৈরি পোশাক খাত কর্মীদের তাপের চাপ কমাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি দাঁড়াবে ১২২.০১ বিলিয়ন ডলার। আর ২০৫০ সাল নাগাদ এ আয় দাঁড়াবে ১০৩৮.২২ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) গত বছর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ রপ্তানি আয় হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে মোট কর্মসংস্থান দাঁড়াবে ৪৮ লাখ ৩০ হাজার। ২০৫০ সাল নাগাদ কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৩ লাখ ১০ হাজার। এতে বলা হয়, ২০২১ সালে এই খাতে কর্মীর সংখ্যা ছিল ৪২ লাখ ২০ হাজার।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় বাংলাদেশ যদি অভিযোজনব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে? গবেষণায় বলা হয়, তীব্র দাবদাহ ও বন্যার কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ রপ্তানি আয় কমে হবে ৯৫.২২ বিলিয়ন ডলার। ২০৫০ সাল নাগাদ এ আয় কমে দাঁড়াবে ৩২৬.৯০ বিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে কর্মীর সংখ্যাও ২০৩০ সাল নাগাদ প্রত্যাশার চেয়ে কমে হবে ৪৫ লাখ ৭০ হাজার এবং ২০৫০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ৫০ লাখ চার হাজার। ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশ রপ্তানি আয় হারাবে ২১.৯৫ শতাংশ বা দুই হাজার ৬৭৮ কোটি ডলার। ২০৫০ সাল নাগাদ হারাবে রপ্তানি আয়ের ৬৮.৫১ শতাংশ বা ৭১১.৩২ বিলিয়ন ডলার (৭১ হাজার ১৩২ কোটি ডলার)।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু বাংলাদেশ নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এশিয়ার চার দেশের তৈরি পোশাক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশ ছাড়া বাকি তিন দেশ হচ্ছে কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম। ২০৩০ সাল নাগাদ এই চার দেশের রপ্তানি আয় ৬৫ বিলিয়ন ডলার হ্রাস পাবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গবেষণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামে ব্যবসা পরিচালনাকারী ছয়টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সরবরাহশৃঙ্খল আমলে নেওয়া হয়। এতে দেখা যায়, বস্তুগত দিক দিয়ে ছয়টি ব্র্যান্ডের ব্যবসাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন একটি ব্র্যান্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়, যাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির পরিমাণ তাদের গ্রুপের পরিচালন মুনাফার ৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

নিবন্ধের লেখকরা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, পোশাকশিল্পের আর্থিক খরচ লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে, এ ছাড়া এই শিল্পের কম্পানিগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যও পান না বিনিয়োগকারীরা। সুতরাং এই শিল্প এবং তাতে বিনিয়োগকারী–উভয় পক্ষকেই এ গবেষণার ফলকে সতর্কবার্তা হিসেবে নেওয়া উচিত।

কর্নেল গ্লোবাল লেবার ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জেসন জুড বলেন, 'আমরা যেসব সরবরাহকারী ও তাদের বায়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের কেউই এসব বিষয় (বন্যা ও খরতাপ) নিয়ে সচেতন ছিলেন না।'

DHAKA MONDAY SEPTEMBER 18, 2023
ASHWIN 3, 1430 BS
The Daily Star

Plastic industry policy aims to expand domestic market

JAGARAN CHAKMA

The Plastic Industry Development Policy 2023 has set a target to increase the plastics and packaging industry market from around $4 billion now to $10 billion by 2028.

The policy was approved by the cabinet on September 4 and will be implemented for a period of five years from the date of approval.

However, there is scope to amend the policy from time to time in the light of new circumstances based on the results of evaluation and monitoring activities.

"The target is really ambitious but it is achievable if the global financial crisis ends soon. The country's macroeconomic situation will be stable over the period," said Shamim Ahmed, president of Bangladesh Plastic Goods Manufacturers & Exporters Association (BPGMEA).

According to him, the plastic sector is currently facing a skilled manpower crisis but that will be combatted through the BPGMEA's training institute, Bangladesh Institute of Plastic Engineering and Technology (BIPET), which aims to train skilled manpower to help the sector increase productivity.

The policy also set a target to provide demand-based training to 10,000 individuals by 2028 to create skilled manpower while also aiming to create 5,00,000 new employment opportunities in this sector by 2028.

Ahmed lauded the policy for having clear guidelines to develop the sector and lead to export diversification.

Currently, Bangladesh directly and indirectly exports around $1.5 billion worth of plastic products.

According to Ahmed, Bangladesh, despite huge potential, is lagging far behind in achieving market advantage for the export of plastic products on a priority basis mainly due to a lack of appropriate policy support.

Ahmed believes the policy will fill these gaps.

The policy aims to ensure consistent annual growth of 15 percent in the sector and eliminate problems and obstacles facing new business ventures in this industry before 2026.

It also set a target to increase the contribution of the plastics sector to total GDP by at least two percent by 2028. Currently, it is below one percent.

The policy sees a possibility of the plastic industry of Bangladesh occupying an important place in the global plastic product market.

Bangladesh occupies only 0.6 percent of the current $570 billion global plastic product market. According to a study by Grand View Research, the global market for plastic products will increase to $ 721.14 billion by 2025.

The policy aims to ensure consistent annual growth of 15 percent in the sector and eliminate problems and obstacles facing new business ventures in this industry before 2026

According to BPGMEA, the country's overall plastic product market is worth around $4 billion, of which 83.4 percent is manufactured domestically while the remaining 16.6 percent is imported.

The average per capita consumption of plastic products in Bangladesh is around 5-7 kg, while the global average per capita consumption is around 50 kg.

The policy also said it was necessary to increase the production capacity of import substitutes and export more value-added products to expand the market for local products throughout the country.

INCENTIVES UNDER THE POLICY

Under the policy, the government will provide exemption from income tax for the first 10 years in plastic parks and backward linkage industries as well as duty-free imports of capital equipment, spare parts and accessories.

Besides, special concessions on export duties, duties, taxes and fees will be given for loading, unloading, or storage of goods at ports or importation of capital equipment.

Tax credits will also be provided on raw materials and supplies while there will also be necessary tax concessions in respect to basic infrastructure development work.

Even VAT on purchases of local goods and services, including land-based telecommunications, electricity and utilities, will be reduced while bonded warehouse facilities will be made available.

HOW THE POLICY WILL BE IMPLEMENTED

A National Council on Plastics Industry Development (NCPID) shall be constituted to supervise and monitor the implementation of the policy at the national level.

The NCPID shall be headed by the Minister of Industries and shall consist of 27 members. The council will sit at least twice a year.

The NCPID will be responsible for facilitating policy coherence between national development policies and this policy as well as its integration with other national policies.

NCPID will facilitate and coordinate national positions on plastic industry development issues for national as well as international purposes.

The council will review reports from the National Steering Committee (NSC) on the impact of the policy in various sectors of the economy.

The NSC for plastic industries promotion will be headed by the secretary of the ministry of industries, who will act as its chairperson.

Under the policy, the government will also create industrial cities or special economic zones for plastic industries in Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation industrial cities or designated special economic zones.

কালের কণ্ঠ বুধবার । ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ।

এক বছরে সোয়া ১১ লাখ বাংলাদেশির কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে এক বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১১ লাখ ২৫ হাজার ৮৩৩ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমেদ। তিনি আরো জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা এক কোটি ৫৫ লাখ ১৩ হাজার ৪৬০ জন।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য আলী আজমের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী জানান, সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১১ লাখ ২৫ হাজার ৮৩৩ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে বর্তমানে ১০৪টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসহ মোট ১১০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি দলের শহীদুজ্জামান সরকারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মন্ত্রী জানান, এ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমনকারী কর্মীর সংখ্যা এক কোটি ৫৫ লাখ ১৩ হাজার ৪৬০ জন (জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত)। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা অধিক পরিমাণে জনশক্তি পাঠানোর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে মালদ্বীপ, ব্রুনেই দারুস সালাম ও গ্রিসের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজি মো. সেলিমের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী জানান, জনশক্তি রপ্তানির জন্য ১৮টি দেশ এবং চীনের স্বায়ত্তশাসিত হংকংয়ের সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক রয়েছে। দেশগুলো হলো কুয়েত, কাতার, ওমান, লিবিয়া, মালদ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, জর্দান, বাহরাইন, ইরাক, ইউএই, সৌদি আরব, ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, কম্বোডিয়া, গ্রিস ও জাপান। ভবিষ্যতে মাল্টা, আলবেনিয়া, রুমানিয়াসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা স্বাক্ষর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কালের কণ্ঠ সোমবার । ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

তৃতীয় গ্লোবাল বিজনেস সামিটে বক্তারা

প্রবাস আয়ের ৬০% আসে হুন্ডির মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

খোলাবাজারে ডলারের দাম বেশি, আর ব্যাংকিং চ্যানেলের মূল্য কম হওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, 'শ্রমিকরা গরিব মানুষ। তাদের কিভাবে বলব, তুমি ত্যাগ স্বীকার করো। বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠাও? এটা সম্ভব না।' গতকাল রবিবার রাতে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে তৃতীয় গ্লোবাল বিজনেস সামিটে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশে প্রবাস আয়ের ৬০ শতাংশ আসে হুন্ডির মাধ্যমে।

দেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠানো প্রবাসীদের সংগঠন এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, 'আজকে হয়তো ১১৭ টাকা ৫০ পয়সা ডলারের দাম ছিল। সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম ১১০ টাকা। সাড়ে ৭ টাকার পার্থক্য। এটা কি কাভার করা সম্ভব? আপনারা (সিআইপি) দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা বৈধভাবে ডলার পাঠান। আপনারা শ্রমিকদের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় আছেন। যাঁদের আয় অনেক কম। সত্যি কথা বলতে আমি আপনাদের একবার বলতে পারি যে ঠিক আছে, আপনারা দেশের জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শ্রমিকদের একবারও বলতে রাজি না। ওরা কেন স্যাক্রিফাইস করবে? ডলারের রেট কেন ১১০ টাকা দরে নেবে? আমি মনে করি এটা অন্যায্য, ওদেরও তো স্ত্রী-সন্তান আছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংককে এ ব্যাপারে নীতিমালা তৈরি করতে হবে।'

এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে গ্লোবাল বিজনেস সামিটে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ। ছবি : কালের কণ্ঠ

মন্ত্রী বলেন, 'প্রবাসীরা আগে যত ইচ্ছা বন্ড কিনতে পারতেন। কিন্তু এটা পরে সরকার সীমা বেঁধে দিল। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে সুদের হার অনেক বেশি ছিল। এখন সেই সুদের হার কম। এখন আমাদের ডলার সংকট আছে। তাই এখন সীমা ধরে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।' অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'প্রবাসীদের আয় ও রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির জন্য বিশাল শক্তি। এর অগ্রগামী সৈনিক আপনারা।'

এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী বিমান ভাড়া সহনীয় করা, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের নামে হয়রানি বন্ধ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবাসী ছেলেমেয়েদের কোটা বরাদ্দ রাখা, আয়কর সহজ করাসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '৪০ শতাংশ টাকা আসে বৈধভাবে, আর বাকি ৬০ শতাংশ টাকা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে আসে। বিদেশের দূতাবাসগুলো জানে কারা হুন্ডির ব্যবসা করেন। তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না?'

প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করব। সবাই আমাদের (প্রবাসী) কথা বোঝেন, কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা আছেন তাঁরা প্যাঁচ লাগান। তাঁদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা করা গেলে প্রবাসীদের জটিলতা দূর হবে।'

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন, সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান রেজাউল কায়সার টিটো প্রমুখ।

সোমবার। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩। ৩ আশ্বিন ১৪৩০ সময়ের আলো

স্বীকৃতি পেল আরও দুই কারখানা

সবুজ গার্মেন্টস কারখানায় অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

মোট কারখানা হলো ২০২

আরও ৫০০ কারখানা পাইপলাইনে

সারা বিশ্বে গার্মেন্টস শিল্পে গ্রিন ফাক্টরি বা সবুজ কারখানায় অনন্য উচ্চতায় পৌঁছল বাংলাদেশ। এ খাতের আরও দুই কারখানাকে সবুজ কারখানার স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। দুটিই গোল্ড রেটেড কারখানা। এর মাধ্যমে দেশে মোট লিড সনদপ্রাপ্ত সবুজ বা পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা হলো ২০২। গতকাল রোববার তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ-র দেওয়া তথ্য অনুসারে বিশ্বে সবুজ কারখানার সংখ্যার স্বীকৃতি হিসেবে একটি মাইলফলক।

নতুন দুই কারখানাগুলো হলো–নারায়ণগঞ্জের ইউনির্ভাসেল ম্যানস ওয়ার লিমিটেড ও ঢাকার প্যাসিফিক ব্লু জিনস ওয়্যার লিমিটেড। গত আগস্ট মাসে নারায়ণগঞ্জের ইউনির্ভাসেল ম্যানস ওয়ার লিমিটেডকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গোল্ড রেটিং পাওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে ৬৩ পয়েন্ট। ঢাকার প্যাসিফিক ব্লু জিনস ওয়্যার লিমিটেড পেয়েছে ৬০ পয়েন্ট।

পরিবেশবান্ধব সবুজ পোশাক কারখানা ভবনে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। বাংলাদেশের ৭৩টি পোশাক কারখানা প্লাটিনাম রেটিং, ১১৫টি গোল্ড রেটিং ও ১০টি সিলভার রেটিং পেয়েছে। এ ছাড়া চারটি কারখানা কোনো রেটিং না পেলেও সনদ পেয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইউএসজিবিসি এই কারখানাগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সবুজ কারখানার তালিকায় বাংলাদেশের পরের অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান সময়ের আলোকে বলেন, বিশ্বব্যাপী সবুজ কারখানার আবাসস্থল হিসেবে বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে একটি বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ রেটযুক্ত লিড গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আরও আরও ৫০০টির মতো কারখানা পরিবেশসম্মত সবুজ কারখানার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (লিড) সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের তৈরি পোশাক শিল্প কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শ্রমিকদের সুস্থতা এবং পরিবেশগত ক্ষেত্রে টেকসই হওয়ার জন্য অঙ্গীকার ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সবুজ রূপান্তর আমাদের উদ্যোক্তার দূরদর্শিতার একটি প্রমাণ। এ ছাড়া এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্ববাজারে দেশের পোশাক খাতকে আরও সম্ভাবনাময় এবং ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে।

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রবাসী কর্মীরা প্রতারিত হচ্ছে চাকরি ও বেতন-ভাতা নিয়ে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ সংসদীয় কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিদেশে গিয়ে চাকরি ও বেতন-ভাতা নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে প্রবাসী কর্মীরা। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সংসদীয় কমিটি। কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শেষে বিদেশে যাওয়ার পরবর্তী মাসেই প্রবাসী কর্মীদের চাকরি ও বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়। সংসদীয় কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন ও আয়েশা ফেরদাউস অংশগ্রহণ করেন।

কমিটি সূত্র জানায়, অভিবাসী কর্মীদের প্রকৃত মাসিক গড় বেতন মাত্র ২৫ হাজার ২৫৩ টাকা, যা নারী কর্মীর ক্ষেত্রে ১৭ হাজার ৩০২ টাকা। আর গৃহকর্মীদের প্রকৃত গড় মাসিক আয় মাত্র ১৬ হাজার ৪৬৭ টাকা। অথচ বিভিন্ন দেশে অভিবাসী কর্মীদের সঙ্গে এজেন্সি ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী মাসিক গড় বেতন ২৯ হাজার ৮৫৫ টাকা হওয়ার কথা। আবার অনেক কর্মীই বিদেশে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন। বেতন তো দূরের কথা, চাকরি পেতে পেতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। এই সংকট দ্রুত নিরসনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন সংসদীয় কমিটির সদস্যরা।

এদিকে বৈঠকে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বর্তমান অবস্থা, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া ব্যবস্থা এবং অবৈধপথে ইউরোপ-আমেরিকায় জনশক্তি প্রেরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো বৃদ্ধি করতে প্রবাসীদের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকে প্রবাসী কর্মীদের তথ্য হালনাগাদ রাখতে তাঁদের প্রদত্ত স্মার্ট কার্ডের সঙ্গে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাকে একীভূত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এ ছাড়া দক্ষ প্রবাসী কর্মী গড়ে তুলতে ও সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) শূন্য পদগুলো অনতিবিলম্বে পূরণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

মঙ্গলবার ৪ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 19 September 2023
সংবাদ
e-mail : sangbadecc

কমছে রেমিট্যান্স, কমছে রিজার্ভ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বর্তমান বিশ্ব পেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স কমছেই। আর এর ফলে নিম্নমুখী ধারাও অব্যাহত রয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে ১৬০ কোটি (১.৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল গর্ত ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম।

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে (১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর) বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ৭৪ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৪ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। রেমিটেন্সে প্রতি ডলারের জন্য এখন ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। সেই হিসাবে এই ১৫ দিনে এসেছে ৮ হাজার ১০৩ কোটি টাকা। প্রতিদিনে এসেছে ৫৪০ কোটি টাকা। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে ১৬০ কোটি (১.৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল গত ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম। গত ফেব্রুয়ারিতে ১৫৬ কোটি (১.৫৬ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

চলতি মাসের ১৫ দিনে যে রেমিটেন্স এসেছে, মাসের বাকি ১৫ দিনে সেই হারে রেমিটেন্স আসলে মাস শেষে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক ১৪৭ কোটি ডলারে গিয়ে ঠেকবে। সেই হিসাবে আগস্টের চেয়েও সেপ্টেম্বরে কম রেমিটেন্স আসবে। আর সেটা হবে দেড় বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় বিলিয়ন ডলারের কম, ১৪৯ কোটি ৪৪ লাখ ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

দফায় দফায় টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়ানোর পরও রেমিটেন্স বাড়ছে না; উল্টো কমছে। অবৈধ হুন্ডি বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স কম আসছে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ, জনশক্তি রপ্তানিকারক ও ব্যাংকাররা।

কার্ব মার্কেট বা খোলাবাজারে ডলারের দর বাড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে হুন্ডি আরও বেড়ে গেছে বলে মনে করছেন তারা। ভয়-আতঙ্কে গত রোববার কার্ব মার্কেটে ডলার বেচাকেনা বন্ধই ছিল বলা যায়। খুবই গোপনে দু-একটা লেনদেনের খবর পাওয়া গেছে; প্রতি ডলার ১১৭ টাকা ৬০ পয়সা থেকে ১১৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গত তিন সপ্তাহ ধরে খোলাবাজারে ১১৬ থেকে ১১৮ টাকায় ডলার কেনাবেচা হচ্ছে।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠালে আড়াই শতাংশ প্রণোদনাসহ যা পাওয়া যায়, হুন্ডির মাধ্যমে পাঠালে তার চেয়েও ৫/৬ টাকা বেশি পাওয়া যায়। সেই কারণেই সবাই হুন্ডির দিকে ঝুঁকছে বলে জানিয়েছেন জনশক্তি রপ্তানিকারক ও অর্থনীতিবিদরা।

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি (১.৯৭ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৬ কোটি ৩৬ লাখ ডলার বা ৬৯৪ কোটি টাকা। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে এসেছিল ২০৯ কোটি ৬৯ লাখ (২.১০ বিলিয়ন) ডলার। দ্বিতীয় মাস আগস্টে এসেছিল ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ (২.০৩ বিলিয়ন) ডলার। গত অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই (জুলাই ও আগস্ট) ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি করে রেমিটেন্স এসেছিল দেশে। কিন্তু চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ২ বিলিয়ন ডলারের কম এসেছে। আগস্টে এসেছে, দেড় বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি।

গত অর্থবছরের শেষ মাস জুনে ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন (২২০ কোটি) ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে। যা ছিল একক মাসের হিসবে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ; তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই তথ্য বলছে, অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সূচক রেমিটেন্স প্রবাহে বড় ধাক্কা খেয়েছে। আর এ কারণেই রিজার্ভও কমছেই।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) জুলাই-আগস্ট মেয়াদের ১ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলারের আমদানি বিল পরিশোধের পর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের রিজার্ভ ২১ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের 'গ্রস' হিসাবে রিজার্ভ নেমেছে ২৭ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলারে।

সবশেষ গত জুনে মাসে পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের ৪ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। সেই হিসাবে বর্তমানের ২১ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ দিয়ে সাড়ে চার মাসের কিছু আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি দেশের কাছে অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ বিদেশি মুদ্রা মজুদ থাকতে হয়।

গত ১২ জুলাই থেকে আইএমএফের কথামতো রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। 'গ্রস' হিসাবের পাশাপাশি বিপিএম-৬ পদ্ধতি অনুসরণ করেও রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ওই দিন 'গ্রস' রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৯ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার।

এরপর থেকে রিজার্ভ কমছেই। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, গত দুই মাসে 'গ্রস' রিজার্ভ কমেছে ২ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম-৬ পদ্ধতির হিসাবে রিজার্ভ কমেছে ১ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার।

আমদানি খাতে ব্যয় কমার পরও রিজার্ভ বাড়ছে না; উল্টো কমছে। জ্বালানি তেল, সার, খাদ্যপণ্যসহ সরকারের অন্যান্য আমদানি খরচ মেটাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কাছে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রির কারণেই রিজার্ভ কমছে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা।

রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে রেমিটেন্স। এই রেমিটেন্স বাড়ায় কোরবানির ঈদের আগে 'গ্রস' রিজার্ভ বেড়ে ৩১ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল। কিন্তু জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মে-জুন মেয়াদের ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ আবার ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসে। এরপর থেকে কমছেই।

চলতি মাসের ১৫ দিনে যে রেমিটেন্স এসেছে, মাসের বাকি ১৫ দিনে সেই হারে রেমিট্যান্স আসলে মাস শেষে মোট রেমিট্যান্সের অঙ্ক ১৪৭ কোটি ডলারে গিয়ে ঠেকবে। সেই হিসাবে আগস্টের চেয়েও সেপ্টেম্বরে কম রেমিট্যান্স আসবে। আর সেটা হবে দেড় বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম

সমকাল ● বুধবার | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ৫ আশ্বিন ১৪৩০ ●

এনবিআরের হস্তক্ষেপ চেয়ে বিটিএমএর চিঠি

অবৈধ সুতা-বস্ত্রের দাপটে মার খাচ্ছে দেশীয় শিল্প

■ আবু হেনা মুহিব

শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা সুতা ও কাপড় খোলাবাজারে বিক্রির ঘটনা বাড়ছে। আবার আমদানি চালানে উল্লেখিত ঘোষণার তুলনায় পরিমাণে বেশি সুতা ও কাপড় আনা হচ্ছে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে। এর বাইরে চোরাচালানের মাধ্যমে একটা বড় পরিমাণ সুতা ও কাপড় ঢুকছে দেশের বাজারে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে দেশে আসা এসব সুতা ও কাপড় স্থানীয় পণ্যের চেয়ে ২০ শতাংশ কম। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন মার্কেটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে এসব সুতা ও কাপড়। এতে মার খাচ্ছে স্থানীয় চাহিদার সুতা ও বস্ত্রশিল্প।

উদ্যোক্তারা বলছেন, ডলার ও গ্যাস সংকটে বস্ত্রকলগুলো এমনিতেই নাস্তানাবুদ। ডলার সংকটে কাঁচামাল আমদানি বিঘ্নিত হচ্ছে। গ্যাসের প্রয়োজনীয় চাপের অভাবে উৎপাদন নেমে এসেছে সক্ষমতার অর্ধেকে। উৎপাদন বেড়েছে অথচ দাম বাড়েনি। এ পরিস্থিতির মধ্যে যতটুকু উৎপাদন হয়, তার একটা বড় অংশ অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। স্থানীয় বাজারের চাহিদার জোগান দেওয়া মিলগুলোতে অবিক্রীত সুতা ও কাপড়ের স্তূপ জমেছে। শুধু অবিক্রীত সুতার পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা। কী পরিমাণ বস্ত্র অবিক্রীত তা হিসাব করার চেষ্টা করছে বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএ।

অসত্য ঘোষণা এবং চোরাচালানে দেশে আনা সুতা, বস্ত্র ও রেডিমেড ড্রেস যাতে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে না পারে সে ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হস্তক্ষেপ চেয়েছে বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএ। গত বৃহস্পতিবার এনবিআরের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বরাবর বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন স্বাক্ষরিত চিঠিটি পাঠানো হয়। যেসব বাজারে এসব অবৈধ সুতা ও কাপড় বিক্রি হয় সেগুলোর একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। এতে নারায়ণগঞ্জ, বাবুর হাট, আড়াই হাজার, মদনগঞ্জ, গাওছিয়া, মাধবদী, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও পাবনার কথা উল্লেখ করা হয়। এসব বাজারে তল্লাশি অভিযান চালানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে চিঠিতে। এনবিআরের কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের পক্ষ থেকে একসময় এসব বাজারে নিয়মিত তল্লাশি পরিচালনা করা হতো।

৫ হাজার কোটি টাকার অবিক্রীত সুতার স্তূপ স্থানীয় মিলগুলোতে

চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি এনবিআর চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখাও করছে বিটিএমএর একটি প্রতিনিধি দল। দলে নেতৃত্ব দেন বিটিএমএর স্থানীয় স্পিনি ও ইউভিং মিলস উন্নয়ন সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও লিটিল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী খোরশেদ আলম। সমকালকে তিনি জানান, কোন মার্কেটে কী ধরনের অবৈধ সুতা ও কাপড় বিক্রি হয় তার বিস্তারিত তারা তুলে ধরেছেন এনবিআরের চেয়ারম্যানের কাছে। এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার আগে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেছেন তারা। তবে অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়, এনবিআরের চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া কোনো অভিযান চালাতে পারে না তারা। খোরশেদ আলম জানান, তাঁর কারখানায় ২৫ কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত।

বিটিএমএর প্রধান নির্বাহী মনসুর আহমেদ সমকালকে বলেন, স্থানীয় বাজারে বছরে ৮ বিলিয়ন মিটার বস্ত্রের চাহিদা আছে। দেশীয় বস্ত্রকলগুলো এ চাহিদার শতভাগ মেটাতে সক্ষম। এতে অবৈধভাবে যেসব বস্ত্র দেশে ঢুকছে তা উদ্বৃত্ত হিসেবে বাজারকে অস্থির করে তুলছে। বিটিএমএর সদস্য কারখানা ৫১৯টি। এর মধ্যে শতভাগ স্থানীয় বাজারের জন্য সুতা তৈরি করে ২০০ কারখানা।

জানা গেছে, অবৈধ সুতা ও কাপড় বিক্রি না করার জন্য বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বরাবর পৃথক চিঠি দেওয়া হয়েছে বিটিএমএর পক্ষ থেকে। একই অভিযোগ এবং বাজারের তালিকা এ চিঠিতেও উল্লেখ করা হয়। অবৈধ সুতা ও বস্ত্র যাতে বিক্রি করা না যায়, এ ব্যাপারে সমিতির হস্তক্ষেপ চেয়েছে বিটিএমএ।

যুগান্তর | সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১০ আশ্বিন ১৪৩০

প্রবাসী আয়ে ধীরগতি ২২ দিনে এলো ১০৫ কোটি ডলার

যুগান্তর প্রতিবেদন

ব্যাংকিং চ্যানেল ও বৈধপথে প্রবাহ কমে যাওয়ায় আগস্টের ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বরেও প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠাতে বেশি আগ্রহী হওয়ায় আনুষ্ঠানিক বা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। এদিকে রেমিট্যান্স বাড়াতে ব্যাংকের এমডিদের নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যাংকিং চ্যানেলে সেপ্টেম্বরের প্রথম ২২ দিনে ১০৫ কোটি ৪৯ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এ হিসাবে দৈনিক ৪ কোটি ৭৯ লাখ ৫২ হাজার মার্কিন ডলার আসছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর শেষে রেমিট্যান্সের অঙ্ক দাঁড়াবে ১৪৪ কোটি ডলার, যা আগের মাসের চেয়ে ১৬ কোটি ডলার কম। আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৯ কোটি ৯৫ লাখ ডলার, যা ছিল আগের ছয় মাসে সর্বনিম্ন। সংশ্লিষ্টরা জানান, খোলা মুদ্রাবাজারে ডলারের দর বেশি। ডলার দামসহ সমসাময়িক অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে বেসরকারি ব্যাংক উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) নেতারা বৈঠক করেন। বৈঠকে বিএবির পক্ষ থেকে ডলার দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিলে তাতে গভর্নর সায় দেননি। ব্যাংক উদ্যোক্তাদের জানানো হয়, মূল্যস্ফীতির চাপে ডলারের দাম এখন বাড়ানো সম্ভব নয়। রোববার গভর্নরের সঙ্গে এবিবি চেয়ারম্যানের বৈঠকেও একই বিষয় প্রাধান্য পায়।

প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চলতি মাসের ২২ দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৯ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ২ কোটি ৯৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৯২ কোটি ৯৮ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৪১ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এসেছে। জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার এবং আগস্টে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৭ লাখ মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। ২০২০-২১

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসী আয়ে ধীরগতি ২২ দিনে এলো ১০৫ কোটি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার এসেছিল। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ে ডলারের মূল্য এক রেট ধরা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রপ্তানিকারকরা প্রতি ডলারে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সায় পাচ্ছেন। আগে যা ছিল ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা। প্রবাসী আয়ে ডলারের মূল্য ৫০ পয়সা বাড়িয়ে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়েছে। এ ছাড়া আমদানিতে ডলারের দর হবে ১১০ টাকা। আগে যা ছিল ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় ১১০ টাকায় ডলার লেনদেন হচ্ছে। তবে কার্ব মার্কেট বা খোলাবাজারে এক ডলার কিনতে গ্রাহককে ১১৭ থেকে ১১৮ টাকা গুনতে হচ্ছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

পিএমএফ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী

বিদেশ গমন বাড়লেও রেমিট্যান্স বাড়ছে না

● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রতি বছর কাজের জন্য অনেক মানুষ বিদেশে যাচ্ছেন। তবে সে অনুযায়ী রেমিট্যান্স বাড়ছে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি বলেন, বিদেশ যাচ্ছেন তো বহু মানুষ। তারা সেভাবে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন না। যেভাবে রেমিট্যান্স আগে আসত, এখন তার চেয়েও বেশি আসার কথা। অথচ ধীরে ধীরে তা কমে যাচ্ছে। এটা চিন্তার বিষয়, খতিয়ে দেখার বিষয়। কেন এমনটা হচ্ছে, সেটাই এখন খুঁজছি আমরা।

সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পিএফএম) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করেছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি বিশ্বাস করি তরুণরা অনেক সচেতন। অনেক তরুণ-যুবক স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গিয়ে স্থায়ী হচ্ছেন। তাদের পরিবার দেশে। তাদের জন্য তো তারা অর্থ পাঠিয়ে থাকেন। শ্রমিকরাও বৈধপথে বিদেশ যাচ্ছেন। রেমিট্যান্স আসার অনুপাত তো বিদেশে যাওয়া মানুষের যে হার, তার সঙ্গে মেলে না।

রেমিট্যান্স ঠিক তো, অর্থনীতিও ঠিক–এমন মন্তব্য করে মুস্তফা কামাল বলেন, রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার কারণ খুঁজতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে। বছরের শুরুর দিকে যেভাবে আসছিল, সেটা হঠাৎ কমতে শুরু করল কেন? দ্রুত রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্য সমাধানের পথ বের করতেই হবে। রেমিট্যান্স কাঠামো সংস্কার করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা চমৎকার কিছু উদ্ভাবনী পরামর্শ চাই। আপনারা রেমিট্যান্স প্রবাহ ঠিক রাখতে সংস্কারের প্রস্তাব দেন, আমাদের ভালো ভালো পরামর্শ দেন; আমরা তা গ্রহণ করব এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্বব্যাংকের গভর্ন্যান্স গ্লোবাল প্র্যাকটিসের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্র্যাকটিস ম্যানেজার হিশাম ওয়েলি বলেন, সত্যিই বাংলাদেশ ভালো করছে। সম্প্রতি সর্বজনীন পেনশন স্কিমটা আমি দেখেছি, সেটাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছি আমরা। এ স্কিমের দিকে সরকারকে কঠোর নজর রাখতে হবে। এখানে নাগরিকদের সঞ্চয় করা অর্থ জমানো হবে।

■ রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখতে হবে **অর্থমন্ত্রী**

■ সর্বজনীন পেনশন স্কিম ইতিবাচক হিসেবে দেখছি **হিশাম ওয়েলি** বিশ্বব্যাংকের প্র্যাকটিস ম্যানেজার

তিনি বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে আরও কাজ করার আহ্বান জানাব আমরা। ছিন্নমূল মানুষ, প্রত্যন্ত এলাকার জনগণ যেন শহরের মানুষের মতো সুযোগ-সুবিধা পান, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। আর এটা বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগকে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করি, বাংলাদেশের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা চৌকস কর্মকর্তারা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশপ্রধান (কান্ট্রি ডিরেক্টর) আবদুলায়ে সেক বলেন, পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে দেশের সুশাসন কাঠামোর মেরুদণ্ড। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, পিএফএফের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা দেওয়া, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার বলেন, কার্যকর পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের জন্য এই খাতে পেশাদারিত্ব তৈরি করা প্রয়োজন। একজন মানুষ সব কাজ করবে এই ধারণা থেকে বের হয়ে একেক বিষয়ে একেকজন পারদর্শী হবেন, সেই লক্ষ্যে কাজ করা উচিত।

সাবেক অর্থসচিব ফজলে কবির বলেন, আমলাতন্ত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার যেকোনো পরিবর্তনের বিষয়ে এক ধরনের বিপরীত চিন্তা আছে। ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের চিন্তা থেকে বের হয়ে আসা প্রয়োজন।

এদিকে দিনব্যাপী এ কর্মশালা শুরু হয় সকাল সাড়ে ৯টায়। বেলা ১১টার দিকে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন বিষয়ে প্যানেল আলোচনা হয়। এতে আলোচক ছিলেন সাবেক পাঁচ অর্থসচিব। তারা হলেন–মো. জাকির আহমেদ খান, ড. মোহাম্মদ তারেক, মো. ফজলে কবির, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, আবদুর রউফ তালুকদার। পরে সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশনের টাকাসহ ব্যাংকে পাঠানোর যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সরকার, তা নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

দুপুরে মধ্যাহ্ন বিরতির পর কর্মশালার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থনীতির চলমান ব্যবস্থা পুনর্গঠনসহ নানা বিষয়ে কয়েকটি সেশন পরিচালনা করা হয়। অর্থনীতিবিদ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা সেশনগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

The Financial Express Tuesday | September 19, 2023 METRO/NEWS

Outbound workers to non-traditional markets up notably

ARAFAT ARA

The number of outbound Bangladeshi workers going with jobs to the non-traditional countries, like the United Kingdom (UK) and Italy, increased significantly in the recent months.

It happened, as these countries need foreign workers in different sectors during the post-Covid period.

In the first eight months (January-August) of this year, Bangladesh sent 13,364 workers to Italy, while the number was 7,594 in 2022. The workers went to the European country as factory and agricultural workers, waiter, cook, gas worker, carpenter, welder, chef, hotel boy, cleaner, nurse, mason, caretaker, lab technician, driver, ship-breaker, etc.

Talking to the FE, a senior official at the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) said the local workers are going to Italy with sponsorship visa or visit visa. If they go with visit visa, they can work there after a short period.

The Italian government, in early 2022, announced to hire 69,700 seasonal and non-seasonal workers from 31 non-European Union (EU) countries, including Bangladesh.

The maximum validity of seasonal visa is nine months, and the number of such visas is 42,000. The duration of non-seasonal visa is two years with an option for extension. A total of 27,700 visas will be issued for hiring non-seasonal workers.

On the other hand, the UK hired 4,951 workers from Bangladesh in the January-August period of 2023. The outflow of workers to the country was only 942 in 2022.

The BMET data showed that the local workers went to that country as nurse, manager, caretaker, doctor, cleaner, sales manager, IT professional, store keeper, house worker, medical technician, tailor, kitchen worker, waiter, accountant, etc.

Besides, female workers' jobs also increased in the UK in the recent months, as 2,479 workers went to the nation in the first eight months of this year. A total of 283 women went to that country in 2022.

An official said women would have opportunity to migrate to the UK as students or with various jobs, as the country would hire a large number of foreign nationals as students and workers. Bangladeshi expatriates sent US$2.08 billion remittances from the UK, and $1.18 billion from Italy in the fiscal year 2022-23, according to the Bangladesh Bank data.

Besides, Bangladesh also started sending workers to Croatia, Poland and Russia, which would help the overseas jobseekers to get jobs in the developed countries.

Ali Haider Chowdhury, secretary general of Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) said there are opportunities in such non-traditional markets. In the coming days, the outflow of workers to those countries would rise, if the government ensures necessary support.

Bangladesh sent a total of 882,101 workers in the first eight months of 2023. Most of them went to the Middle-Eastern countries and Malaysia with low-skilled jobs. Of the total, 54,763 were female workers, who mainly went to the Arab countries as domestic helps.

arafataradhaka@gmail.com

- BD sent **13,364** workers to Italy, **4,951** to UK in Jan-Aug
- Of the total, **54,763** were female workers, who mainly went to the Arab countries as domestic helps
- Women would have opportunity to migrate to the UK
- Bangladesh also started sending workers to Croatia, Poland and Russia

সংবাদ
Sunday 24 September 2023

যুক্তরাজ্যে ২০৩২ সাল পর্যন্ত বিনা শুল্কে পোশাক রপ্তানির সুবিধা চায় বিজিএমইএ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রণীত যুক্তরাজ্যের নতুন রপ্তানি পরিকল্পে বিদ্যমান শুল্ককাঠামোর মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান। সম্প্রতি বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের কাছে লিখিত চিঠিতে এই অনুরোধ জানান তিনি।

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন বাণিজ্য পরিকল্প বা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিম (ডিসিটিএস) তৈরি করেছে যুক্তরাজ্য। এই পরিকল্পের সঙ্গে আগের ব্যবস্থার পার্থক্য নেই। এখন উন্নয়নশীল দেশগুলো যে শুল্ককাঠামোর অধীন যুক্তরাজ্যে পণ্য রপ্তানি করছে, ২০২৯ সাল পর্যন্ত সেই কাঠামো বজায় থাকবে। অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত বিদ্যমান শুল্ককাঠামোর অধীন বা বিনা শুল্কে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি করা যাবে।

বিজিএমএই সভাপতি ফারুক হাসান চিঠিতে বলেছেন, 'আগের অনুরোধের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বলতে চাই, এই উত্তরণকালের মেয়াদ ২০৩২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হোক।' এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'মহামারীর কারণে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প ও বৈশ্বিক ফ্যাশন শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

নিজের বক্তব্যের সপক্ষে আরও কিছু কারণ তুলে ধরেন ফারুক হাসান। যেমন মহামারী-পরবর্তী বাজারের অস্থিরতা, ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ের ধরন ও উৎস পরিবর্তন, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, জ্বালানির দাম বাড়ার কারণে যে অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে, তার রাশ টানতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তাতে মানুষের ব্যয়যোগ্য আয় কমেছে। বাজারে তার প্রভাব পড়ছে। এ ছাড়া সঠিক বিনিয়োগ ও সুযোগ-সুবিধা পুনর্বিন্যাস করে নিজেদের প্রস্তুত করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে বলে চিঠিতে বলা হয়।

সময় বৃদ্ধির অনুরোধ ছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য তৈরি এই পরিকল্পের আরও কিছু দিক সম্পর্কে স্পষ্টিকরণ চাওয়া হয় চিঠিতে। এই পরিকল্পের বর্ধিত কাঠামোয় বলা হয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশ পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া হবে, কিন্তু কীভাবে তা নির্ধারণ করা হবে এবং বিজিএমইএ কীভাবে সেই তথ্য পাবে, চিঠিতে সেই প্রশ্ন তোলা হয়। এছাড়া জিএসপির সঙ্গে নতুন পরিকল্পের কী পার্থক্য, বিশেষ করে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন এই পরিকল্প কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়ে বিশদভাবে জানতে চেয়েছে বিজিএমইএ।

যুক্তরাজ্যের বাজার বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানির গন্তব্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাজ্যে ৫ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন বা ৫০২ কোটি ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ, আগের অর্থবছরের তুলনায় যা ১১ দশমিক ৭৮ শতাংশ বেশি।

চিঠিতে বিজিএমইএ আরও বলেছে, তৈরি পোশাক শিল্পে বেশ কিছু ব্রিটিশ বিনিয়োগ এসেছে, যারা বেশ সফলতার সঙ্গে বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিজিএমইএ মনে করে, ডিসিটিএসের মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও নিবিড় হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের নিরাপত্তা, মঙ্গল ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বর্তমানে দেশে ২০২টি লিড স্বীকৃত পরিবেশবান্ধব কারখানা আছে, যাদের মধ্যে ৭৩টি লিড প্লাটিনাম স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি পোশাক খাতের বিভিন্ন বৈশ্বিক ব্র্যান্ডের শীর্ষ কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সফর করেছেন।

এছাড়া চিঠিতে আরও বলা হয়, শ্রমিকদের কল্যাণ ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিজিএমইএর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। আশা করা হচ্ছে, এবার শ্রমিকদের মজুরি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হবে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশ। তারপর পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধাগুলো অব্যাহত থাকবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিকারকেরা। তবে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পরও যুক্তরাজ্য ও কানাডায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশের পোশাক খাত।

আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া আগে থেকেই শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছে। মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির সাড়ে ১৬ শতাংশের গন্তব্য এই তিন দেশ।

কালের কণ্ঠ রবিবার। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে পোশাক রপ্তানি কমছে

রাশেদুল তুষার, চট্টগ্রাম ▷

বাংলাদেশের গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রধান দুই বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের প্রায় ৩৫ শতাংশ মূলত এই দুই দেশেই যায়। কিন্তু চলতি বছরে এই দুই বাজারে আশঙ্কাজনকভাবে পোশাক রপ্তানি কমেছে। বহির্বিশ্বে জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে যখন পোশাক রপ্তানি ৭.২৭ শতাংশ বেড়েছে, সে সময় বাংলাদেশি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানি কমেছে ১১৭ কোটি ৪৩ লাখ ডলার বা ১২ হাজার ৬২৪ কোটি টাকার (রপ্তানিতে ডলার রেট ১০৭ টাকা ৫০ পয়সা ধরে)। প্রবৃদ্ধি কমেছে ১০.৫৮ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওটেক্সা, ইউরোপের ইউরোস্ট্যাট ও ইপিবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

গার্মেন্টসসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আপাতত নন-ট্র্যাডিশনাল বা অপ্রচলিত বাজার দিয়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তুলে রাখা গেলেও প্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি তাঁদের ভাবিয়ে তুলছে। এসব বাজারে রপ্তানি অর্ডার কমার কারণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে এখনই সচেতন না হলে ভবিষ্যতে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যটিকে ভুগতে হবে।

বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানি

বাংলাদেশ রপ্তানি ব্যুরো (ইপিবি) ও বিজিএমইএ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের ১৫০ গন্তব্যে তিন হাজার ১৯৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের ২০২২ সালে রপ্তানি হওয়া দুই হাজার ৯৮২ কোটি ৫১ লাখ ডলার থেকে ৭.২৭ শতাংশ বেশি।

এর মধ্যে সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে। মোট রপ্তানির ৪৯.৬০ শতাংশ বা এক হাজার ৫৮৬ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের পণ্য গেছে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে। এর পরেই একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ৫৭০ কোটি ডলারের গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে ৩৬০ কোটি ৭৩ লাখ ডলার এবং কানাডায় ১০১ কোটি ৫১ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আর নন-ট্র্যাডিশনাল বা অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৫৮০ কোটি ২৩ লাখ ডলার।

বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেমন করছে

গত ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে চার হাজার ৫৭০ কোটি ৯১ লাখ মার্কিন ডলারের গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি হয়েছে বহির্বিশ্বে। এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানি হয়েছে এক হাজার ৬৩৪ কোটি ৭৫ লাখ ডলার, যা মোট পোশাক রপ্তানির ৩৫.৭৬ শতাংশ। তবে ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রধান দুই রপ্তানি গন্তব্যে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৯৯২ কোটি ২৯ লাখ ডলার, যা এই সময়ে মোট রপ্তানির ৩১ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানি ও হিস্যা দুই-ই কমেছে। আগস্ট পর্যন্ত গত আট মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আগের বছরের চেয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ৫০ কোটি ডলার বা ৮.০৮ শতাংশ। জার্মানিতে পরিস্থিতি আরো নাজুক। এই বাজারে কমেছে ৬৭ কোটি ৩০ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি কমেছে ১৩.৭৫ শতাংশ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওটেক্সা ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপারেল আমদানির যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক আমদানি কমেছে এক হাজার ৩১০ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ২২.২৮ শতাংশ কম। এর প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পোশাক রপ্তানিকারক চীনের প্রবৃদ্ধিতে। দেশটি থেকে তৈরি পোশাক আমদানি কমেছে ২৮.৭৫ শতাংশ। ভিয়েতনাম থেকে কমেছে ২৪.৭৬ শতাংশ। আর ওটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি কমেছে ১৯.৮২ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কম হওয়া প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি ও ইনডিপেনডেন্ট অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম আবু তৈয়ব বলেন, 'মূল কারণ যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মন্দা। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, নিত্যপণ্যের দাম সেখানে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। সেখানকার মানুষ এখন বিলাসপণ্যের চেয়ে খাদ্য ও মৌলিক চাহিদা মেটাতে অর্থ ব্যয় করছে। স্বাভাবিকভাবে চাহিদা না থাকলে অর্ডারও কমবে, এটাই সহজ সমীকরণ।'

তিনি বলেন, 'আমার নিজের যে আইটেম আগে এক মিলিয়ন পিস অর্ডার হতো, সেটা এখন চার থেকে পাঁচ লাখ পিসে নেমে এসেছে। কভিড আমাদের ক্ষতি করতে পারেনি, উল্টো প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। অথচ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ আমাদের ভীষণভাবে ভোগাচ্ছে।'

ইউরোপভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইউরোস্ট্যাট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত চলতি বছরে জার্মানি তৈরি পোশাক আমদানি করেছে এক হাজার ৩২২ কোটি ৬১ লাখ ডলার। আমদানি প্রবৃদ্ধি কমেছে ০.০৪ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ আমদানি হয়েছে বাংলাদেশ থেকে ৩১১ কোটি ৯৭ লাখ ডলার। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি কমেছে ৮.৯৬ শতাংশ। অথচ একই সময়ে প্রতিযোগী চীন থেকে পোশাক আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ০.৭৮ শতাংশ, তুরস্ক ও ভিয়েতনামে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ০.৭০ ও ৪.৭৭ শতাংশ।

জার্মানিতে অন্যদের প্রবৃদ্ধির সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি কমার কারণ ভিন্ন বলে মনে করেন প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সেখানকার বায়াররা স্বল্প লিডটাইম অর্ডারের দিকে ঝুঁকছে। কাছাকাছি দেশ তুরস্ক কিংবা কম সময়ে পণ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তায় ভিয়েতনামে অর্ডার করছে। কাছের দেশ থেকে স্বল্প সময়ে পণ্য নেওয়ার সুবিধা হচ্ছে, বায়ার বিক্রি দেখে চাহিদা বুঝে অর্ডার করতে পারে।'

ভারসাম্য ধরে রেখেছে অপ্রচলিত বাজার

তৈরি পোশাকের প্রধান দুই রপ্তানি বাজারে প্রবৃদ্ধি কমলেও গত আট মাসে বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.২৭ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধিতে মূল প্রভাবকের ভূমিকা রেখেছে নন-ট্র্যাডিশনাল বা অপ্রচলিত বাজার। প্রচলিত বাজারে যেখানে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৫০ শতাংশ, সেখানে বিকল্প বা অপ্রচলিত বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৮.৩১ শতাংশ, যা মোট রপ্তানি হিস্যার ১৮.১৪ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে রপ্তানিতে অপ্রচলিত বাজারের হিস্যা ছিল ১৫.১৬ শতাংশ।

মূলত জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্কের মতো দেশগুলোতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অপ্রচলিত বাজারে পণ্যের রপ্তানি বাড়ার প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি ও ইস্টার্ন অ্যাপারেলস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাছির উদ্দিন চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই মন্দা সময়ে আমরা কারখানার ক্যাপাসিটি ফেলে রাখতে পারি না। এ ছাড়া প্রণোদনার মতো সরকারি কিছু পদক্ষেপে উদ্যোক্তারাও এখন বিকল্প বাজারে ঝুঁকছে। কারণ এই বাজারে এখনো যুদ্ধের প্রভাব পড়েনি। এ কারণে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে।'

বণিকবার্তা
বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৩

চলতি সেপ্টেম্বরের প্রথম ২২ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ১০৫ কোটি ৪৯ লাখ ডলার। বিদ্যমান ধারা অব্যাহত থাকলে এ মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১৪৫ কোটি ডলার হতে পারে, তিন বছরের মধ্যে একক মাসে যা সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স

বাংলাদেশ থেকে গত আড়াই বছরে বিদেশ গেছেন **২৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৮ শ্রমিক**

রেমিট্যান্স প্রবাহ

২৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (বিপিএম৬) অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২১.২ বিলিয়ন ডলার

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

রেমিট্যান্সের বিপর্যয় আরো গভীর হয়েছে

হাছান আদনান ■

দেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের বিপর্যয় আরো গভীর হয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বরের প্রথম ২২ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ১০৫ কোটি ৪৯ লাখ ডলার। নিকট অতীতে কোনো মাসে এত কম রেমিট্যান্স প্রবাহ দেখা যায়নি। যদিও গত আড়াই বছরে ২৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৮ জন বাংলাদেশী নতুন করে বিদেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়েছেন।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, মাসের শেষ আট দিনে সর্বোচ্চ ৪০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসতে পারে। সেটি হলে সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ হতে পারে ১৪৫ কোটি ডলার। এটি হবে গত তিন বছরের মধ্যে এক মাসে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স প্রবাহ।

দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার শুরুটা গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে। ওই সময় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেয়া হয়। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোয় বিশেষ পরিদর্শন চালায় বাংলাদেশ ব্যাংক। বেশি দামে ডলার বেচাকেনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দেশী-বিদেশী ছয়টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে অপসারণও করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসব তৎপরতার মুখেই গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক ধাক্কায় প্রায় ৫০ কোটি ডলার কমে যায়। ২০২২ সালের আগস্টে ২০৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে এলেও সেপ্টেম্বরে তা ১৫৩ কোটি ডলারে নেমে আসে। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখনই ডলারের বিনিময় হার নিয়ে কঠোর হয়েছে, তখনই বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিপর্যয় দেখা গেছে।

বর্তমানেও বেশি দামে ডলার বেচাকেনা ঠেকাতে দেশের ব্যাংকগুলোয় বিশেষ পরিদর্শন চালাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরই মধ্যে ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলমান বিশেষ অভিযানের মধ্যেই রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরু থেকেই দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫৭ কোটি ২৬ লাখ ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ৪১৩ কোটি ৩২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল। ওই সময় রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ছিল ১২ শতাংশেরও বেশি।

দেশের একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী বণিক বার্তাকে বলেছেন, ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভুল নীতিতে চলছে। ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নামে ব্যাংকগুলোয় আতঙ্ক তৈরি করেছে। এ কারণে রেমিট্যান্সের বাজার আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দেশের প্রথম প্রজন্মের একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশে হুন্ডির বাজার এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণকারীরাও অনেক প্রভাবশালী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো প্রভাবশালী হুন্ডি কারবারিদের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। তারা ভাসমান বিদেশী মুদ্রা বিক্রেতা ও কিছু মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান চালিয়ে হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এ ধরনের লোক দেখানো অভিযান চালিয়ে হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না।'

ব্যাংক খাতে গতকাল প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। যদিও খুচরা বাজারে (কার্ব মার্কেট) প্রতি ডলার ১১৭-১১৮ টাকায় লেনদেন হয়েছে। ব্যাংকের তুলনায় খুচরা বাজারে বেশি দাম পাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা হুন্ডির মাধ্যমে বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহের বিপর্যয় থামানো যাবে না বলে জানান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। আবার ধীরে ধীরে ডলারের বিনিময় হারও বাড়ানো হচ্ছে। ব্যাংকে ডলারের দাম বাড়লে কার্ব মার্কেটেও বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে ডলারের বাজার স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে না। বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে প্রভাবশালী হুন্ডি কারবারিদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হলে তবেই হুন্ডির বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে।'

আমদানি দায় মেটানোর পাশাপাশি বিদেশী ঋণ পরিশোধের চাপে রয়েছে বাংলাদেশ। ডলারের সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) দেশের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ হাজার ১২০ কোটি বা ২১ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের

রেমিট্যান্সের বিপর্যয় আরো

১ম পৃষ্ঠার পর

হিসাবে ২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। সে হিসাবে গত দুই বছরের ব্যবধানে রিজার্ভের পরিমাণ অর্ধেকেরও অনেক নিচে নেমে এসেছে। দেশে ডলারের চাহিদা যখন সবচেয়ে বেশি তখন রেমিট্যান্সের বড় পতন অর্থনীতির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই আসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে। জানতে চাইলে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বণিক বার্তাকে বলেন, 'সারা বিশ্বেই এখন হুন্ডির বাজার বেশ শক্তিশালী। এ কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। জাতীয়ভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার প্রভাব ইসলামী ব্যাংকের ওপরও পড়েছে। আমরা রেমিট্যান্স বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।'

রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে, এমন ব্যাংকগুলোর অন্যতম একটি দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির মাধ্যমে আগস্টে মাত্র ৯২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। আর সেপ্টেম্বরের প্রথম ২২ দিনে এসেছে মাত্র ৪৯ লাখ ডলার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে দ্য সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাফেদা ও এবিবির নির্ধারণ করে দেয়া বিনিময় হার অনুসরণ করতে গিয়েই আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এতটা কমে গেছে। আগে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৮-১০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসত। এখন সেটি ১ কোটিতে নেমে গেছে। সব ব্যাংক ঘোষিত বিনিময় হার অনুসরণ করে রেমিট্যান্স আনছে না। কিছু ব্যাংক বেশি দরে রেমিট্যান্স আনার কারণে অন্য ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগের সময় তথা ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীরা রেকর্ড ২ হাজার ৪৭৭ কোটি বা ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স কমে ২ হাজার ১৩০ কোটি ডলারে নেমে আসে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। গত অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। গত দুই অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে স্থবিরতা চললেও এ সময়ে বিদেশগামী অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, শুধু চলতি ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ৬ লাখ ১৭ হাজার ৫৭৬ জন বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশ গেছেন। ২০২২ সালে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন। এর আগে ২০২১ সালেও ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। সব মিলিয়ে গত আড়াই বছরে বিদেশের শ্রমবাজারে নতুন করে ২৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৮ জন বাংলাদেশী যুক্ত হয়েছেন। এত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী বিদেশ গেলেও রেমিট্যান্স প্রবাহে সেটির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে চেষ্টা করেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেছেন, অনেক সময় নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে কিছু বিষয় এড়িয়ে যেতে হয়। যথাসময়ে আমদানি দায় মেটানোর জন্যই বেসরকারি ব্যাংকগুলো বেশি দামে রেমিট্যান্স কিনতে বাধ্য হচ্ছিল। এর ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহও প্রবৃদ্ধিতে ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর হতে গিয়ে প্রতি মাসে অন্তত ৫০-৬০ কোটি ডলার ব্যাংক খাতে না এসে হুন্ডিতে চলে যাচ্ছে।

NEW AGE

SEPTEMBER 30, 2023,

38 Bangladeshi migrants arrive in Italy

Dead, missing migrants in Med tripled this summer: UN

Agence France-Presse · Rome

38 migrants from Bangladesh arrived after their nine-metre boat was picked up off the Lampedusa coast by Italian authorities, Ansa news agency reported on Friday.

A small group of Tunisians arrived by boat on the island, the first landing in over a week after a surge fuelled tensions in Europe over migration.

Seventeen Tunisians were admitted to the island's migrant reception centre, which earlier this month was overrun after 8,500 arrived in just three days, Italy's Ansa news agency reported.

Bad weather over the past week had prevented those fleeing North Africa to venture the risky Mediterranean crossing.

The number of Europe-bound migrants who died or went missing in the Mediterranean this summer has tripled since last year, the UN said on Friday, adding it had become a 'cemetery' for children.

Between June and August, at least 990 people perished or vanished trying to get to Europe from northern Africa, compared to 334 deaths over the same months in 2022, the UN's children's agency UNICEF said.

At least 289 children have died so far this year while trying to make the dangerous crossing, said Nicola dell'Arciprete, UNICEF's country coordinator for Italy.

There were 11,600 unaccompanied minors among the migrants who arrived in Italy on makeshift vessels between January and September, up 60 per cent from the first nine months of 2022.

'The Mediterranean has become a cemetery for children and their future,' UNICEF's Regina De Dominicis said.

'The tragic toll of children dying in search of asylum and security in Europe is the result of political choices and a defective migration system,' she said.

The earlier surge pushed the migration issue once more to the top of the European agenda, with Italy's hard-right government demanding more help from Brussels.

More than 1,30,000 migrants have landed on Italy's shores so far this year, almost double the number last year, according to interior ministry figures.

Italy has clashed with Germany in recent days over Berlin's decision to fund charities that operate migrant rescue ships in the central Mediterranean, the world's deadliest migrant sea crossing.

In an interview with the daily La Repubblica, foreign minister Antonio Tajani said that seven NGO ships, some of them flying the German flag, were 'heading towards Lampedusa'.

He said this was 'really strange and worrying'.

EU interior ministers met Thursday on long-discussed new rules for how the bloc handles asylum seekers and irregular migrants.

EU home affairs commissioner Ylva Johansson said 'no main obstacles' remain on the thorny issue and formal agreement would come 'in a few days'.

Changes were made to get Germany's agreement included making sure families and children were 'prioritised' when they arrived irregularly on EU soil and admission criteria for asylum-seekers were not tightened, Berlin said.

But Italy has said it wants more time to study the text.

According to the UN High Commissioner for Refugees, 2,500 migrants died or went missing in the Mediterranean between January 1 and September 24, 50 per cent more than in the same period last year.

A surge of migrants arriving at Italy's Lampedusa island earlier this month — with some 8,500 arrivals in just three days—will likely be repeated in coming weeks, said dell'Arciprete.

'We know that these are figures that could even rise in the coming months because there are a number of conflicts, natural disasters or even climate events in the countries of origin or transit of these minors,' he said.

প্রথম আলো • বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

দেশে পর্যটনশিল্পে ঝুঁকি অপরিকল্পিত বিনিয়োগ

আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস

দেশে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে আছে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা। বছরে পর্যটকের সংখ্যা দেড়-দুই কোটি।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

সাগর, নদী, পাহাড় বা বনে ঘেরা দেশের পর্যটন স্থানগুলো। প্রতিবছর বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। এ সুযোগে যেখানে-সেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে রিসোর্ট, রেস্তোরাঁসহ বিনোদনের নানা কেন্দ্র। এসব গড়তে মানা হচ্ছে না কোনো নিয়মনীতি। এসব কেন্দ্র তৈরির ক্ষেত্রে বাদ যাচ্ছে না প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাও। আদতে এমন অপরিকল্পিত বিনিয়োগ ঝুঁকি তৈরি করছে পর্যটনশিল্পে।

পর্যটন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত স্থানের বাইরে দেশে তেমন পর্যটনকেন্দ্র নেই। তাই পরিবেশ ধ্বংস হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারানো এলাকায় মানুষ আর বেড়াতে যাবে না। তাই দীর্ঘমেয়াদে পর্যটনশিল্পের স্বার্থে পরিবেশকে বাঁচাতে হবে।

আজ ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। পর্যটনশিল্পে পরিবেশ-প্রতিবেশ টিকিয়ে রাখতে এবার জাতিসংঘের বিশেষ সহযোগী সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও)' নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এ বছর পর্যটন দিবসে সবুজ বিনিয়োগকে স্লোগান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। দেশেও এবার দিনটির প্রতিপাদ্য 'পর্যটনে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ'। আজ বুধবার থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল' করবে ট্যুরিজম বোর্ড।

দেশের পর্যটন খাতে এখন পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ তেমন একটা হয়নি। হাতে গোনা কিছু রিসোর্ট করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। দেশের ভেতরে পর্যটনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য কক্সবাজার। সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগও হয়েছে এখানে। কিন্তু কোনো পরিকল্পনা ছাড়া। গত কয়েক বছরে সেন্ট মার্টিন ও সাজেকেও অনেকে বিনিয়োগ করেছেন। তবে এসব বিনিয়োগে দ্বীপ ও পাহাড়ের সবুজের বুক চিরে গড়ে উঠছে কংক্রিটের ভবন। সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর ও কাপ্তাই হ্রদে নামছে একের পর এক ইঞ্জিনচালিত নৌকা। শব্দ আর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সেসব স্থানে।

কয়েক বছর আগে নড়াইলে 'পরিবেশবান্ধব' অরুণিমা রিসোর্ট গড়েছেন খবির উদ্দিন আহমেদ। তিনি ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, করোনা মহামারির পর থেকে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে আগ্রহ বেড়েছে বিশ্বজুড়ে। তাই পরিবেশবান্ধব রিসোর্ট বাড়াতে হবে।

দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ১৯৯৯ সালে দ্বীপটিকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করে পরিবেশ অধিদপ্তর। জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষা করতে হলে সেন্ট মার্টিনে ভারী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। ৩৮ বছরে সেন্ট মার্টিনে প্রবাল প্রজাতি ১৪১টি থেকে কমে ৪০টিতে নেমেছে। কমেছে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা।

আবার এই দ্বীপে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ অবৈধ। অথচ আবাসিক হোটেল, রিসোর্ট ও রেস্তোরাঁ হয়েছে ২৩০টির বেশি। দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ৪০টির বেশি বহুতল ভবনের (দুই ও তিনতলা) হোটেল-রিসোর্ট রয়েছে। এ দ্বীপে পর্যটকের সংখ্যা সীমিত করতে চায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে পর্যটন মন্ত্রণালয় চায় না এই সংখ্যা কমাতে। বর্তমানে পর্যটন মৌসুমে প্রতিদিন ৭ থেকে ১০ হাজার পর্যটক সেন্ট মার্টিনে যান।

পরিকল্পনা ছাড়া অবকাঠামো গড়ে উঠছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে। প্রথম আলো

> **দেশে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। পর্যটন ধরে রাখতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ হতেই হবে।**
>
> **তৌফিক রহমান**, মহাসচিব, প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার

মহাপরিকল্পনা

পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পাঁচটি লক্ষ্য ঠিক করেছে ট্যুরিজম বোর্ড। এসব লক্ষ্যের শুরুতেই আছে পর্যটকদের জন্য যেকোনো অবকাঠামো নির্মাণের সময় যাতে প্রাণিকুল, উদ্ভিদ, পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতি না হয়, সেই বিষয়ে খেয়াল রাখা। এ ছাড়া সাধারণ মানুষকে সচেতন করাও লক্ষ্যগুলোর একটি।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশের পর্যটন পুরোপুরি প্রকৃতিনির্ভর। পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ও পরিবেশ রক্ষায় ২০২৪ থেকে ২০৪১ মেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনা পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

বিপন্ন পরিবেশ

সর্বশেষ ২০১৯ সালে দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এর মধ্যে আছে দেশে পর্যটনের জনপ্রিয় গন্তব্য কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সুন্দরবন, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর ও জাফলং-ডাউকি নদী। এসব এলাকা নিয়ে ৯ ধরনের বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তবে তা মানা হচ্ছে না কোথাও। সবখানে প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে খামখেয়ালিভাবে।

সুন্দরবনের প্রতিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ। পরিবেশবান্ধব পর্যটনে বনের মধ্যে সাতটি এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত পর্যটকের চাপ নিতে পারছে না এসব এলাকা। পর্যটকেরা ছড়িয়ে পড়ছেন বনের বিভিন্ন প্রান্তে। বন ঘিরে ঘুরছে শতাধিক পর্যটকবাহী নৌযান। এদিকে গত দুই দশকে রিসোর্ট, পিকনিক স্পটের নামে হাজার হাজার একর জমি উজাড় হয়েছে গাজীপুরে।

প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের মহাসচিব তৌফিক রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে কংক্রিটের ভবনের ছড়াছড়ি, সুন্দরবনে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে শব্দ করে চলছে নৌকা। দীর্ঘ সময় পর্যটন ধরে রাখতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগে হতেই হবে। এ খাতে সরকারের নজরদারি বাড়াতে হবে।

পর্যটকের সংখ্যা

দেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কম। ট্যুরিজম বোর্ড বলছে, গত বছর ৫ লাখ ২৯ হাজার বিদেশি এসেছেন দেশে। এবার এটি ৬ লাখ ছাড়াতে পারে। তবে এ সংখ্যার সঙ্গে একমত নয় ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) সদস্যরা। তাঁরা বলছেন, এটা সব মিলে দেশে আসা বিদেশির হিসাব। এর মধ্যে পর্যটক অনেক কম। তবে স্থানীয় পর্যটক বাড়ছে। বছরজুড়ে দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় আনুমানিক দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ ঘুরে বেড়ান। অবশ্য এর কোনো নির্দিষ্ট হিসাব নেই সরকারি বা বেসরকারি কোনো সংস্থার কাছে।

যুগান্তর | রোববার ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১৯ ভাদ্র ১৪৩০

রাজধানীতে সড়কে তিনজনের প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে তিনজনের। এ ছাড়া নোয়াখালীর কবিরহাট ও বেগমগঞ্জ, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, দিনাজপুর, যশোর ও সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ছয়জন নিহত হয়েছেন। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে আহত হয়েছেন তিনজন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : শুক্রবার রাত দেড়টায় শ্যামপুর থানার পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন ফরহাদুল ইসলাম শিহাব নামের এক তরুণ। এ সময় পেছন থেকে আসা একটি বাস তাকে চাপা দিলে তিনি নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তার বন্ধু সৌরভ। চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার আব্দুস সাত্তারের ছেলে শিহাব পরিবারের সঙ্গে যাত্রাবাড়ীর কাজলারপাড়ে থাকতেন। এ ছাড়া শুক্রবার মধ্যরাতে কদমতলী ব্রিজের ঢালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাউসার নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। তিনি ইমামগঞ্জের একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করতেন। যাত্রাবাড়ীতে শনিবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। তার নাম ইশতিয়াক হোসেন খান। রাত সোয়া ৮টার দিকে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পাঁচ জেলায় নিহত আরও ছয়

নোয়াখালী ও বেগমগঞ্জ : মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আহত আবদুর রহিম শুভ নামে এক শিক্ষার্থী শনিবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা গেছে। সে কবিরহাট উপজেলার নরোত্তপুর ইউনিয়নের পদুয়া গ্রামের সফি উল্যাহ সবুজের ছেলে। শুক্রবার দুপুরে কবিরহাট-বেগমগঞ্জ বড় পোল সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া বেগমগঞ্জ উপজেলার ঢাকা-নোয়াখালী সড়কের রমজানবিবি এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় বাস চাপায় মো. নুরুল হুদা নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার জিরতলী ইউনিয়নের দরবেশপুরের হানিফের ছেলে।

লালমনিরহাট : পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর মিঠাইবাড়িতে শনিবার সকালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেলিম রেজা নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার ঝালঙ্গী সীমান্তের নুর ইসলামের ছেলে।

দিনাজপুর : দিনাজপুর সদর উপজেলার বাঁশের হাট এলাকায় শনিবার দুপুরে ট্রাক চাপায় একরামুল হক নামে ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেপালী দুই ছাত্র। নিহত একরামুল দিনাজপুর পৌরসভার রামনগর গোবরাপাড়ার নেজামউদ্দীনের ছেলে।

যশোর : ইজিবাইক ও বাসের মধ্যে সংঘর্ষে হাফেজা বেগম নামের ইজিবাইকের যাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সদর উপজেলার যশোর-ছুটিপুর সড়কের এড়েন্দা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাফেজা ঝিকরগাছা উপজেলার কায়েমখোলা গ্রামের হাবিবুর রহমানের স্ত্রী। এ ঘটনায় হাফেজার স্বামী হাবিবুর রহমান ও ইজিবাইক চালক নাসির হোসেন আহত হয়েছেন।

সিরাজগঞ্জ : তাড়াশ-নিমগাছী সড়কের চন্ডিভোগ এলাকায় শুক্রবার রাত ১২টার দিকে নসিমন উলটে চালক মাহতাব প্রামাণিক নিহত হয়েছেন। তিনি তাড়াশ পৌর এলাকার আসানবাড়ি গ্রামের মুসা প্রামাণিকের ছেলে।

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগর কানিহাটি চাতলাপুর সড়কে শনিবার বিকালে অটোরিকশা উলটে তিনজন আহত হয়েছে। তাদের উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ | শনিবার। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্রলারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ১২ জেলে দগ্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি, কক্সবাজার ▷

কক্সবাজার

- ১০ জন সংকটাপন্ন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যালে ভর্তি
- তাঁদের শ্বাসনালিসহ শরীরের ২০ থেকে ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে

কক্সবাজারের মাছ ধরার ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ১২ জেলে দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে ১০ জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজার শহরের ৬ নম্বর ঘাটে মায়ের দোয়া নামের একটি ট্রলারে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

দগ্ধদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। দুপুরে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাঁরা হলেন মোহ-াম্মদ শাহীন (৩৫), ওসমান গনি (২০), রফিকুল ইসলাম (২২), মো. শফিকুল ইসলাম (২৬), রহিম (৪২), রহিম উল্লাহ (৩০), মো. মনির (২৬), ন্বীল মোহাম্মদ (৩৬), আইয়ুব আলী (৫৫) ও আরমান (২০)। দগ্ধ অন্য দুজন কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁরা হলেন আলী আকবর (৫০) ও দুলাল মাঝি (৪৭)।

আহত সবাই কক্সবাজার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড কুতুবদিয়াপাড়া ও সমিতিপাড়ার বাসিন্দা।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রফিক উদ্দিন আহমেদ গতকাল সন্ধ্যায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ১০ জনের শ্বাসনালিসহ শরীরের ২০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে। সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ট্রলারের মালিক সেলিম উদ্দিন বহদ্দার জানান, জেলেরা সাগর থেকে মাছ আহরণ করে ভোররাতে ফিরে নদীর ৬ নম্বর ঘাটে ট্রলারটি নোঙর করেন। ট্রলারের ভেতর থেকে মাছ তখনো নামানো হয়নি। বিস্ফোরণে ট্রলারের তলদেশ ফুটা হয়ে যায়।

কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আরএমও আশিকুর রহমান জানান, আগুনে দগ্ধ হওয়া ১২ জনকে সকালে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত দগ্ধ হওয়া ১০ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকি দুজন এখানে চিকিৎসাধীন।

কক্সবাজার সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, ফিশিং ট্রলারটির ভেতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে। এর কারণ জানা যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৮ ভাদ্র ১৪৩
২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর:

ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) : ঘোড়াঘাটে লাশ আনতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় লাশ হলেন হৃদয় মাহিন আলভী (২৭) নামে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার নূরজাহানপুর মসজিদসংলগ্ন স্থানে। দিনাজপুর এলজিইডির এডি সফিকুর রহমানের মা ঢাকা ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলে লাশ আনতে যান ভাতিজা হৃদয় মহিন আলভী। লাশবাহী গাড়ি নিয়ে ফেরার পথে দিনাজপুর অভিমুখী দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে সামনে বসা মাহিন আলভী ঘটনাস্থলেই মারা যান হয় এবং চালক মিঠু মিয়া গুরুতর আহত হন। ঘোড়াঘাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ নিরঞ্জন সরকার হতাহতদের ঘোড়াঘাট হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক আলভীকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) : আলফাডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. তৈয়ব আলী (৪২) নামে এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছেন। তিনি আলফাডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা লালমাটিয়া সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। বোয়ালমারী থানার ওসি মুহাম্মদ আব্দুল ওহাব বলেন, মোটরসাইকেল দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মামলা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) : হোসেনপুর উপজেলায় ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে রিকশাভ্যান চালক আবুল বাশার (৫০) আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার ফায়ার সার্ভিস-সংলগ্ন সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার নারায়ণডহর এলাকার কিতাব আলীর ছেলে। তাকে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রূপগঞ্জে গ্রাইন্ডিং মেশিনে কাটা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গ্রাইন্ডিং মেশিনে কাটা পড়ে আব্দুল মতিন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে উপজেলার রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের বাগবের সিটি মার্কেটের মোশাররফ ওয়ার্কশপে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মতিন চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি এলাকার মহসিন মিয়ায় ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে রূপগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আতাউর রহমান জানান, ওই ওয়ার্কশপে মতিন মেশিনে কাটা পড়েন। আশপাশের লোকজন লাশ দেখে পুলিশকে খবর দিলে তা উদ্ধার করে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে কারখানা মালিক মোশাররফকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০২৩ ■ ভাদ্র ১৮, ১৪৩০ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় আট জেলায় ১০ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

হবিগঞ্জ ও বাগেরহাটে চারজনসহ আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় নারী ও শিশুসহ আহত হয়েছেন আটজন। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

হবিগঞ্জ: মাছ কিনতে গতকাল সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া করে হবিগঞ্জ জেলা সদরে যাচ্ছিলেন চুনারুঘাট উপজেলার মাধবপুর গ্রামের ফরিদ মিয়া (৪৫)। পথে চুনারুঘাট উপজেলার উবাহাটা এলাকায় একটি ট্রাক চাপা দেয় অটোরিকশাটিকে। ঘটনাস্থলেই মারা যান ফরিদ মিয়া। গুরুতর আহত চালক জামাল মিয়াকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনিও মারা যান। ফরিদ মিয়া মাধবপুর গ্রামের কাছুম আলীর ছেলে এবং জামাল মিয়া চানভাঙ্গা গ্রামের রফিক মিয়ার ছেলে। চুনারুঘাট থানার ওসি মো. রাশেদুল হক এসব তথ্য জানিয়েছেন।

বাগেরহাট: গত বৃহস্পতিবার রাতে শরণখোলা উপজেলা থেকে মোটরসাইকেলে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ব্যবসায়ী মো. সোহেল খুলনায় আসছিলেন। মোটরসাইকেলটি খুলনা-বাগেরহাট সড়কের ফকিরহাট উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সামনে থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সোহেল ঘটনাস্থলে মারা যান। গুরুতর অবস্থায় তার চার বছরের শিশু নওশীনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় সোহেলের স্ত্রী মিমি আক্তার ও তার ১২ বছরের অন্য মেয়ে গুরুতর আহত হয়। তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানান সোহেলের স্বজন আলাউদ্দিন।

চাঁদপুর: কচুয়ায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সেলিম মিয়া (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন তার স্ত্রী কাজল রেখা। গতকাল কচুয়া-গৌরীপুর সড়কের হাটমুড়া কালিমন্দির ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেলিম মিয়া কচুয়া উপজেলার রহিমানগর জোরাইস গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন কচুয়ার সাচার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. কবির হোসেন।

দিনাজপুর: ঢাকা ল্যাবএইড হাসপাতালে মারা যাওয়া ফুফুর মরদেহ আনতে যান দিনাজপুরের হৃদয় মাহিন আলভী (২৭)। গতকাল মরদেহ নিয়ে ফেরার পথে ঘোড়াঘাট উপজেলার নূরজাহানপুর মসজিদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয় তাদের অ্যাম্বুলেন্সটি। এতে গাড়ির সামনে বসা মাহিন আলভী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন অ্যাম্বুলেন্স চালক মিঠু মিয়া। নিহত হৃদয় মাহিন আলভী দিনাজপুর সদরের বালুবাড়ী এলাকার মুক্তাদির রহমান মেজবাউলের ছেলে।

ফরিদপুর: মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আলফাডাঙ্গা সরকারি কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তৈয়ব আলী খান (৪২) নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার লালমাটিয়ায় সিটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে বোয়ালমারী-ভাটিয়াপাড়া সড়কে বাইখির বাজারসংলগ্ন স্থানে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে আরেকটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত হন তিনি।

মেহেরপুর: গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান-হাটবোয়ালিয়া সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুর রহিম (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সড়ক পার হওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত হন রহিম। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক। রহিম ছাতিয়ান গ্রামের হাওড়াপাড়ার খবির উদ্দিন আমিনের ছেলে। পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ: গতকাল ভোরে মোটরসাইকেল নিয়ে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন কামরুল ও আবুল হাসান। কামরুল মোটরসাইকেলের পেছনে বসা ছিলেন। তাদের মোটরসাইকেলটি এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগরের ওমপাড়া এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারায়। মোটরসাইকেলটি এ সময় সড়কদ্বীপে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যান কামরুল হাসান। আহত হন আবুল হাসান। তারা দুজনই গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর এলাকার বাসিন্দা।

নারায়ণগঞ্জ: ফতুল্লায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় সালাহউদ্দিন (২২) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিন যাত্রী। গতকাল বিসিক শিল্প নগরী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সালাউদ্দিন বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ থানার খেজুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

সময়ের আলো
শনিবার। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পাঁচ জেলায় সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

সময়ের আলো ডেস্ক

চাঁদপুর, মেহেরপুর, দিনাজপুর, বাগেরহাট ও হবিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়েসহ ৭ জন প্রাণ হারিয়েছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

চাঁদপুর : জেলার চাঁদপুরের কচুয়ায় বাস ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে সেলিম মিয়া (৫০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী কাজল রেখা গুরুতর আহত হন। শুক্রবার সকালে কচুয়া-গৌরীপুর সড়কের হাটমুড়া কালীমন্দির ব্রিজ নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম মিয়া উপজেলার পনশাহী জুনাশার গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে।

মেহেরপুর : জেলার গাংনী উপজেলার ছাতিয়ানে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আবদুর রহিম (৩৬) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কুষ্টিয়া মেহেরপুর প্রধান সড়ক পার হওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আবদুর রহিম ছাতিয়ান গ্রামের খবির আলীর ছেলে।

দিনাজপুর : জেলার ঘোড়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে লাশবাহী ফ্রিজারভ্যানের ধাক্কায় হৃদয় মাহিন আলভি (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় ফ্রিজারভ্যানচালক মিঠুন গুরুতর আহত হন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের নুরজাহানপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হৃদয় মাহিন আলভি দিনাজপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ বালুবাড়ী এলাকার মেফতাহুল রহমানের ছেলে। আহত মিঠুন বরিশালের গৌরনদী থানার শারিকুল গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে।

বাগেরহাট : জেলার ফকিরহাট উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা এলাকায় মোটরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শরণখোলার রাজৈর গ্রামের মরহুম হক ফরাজীর ছেলে ব্যবসায়ী মো. সোহেল (৩৮) ও তার শিশুকন্যা নওশীনের (৪) মৃত্যু হয়েছে। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা নিহতের স্ত্রী ও অপর সন্তান গুরুতর আহত হয়। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হবিগঞ্জ : জেলার চুনারুঘাটে অটোরিকশা ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক পালিয়ে যান। শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নতুন ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–চুনারুঘাট উপজেলার মাধবপুর গ্রামের মৃত কাছম আলীর ছেলে মাছ ব্যবসায়ী ফরিদ মিয়া (৪৫) ও অটোরিকশাচালক জামাল মিয়া (৩০)।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৮ ভাদ্র ১৪৩০
২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ফতুল্লায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় মিশুকচালক নিহত

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লায় সিমেন্ট বোঝাই শাহ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যান (ঢাকা মেট্রো-উ-১১-২৪০৮) উলটে সালাউদ্দিন নামে এক মিশুক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো তিন জন আহত হয়েছেন। নিহত মিশুক চালক সালাউদ্দিন বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার আব্দুল বারেক মিয়ার ছেলে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে মুক্তারপুর-পঞ্চবটী সড়কের ফতুল্লা বিসিক রোড এলাকায়। কাভার্ড ভ্যানটি আটক করা গেলেও ঘটনার পর চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। স্থানীয়রা জানায়, মুক্তারপুর থেকে শাহ সিমেন্টের সিমেন্ট বোঝাই কাভার্ড ভ্যানটি পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছিল।

এ সময় হঠাৎ ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিশুকটির ওপর উলটে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই মিশুক চালক মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নুরে আজম মিয়া বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, নিহত এবং আহতদের স্বজনরা হাসপাতালে রয়েছে, তারা এলে মামলা হবে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯ ভাদ্র ১৪৩০

তিন জেলায় সড়কে প্রাণ গেল ৫ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার রাত পর্যন্ত ঢাকা, দিনাজপুর ও লালমনিরহাটে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে গত শুক্রবার রাতে ঢাকার পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়লে বাসচাপায় ফরহাদুল ইসলাম শিহাব (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তার বন্ধু সৌরভ (২৩)। গত শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ডিএমপির শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, শুক্রবার রাতে দুই বন্ধু সৌরভ ও শিহাব মোটরসাইকেল নিয়ে মাওয়া গিয়েছিলেন ঘুরতে। মধ্যরাতে সেখান থেকেই বাসায় ফিরছিলেন। মোটরসাইকেলটি সৌরভের। ফেরার পথে তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন। পোস্তগোলা ব্রিজের ওপর মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজন দুপাশে ছিটকে পড়েন। তখন কোনো একটি বাসের চাকায় মাথা পিষ্ট হয় সিহাবের।

এদিকে গতকাল রাতে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় ট্রাকচাপায় ইসতিয়াক হোসেন খান (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। ইসতিয়াককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পথচারী মো. শান্ত মোল্লা ও মো হৃদয় দেশ রূপান্তরকে জানান, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় একটি বাস থেকে নামার পর ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তখন একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করে জানান, ট্রাকচাপায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানায় জানানো হয়েছে।

দিনাজপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, দিনাজপুর সদর উপজেলায় ট্রাক ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় ইজিবাইকের চালক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) দুই বিদেশি শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত ইজিবাইক চালক একরামুল হক (৫০) শহরের গোবরাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। আহত দুই শিক্ষার্থী হলেন কৃষি অনুষদের ২১ ব্যাচের কপিল গাসী ও ১৭ ব্যাচের মকবুল আলম। তারা নেপালের নাগরিক।

লালমনিরহাট প্রতিনিধি জানান, জেলার পাটগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সেলিম রেজা (৪৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার শ্রীরামপুর মিঠাইবাড়ি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম রেজা (৪৫) উপজেলার ঝালঙ্গী সীমান্তের নুর ইসলামের ছেলে।

এ ছাড়া জেলাটির হাতিবান্ধায় মোরটসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন এক বৃদ্ধ। গতকাল দুপুরে উপজেলার নওদাবাস এলাকার ওই দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির নাম ধরণী কান্ত রায়। তিনি নওদাবাস গ্রামের বাসিন্দা।

সময়ের আলো রোববার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

আবুধাবিতে অগ্নিদগ্ধের ২৪ দিন পর বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু

লক্ষীপুর প্রতিনিধি

আবুধাবিতে অগ্নিদগ্ধ বাংলাদেশি শ্রমিক ইউসুফ হোসেনের (৩৯) মৃত্যু হয়েছে। সেখানে থাকা তার ভাই আবুধাবি প্রবাসী দিদার হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত ৯ আগস্ট ইউসুফ কর্মক্ষেত্রে একটি দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধের শিকার হয়েছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টার দিকে মারা যায় সে। ইউসুফ লক্ষীপুর সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শামছু বেপারি বাড়ির মো. আবদুল্লাহর ছেলে।

এদিকে ইউসুফের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মা মাহফুজা বেগম ও স্ত্রী আছমা বেগম তার মৃত্যুর খবরে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন।

আবুধাবিতে অবস্থানরত ইউসুফের ছোট ভাই দিদার হোসেন জানান, দুই বছর চার মাস আগে তার ভাই ইউসুফ আবুধাবিতে আসে। তার আকামা না থাকায় সে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। আবুধাবির শারজাহ এলাকার একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় গত ৯ আগস্ট অগ্নিকাণ্ডে তার শরীর পুড়ে যায়। এ সময় আরও কয়েক শ্রমিক আহত হয়। তাদেরকে শারজাহর একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ওই হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন ছিল তার ভাই ইউসুফ। প্রায় ২৪ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার ভাই মারা যায়। মৃতদেহ দেশে নিয়ে আসার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান ইউসুফের ভাই দিদার। ইউসুফের মা মাহফুজা বেগম বলেন, ধারদেনা করে ইউসুফকে বিদেশ পাঠিয়েছি। এখনও ৩ লাখ টাকা দেনা পড়ে আছে। এরই মধ্যে আমার ছেলে আগুনে পুড়ে মারা গেল। তার স্ত্রী এবং ১১ বছর বয়সি ইয়াসিন ও ৫ বছর বয়সি তাহসিন নামে দুই ছেলে রয়েছে। তারা এতিম হয়ে গেল। ছেলের মৃতদেহ যাতে দ্রুত দেশে আসে এবং শেষবারের মতো ছেলের মুখটা দেখতে চান তিনি।

ইউসুফের স্ত্রী আছমা বেগমের বড় বোন পারুল বেগম বলেন, সংসারের অভাব গোছাতে আমার বোনের স্বামী ইউসুফ আবুধাবিতে গেছে। সেখানে অগ্নিকাণ্ডে তার মৃত্যু হয়। এখন কীভাবে চলবে তাদের সংসার? অল্প বয়সে বাচ্চারা তাদের বাবাকে হারাল।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আলমগীর হোসেন বলেন, ইউসুফ বিদেশের মাটিতে অগ্নি-দুর্ঘটনায় মারা গেছে বলে শুনেছি। তার পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছেলে দুটি এতিম হয়ে গেল। পরিষদের পক্ষ থেকে পরিবারটিকে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলেও এ সময় উল্লেখ করেন তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র ১
১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : সৈয়দপুরে বাবার সঙ্গে গরু-ছাগল দেখতে গিয়ে ইজিবাইক উলটে দিপু চন্দ্র (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের জিয়ার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সৈয়দপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে একই দিন উপজেলায় বাসের ধাক্কায় শামসুল হক (৫২) নামের এক পাট গোডাউনের শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টায় রংপুর-দিনাজপুর বাইপাস সড়কের ধলাগাছ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মাহাবুব মোরশেদ বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : বিরামপুরের দিওড় বটতলী বাজারে বিকালে বাসের নিচে চাপা পড়ে মানিক নামে এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। বিরামপুর থানার ওসি সুব্রত কুমার সরকার জানান, স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

লালপুর (নাটোর) : লালপুরের কদমচিলান এলাকায় একটি ট্রাকের ধাক্কায় সীমা খাতুন নামে এক গার্মেন্ট শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চার জন। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের কদমচিলান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক আলিমুল ইসলাম।

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) : চিরিরবন্দর উপজেলার রাণীরবন্দর-চিরিরবন্দর আঞ্চলিক সড়কের বাংলাবাজার ধাপের পাড় এলাকায় নসিমনের ধাক্কায় জমসেদ আলী নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। চিরিরবন্দর থানার ওসি বজলুর রশিদ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র ১৪৩০
১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শরণখোলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

শরণখোলায় বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুলাল (২২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়ানের বাধাল গ্রামের লাল মিয়া সরদারের ছেলে। নিহত দুলালের বড় ভাই আব্দুর রব সরদার বলেন, তার ভাই নিজের জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বৈদ্যুতিক মোটর পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময় স্পৃষ্ট হয়। তাকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডা. কেয়ামণি বলেন, সকাল ১০টার তড়িতাহত দুলালকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মারা গেছেন। শরণখোলা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ইকরাম হোসেন বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট মর্গে প্রেরণ করা হবে।

NEW AGE
FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023,

4 killed, 8 injured in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST four people including two students were killed and eight others injured in road accidents in Natore and Dhaka on Thursday.

Bangladesh Sangbad Sanstha reported that three people, including two college students and a female EPZ worker, were killed and four others injured in two separate road mishaps in Natore district.

The deceased were – Mahmudul Hassan, 22, and his friend Arian Hassan, 23, two undergraduate students at Rajapur degree college at Boraigram, and Shima Khatun, 28, a worker of Ishwardi Export Processing Zone.

Bonpara police station sub-inspector Alimul Islam said that two college students were killed on the spot as a speeding truck rammed into them in Baramati colony area under Baraigram upazila around 9.30am.

Meanwhile, Sima Khatun was also killed on the spot and four others injured when a truck knocked their human hauler from behind in Kodomchila area on Natore-Pabna highway around 6.30am.

Separate cases were recorded with the respective police stations in these connections.

Meanwhile, BSS also reported that a painter died and four others were injured in a road accident at Rampura in the capital.

The deceased was Sagar Islam, 29, son of Noor Alam, a resident of Madaripur district.

Of the injured, two were identified as rickshaw puller named Nannu, 42 and Rubel, 26.

Police said that the accident occurred when a Sylhet-bound truck lost control in front of Rampura TV centre around 12.15am, leaving Sagar Islam dead on the spot and four others injured.

The injured were taken to the Dhaka medical college and hospital for treatment.

Police detained the truck with its driver.

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র ১৪
১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিন শিক্ষার্থীর

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জে লরির সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশা যাত্রী এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে নাটোরের বড়াইগ্রামে গত দুই দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজছাত্রসহ তিন জন নিহত হয়েছেন।

স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁও সংবাদদাতা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের মদনপুর আন্দিরপাড় এলাকায় অটোরিকশা-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ইসরাত জাহান তানহা (১৯) নামে এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ আরো পাঁচ আরোহী আহত হন। নিহত ইসরাত জাহান তানহা (১৯) রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া এলাকার ফারুক ভূঁইয়ার মেয়ে। তার আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। আহত চালকের নাম আমির হোসেন (৪০)। আহত বাকি চার জনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গাউছিয়া থেকে সিএনজি অটোরিকশাটি পাঁচ যাত্রী নিয়ে মদনপুর যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি এশিয়ান হাইওয়ের সড়কের আন্দিরপাড় এলাকায় পৌছালে দ্রুতগামী একটি লরির সামনের চাকা ফেটে গিয়ে সেটি অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশার যাত্রী ইসরাত জাহান তানহা ঘটনাস্থলে মারা যান। চালকসহ আহত পাঁচ জনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করে।

নাটোরের বড়াইগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কলেজছাত্র মনন ও আবির —ইত্তেফাক

কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) নওফেল বিন আলম জানান, লরিটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি জানান, দুর্ঘটনার পর সড়কে যানজটের সৃষ্টি হলে পুলিশ সদস্যদের চেষ্টায় যান চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৭ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Friday 1 September 2023

রাজিবপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, রাজিবপুর (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের রাজিবপুরে গত বুধবার বিকেল ৩টায় উপজেলা পরিষদের নির্মাণাধীন ৩ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে জামান মিয়া নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায়। পরিবারে তার স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক মো. জামান মিয়া হঠাৎ নির্মাণাধীন ৩ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে সঙ্গে থাকা অন্য শ্রমিকরা তাকে মূমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধারকরে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে চর রাজিবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ জানান, জামান মিয়ার মরদেহ রংপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চর রাজিবপুর থানার ওসি মোজাহারুল ইসলাম জানান, তারা তথ্য পাওয়ার আগেই মরদেহ বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৮ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Saturday 2 Septembar 2023

সাতক্ষীরার কালিন্দী নদীতে নৌকা ডুবে জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে কালিন্দী নদীতে নৌকা ডুবে আলী হোসেন (২১) না?মে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে শ্যামনগরের পরানপুর বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘ?টে। নিহত আলী হো?সেন উপ?জেলার কৈখালি ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দুইজন জে?লে একই নৌকায় মাছ ধরছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড স্রো?তে নৌকা উল্টে গেলে আলী হো?সেন নদীতে প?ড়ে যান। এ সময় জালের কাছি দড়ি আলী হোসেনের পায়ে জড়িয়ে গিয়ে তার মৃত্যু ঘ?টে। ত?বে তখন তার সহ?যোগী অন্য জে?লে সাঁতারে তী?রে উঠ?তে সক্ষম হন। প?রে স্থানীয়রা গি?য়ে আলী হোসে?নের মরদেহ উদ্ধার করেন।

সংবাদ
Dhaka : Saturday 2 Septembar 2023

শরণখোলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. দুলাল সরদার নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের দক্ষিণ বাধাল গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ বাধাল গ্রামের লালমিয়া সরদারের ছেলে মো. দুলাল সরদার জমিতে সেচ দেয়ার জন্য বড়ভাই মানিকের ঘর থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে মোটরের লাইনে সংযোগ দেন। এরপর মোটরটি চালু করতেই বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শরণখোলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২২ ভাদ্র ১৪
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

■ আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

আনোয়ারায় রাস্তা পার হওয়ার সময় সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. আনোয়ার চৌধুরী (৫৫)। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের বনফুল ডেইরি খামারের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ার চৌধুরী উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড খাসখামা চৌধুরী বাড়ির মোজাহের চৌধুরীর ছেলে। আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোহেল আহম্মেদ জানান, খবর পেয়ে আমাদের ফোর্স পাঠিয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকচালকের সহকারীর (হেলপার) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাত ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিএসআরএম চেয়ারম্যান রাস্তার মুখে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম মোহাম্মদ মাসুম (৩০)। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভপুর থানার শিলদুয়ার গ্রামের নুরুল আমিনের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোমবার রাত আনুমানিক ১২টার দিকে চেয়ারম্যান রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানকে পেছন দিক থেকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী দ্রুতগামী খোলা ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় ট্রাকচালকের সহকারী মাসুম গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ইনচার্জ সোহেল সরকার বলেন, সোমবার রাতে কাভার্ড ভ্যান-ট্রাক দুর্ঘটনায় নিহত ট্রাকের হেলপার মাসুমের লাশ পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়া তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে আনা হয়। ট্রাকচালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

বণিকবার্তা বুধবার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জেলায় নিহত ২

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বাগেরহাট ও মিরসরাই

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রলির ধাক্কায় আজগর আলী হাওলাদার (৬০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফলতিতা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজগর আলী গোপালগঞ্জ সদরের নিচুপাড়ার গোয়াটা এলাকার আলী হাওলাদারের ছেলে।

মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট কামরুজ্জামান জানান, সকালে ভ্যানচালক আজগর আলী গোপালগঞ্জ থেকে ভ্যান চালিয়ে ফকিরহাটের দিকে আসছিলেন। ভ্যানটি খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট উপজেলার ফলতিতা এলাকায় এসে পৌঁছলে বাইপাস সড়ক দিয়ে আসা একটি ট্রলির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত হন ভ্যানচালক আজগর। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা লাগায় মোহাম্মদ মাসুম (৩০) নামের চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার বিএসআরএম চেয়ারম্যান রাস্তার মুখে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুম সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার শিলদুয়ার গ্রামের নুরুল আমিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার রাত ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চেয়ারম্যান রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানের পেছনে ধাক্কা দেয় ঢাকামুখী ট্রাক। এ সময় ট্রাকের ভেতর থাকা চালকের সহকারী মাসুম গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি সোহেল সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১৭ ভাদ্র ১৪৩০

মেহেন্দিগঞ্জে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময় ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

মেহেন্দিগঞ্জে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ সংযোগের সময় স্পৃষ্ট হয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া শরণখোলা ও সোনাইমুড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন আরও দুজন। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে গিয়ে স্পৃষ্ট হয়ে আজিজুল হক নামে ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। চরএকরিয়া ইউনিয়নের চরলতা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন মেহেন্দিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার আলী আশরাফ। আজিজুল ওই গ্রামের ইউনুস আলী হাওলাদারের ছেলে।

বাগেরহাটের শরণখোলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুলাল সরদার নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সেচপাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার ধানসাগর ইউনিয়নের দক্ষিণ বাধাল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান ওসি মো. ইকরাম হোসেন। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি বাজারের মৎস্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিফাত হোসেন নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে বাজারের বিশ্ব নুরানী ভাই ভাই মৎস্য আড়তে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রিফাত সোনাইমুড়ি পৌরসভা পূর্বপাড়ার নুরু মিয়ার ছেলে।

SUNDAY SEPTEMBER 3, 2023
BHADRA 19, 1430 BS
The Daily Star

ROAD CRASH
1 killed, 2 hurt in Dinajpur

UNB, *Dinajpur*

An autorickshaw driver died and two Nepalese students of Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University in Dinajpur sustained injuries as a speeding truck rammed into their autorickshaw nearby the university yesterday afternoon.

The deceased was named Ikramul, 40. The injured students Makbul Hossain, 25, and Trafing Kachhi, 22, are pursuing higher education at the university.

Locals and witnesses said the accident happened around 2:00pm when the truck ran over the autorickshaw, leaving the driver dead on the spot.

বণিকবার্তা
শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৩

বজ্রপাতে মৃত্যু

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার তেলিয়ান বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে রবীন্দ্রনাথ (৫৬) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাত ১টার দিকে উপজেলার বোনারপাড়া ইউনিয়নের তেলিয়ান বিল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত রবীন্দ্রনাথ উপজেলার বোনারপাড়া ইউনিয়নের ছাটকালপানি গ্রামের উপেন্দ্রনাথের ছেলে। বোনারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাসিরুল আলম স্বপন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২২ ভাদ্র ১৪৩০
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সিলেটে ফিলিং স্টেশনে আগুন, দগ্ধ ৯

■ সিলেট অফিস

গ্যাস দিতে গিয়ে কম্প্রেসার কক্ষের একটি সেফটি বাল্ব বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সিলেটের মিরাবাজারের বিরতি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার এ ঘটনায় ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দগ্ধরা হলেন রিপন (৩৪), লুৎফর (৩২), রুমেল (২৮), মিনহাজ (২৭), বাদল দাস (৪২), রাব্বি (১৮), রুমান (২৩), তারেক (৩০) ও মুহিন (৪৫)।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফিলিং স্টেশনটির কম্প্রেসার কক্ষের একটি সেফটি বাল্ব বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এ সময় কম্প্রেসার মেশিনসহ আশপাশের যন্ত্রপাতিতে আগুন ধরে যায়। এতে ৯ জন মুহূর্তে অগ্নিদগ্ধ হয়। আহতরা বিরতির কর্মচারী ও তেল-গ্যাস নিতে আসা কয়েক জন। খবর পেয়ে দ্রুত সিলেট ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সিলেট ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার বলেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নির্ণয় হয়নি।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) উপ-কমিশনার (উত্তর) আজবাহার আলী শেখ জানান, অগ্নিদগ্ধ ৯ জনকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বণিক বার্তা
বুধবার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৩ ■ ভাদ্র ২২, ১৪৩০

কক্সবাজারে ট্রলারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

দগ্ধ আরো তিন জেলের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কক্সবাজার

কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান। হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. রফিক উদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মৃত জেলেরা হলেন হলেন মো. শাহীন (৩৫), রহিম উল্লাহ (৩৮) ও মো. আরমান (২২)। এর মধ্যে শাহীনের বাড়ি ভোলা জেলায়। বাকিরা কক্সবাজারের বাসিন্দা। গতকাল মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে শাহীনের ৬০ শতাংশ, রহিমের শ্বাসনালিসহ শরীরের প্রায় ৯০ ও আরমানের ৭০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল বলে জানান চিকিৎসক। এ নিয়ে ট্রলারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে গত শনিবার দগ্ধ অবস্থায় ঢাকায় নেয়ার পথে আইয়ুব আলী নামে একজন ও সোমবার চমেক হাসপাতালে ওসমান গণী নামে আরো এক জেলের মৃত্যু হয়।

গত ১ সেপ্টেম্বর সকালে কক্সবাজার বিমানবন্দর সড়কের বাঁকখালী নদীর নুনিয়ারছড়া ঘাটে নোঙর করে রাখা একটি মাছ ধরার ট্রলারে রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ১২ জেলে দগ্ধ হন। এদের মধ্যে ১০ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারা হলেন দীন মোহাম্মদ, রহিম উল্লাহ, আইয়ুব আলী, শাহীন, ওসমান গনী, শফিকুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, রহিম উল্লাহ, মইন আহমেদ ও আরমান।

ডা. রফিক উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'গতকাল সকাল ৭টার দিকে শাহীন, ৯টার দিকে রহিম ও বেলা ১টার দিকে আরমানের মৃত্যু হয়েছে। কক্সবাজারের ঘটনায় মোট ১০ জনকে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ মুহূর্তে দুজন ওয়ার্ডে ও দুজন আইসিইউতে আছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২২ ভাদ্র ১৪৩০
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সরাইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকেলে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের তেরকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন, লোকমান মিয়া (২৯), আমজাদ (১৮) ও শরীফ (১৫)। এদের মধ্যে লোকমান ও আমজাদের বাড়ি সরাইল উপজেলার সদর ইউনিয়নের নিজসরাইল এবং শরীফের বাড়ি ঝিলুকদার পাড়া গ্রামে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দুপুরে নির্মাণ শ্রমিক লোকমান তার দুই সহযোগী আমজাদ ও শরীফকে নিয়ে তেরকান্দা গ্রামের বরকত আলীর বাড়িতে নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীরে রডের কাজ করছিলেন। রডের পিলার দাঁড় করানোর সময় ওপরে থাকা হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের তারে রড লেগে যায়। এ সময় বিদ্যুতের তার রডে জড়িয়ে গেলে তারা তিন জনই স্পৃষ্ট হন। পরে তাদের মুমূর্ষু অবস্থায় সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ এমরানুল ইসলাম জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন জন মারা গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

গাছের ডাল পড়ে রিকশাচালক নিহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকায় গাছের ডাল পড়ে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম শফিকুল ইসলাম। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীসহ দুজন আহত হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে টিএসসির রাজু ভাস্কর্য-সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী টিএসসি এলাকার একাধিক ভ্রাম্যমাণ দোকানি *প্রথম আলোকে* বলেন, হঠাৎ জোরে বাতাস বইতে শুরু করলে বুদ্ধনারকেলগাছের একটি বড় ডাল ভেঙে নিচে থাকা একটি রিকশার ওপর পড়ে। এতে রিকশাচালক শফিকুল গুরুতর আহত হন। ওই রিকশার যাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ওয়াহিদা আক্তার ও রিকশার পাশে থাকা কাপড় ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামও আহত হন।

এরপর পথচারী ও কয়েকজন শিক্ষার্থী রিকশাচালকসহ আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রিকশাচালককে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য দুজন এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া (পুলিশের পরিদর্শক) বলেন, সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে রিকশাচালক শফিকুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

যুগান্তর | শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৪ ভাদ্র ১৪৩০

পাবনায় সড়কে প্রাণ গেল জাবি শিক্ষার্থীসহ দুজনের

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনায় বাস অটোরিকশার সংঘর্ষে প্রাণ গেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শিক্ষার্থীসহ দুজনের। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। সাতক্ষীরার আশাশুনিতে বাবা-ছেলে, কুড়িগ্রামের রাজারহাটে দুই মোটরসাইকেল আরোহীসহ ঢাকার যাত্রাবাড়ী, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, নাটোরের বড়াইগ্রাম, বাগেরহাটের মোংলা ও ফকিরহাট, নেত্রকোনার কলমাকান্দা, শেরপুর, বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় নিহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। এ ছাড়া পটুয়াখালীর দুমকিতে আহত হয়েছেন ১৫ জন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : যাত্রাবাড়ীর ধোলাইখালে বুধবার সন্ধ্যায় গাড়ির ধাক্কায় মো. মাসুদ নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। তিনি নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার আলী হোসেনের ছেলে। যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে থেকে একটি ওয়ার্কশপে কাজ করতেন তিনি।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : বৃধবার বিকালে হাজীগঞ্জ উপজেলার বেলচোঁ বাজারে অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে চালক ও অটোরিকশার তিন যাত্রী আহত হন। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তির পর রাতে রাশেদুল ইসলাম নামে একজন নিহত হন। রাশেদুল ইসলাম ফরিদগঞ্জ উপজেলার গুপ্টি ইউনিয়নের শ্রীকালিয়ার খোরশেদ আলমের ছেলে ও হাজীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের শাখার শিক্ষার্থী ছিলেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ঝড়ে নিখোঁজ দুই জেলের লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার কলমাকান্দা ও মোহনগঞ্জে ঝড়ে নিখোঁজ হওয়া অনিল দাস (৪৮) ও দুলাল তালুকদার (৬২) নামে দুই জেলের লাশ এক দিন পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা। কলমাকান্দার সোনাডুবি হাওর থেকে গতকাল অনিল দাসের লাশ ও মোহনগঞ্জ ডিঙ্গাপোতা হাওর থেকে দুলাল তালুকদারের লাশ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, সোমবার ভোর রাতে মাছ ধরার সময় ঝড়ে নৌকা থেকে পড়ে তারা নিখোঁজ হন। অনিল দাস কলমাকান্দা সদর ইউনিয়নের গুজাকলিয়া গ্রামের ঈশ্বর চন্দ্র দাসের ছেলে। আবদুল কুদ্দুস পোগলা ইউনিয়নের শুনই বেখরীকান্দা গ্রামের মৃত মোতালেব মিয়ার ছেলে। -নেত্রকোনা প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২১ ভাদ্র ১৪
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ্যামনগরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

শ্যামনগরে বজ্রপাতে আব্দুল আজিজ গাজী (৬৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার পূর্ব কৈখালী গ্রামে নিজ বাড়িসংলগ্ন মাঠে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ঐ গ্রামের মৃত বাহার আলী গাজীর ছেলে। পরিবারের বরাত দিয়ে কৈখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ আব্দুর রহিম জানান, দুপুরে মাঠে কাজ করার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। শ্যামনগর থানার ওসি মো. আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হাওরে নৌকাডুবিতে তিন জেলে নিখোঁজ

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনায় হাওর এলাকায় ঝড়ের কবলে পড়ে পৃথক নৌকাডুবিতে তিন জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। সোমবার ভোররাতে কলমাকান্দা ও মোহনগঞ্জ হাওরে মাছ ধরার সময় নৌকাডুবিতে তারা নিখোঁজ হন। নিখোঁজ জেলেরা হচ্ছেন, কলমাকান্দা উপজেলার সদরের গোজাতুলিয়া গ্রামের অনিল দাস, একই উপজেলার আব্দুল কদ্দুছ ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গোড়াউতরা গ্রামের দুলাল মিয়া। তাদের বয়স ৩৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। নিখোঁজ জেলেদের মধ্যে অনিল দাস সোনাডুবি হাওরে, আব্দুল কদ্দুছ বানবিলে ও দুলাল মিয়া ডিঙ্গাপোতা হাওরে নিখোঁজ হন।

ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, নিখোঁজরা সবাই রাতে নৌকায় করে মাছ ধরতে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। ভোর রাত পৌনে ৪টার দিকে আকস্মিক ঝড়ের কবলে পড়েন তারা। এসময় তাদের সঙ্গে থাকা অন্যরা সাঁতরে প্রাণে বাঁচতে পারলেও অনিল দাস, আব্দুল কদ্দুছ ও দুলাল মিয়া নিখোঁজ হন। তাদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী, স্থানীয়রাসহ ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ থেকে ডুবুরি দল চেষ্টা চালাচ্ছেন। কলমাকান্দা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা এমদাদুল হক বিষয়টি নিশ্চত করেছেন।

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৩ ■ ভাদ্র ২০, ১৪৩০ বণিক বার্তা

বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জে প্রাইভেট কার খালে, নিহত ২

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেট কার খালে পড়ে নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটির আরো দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১টার দিকে শেরপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের আঞ্চলিক সড়কের ছাতিয়ানি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন বগুড়া পৌরসভার নিশিন্দারা মণ্ডলপাড়া এলাকার হিরু মিয়ার ছেলে জাকারিয়া হোসেন জাকির (২৭) ও নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোনাইল ইউনিয়নের সংগ্রামপুর গ্রামের লিয়াকত আলী ফকিরের মেয়ে রানী খাতুন (১৯)।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা নাদের হোসেন জানান, চারজন যাত্রী নিয়ে প্রাইভেট কারটি শেরপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে আঞ্চলিক সড়কটির ছাতিয়ানি এলাকায় পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে গাড়িটি সড়ক থেকে পাশের খালে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই ওই যাত্রী মারা যান। সেই সঙ্গে চালকসহ আরো এক যাত্রী আহত হন। ঘটনার পর পরই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যান আহত দুজন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। শেরপুর থানার ওসি বাবু কুমার সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের রশুনিয়ায় খালে পড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

এদিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাইভেট কার খাদে পড়ে চালকসহ এক যাত্রী গুরুতর আহত হন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে উপজেলার নিমতলা-সিরাজদিখান সড়কের রশুনিয়া এলাকায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের কাকালদি গ্রামের মৃত হাকিম আলীর ছেলে মো. আজিজুল হক (৬৫) ও প্রাইভেট কারচালক মো. সেলিম (৪২) ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার জোয়ানননগর গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে। আহত দুজনকে প্রথমে সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, নিমতলা-সিরাজদিখান সড়কের রশুনিয়া এলাকায় ফায়ার সার্ভিসের অফিসের সামনে ঢাকাগামী সিরাজদিখান পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সিরাজদিখানগামী প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি খালের পানিতে পড়ে যায়। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা এক যাত্রী ও প্রাইভেট কারচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

সিরাজদিখান থানার ওসি মুজাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, দুর্ঘটনার পর বাস ফেলে চালক পালিয়ে যান।

TUESDAY SEPTEMBER 5, 2023
BHADRA 21, 1430 BS
The Daily Star

GAS BLAST ON TRAWLER

One dies at CMCH, 8 battle for life

UNB, *Chattogram*

A fisherman on Sunday night died from injuries he sustained in a gas cylinder explosion on a fishing trawler in Cox's Bazar town.

Osman Gani, 20, breathed his last while undergoing treatment at Chattogram Medical College Hospital (CMCH), where he was admitted with 60 percent burns.

On Friday morning, 11 fishermen suffered burn injuries after a gas cylinder exploded inside a trawler at ghat-6 of Nuniachara.

Of the injured, two were sent to Dhaka for treatment. And the rest, with 60-90 percent burns, are currently being treated at CMCH and their condition is not so good, the CMCH director added.

সমকাল
মঙ্গলবার। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পদ্মায় নৌকাডুবি নিখোঁজ কৃষক

■ রাজবাড়ী প্রতিনিধি

পাংশা উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামে পদ্মা নদীতে সোমবার সকালে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কুদ্দুস মণ্ডল নামে এক কৃষক নিখোঁজ রয়েছেন। তিনি একই গ্রামের মো. উজির মণ্ডলের ছেলে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুদ্দুস মণ্ডলসহ পাঁচজন কৃষক নৌকা নিয়ে পদ্মার চরে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মাঝ নদীতে নৌকাটি ডুবে যায়। ওই সময় চারজন সাঁতরে পাড়ে উঠলেও কুদ্দুস তলিয়ে যান। খবর পেয়ে পাংশা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করেন।

পাংশা ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মো. রয়েল আহম্মেদ জানান, সকালে খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযানে যান। পরে ফরিদপুর থেকে দুইজন ডুবুরি এসে যোগ দেন। বিকেল ৫টা পর্যন্ত নিখোঁজ কৃষকের সন্ধান মেলেনি।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩।

দুই জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৪ নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের তেরকান্দা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন সরাইল উপজেলার সদর ইউনিয়নের নিজসরাইল গ্রামের লোকমান মিয়া (২৯), আমজাদ (১৮) ও জিলকুদার পাড়া গ্রামের শরীফ (১৫)।

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ এমরানুল ইসলাম জানান, দুপুরে নির্মাণ শ্রমিক লোকমান তার দুই সহযোগী আমজাদ ও শরীফকে নিয়ে তেরকান্দা গ্রামের বরকত আলীর বাড়িতে নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীরে রডের কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে রডের স্পর্শ হয়। এতে তারা তিনজনই বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাদের মুমূর্ষু অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে রড বহন করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সানাউল্লাহ সিকদার (৪৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় রাসেল (২০) নামে আরো এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে সিদ্ধিরগঞ্জের সুমিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে সুমিলপাড়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন চারতলা বাড়ির ছাদে সানাউল্লাহ সিকদার রড তুলতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তারের স্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জের ৩০০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। একই ঘটনায় রাসেল নামে আরো এক শ্রমিক আহত হন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি গোলাম মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২১ ভাদ্র ১৪৩০

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

হরিণাকুণ্ডে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

■ হরিণাকুণ্ড (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা

হরিণাকুণ্ড উপজেলার রায়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামে হাবিবুর রহমান ভেজু (৫৬) নামে এক কৃষক বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন। সোমবার সকালে তিনি মারা যান। হাবিবুর রহমান ঐ গ্রামের মৃত ইউসুফ আলী খাঁর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গ্রামের মাঠে বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে ধানের জমিতে পানিসেচ দিতে গিয়ে সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাবিবুর রহমান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হরিণাকুণ্ড থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) আবুল খায়ের বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছেন। তবে অভিযোগ বা বিস্তারিত কোনো তথ্য তাদের কাছে আসেনি।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

২১ ভাদ্র ১৪৩০

সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জের সুমিলপাড়া এলাকায় সোমবার রড বহন করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সানাউল্লাহ সিকদার নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় রাসেল নামে আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে এ ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, সোমবার দুপুরের দিকে সুমিলপাড়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ৪ তলা বাড়ির ছাদে সানাউল্লাহ রড তুলতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তারের স্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত অবস্থায় ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। পরে তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জের হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। একই ঘটনায় রাসেল নামে আরও এক শ্রমিক আহত হয়।

যুগান্তর

শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রূপগঞ্জে আলরাজি স্পিনিং মিলে আগুন

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে তারাবো পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকায় একটি স্পিনিং মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার তারাব পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকার আলরাজি স্পিনিং মিলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও কারখানার শ্রমিকরা জানান, কর্ণগোপ এলাকার আলরাজি স্পিনিং মিলে তুলা থেকে সুতা তৈরি কারখানার তুলার গোডাউনে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। পরে কারখানার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মরত শ্রমিকরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা প্রায় ৬০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গোডাউনে কোনো শ্রমিক না থাকায় প্রাণহানি ঘটেনি।

আলরাজি স্পিনিং মিলের জিএম কাজি হাসানুল করিম বলেন, ভোরে হঠাৎ তুলার বেল্টে আগুন দেখে কারখানার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মরত শ্রমিকরা আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সার্ভিস এলে অল্প সময়েই আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ডেমরা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ ওসমান গনি বলেন, আগুনের খবর পেয়ে ডেমরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ৬০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

যুগান্তর

শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

২৪ ভাদ্র ১৪৩০

ধামরাইয়ে ওষুধ কারখানায় প্রাণ হারালেন ২ শ্রমিক

ধামরাই প্রতিনিধি

ঢাকার ধামরাইয়ে ওষুধ কারখানায় বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ হারালেন দুই নির্মাণ শ্রমিক। তারা হলেন, মোহাম্মদ নুর আলম ও মো. মমিন হোসেন। মাটির নিচ দিয়ে সঞ্চালিত বিদ্যুৎলাইন কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ না করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও নির্মাণ শ্রমিকরা জানায়, উত্তরবঙ্গ কনস্ট্রাকশন ফার্মের নির্মাণ শ্রমিকরা ধামরাইয়ের দক্ষিণপাড়াস্থ দি একমি ল্যাবরেটরিজ নামে ওষুধ কারখানার বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ করতে গিয়ে বুধবার রাতে মোহাম্মদ নুর আলম ও মো. মমিন হোসেন বিদ্যুতায়িত হন। নুর আলম গাইবান্ধা জেলার বিসিইতপুর গ্রামের মো. তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে এবং মমিন হোসেন একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

২৩ ভাদ্র ১৪৩০

এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণে পল্টনে আহত ৩

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পল্টনে এসি (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র) সার্ভিসিংয়ের সময় কম্প্রেসার বিস্ফোরিত হয়ে বুধবার তিনজন আহত হয়েছেন। এরা হলেন, সার্ভিসিং কর্মী সমিত মিত্র ও ইসলাম হোসেন এবং হাফিজুর রহমান। দুর্ঘটনার পরপরই আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ব্রাইট আই সিস্টেম লিমিটেড নামে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মনি হাওলাদার জানান, তাদের প্রতিষ্ঠান এসি সার্ভিসিং দিয়ে থাকে। ওইদিন পল্টনে একটি ব্যাংকের এসি সার্ভিসিংয়ের জন্য অফিস থেকে সমিত এবং ইসলাম সেখানে যান। কাজের একপর্যায়ে বিকট শব্দে কম্প্রেসার বিস্ফোরিত হয়। এতে তারা দুজনেই আহত হলে উদ্ধার করে প্রথমে কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া জানান, সমিতের মুখমণ্ডল, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম হয়েছে। আর ইসলামের কপাল ও হাতের কিছু অংশ দগ্ধ হয়েছে। তবে হাফিজুরের পেটে জখম রয়েছে।

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কক্সবাজারে দগ্ধ আরেক জেলের হাসপাতালে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলারে গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে গত মঙ্গলবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া জেলের নাম শফিকুল ইসলাম (২৬)। এ নিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে চমেক হাসপাতালে পাঁচজন এবং ঢাকায় নেওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে চমেক হাসপাতালে তিনজন চিকিৎসাধীন আছেন। এর মধ্যে হাসপাতালের আইসিইউতে রহিম উল্লাহ (৩০) ও রফিক উদ্দিন (২২) এবং অন্য জন বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসাধীন। আইসিইউ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হারুন অর রশিদ গতকাল বলেন, মঙ্গলবার রাতে মারা যাওয়া শফিকুল ইসলামের শ্বাসনালিসহ শরীরের ৫০ শতাংশ পোড়া ছিল।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

নৌকাডুবিতে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

সুনামগঞ্জের মধ্যনগরে বিলে মাছ শিকারে গিয়ে গত রোববার গভীর রাতে ঝোড়ো বাতাসে নৌকা ডুবে নিখোঁজ হন নূরুল ইসলাম (৪৭) নামের এক জেলে। সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর গতকাল সকালে তাঁর লাশ উদ্ধার করেছেন এলাকাবাসী। তাঁর বাড়ি উপজেলার কার্তিকপুর গ্রামে। প্রতিনিধি, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৩ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Thursday 7 September 2023

সরাইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রবাসীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবুল মিয়া নামে এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় উপজেলার অরুয়াইল ইউনিয়নের দুবাজাইল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত বাবুল মিয়া অরুয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মৃত হাজী ধলা মিয়ার ছেলে।

নিহতের একমাত্র ছেলে মামুন মিয়া জানান, তার বাবা মিয়া দীর্ঘদিন ইরাকে ছিলেন। পাঁচ মাস আগে ইরাক থেকে দেশে আসেন তিনি। গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় নিজের বসতঘরের চালে জিগার গাছ কাটার জন্য ওঠেন তিনি।এ সময় তার মাথায় বিদ্যুতের তার লেগে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান।

এ বিষয়ে সরাইল থানার ওসি মোহাম্মদ এমরানুল ইসলাম জানান, বিদ্যুৎতায়িত হয়ে দুবাজাইলে এক ব্যক্তি মারা গেছে। মরদেহ থানায় আনা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিরামপুরে গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, বিরামপুর (দিনাজপুর)

দিনাজপুর জেলার বিরামপুরে গাছের ডাল কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে রশিদুল ইসলাম নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় বিরামপুর পৌর শহরের ঐতিহ্যবাহী মির্জাপুর জ্ঞামেলেশ্ব মন্দিরের ব্যস্ততম সড়কসংলগ্ন ঝুঁকিপূর্ণ একটি পাইকড় গাছের ডাল কাটতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রশিদুল ইসলাম উপজেলার ৫নং বিনাইল ইউনিয়নের গোপালপুর (চাপড়া) গ্রামের অচির মিয়ার ছেলে।

এ বিষয়ে বিরামপুর থানার ওসি সুব্রত কুমার সরকার বলেন, পাইকড় গাছের ডাল কাটতে গিয়ে রশিদুল নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

The Financial Express
September 7, 2023

Road accidents claim five lives in two dists

Five persons were killed in separate road accidents in Munshiganj and Savar on Wednesday, report agencies.

In Munshiganj, three people were killed and 12 were injured when a speeding bus crashed into a broken-down truck on Dhaka-Mawa Expressway at Ramerkhola early Wednesday.

One of the deceased was identified as Hasina Begum (42), while identities of two other deceased could not be known immediately.

Kanchan Kumar, officer-in-charge of Hashra Highway Police, said the accident occurred around 4:00 am when the Dhaka-bound bus of 'Labiba Paribahan' from Kuakata hit a broken-down goods carrying truck from behind on the Dhaka-Mawa Expressway and overturned after hitting the railing - leaving three people dead on the spot and 12 injured.

The injured were taken to different hospitals in Dhaka.

Police seized the bus and the truck but drivers of both vehicles managed to flee the scene.

Meanwhile, two persons including an auto-rickshaw driver were killed in two separate accidents on Dhaka-Aricha highwayin Savar, in the early of hours on Wednesday.

"An auto-rickshaw driver died on the spot when an unidentified vehicle ran over him at Salehpur Bridge and an mentally challenged person died while a motorised vehicle hit him at Hemayetpur", said Dipak Shaha, Officer in Charge (OC) of Savar Model thana.

After receiving information, highway police have recovered the bodies.

Police identified one deceased as auto-rickshaw driver Mamun Sheikh (50), hailed from Mansurapur village of Chatmohor upazila under Pabna district.

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

কক্সবাজারে ট্রলারে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

দগ্ধ আরও এক জেলের মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ১২ জেলের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি হয়েছিলেন ১০ জন। এর মধ্যে একে একে ৬ জেলের মৃত্যু হয়েছে। এক জেলেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হলেও চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাকি ৩ জেলে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান বুধবার বিকালে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, কক্সবাজারের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ শফিকুল ইসলাম (২৬) নামে আরও এক জেলে বুধবার সকালে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আইসিইউতে মারা গেছেন। আগুনে তার শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি শ্বাসনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দগ্ধ আরও দুজন আইসিইউতে ও একজন ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এর আগে ১ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়া ৬ নম্বর জেটিতে নোঙর করা এফবি লাকি নামে মাছ ধরার একটি ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১২ জেলে দগ্ধ হন। পরে তাদের ১০ জনকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে আইয়ুব আলী ও ৩ সেপ্টেম্বর রাতে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওসমান গণির মৃত্যু হয়। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর তিন জেলে মারা যান। এ নিয়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটনায় ৬ জেলে মারা গেছেন। বর্তমানে বাকি ৩ জেলে চিকিৎসাধীন। একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বঙ্গোপসাগর থেকে ইলিশ ধরে ট্রলারের জেলেরা বাঁকখালী নদীর নুনিয়ারছড়ার ৬ নম্বর ফিশারিঘাটে আসেন। ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার দিকে মোহাম্মদ সেলিমের মালিকানাধীন ট্রলারটি নদীর ফিশারিঘাটের ৬ নম্বর ঘাটে পৌঁছায়।

এরপর সাগর থেকে আহরিত মাছ খালাস করা হচ্ছিল। পাশে চলছিল গ্যাসের সিলিন্ডারে রান্না। হঠাৎ বিকট শব্দে সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রলারের ১২ জেলে দগ্ধ হন। দগ্ধরা সবাই কক্সবাজার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুতুবদিয়াপাড়া ও সমিতিপাড়ায় বসবাস করতেন।

যুগান্তর
রোববার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৬ ভাদ্র ১৪৩০

টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চালকের মৃত্যু

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শনিবার আশরাফুল নামে এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। আশরাফুল পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার ব্রাহ্মণহাট গ্রামের মো. আলমের ছেলে। জানা যায়, শনিবার সকালে আশরাফুল গ্যারেজ থেকে তার অটোরিকশাটি নিতে আসেন। একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে গ্যারেজেই পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী গ্যারেজ মালিককে বিষয়টি জানায়। পরে গ্যারেজ মালিক আলী হোসেনসহ আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে টঙ্গী শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ওসি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রিকশার ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পর্শে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

সময়ের আলো | বৃহস্পতিবার। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

তিন জেলায় সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

● সময়ের আলো ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারী এবং এক কলেজছাত্রসহ ৬ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে মুন্সীগঞ্জে এক নারীসহ চারজন, চট্টগ্রামে বাসের ধাক্কায় এক নারী এবং রাজশাহীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। বুধবার এবং মঙ্গলবার রাতে এসব ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

মুন্সীগঞ্জ : সিরাজদীখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়েছে। এতে গুরুতর আহত হয়েছে আরও ১২ জন বাসযাত্রী। বুধবার ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের রামের খোলা নামক এলাকায় ফ্লাইওভারের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ এলাকার লাভলুর স্ত্রী হাসিনা বেগম (৪২), বরগুনা জেলার আমতলী থানায় চাউলা গ্রামের গৌরাঙ্গ দাসের ছেলে বাদল দাস (৩৫), মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তর রামগোপালপুর এলাকার ফকির চাঁনের ছেলে কালাচাঁন (৪৫)। আহতদের ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসাড়া হাইওয়ে পুলিশ ও সিরাজদীখান থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, লাবিবা পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস কুয়াকাটা থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। পথে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের রামের খোলা নামক এলাকায় ফ্লাইওভারের ওপর লাবিবা পরিবহন নামের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকাগামী দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহী একটি ট্রাককে ধাক্কা দিলে বাসটির একটি পাশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৩ বাসযাত্রী মারা যায় ও আহত হয় প্রায় ১২ বাস যাত্রী। হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি কাঞ্চন কুমার সিংহ বলেন, মালবাহী ট্রাকটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পথের পাশেই থামানো ছিল। পেছন থেকে লাবিবা পরিবহন নামের বাস ট্রাকটিকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া গজারিয়ায় কাভার্ড ভ্যান চাপায় আজিজুল বেপারি (৪৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার ভবেরচর বাস স্ট্যান্ডে কুমিল্লামুখী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজুল বেপারি বরিশালের মুলাদী নাজিরপুর গ্রামের মৃত আলী আজমের ছেলে। পেশায় তিনি টাইলস মিস্ত্রি। উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের পুরান বাউশিয়া এলাকায় তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসএম রাশেদুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম : সীতাকুণ্ডে সড়ক পার হতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় মায়া নন্দী (৭০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পৌর সদরের দক্ষিণ বাইপাস এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তিনি পৌরসভার মহাদেবপুরের নামার বাজার এলাকার মৃত সুনীল নন্দীর স্ত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা হাসপাতাল গেট সংলগ্ন একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে চাকরি করতেন মায়া নন্দী। সকালে কাজে যাওয়ার সময় মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন তিনি। এ সময় একটি অজ্ঞাত বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজশাহী : দুর্গাপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শান্ত হাসান (২২) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে দুর্গাপুর সদর উপজেলা মোড় সংলগ্ন রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে প্রাণ গেল পরিবহন শ্রমিকের

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে প্রাইভেট কারের চাপায় ইব্রাহীম (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। ইব্রাহীম পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ থানার কিসমত রামপুর এলাকার মজিদ হাওলাদারের ছেলে। গতকাল সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সিটি করপোরেশনের বড়বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গাছা থানার ওসি ইব্রাহিম হোসেন জানান, বড়বাড়ি এলাকায় বাসা ভাড়া থেকে গাড়ির হেলপার হিসেবে কাজ করতেন ইব্রাহীম। সকালে তিনি টঙ্গীর বিসিক এলাকায় যাওয়ার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হন। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বড়বাড়ি এলাকায় পৌছালে একটি প্রাইভেট কার তাকে চাপা দিয়ে দ্রুত চলে যায়। পরে তাকে স্থানীয় তায়রুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
সোমবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩০
Monday 11 September 2023

মুন্সীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে গোসল করতে নেমে গত শনিবার দুপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শ্রমিকদ্বয় হলেন– পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জ গ্রামের তাহের তালুকদারের ছেলে মো. রহিম মিয়া এবং একই গ্রামের ফরহাদ হোসেনের ছেলে মো. বেলাল হোসেন। তারা দুজন মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকায় আনোয়ার জুট অ্যান্ড স্পিনিং মিলে রডমিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত শনিবার দুপুর আড়াইটায় ১০-১২ জন শ্রমিক একত্রে আনোয়ার জুট অ্যান্ড স্পিনিং মিলের ভেতরে. উত্তর-পূর্ব কোনের মেঘনা নদীর ঘাটে গোসল করতে যান। সবাই পানিতে নামার পর বৈদ্যুতিক শকড অনুভূত হলে মো. রহিম মিয়া ও মো. বেলাল মিয়া ছাড়া সবাই ডাঙ্গায় উঠে আসেন। পরে রহিম মিয়া ও বেলাল মিয়াকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ওসি মোল্লা সোহেব আলী বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ দুটি হাসপাতাল থেকে থানায় আনা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় একটি পাটকলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. বেলাল হোসেন (১৯) ও মো. আব্দুর রহিম মিয়া (১৬) নামের দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার হোসেন্দি ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকার আনোয়ার জুট মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বেলাল পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জ বিল্লাসী গ্রামের মো. ফরহাদ হোসেনের এবং রহিম একই গ্রামের আবু তাহের তালুকদারের ছেলে। পুলিশ জানায়, পাটকলটির পুকুরে বেলাল ও রহিম গোসল করতে নামে। এ সময় বৈদ্যুতিক পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগের তার পানিতে পড়লে উভয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গজারিয়া থানার ওসি মোল্লা সোহেব আলী জানান, মরদেহ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে মা-ছেলেসহ ঝরল ১০ প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

সিলেটে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে ও এক আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হয়েছেন। এছাড়া মাগুরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, ভোলা ও কক্সবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন দুই ব্যবসায়ীসহ আরও সাতজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর– সিলেট : ওসমানীনগর উপজেলার তাজপুর এলাকায় রবিবার রাতে রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন– কামালবাজার এলাকার শুক্কুর আলীর স্ত্রী সালাম বেগম (৫২) ও তার ছেলে আবদুল কাইয়ুম (৩২)। এছাড়া বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই এলাকায় ট্রাক ও অটোরিকশা সংঘর্ষে ফখরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। তিনি রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। **মাগুরা :** মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে সামনে গতকাল দুপুরে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন (৫০) ও বৃদ্ধা রোকেয়া বেগম (৬০)। রোকেয়ার বাড়ি মহম্মদপুর এবং আনোয়ারের বাড়ি সদর উপজেলার আঠারোখাদা গ্রামে। **রাজশাহী :** নগরীর নওদাপাড়া এলাকায় গতকাল সকালে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী জিল্লুর রহমান। **দিনাজপুর :** হাকিমপুরের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় মেসিগাড়ির নিচে চাপা পড়ে জান্নাতুন নাঈমা (৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়ছে। দুর্ঘটনায় শিশুটির মামা মনিরুজ্জামান আহত হয়েছেন। **গোপালগঞ্জ :** গতকাল ভোরে হাঁটতে গিয়ে মকসুদপুর উপজেলার দাসেরহাট শিবমন্দিরের কাছে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন বিদ্যুৎ কুমার ভৌমিক (৪৬) নামে এক ব্যবসায়ী। ভোলা : ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাবাজার এলাকায় নসিমন গাড়ি উল্টে আল-আমীন (৩৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। **উখিয়া (কক্সবাজার) :** কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালিতে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হয়েছেন রাশিদা বেগম (৫৫) নামে এক রোহিঙ্গা নারী।

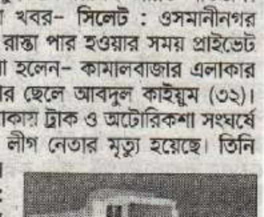

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় নয় জেলায় ১১ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মাগুরা সদর হাসপাতালের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোল্ডেন লাইনের একটি যাত্রীবাহী বাসচাপায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। রোববার রাতে এবং গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১৭ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

ভোলা : বাংলাবাজার এলাকার চৌরাস্তার মোড়ে নছিমন উল্টে আল-আমিন (৩৪) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো আট শ্রমিক। গতকাল সকাল ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ১০-১২ শ্রমিক ভোলা সদর থেকে নসিমনে করে একটি মিক্সার মেশিন নিয়ে খায়েরহাট এলাকার একটি বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজে যাচ্ছিল। পথে নসিমনটি বাংলাবাজার চৌরাস্তার মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উল্টে যায়।

NEW AGE
SEPTEMBER 12, 2023,

9 killed, 12 injured in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST nine people were killed and 12 others injured in road accidents in the country between Sunday night and Monday.

New Age staff correspondent in Sylhet reported that at least four people, including a woman and her son were killed and six injured in separate road accidents in Sylhet and Habiganj on Sunday night.

The deceased were identified as Salma Begum, 52, resident of Kamalbazar area under Dakshin Surma in Sylhet, and her son Abdul Qaiyum, 32; Fakhrul Islam, 35, resident of Parkul village under Kanaighat of the district, and Chan Miah, 55, of Uttar Sangar village under Baniachang in Habiganj, the police said.

Local people said that a speeding private car coming from Sylhet ran over the woman and her son on Sunday when they were crossing the Dhaka-Sylhet highway at Ilashpur area near Tajpur Bazar under Osmani Nagar in the district.

The Osmani Nagar police station officer-in-charge SM Mayeen Uddin said that the private car seized from the spot but the driver managed to flee the scene.

In another incident, a Sylhet-bound goods loaded truck collided head-on with a CNG-run auto-rickshaw on Sylhet-Jakiganj regional highway near Charkhai Bazar under Beanibazar in the district, leaving one dead and three, including the auto-rickshaw driver critically injured, the Bianibazar police station officer-in-charge Hillol Roy said, adding that the on-duty medical officer declared Fakhrul dead on arrival.

In Habiganj, a battery-run three-wheeler overturned at Alam Bazar area in the district on Sunday, leaving five people injured, said the Habiganj Sadar police station inspector Mohammed Badiuzzaman, adding that the injured were sent to the Sadar Adhunik Hospital where the on-duty doctors declared Chan Miah dead.

An eight-year-old child was killed and another injured after being hit by a tractor in Poushgara area under Hakimpur of Dinajpur on Monday, Bangladesh Sangbad Sangstha reported.

The deceased was identified as Naima Sultana, 8, a resident of Belkhuria village under Birampur of the district, said the Hakimpur police station officer-in-charge, Abu Sayem Miah, adding that the police seized the tractor from the spot, but its driver managed to flee.

In another incident, a man was killed on the Dhaka-Khulna highway at Daserhat Shiva Temple area under Muksudpur of Gopalganj on Monday, the BSS reported.

The deceased was identified as Bidyut Kumar Bhowmik, 46, a resident of Daserhat village of Muksudpur, said the Muksudpur police station officer-in-charge, Muhammad Ashraful Alam, adding that he died on the spot, and due to the request of the family members, his body was handed over without post-mortem.

A construction worker was also killed and five others injured in a road accident on the Bhola-Charfashion regional highway in Banglabazar area under Daulatkhan of Bhola on Monday, the BSS reported.

The deceased was identified as Al Amin, 35, a resident of Shibpur of Sadar, the Daulatkhan police station officer-in-charge Satyaranjan Khaskel said.

In Magura, two people, including a woman were killed as a speeding bus crashed into a motorbike on Dhaka-Khulna Highway in front of the Magura General Hospital on Monday afternoon, reports UNB.

The deceased were Anwar Hossain, 50, of Atharkhada village of Magura Sadar, and Rokeya Begum, 60, of Urura village under Mohammadpur of the same district, the police said.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৫ ভাদ্র ১৪৩০
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গাছ কাটতে গিয়ে করাতের আঘাতে শ্রমিকের মৃত্যু

■ স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

স্বরূপকাঠিতে গাছ কাটতে গিয়ে ইলেকট্রিক হাত করাতের আঘাতে সুমন (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে উপজেলার সোহাগদল গ্রামের বরছাকাঠি এলাকার একটি সমিলে। সুমন উপজেলার সোহাগদল ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুর রহমানের ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সুমন ইলেকট্রিক করাত দিয়ে স মিলের বড় সাইজের গাছ খণ্ড করে কাটছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত হাত ফসকে ইলেকট্রিক চালিত করাত বুকের পাশে ছুটে আঘাত করলে তিনি গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমন হালদার জানান, আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনার পথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

করাতের আঘাতে শ্রমিকের মৃত্যু

স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর) প্রতিনিধি ▷

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিতে ইলেকট্রিক হাতকরাতের আঘাতে সুমন (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার সোহাগদল গ্রামে বরছাকাঠি এলাকার একটি করাতকলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সুমন উপজেলার সোহাগদল ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুর রহমানের ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সুমন ইলেকট্রিক হাতকরাত দিয়ে করাতকলের বড় আকারের গাছ কেটে খণ্ড খণ্ড করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত হাত ফসকে করাতটি তাঁর বুকের পাশে আঘাত করলে গুরুতর জখম হন। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

NEWAGE
SEPTEMBER 12, 2023,

Worker electrocuted in B'baria

United News of Bangladesh · Brahmanbaria

A WORKER was electrocuted while working in an under-construction mosque in Brahmanbaria sadar upazila on Monday. The deceased was Hafez Muzahidul Islam, 18, son of late Auli Miah, of Uchaliaypara in Sarail upazila. Co-workers said that Muzahid came in contact with a live electric wire, when he was going to the first floor of the under-construction Zila model mosque with a water pipe. Injured Muzahid was first rushed to Brahmanbaria General Hospital and later taken to a private hospital, where physicians declared him dead. Md Aslam Hossain, officer-in-charge of the sadar police station, said that a police team was sent to the spot and an investigation was underway in this regard.

TUESDAY SEPTEMBER 12, 2023
BHADRA 28, 1430 BS
The Daily Star

5 killed in road crashes

UNB/BSS

At least five people died in road accidents in four districts yesterday.

In Magura, two people were killed as a speeding bus crashed into a motorbike on the Dhaka-Khulna Highway in front of Magura Sadar Hospital. The deceased were Anwar Hossain, 50, and Rokeya Begum, 60.

In Dinajpur, a girl was run over by a speeding tractor after she fell off her uncle's bike as it crashed into an electric pole at Dangapara Bazar in Hakimpur upazila. Jannatul Nayeema, 8, daughter of Mozammel Miah of Birampur upazila, was a fourth-grader at Paushgara Fazil Madrasa.

In Gopalganj, a man was killed when a microbus hit him as he was walking along the Dhaka-Khulna Highway near Daserhat Shiva temple area under Muksudpur upazila. Bidyut Kumar Bhowmik, 46, of Daserhat village, was a grocer in Gerakhola Bazar in the area.

In Bhola, a construction worker was killed and five others were injured when the three-wheeler carrying them overturned on the Bhola-Charfashion regional highway in Banglabazar area. The deceased is Al Amin, 35, of Shibpur union of Sadar upazila.

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩০ ভাদ্র ১
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

লিবিয়ায় বন্যায় ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

লিবিয়ায় সুনামির মতো বন্যায় দারনা শহরে বসবাসরত ছয় বাংলাদেশি নাগরিক মারা গেছেন। তাদের চার জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন—রাজবাড়ী জেলার শাহীন ও সুজন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার মামুন ও শিহাব। বাকি দুই জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এছাড়া দারনা শহরে বসবাসরত আরো কিছুসংখ্যক বাংলাদেশি নিখোঁজ থাকতে পারে বলে জানিয়েছে লিবিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

গতকাল বুধবার দূতাবাসের এক ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েল ও বন্যার তাণ্ডবে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল বিশেষত দারনা, সাহাত, আল-বাইদা, আল-মার্জ শহর ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে দারনা বাঁধের ভয়াবহ ধসে সৃষ্ট বন্যায় কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় দারনা শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য দূতাবাসের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যসহ উদ্ধার কার্যক্রমে নিয়োজিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ছয় জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ অবস্থায় ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের প্রভাবে লিবিয়ার বিভিন্ন শহরে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিখোঁজ প্রবাসীদের তথ্য জানানোর জন্য দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) রাসেল মিয়ার (মোবাইল: +২১৮৯১৮৫৮০৮৯৮) সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছে দূতাবাস।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

লিবিয়ায় ঝড় ও বন্যায় হাজার হাজার মানুষ নিহত ও নিখোঁজের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির সরকার ও জনগণের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। মঙ্গলবার লিবিয়ার ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আল তাহির সালেম মোহাম্মদ আল বোরের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি এ শোক জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

নওগাঁ, মেহেরপুর, লালমনিরহাট ও মুন্সীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর– **নওগাঁ :** মান্দায় মোটরসাইকেলে চার বন্ধু ঘুরতে বের হয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্য দুই বন্ধু। উপজেলার বিজয়পুর মোড়ে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কে গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– রবিউল ইসলাম (১৮) ও রকি (২৫)। **মেহেরপুর :** মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গোপালপুরে গতকাল দুপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে সবুজ (২৫) নামে এক সবজি বিক্রেতার। তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। **লালমনিরহাট :** আদিতমারী

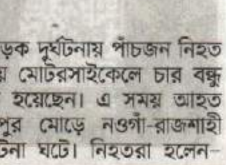

উপজেলার হাজিগঞ্জ এলাকায় বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মনির হোসেন (১৪) নামে এক মাদরাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। মনির ভেলাবাড়ী ইউনিয়নের বকশীটারি এলাকার আবু তালেবের ছেলে। **মুন্সীগঞ্জ :** সড়ক দুর্ঘটনায় আহত টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বালিগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আজগর হোসেন চঞ্চল বেপারী মারা গেছেন। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে তার মৃত্যু হয়। তিনি টঙ্গিবাগীর হাট বালিগাঁও গ্রামের আরশেদ আলি বেপারীর ছেলে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

বালুর স্তূপ ধসে ৩ ব্যক্তির মৃত্যু

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে চাতালে কাজ করার সময় বালুর স্তূপ ধসে চাপা পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের জৌকুড়ায় হান্নানের বালুর চাতালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–বালুর চাতাল মালিক হান্নানের বড় ভাই রাজবাড়ী সদর উপজেলার দয়ালনগর গ্রামের হালিম শেখের ছেলে (চাতাল ম্যানেজার) আবদুর রহিম শেখ (৫২), একই উপজেলার জৌকুড়া গ্রামের আনছার শেখের ছেলে ভেকুচালক মারুফ শেখ (১৯) ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের মোহাম্মদ আলী সরদারের ছেলে ট্রাকচালক ইমরান সরদার ওরফে রিমন (২৭)। স্থানীয় অনেকে জানান, জৌকুড়া ঘাট এলাকার জনৈক সিদ্দিকের বাড়ির পাশে ব্যবসায়ী হান্নানের বড় আকারের চাতাল থেকে নিয়মিতভাবে বালু বিক্রি করা হয়। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে চাতালের ওপর থেকে ভেকু দিয়ে ১০ চাকার একটি ট্রাকে বালু ভর্তি করা হচ্ছিল। ট্রাকে বালু ভর্তি করা শেষে চাতাল মালিক হান্নানের ভাই আবদুর রহিম, ভেকুচালক মারুফ ও ট্রাকচালক ইমরান ট্রাকের চাকার নিচে আটকে থাকা বালু সরানোর কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই বালুর স্তূপ ধসে তাদের ওপর পড়ে। স্তূপের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩০ ভা[দ্র]
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

আমতলী (বরগুনা) : আমতলী-পটুয়াখালী মহাসড়কের চুনাখালী নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় মোতালেব খান (৪৫) নামের এক টমটম চালকের মৃত্যু হয়েছে। মোতালেব আঠারগাছিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ গাজী গ্রামের মৃত বারেক খানের ছেলে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আমতলী থানার ওসি কাজী শাখাওয়াত হোসেন তপু জানান, স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় ইউডি মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিনজনের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মঞ্জু ও বিপ্লব হোসেন নামে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের ধর্মপুর গ্রামে গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মঞ্জু ধর্মপুর গ্রামের বাসিন্দা। বিপ্লব একই ইউনিয়নের শহর কসবা গ্রামের নেছার আহম্মদের ছেলে। তারা সম্পর্কে শ্যালক-দুলাভাই। এদিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন গোলাম মোস্তফা শেখ (৪৩) নামে এক কৃষক। উপজেলার ধলাহরাচন্দ্র ইউনিয়নে গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা ধলাহরাচন্দ্র গ্রামের আবদুল গণির ছেলে। -লক্ষ্মীপুর ও ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

সময়ের আলো
বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মাছ ধরতে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরল ভ্যানচালক

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে মাছ ধরতে গিয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরল বিল্লাল কাজী (২৫) নামে এক ভ্যানচালক। মঙ্গলবার সকালে কাশিয়ানী উপজেলার নিজামকান্দি ইউনিয়নের ফলসি চরপাড়া গ্রামের একটি খাল থেকে ওই ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কাশিয়ানী থানার রামদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুল্লাহ আল মামুন বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। নিহত ভ্যানচালক বিল্লাল কাজী কাশিয়ানী উপজেলার নিজামকান্দি ইউনিয়নের ফলসি চরপাড়া গ্রামের খায়ের কাজীর ছেলে। পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, নিহত বিল্লাল কাজী তার চাচাতো ভাই রাহের কাজীর সঙ্গে গভীর রাত ২টার দিকে খালে মাছ ধরতে যায়। ভোরের দিকে বিল্লাল ফিরে না এলে রাহের কাজী চলে আসে। পরে মঙ্গলবার সকালে খালের মধ্যে মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে রামদিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রাজবাড়ীতে আহাজারি

চাতালের বালিচাপায় তিনজনের মৃত্যু

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে চাতালে কাজ করার সময় বালিচাপা পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের জৌকুড়া এলাকায় হান্নানের বালির চাতালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চাতাল মালিক হান্নানের বড় ভাই রাজবাড়ী সদরের দয়ালনগর গ্রামের হালিম শেখের ছেলে (চাতালের ম্যানেজার) আব্দুর রহিম শেখ (৫২), সদর উপজেলার জৌকুড়া গ্রামের আনছার শেখের ছেলে (ভেকুচালক) মারুফ শেখ (১৯) এবং কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার মহিষাখোলা গ্রামের মোহাম্মদ আলী সরদারের ছেলে ট্রাকচালক ইমরান সরদার ওরফে রিমন (২৭)। স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে চাতাল থেকে ভেকু দিয়ে একটি ট্রাকে বালি ভর্তি করা হচ্ছিল। বালি ভর্তি শেষে চাতাল মালিক হান্নানের ভাই আব্দুর রহিম, ভেকুচালক মারুফ ও ট্রাকচালক ইমরান ট্রাকের চাকার নিচে আটকে থাকা বালি সরানোর কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই ট্রাকের পাশের একটি বালির স্তূপ ধসে পড়ে তাদের ওপর। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন জানান, নিহতদের স্বজনরা এ ব্যাপারে থানায় কোনো অভিযোগ করেনি। তবে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হবে। লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর হয়েছে। এ বিষয়ে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সালাহউদ্দিন বলেন, চাতাল মালিকের কোনো গাফিলতি আছে কি না, সেটা দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর রামপুরার কুঞ্জবন এলাকায় নির্মীয়মাণ সাততলা ভবন থেকে পড়ে মনির হোসেন (৪০) নামের একজন শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের সহকর্মী কামাল জানান, সকালে নির্মীয়মাণ ভবনের সাততলায় কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান মনির। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে বনশ্রীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে মনিরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন, মনির হোসেন ওই নির্মীয়মাণ ভবনেই থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার চর আগস্তীতে। তাঁর বাবার নাম আব্দুল গনি মিয়া। হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৯ ভাদ্র ১৪৩[০]
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সিলেটে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণে দগ্ধ এক জনের মৃত্যু

সিলেট অফিস

সিলেট মহানগরীর মিরাবাজারস্থ বিরতি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হওয়া এক জন মারা গেছেন সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে। তিনি ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নিহত রুমেল সিদ্দিক (২৮) সিলেট বিমানবন্দর থানার কোরবানটিলা এলাকার বাসিন্দা। তিনি ঐ পেট্রোল পাম্পের ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রুমেল সিদ্দিকের মারা যাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করে তার চাচাতো ভাই আহমেদ শাহনুর বলেন, দগ্ধ চার জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিলেন। এর মধ্যে আমার ভাই মারা গেছেন।

গত ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিরতি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে কম্প্রেসার কক্ষের একটি সেফটি বাল্ব বিস্ফোরণে ৯ জন দগ্ধ হন। এদের মধ্যে সাত জন ঐ স্টেশনের কর্মচারী ও দুই জন পথচারী। আহতরা ছিলেন—রিপন (৩৪), লুৎফর (৩২), রুমেল (২৮), মিনহাজ (২৭), বাদল দাস (৪২), রামিম (১৮), রুমান (২৩), তারেক (৩০) ও মুহিন (৪৫)।

ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার বিকাল পর্যন্ত হাসপাতালে দগ্ধদের চিকিৎসা চলে। পরে বুধবার দুপুরে তাদের উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

লালমোহনে বাল্কহেডের ধাক্কায় ট্রলার ডুবে জেলের মৃত্যু

লালমোহন (ভোলা) সংবাদদাতা

লালমোহনে বাল্কহেডের ধাক্কায় মাছ ধরার ট্রলার ডুবে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম জিহাদ হোসেন (২০)। বুধবার গভীর রাতে উপজেলার বদরপুর ইউনিয়ন সংলগ্ন তেঁতুলিয়া নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিহাদ বদরপুর ইউনিয়নের হাজিরহাট এলাকার শাজাহান সেজোয়ালের ছেলে। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে লালমোহন থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

নিহত জিহাদের মামা মনির হোসেন জানান, বুধবার দিবাগত রাতে তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলে অপেক্ষা করছিল দেলোয়ার হোসেনের ট্রলার। ঐ ট্রলারে জিহাদসহ আরো পাঁচ জন জেলে ছিলেন। রাত অনুমান ২টার দিকে একটি বাল্কহেড এসে তাদের মাছ ধরার ট্রলারের ওপর উঠিয়ে দিলে ট্রলারটি ভেঙে তলিয়ে যায়। এ সময় চার জন্য সাঁতরে উঠতে পারলেও মারাত্মক আহত হওয়ার কারণে জিহাদ উঠতে পারেননি। এক পর্যায়ে জিহাদকে খুঁজে পাওয়ার পর তাকে উঠানো গেলেও ততক্ষণে তিনি মারা যান।

লালমোহন থানার ওসি (তদন্ত) এনায়েত হোসেন জানান, এ ব্যাপারে নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

বুধবার, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২৩ ■ ভাদ্র ২৯, ১৪৩০ বণিকবার্তা

কুমিল্লায় তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কুমিল্লায় নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি যাত্রীবাহী বাসচাপায় দুই পথচারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ সময় বাসে থাকা ১০-১২ যাত্রী আহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহ ও গাজীপুরে আরো দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

কুমিল্লা: গতকাল বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার হাঁড়িখোলা এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহীদের রক্ষা করতে গিয়ে চট্টগ্রামগামী বাসটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় বাসটি উল্টে মহাসড়কে আছড়ে পড়ে। এতে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পথচারী চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এছাড়া গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেল আরোহীসহ ১০-১২ জন বাসযাত্রী। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে মোটরসাইকেল আরোহীরও মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন চান্দিনা উপজেলার বাড়েরা ইউনিয়নের গণিপুর গ্রামের মৃত মমতাজ খলিফার ছেলে আলমগীর হোসেন (৩৮), হারিখোলা বেদেপল্লীর আদম আলীর ছেলে বাহরাম মিয়া (৬০) ও দেবিদ্বার উপজেলার কুরছাপ গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে আবুল কালাম (৪০)।

গাজীপুর: শ্রীপুরে শ্রমিকবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে উপজেলার মাওনা-বরমী আঞ্চলিক সড়কের সোহাদিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাসচালকের নাম মফিজুল ইসলাম (৪০)। তিনি উপজেলার সোহাদিয়া পশ্চিম পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ময়মনসিংহ: জেলার ঈশ্বরগঞ্জে ট্রাকচাপায় চঞ্চল মিয়া (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শরীফ (২৭) নামে এক যুবক আহত হয়েছেন।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় বজ্রপাতে হাফিজুর রহমান (৫০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল হরিদাসকাটি গ্রামের বিল ডুমুরের একটি মাছের ঘেরে কাজ করার সময় এই ঘটনা ঘটে। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলার আমড়াডাঙ্গা গ্রামে। প্রতিনিধি, যশোর

প্রথম আলো • রোববার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্রাকের ধাক্কায় মাইক্রোবাসের তিন আরোহী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

এ ছাড়া চার জেলায় আরও চারজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে।

প্রথম আলো ডেস্ক

ভাড়া করা মাইক্রোবাসে সিলেটে ভ্রমণে যান একটি পোশাক কারখানার ১০ জন কর্মী। বিভিন্ন স্থান ঘুরে গত শুক্রবার রাতে ফিরছিলেন ঢাকায়। নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার শ্রীফুলিয়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাসটিকে ধাক্কা দিলে তিনজন নিহত হন। এ ছাড়া গতকাল শনিবার চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও চারজন নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টায় শিবপুরের শ্রীফুলিয়ায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন মাইক্রোবাসের চালক সাগর চন্দ্র (৩২) এবং যাত্রী এফাদুল হক (৫০) ও মো. মোস্তাকিন (১৭)। এফাদুল ও মোস্তাকিনের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর। সাগরের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে।

এ দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা সিলেটের উদ্দেশে রওনা হন। হজরত শাহজালালের (রহ.) মাজারসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে শুক্রবার রাতে ঢাকায় ফিরছিলেন। রাত দেড়টার দিকে ভৈরবগামী পণ্যবাহী ট্রাকটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। জাতীয় জরুরি পরিষেবা নম্বর ৯৯৯ থেকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে।

লালমনিরহাট শহর থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার সময় মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কায় ইউনুস আলী (৪৫) নামের এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। গতকাল রাত আটটার দিকে লালমনিরহাটের আদিতমারীর লালমনিরহাট-পাটগ্রাম-বুড়িমারী মহাসড়কের জুগিটারীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ইউনুস আলী দৈনিক সময়ের কণ্ঠস্বর পত্রিকার লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মায়ের হাত ধরে হেঁটে নানির বাসায় যাচ্ছিল পাঁচ বছরের রোজা আক্তার। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার সফিপুর আঞ্চলিক সড়কের জালালগেট এলাকায় দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার পাল্লাপাল্লিতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় সে। রোজা গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার পশ্চিম ফরিদপুর গ্রামের রেজাউল করিম ও আদুরী বেগম দম্পতির মেয়ে। সে মা-বাবার সঙ্গে কালিয়াকৈরের মুসিরটেক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত। তার মা-বাবা পোশাক কারখানায় চাকরি করেন।

নরসিংদীর শিবপুরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাস। গতকাল ইটাখোলা হাইওয়ে থানায়। প্রথম আলো

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পটিয়া-বোয়ালখালী প্রীতিলতা সড়কের উপজেলার কৃষ্ণাখালী বাজারের কাছে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কায় ফাতাহুল বারী তারেক (১৯) নামের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হন। তিনি উপজেলার ধলঘাট গ্রামের আবদুল বারেকের ছেলে।

গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাঁচমাইল এলাকায় সবজিবোঝাই পিকআপের ধাক্কায় নাজমুল আলম (৫৫) নামের এক পল্লী পশুচিকিৎসক নিহত হয়েছেন। তিনি সদর উপজেলার চন্দ্রযানী গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে।

[তথ্য দিয়েছেন প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরা]

কালের কণ্ঠ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ছেলেকে দেখা হলো না প্রবাসী শাহিনের

লিবিয়ায় ঘূর্ণিঝড়ে ৬ বাংলাদেশির মৃত্যু

জাহাঙ্গীর হোসেন, রাজবাড়ী ▷

লিবিয়ায় ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারানো দুই বাংলাদেশি শাহিন মণ্ডল (৪০) ও সুজন খাঁর (২৩) পরিবারে চলছে শোকের মাতম। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে লিবিয়ায় পাড়ি জমান শাহিন মণ্ডল। বর্তমানে তাঁর ছেলের বয়স পাঁচ বছর। ভিডিওকলে কথা হলেও সামনাসামনি কখনো দেখা হয়নি বাবা-ছেলের। অপরদিকে বাবাহারা সুজন খুব অল্প বয়সেই পাড়ি জমান লিবিয়ায়। সংসারের যাবতীয় খরচ তিনিই দিতেন। খুব কষ্টে সুজনকে বড় করেছেন মা হাসিনা বেগম।

লিবিয়ায় গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে দানিয়েল নামের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ওই ঝড়ে রাজবাড়ীর দুজনসহ কমপক্ষে ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। জানা যায়, জেলার পাংশা উপজেলার যশাই ইউনিয়নের ধোপাকেল্লা গ্রামের দুলাল খাঁর ছেলে সুজন খাঁ (২৩) এবং একই উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের আরশেদ মণ্ডলের ছেলে শাহিন মণ্ডল (৪০) লিবিয়া থেকে নদীপথে ইতালি যাচ্ছিলেন। এ সময় ঝড়ের কবলে পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। ঘটনায় শাহিন মণ্ডলের প্রতিবেশী তরঙ্গ বিশ্বাস নামের আরেক যুবক প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার শাহিনের স্ত্রী শাকিলা খাতুন বলেন, কয়েক দিন আগে শাহিনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হয়েছে। শাহিন সেখানে ভালো আছেন এবং কোনো সমস্যায় নেই বলেও জানান। এ সময় ছেলে ও শাহিনের মা ফাতেমা বেগমেরও খোঁজ নেন তিনি। এখন এই ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে কিভাবে সংসার চলবে সেই চিন্তায় রয়েছেন শাকিলা।

অপরদিকে সুজনের বড় ভাই জুবায়ের খাঁ বলেন, 'আমরা চার ভাই-বোন। সুজন আমার ছোট। ২০১৯ সালে সুজন লিবিয়ায় যায়। অনেক ছোট বয়স থেকে ও প্রবাসে থাকে। সংসারে ভরণপোষণও সে চালায়। গত বুধবার হঠাৎ খবর পেলাম সুজন লিবিয়াতে ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছে। তার মরদেহ কী অবস্থায় আছে জানি না। তবে আমার মামাতো ভাই লিবিয়ায় থাকে। তার মাধ্যমে জানতে পেরেছি সুজনের মরদেহ দাফন হয়ে গেছে। আবার অন্য এক মাধ্যমে খবর পেয়েছি মরদেহ এখনো দাফন করা হয়নি। জানি না তার মরদেহ কী অবস্থায় আছে।'

শাহিন মণ্ডল

হাবাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামুন খান বলেন, 'আমার ইউনিয়নের শাহিন নামের এক যুবক লিবিয়ায় মারা গেছেন। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি।'

রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার জি এম আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন, গত বুধবার রাতে তাঁরা বিষয়টি জানার পর মৃতদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চালান। ওই দিন রাত ১০টার দিকে মৃত দুজনের পরিচয় উদ্ধার করতে পেরেছেন। তিনি আরো বলেন, রাজবাড়ীর মৃত দুজনই লিবিয়া থেকে নদীপথে ইতালি যাচ্ছিলেন। তবে যাওয়ার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩ আশ্বিন ১৪৩০
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

লেগুনা ডোবায় পড়ে প্রাণ গেল চালকের

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে শ্রমিক বহনকারী একটি লেগুনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ডোবায় ডুবে চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আব্দুর রহমান (৫৩)। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ১০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। রবিবার সকাল ১০টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জিরো পয়েন্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উপজেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। নিহত আব্দুর রহমান চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগি ইউনিয়নের উত্তর বন্দর এলাকার মৃত রুহুল আমিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের ম্যাকডোনাল্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকদের বহনকারী একটি লেগুনা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ডোবায় পড়ে পানিতে ডুবে যায়। এতে ঘটনাস্থলে গাড়ির চালক মারা যান। আহত শ্রমিকদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যান।

দুর্ঘটনার বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) : ডুবে যাওয়া লেগুনা —ইত্তেফাক

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। সিলেটে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুল্লাহ ইসহাক ও জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রশীদ। **চট্টগ্রামের** মিরসরাইয়ে লেগুনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডোবায় পড়ে চালক নিহত ও ১০ যাত্রী আহত হয়েছেন। **বরিশালে** মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারা গেছেন এম আবদুল আলিম (৫৩) নামে এক চালক। **লালমনিরহাটের** আদিতমারীতে ট্রাকচাপায় ইউনুস আলী (৪৫) নামে এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উজানিসার এলাকায় গাড়িচাপায় মিজানুর রহমান (২৭) নামের এক অটোযাত্রী নিহত হয়েছেন। চাঁদপুরের মতলবে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে দুর্ঘটনায় এক কিশোর নিহত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে প্রাণ গেল ছয় জনের

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতি ও বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

মেহেরপুর : মেহেরপুরে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় পাখি ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সবুজ ওরফে পটল (৩১)। বুধবার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের সদর উপজেলার গোপালপুর মদনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেহেরপুর সদর থানার ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, 'নিহতের পরিবার থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

প্রতিদিন ডেস্ক

নরসিংদীতে গতকাল মাইক্রেবাস-ট্রাক সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। একই দিন সড়কে কুড়িগ্রাম ও চট্টগ্রামে নিহত হয়েছে শিশুসহ আরও দুজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

নরসিংদী : শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে শিবপুর উপজেলার শ্রীফুলিয়া এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- মাইক্রোবাসচালক নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার সাগর চন্দ্র (৩২) এবং যাত্রী চাঁদপুরের মতলব থানার এফাজুল হক (৫০) ও তার ছেলে মোস্তাকিম (১৮)। আহতরা হলেন- নিহত এফাজুল হকের স্ত্রী মুক্তা আক্তার (৪৫), আরেক ছেলে আশরাফুল প্রধান (১৪) ও মেয়ে ইলমা আক্তার (১২) এবং মাদারীপুরের শিবচর থানার ফারুক হোসেন (৫০), হাসিদা বেগম (৪২), সানজিদা আক্তার (১৬) ও নূর মোহাম্মদ (৭)। আহতদের নরসিংদী ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর আগে রাত সাড়ে ৯টার দিকে রায়পুরা উপজেলার ভিটিমরজাল এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা খাদে পড়ে তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। **চট্টগ্রাম :** সকালে পটিয়া কৃষ্ণখালী বাজার এলাকায় পিকআপের চাপায় ফাতাহুল বারী তারেক (১৯) নামের বিজিসি ট্রাস্ট কলেজের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তারেক নন্দেরখীল গ্রামের আবদুল বারেকের ছেলে। **কুড়িগ্রাম :** রাজারহাট উপজেলার চাকিরপশা ইউনিয়নে দুপুরে অটোরিকশার চাপায় নিহত হয়েছে হাওয়ানুর (৭) নামের এক শিশু। নিহত হাওয়ানুর একই এলাকার আবদুল হাকিমের মেয়ে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

টঙ্গীতে কারখানার গুদামে আগুন

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কারখানার গুদামে গতকাল অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। টঙ্গী ও উত্তরা দমকল বাহিনীর ছয়টি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। টঙ্গী দমকল বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে আগুনের উৎস ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে। কারখানার সিকিউরিটি ইনচার্জ আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের গুদামে গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়। এ ছাড়া এক পাশে ওষুধ তৈরির কিছু কাঁচামাল রাখা হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কারখানার গুদামের উত্তর এবং ন্যাশনাল পলিমার কারখানা দক্ষিণ সীমানা-সংলগ্ন এলাকায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কারখানার দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৫ আশ্বিন ১৪
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে চরফ্যাশনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বোরাক চালক নিহত

চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা

চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আইচায় সোমবার সন্ধ্যায় ব্যাটারি চালিত বোরাক চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মো. ইউসুফ মাঝি (৬৫)। তিনি ঢালচর ইউনিয়নের মৃত মো. রহিম বক্সের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, সোমবার সন্ধ্যায় চরকচ্ছপিয়া চার্চ কলোনির শাহাবুদ্দিনের বসতঘরের পাশে বোরাকের ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎসংযোগ দিলে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় মেইন সুইচ বন্ধ করে তাকে উদ্ধার করে চর কচ্ছপিয়া গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার । ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর গুলশান ও ডেমরা থানা এলাকায় পৃথক ঘটনায় ভবন থেকে পড়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ডেমরা সানারপাড় এলাকায় নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে মাহফুজুর রহমান মাসুম (৩০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ভবন থেকে পড়ার পর গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে বুধবার রাত ৮টার দিকে গুলশান-২-এর ৩৫ নম্বর রোডের একটি ভবনের ১০ তলায় বাইরের দিকে এসি মেরামতের সময় নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই রাজীব (২২) ও সোহেল (৩০) নামের দুজনের মৃত্যু হয়। গুলশান থানার এসআই সাকির হোসেন সাগর এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ৩৫ নম্বর রোডের একটি বাসায় বাইরের দিকে এসি মেরামত করার সময় দুই যুবক নিচে পড়ে মারা যান। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। রাজীবের বাড়ি চাঁদপুরে এবং সোহেলের বাড়ি শেরপুর বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এদিকে ডেমরার ঘটনায় মাসুমকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. মামুন জানান, মাসুম রড মিস্ত্রির কাজ করতেন। সকালে সাততলা ভবনের ছয়তলায় রড বাঁধার কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় হঠাৎ ভবনের নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৪ আশ্বিন ১৪৩০

পাথরঘাটায় সড়কে প্রাণ গেল তিন তরুণের

যুগান্তর ডেস্ক

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী তিন তরুণ নিহত হয়েছে। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত ও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহের ভালুকা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ ও রাজশাহীর পুঠিয়ায় প্রাণ গেছে আরও ছয়জনের। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পাথরঘাটা (বরগুনা) : উপজেলার কাকচিড়া-লেমুয়া সড়কে সোমবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—কাকচিড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুল হাওলাদারের ছেলে রাকিব, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নাসিরের ছেলে তানভীর ও একই এলাকার শাকিব।

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) : রোববার রাত ১০টার দিকে টিলাগাঁও-রবির বাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন টিলাগাঁও ইউনিয়নের লহরাজপুরের লিয়াকত আলী সরদার ও একই ইউনিয়নের মোবারকপুরের অটোরিকশাচালক মহরম আলী।

বাকৃবি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) বিনা-বিএফআরআই সড়কে রোববার রাতে বহিরাগতদের মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম বলেন—নিহত রিকশাচালকের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বগুড়া : বগুড়া সদর উপজেলার বারপুর মধ্যপাড়ায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে রোববার রাতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক ডায়নামা মিস্ত্রি মিনহাজ উদ্দিন নামে মোটরসাইকেল চালক ডায়নামা মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। তিনি বগুড়া সদরের নুনগোলা ইউনিয়নের কুকরুল গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ট্রাকের ধাক্কায় নিহত তিন মোটরসাইকেল আরোহী

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **পাথরঘাটা (বরগুনা) :** বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় সড়কে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা লেগে তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার কাকচিড়া-লেমুয়া সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- কাকচিড়া ইউনিয়নের রাকিব (২৩), তানভীর ও শাকিব। **মৌলভীবাজার :** কুলাউড়ায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। রবিবার রাতে বাংলাবাজার এলাকার রবির বাজার-টিলাগাঁও সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন অটোচালক মহরম মিয়া (৫০) ও যাত্রী লিয়াকত আলী (৬০)। **বগুড়া :** বাসচাপায় মিনহাজ উদ্দিন (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রবিবার রাতে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে বারপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিনহাজ সদর উপজেলার নুনগোলা ইউনিয়নের কুকরুল গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী সাংবাদিক নিহত, আহত ২

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাহারা খাতুন (৩০) নামে এক নারী সাংবাদিক ঘটনাস্থলে নিহত এবং মোটরসাইকেল চালকসহ দুজন আহত হয়েছেন। সাহারা খাতুন দৈনিক আলোর জগৎ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। গতকাল বুধবার ভোর রাতে সদর উপজেলার রাজুর বাজার এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে।

মোটরসাইকেল চালক ও স্বজনরা জানায়, বুধবার ভোর রাতে বারহাট্টার দশধার থেকে চোরাচালানকৃত একটি চিনির ট্রাক নেত্রকোনার দিকে আসছে জানতে পেরে তারা সেই ট্রাকটিকে আটকাতে বের হন। পরে সদর উপজেলার ঠাকুরাকোনা এলাকায় ট্রাক আটকানোর পর ট্রাকের চালকসহ চিনির মালিকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে জোরপূর্বক ট্রাকটি নেত্রকোনার দিকে চলে যায়। পরে তারা মোটরসাইকেলযোগে দ্রুত রাজুর বাজার এলাকায় এসে মোটরসাইকেলে বসা থাকা অবস্থাতেই ট্রাকটিকে আটকান। এসময় চিনির মালিকদের পক্ষের এক মোটরসাইকেল তাদের মোটরসাইকেলকে জোরে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে পড়ে গিয়ে সাহারা মারাত্মক আঘাত পান। দ্রুত তাকেসহ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সাহারাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল হক বলেন, ঘটনার পর ট্রাকটি পালিয়ে যায়। মোটরসাইকেল চালককে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৬ আশ্বিন ১৪৩০

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় কামাল হোসেন নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। কামাল নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন বলে জানা গেছে। বুধবার স্থানীয় সময় ভোরে সড়ক দুর্ঘটনায় এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

দেশটির কেলান্তান রাজ্যের কোতা বারু জেলা থেকে কুয়ালালামপুরগামী এক্সপ্রেস যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে এই বাংলাদেশি ছাড়াও নিহত হয়েছেন আরও ২ জন। আহত হয়েছেন অন্তত সাতজন। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুয়ালা লিপিস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লিপিস জেলা পুলিশ প্রধান সুপার আজলি মোহাম্মদ নুর জানিয়েছেন, কুয়ালা লিপিস শহর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে পাহাং রাজ্যের কাম্পুং কুবাং রুসার কাছে কেএম৮১ জালান লিপিস-মেরাপোহ নামক স্থানে বাসটি ১৮ যাত্রী নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যায়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ফতুল্লায় দুই ভবনের মাঝে আটকা পড়ে যুবকের মৃত্যু

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় দুই ভবনের মাঝে আটকা পড়ে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে ভবনের কিছু অংশ ভেঙে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহরের ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

সোমবার বিকালে ফতুল্লার দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকার সৌদি প্রবাসী হাবিবুর রহমানের চার তলা ভবন ও মালা ফকিরের সেমিপাকা টিনশেড ঘরের মাঝখানে আটকা পড়ে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসীর ধারণা চুরি করার উদ্দেশে হাবিবুর রহমানের মালিকানাধীন চার তলা ভবনের পাইপ বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে দুই ভবনের মাঝে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান অজ্ঞাত ওই যুবক।

ফতুল্লা মডেল থানার এসআই আবু হানিফ জানান, ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত

রাজধানীর গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে বেপরোয়া গতির একটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক কিশোর নিহত হয়েছে। নিহত মো. রাসেল (১৭) পল্লবীর একটি মোটরসাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করত। তার বাড়ি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের পাতারহাট গ্রামে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : মাদারীপুরে প্রাইভেট কার ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম বিপ্লব শিকদার (৩২)। মঙ্গলবার রাত সা?ড় ১১টায় মাদারীপুর-শরীয়তপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মহিষেরচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সদর থানার ওসি মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, প্রাইভেট কার ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়েছে। তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কালিয়াকৈর

সেপটিক ট্যাংক থেকে ২ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংক থেকে দুই নির্মাণশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কালিয়াকৈরের সফিপুর পূর্বপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বাইরে অসুস্থ অবস্থায় আরেকজনকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা, সেপটিক ট্যাংকে জমে থাকা গ্যাসে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুজন হলেন রংপুরের বদরগঞ্জের মৃত আবদুর রশিদ মিয়ার ছেলে শাহীন আলম (৩২) ও কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটের বাদশা মিয়ার ছেলে মাহবুব হাসান (৩৫)। মোহসিনুজ্জামান (৩৪) নামের আরেক শ্রমিককে অসুস্থ অবস্থায় পাঠানো হয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, সফিপুর পূর্বপাড়া এলাকায় একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। কাজের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে সেপটিক ট্যাংক। এটির সেন্টারিং বাঁশ (ঢালাইয়ের ঠিকা) খুলতে গিয়ে ট্যাংকের ভেরত ঢুকে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিন শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই মারা যান দুজন।

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর ওয়ারীর মেথরপট্টিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দেলোয়ার হোসেন (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পেশায় দিনমজুর দেলোয়ার গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেলোয়ারের সহকর্মী আজিজুল জানান, তাঁরা ঠিকাদারের অধীনে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। গতকাল দুপুরের দিকে দেলোয়ারসহ কয়েকজন শ্রমিক ওয়ারী এলাকার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের চন্দ্রমোহন বসাক লেনে ড্রেন সংস্কারের কাজ করছিলেন। এ সময় শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের স্পর্শে অচেতন হয়ে যান দেলোয়ার।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৭ আশ্বিন ১
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সিদ্ধিরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পৃথক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছে। নিহতের মধ্যে বাচ্চু মিয়া (৫৫) নামে এক জনের পরিচয় জানা গেছে। তিনি পেশায় একজন রিকশাচালক। অন্য দুজনের নাম পরিচয় জানা যায়নি। এদের মধ্যে এক জন নারীও রয়েছেন। নিহত বাচ্চু মিয়া কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটের মৃত আবুল মিয়ার ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করে কাঁচপুর হাইওয়ে থানার শিমরাইল ক্যাম্পের ইনচার্জ টিআই এ কে এম শরফুদ্দিন জানান, গতকাল সকালে সিদ্ধিরগঞ্জের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড এলাকার ঢাকাগামী দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি রিকশাকে পেছন থেকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ঐ রিকশাচালক বাচ্চু মিয়ার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটি রেখে চালক-হেলপার পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে গত বুধবার রাতে সাইনবোর্ড এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় একটি ট্রাক চাপায় ঘটনাস্থলেই এক জন নারী ও এক জন পুরুষের মৃত্যু হয়। এ সময় ট্রাকটি ফেলে রেখে চালক-হেলপার পালিয়ে যায়। তাদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, সম্পর্কে তারা স্বামী-স্ত্রী। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং রিকশাচালক বাচ্চু মিয়ার লাশ স্বজনরা নিয়ে গেছেন।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

সিলেটে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ

অগ্নিদগ্ধ আরও দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট

সিলেটে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও ২ জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে। রোববার রাতে তারেক আহমেদ ও সোমবার সকালে বাদল দাস নামের দুজনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪ জনে।

জানা গেছে, নিহত তারেক ও বাদল দাস দুজনের শরীরের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। দগ্ধ বাকি ৫ জন এখনও চিকিৎসাধীন।

উল্লেখ্য, গত ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিলেট মহানগরীর মিরাবাজার 'বিরতি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে' কম্প্রেসার কক্ষের একটি সেফটি বাল্ব বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে ৯ জন দগ্ধ হন। এদের মধ্যে ৭ জন ওই স্টেশনের কর্মচারী ও ২ জন পথচারী। প্রথমে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ও ৬ সেপ্টেম্বর রাতে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

সংবাদ
[সো]মবার ১০ আশ্বিন ১৪৩০
Monday 25 September 2023

হবিগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে বজ্রপাতে বাচ্চু মিয়া (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুর ২টার দিকে উপজেলার রিচি ইউনিয়নের ছোট বহুলা হাওরে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত বাচ্চু মিয়া ওই গ্রামের বারিক মিয়া ছেলে। জানা যায়, গতকাল বেলা ২টার দিকে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় এ সময় বাচ্চু মিয়া স্থানীয় হাওর থেকে গরু আনতে গেলে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৭ আশ্বিন ১
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে প্রাণ গেল পাঁচ জনের

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় বাদশা আলম (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু এবং তিন জন আহত হয়েছেন। সকালে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শাহানগাছা ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক আলী হোসেন জানান, বাদশা আলম আড়ত থেকে সবজি বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে শাহানগাছা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালকের মৃত্যু এবং তিন জন আহত হয়েছে।

বণিকবার্তা
শনিবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৩

সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বরিশালের গৌরনদীতে গুনগুন ও যাতায়াত নামে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দেলোয়ারা বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় আরো ২৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

রাজবাড়ী : জেলার কালুখালীতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রকিবুল ইসলাম রঞ্জু (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কালুখালী উপজেলার চর কুলটিয়া গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে। গতকাল সকাল ৮টার দিকে কালুখালী উপজেলার মাঝবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কালুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রাণবন্ধু চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, 'দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের বিষয়টি শুনেছি। তবে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

যুগান্তর | শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৮ আশ্বিন ১৪৩০

গৌরনদীতে দুই বাসের সংঘর্ষে প্রবাসী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বরিশালের গৌরনদীতে ঢাকাগামী গুনগুন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে কুয়াকাটাগামী যাতায়াত পরিবহণের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের এক নারীযাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত ও উভয় বাসের চালকসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া পাঁচ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৬ জনের। এদের মধ্যে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে বৃদ্ধ, হিলিতে মোটরসাইকেল আরোহী, ফরিদপুরে কিশোর, নেত্রকোনার দুর্গাপুরে নারী, বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক ব্যক্তি ও নাটোরের বড়াইগ্রামে স্কুল ছাত্র রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানোর খবর—

গৌরনদী (বরিশাল) : ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গৌরনদী উপজেলার বার্থী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শুক্রবার দুটি বাসের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গুনগুন পরিবহণের নিহত বাসযাত্রীর নাম দেলোয়ারা বেগম। তিনি বাবুগঞ্জের বিমানবন্দর থানার কোলচর গ্রামের আ. অহেদ বেপারীর বিধবা মেয়ে। দেলোয়ারা জর্ডান প্রবাসী। গুরুতর আহত ১৩ যাত্রীকে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ২ যাত্রীকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৮ আশ্বিন ১৪৩০

বাস-অটোরিকশা শ্রমিকদের সংঘর্ষে মান্দায় আহত ২০

নওগাঁ-রাজশাহী রুটে যান চলাচল বন্ধ

নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় দুটি বাস ও ১৫টি অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়। উপজেলার সাবাইহাট ও ফেরিঘাট এলাকায় শুক্রবার ঘন্টাব্যাপী এ সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পর থেকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে বাস ও তিন চাকার যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, প্রথমে অটোরিকশা শ্রমিকরা সাবাইহাট বাজার এলাকায় দুটি বাস ভাঙচুর করেন। পরে মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে ফেরিঘাট এলাকায় জড়ো হয়ে অটোরিকশা শ্রমিকদের ওপর হামলা ও অটোরিকশা ভাঙচুর করেন। হামলায় দুপক্ষের ১৫-২০ জন আহত হয়। পরে ফেরিঘাট এলাকায় রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে বাস রেখে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের লোকজন।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক কাজী বলেন, পুনরায় সংঘর্ষ এড়াতে ফেরিঘাট এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক করতে এবং দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চলছে। সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত মামলা হয়নি।

যুগান্তর
শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
E-mail: anandonagar@

বন্দরে চলন্ত গাড়িতে চালকের মৃত্যু

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে গাড়ি চলন্ত অবস্থায় চালকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। শুক্রবার সকাল ৯টায় নবীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম শম্ভু দাস (৪৫)। সে বন্দর বাবুপাড়া এলাকার মৃত রতন দাসের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার শম্ভু দাস তার নিজের সিএনজি (ঢাকা-থ-১১-৬২৭৫) নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। বন্দর খেয়াঘাট স্ট্যান্ড থেকে ১ জন যাত্রী নিয়ে সোনারগাঁ যাওয়ার পথে নবীগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের কাছে এলে স্ট্রোক করে গাড়ি চলন্ত অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মদনগঞ্জ-মদনপুর সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। গাড়িটি খাদের একটি খুঁটির সঙ্গে আটকে গেলে পানিতে ডোবা থেকে রক্ষা পায়। অল্পের জন্য বেঁচে যান যাত্রী হানিফ। স্থানীয় লোকজন নিহত চালককে উদ্ধার করে প্রথমে বন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সংবাদ পেয়ে বন্দর থানার দারোগা আহাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে দারোগা আহাদ বলেন, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু তাই পরিবারের লোকজন হাসপাতাল থেকে লাশ বাড়িতে নিয়ে গেছে সৎকারের জন্য। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সমকাল
সোমবার । ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পুকুরে চালকের লাশ

কুমারখালীতে পুকুর থেকে ভ্যানসহ মাজেদ হোসেন নামে এক চালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে জগন্নাথপুর ইউনিয়নের গড়ের মাঠ সেতু-সংলগ্ন এলাকা থেকে অক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে কোনো অভিযোগ না থাকায় সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে রাতেই মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। মৃত ভ্যানচালক যদুবয়রা ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মো. খাইরুল হোসেনের ছেলে। পরিবারের দাবি, তিনি মৃগী রোগে ভুগছিলেন। রাতে পুকুরে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদ
সোমবার ১০ আশ্বিন ১৪৩০
Monday 25 September 2023

পোরশায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পোরশা (নওগাঁ)

নওগাঁর পোরশায় পুনর্ভবা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে রফিকুল ইসলাম(৫০) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। রফিকুল ইসলাম উপজেলার নিতপুর ইউপির চকবিষ্ণপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, গত শনিবার বিকালে রফিকুল ইসলাম পুনর্ভবা নদীতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়। নদীতে মাছ ধরার সময় আকাশ মেঘলা হয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। এক পর্যায়ে আকাশে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

যুগান্তর
রোববার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ● ৯ আশ্বিন ১৪৩০

রাজধানীসহ চার জেলায় সড়কে ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর বসিলায় অটোরিকশা ও ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত ও আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা, পটুয়াখালীর কলাপাড়া ও গাইবান্ধার সাঘাটায় প্রাণ গেছে আরও তিনজনের। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মোহাম্মদপুর (ঢাকা) : বসিলা সেতুর ঢালে শনিবার সকাল ৭টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সেলিম কেরানীগঞ্জের আটি বাজারের বাসিন্দা। আহতরা হলেন একই এলাকার সালমা আক্তার, মারফিয়া আক্তার, মারুফা বেগম, রানী বেগম ও অটোরিকশাচালক ইয়ার হোসেন।

ঈশ্বরদী (পাবনা) : সিরাজগঞ্জের সলঙ্গার উলিপুরে শুক্রবার রাতে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ঈশ্বরদী সুপারসনি পরিবহণের সুপারভাইজার আরিফুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাসের চালক হেলপারসহ ১৫ যাত্রী। নিহত আরিফ পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের মুনশিদপুরের আব্দুল লতিফের ছেলে ও বঙ্গবন্ধু সৈনিক স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ওই পরিবহণের ম্যানেজার রেজাউল করিমের চাচাতো ভাই।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : কলাপাড়ার ধানখালীর লোন্দা সড়কে শনিবার দুপুরে টমটম উল্টে নিচে চাপা পড়ে জিদ্দান নামে এক আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন টমটমের পেছনে থাকা হাফিজুল নামে এক আরোহী।

গাইবান্ধা ও সাঘাটা : সাঘাটা উপজেলার উল্যাবাজারে শনিবার সকালে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় সোহম সাহা নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। সে উল্যাবাজারের ব্যবসায়ী সুজন সাহার ছেলে।

প্রথম আলো • রোববার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত

ওমরাহ পালন করে সৌদি আরব থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় কাতারপ্রবাসী এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। গতকাল শনিবার সকালে সৌদি সীমান্তে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কবির হোসেনের (৩৫) বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের মেঘালয় গ্রামে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ছুটি কাটিয়ে দেড় মাস আগে কাতারে ফেরেন কবির। এক সপ্তাহ আগে তাঁরা চার বন্ধু সৌদি আরবে ওমরাহ করতে যান। গতকাল তাঁরা সেখান থেকে ফিরছিলেন। কবিরের ভাই আতাউল্লাহ মিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর আরেক ভাই উবায়দুল্লাহও কাতারে থাকেন। তিনি দুপুরে মুঠোফোনে বিষয়টি জানিয়েছেন। সরাইলের ইউএনও মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন বলেন, 'তাঁর লাশ দেশে আনার ব্যাপারে কিছু করণীয় থাকলে আমরা তা করব।'

প্রতিনিধি, *সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সড়কে ছয়জনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর– **বরিশাল :** গৌরনদীতে দুটি বাসের সংঘর্ষে এক নারী যাত্রী নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার বার্থী বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দেলোয়ারা বরিশাল বিমানবন্দর থানার নুর আলমের স্ত্রী। **নেত্রকোনা :** দুর্গাপুরে গতকাল দুপুরে ট্রাকচাপায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত হাজেরা (৫০) কাকৈরগড়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মজিবুর রহমানের স্ত্রী। **ঠাকুরগাঁও :** ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন সোহরাব হোসেন (৪৮) নামে এক পশু চিকিৎসক। ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **চুয়াডাঙ্গা :** আলমডাঙ্গায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাহজাহান আলী (৬০) নামে ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের জে এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। **ফেনী :** ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর রামপুর সড়কে বৃহস্পতিবার রাতে প্রাইভেট কারের পেছনে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে রাসেল (৩২) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। **দিনাজপুর :** বৃহস্পতিবার রাতে অফিস শেষে বাড়ি ফেরার পথে হাকিমপুরে ডাঙ্গাপাড়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ সরকার নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক এনজিওকর্মী নিহত হয়েছেন।

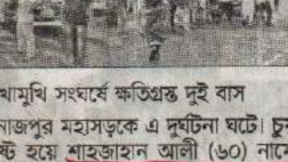

মুখোমুখি সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত দুই বাস

সংবাদ
শনিবার ৮ আশ্বিন ১৪৩০
Saturday 23 September 2023

তিস্তা সেতুর শাটার ভেঙে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধায় নির্মাধীন হরিপুর-চিলমারী সেতুর শাটার ভেঙে হাবিবুর রহমান নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় হরিপুর-চিলমারী তিস্তা সেতুর নির্মাণকাজের সময় এই ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক হাবিবুর রহমান সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চণ্ডিপুর ইউনিয়নের উজানবোচাগাড়ী গ্রামের মৃত লাল মোল্লার ছেলে।

জানা যায়, প্রতিদিনের মতো নির্মানাধীন তিস্তা সেতুতে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছিলেন হাবিবুর রহমান। এ সময় হঠাৎ সেতুর উপর থেকে স্টিলের একটি শ্যাটার ভেঙে তার মাথার উপরে পড়ে। এতে তার সঙ্গে থাকা অপর দুই শ্রমিকের প্রাণ বাঁচলেও, মাথাসহ শরীরে আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন হাবিবুর। তাৎক্ষনিকভাবে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথে হাবিবুরের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর খবর শুনে শতশত নারী-পুরুষ সেতুটির ঠিকাদরী প্রতিষ্ঠানের অফিস ঘিরে ফেলেন। পওে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি কেএম আজমিরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে র্দুঘটনার খবর পেয়ে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মো. মাছুদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মরদেহ পরিবারের লোকজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৯ আশ্বিন ১
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

টমটমের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

কলাপাড়ায় টমটমের নিচে চাপা পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছেন। নিহতের নাম বিধান মাঝি (২৭)। শনিবার উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের লোন্দা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিধান মাঝি উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়নের নিশানবাড়িয়া গ্রামের বুদ্ধি মাঝির ছেলে। সে পৌর শহরের সেলিম বেকারির বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত। এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে।

কলাপাড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. হুমায়ুন জানান, টমটমটি উলটে যাওয়ায় বিধান মাঝি টমটমের নিচে চাপা পড়ে। এ সময় তার মাথা থেঁতলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১১ আশ্বিন ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 26 September 2023

ইসলামপুরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, জামালপুর

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় গত রোববার বিকেলে বজ্রপাতে বাছেদ শেখ নামে এক কৃষক মারা গেছেন। নিহত বাছেদ শেখ ইসলামপুর পৌর শহরের ভাঙ্গুড়া গ্রামের সাহাবুদ্দিন শেখের ছেলে। একই সময় বজ্রপাতে হাসমত আলী বুদু মিয়া নামে আনেক কৃষকের ২টি গরুও মারা গেছে।

এলাকাবাসী জানান, গত রোববার বিকেল সাড়ে ৪টায় বাড়ির অদূরে ধানখেতে নিড়ানির কাজ করছিলেন বাছেদ শেখ। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। একই সময় ইসলামপুরে পৌর এলাকার মোশারফগঞ্জ বাজারের পাশে বজ্রপাতে তেঘুরিয়া এলাকার হাসমত আলী বুদু মিয়া নামে এক কৃষকের ২টি গরুও মারা যায়। ইসলামপুর পৌর মেয়র আব্দুল কাদের শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মোহাম্মদ নুর নবী (৪২)। সে রাঙ্গুনিয়া পল্লীবিদ্যুৎ শিলক অভিযোগ কেন্দ্রের কর্মচারী। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের নারিশ্চা এলাকায় বিদ্যুতের লাইন মেরামত করার সময় আকস্মিকভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির মৃত্যু

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাসেল মিয়া (৩৫) নামের এক বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বোয়ালিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গোবিন্দগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বুলবুল ইসলাম বলেন এক ব্যক্তির বাড়ির বিদ্যুতের ত্রুটি সারাতে রাসেল বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিলেন। প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন ১৪৩
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সোমবার রাজধানীর লালবাগের একটি আবাসিক ভবনের নিচতলায় অবস্থিত প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লাগার পর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে থাকে
—আব্দুল গনি

লালবাগে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, ধোঁয়ায় অসুস্থ ছয় জন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর লালবাগ কেল্লার পাশে একটি প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে ডজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি মেটালাইজিং নামক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনতলাবিশিষ্ট ঐ কারখানাটি একই সঙ্গে কারখানা, গোডাউন ও আবাসিক হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। এ ঘটনায় ভবনের তৃতীয় তলায় থাকা কারখানা মালিকসহ তার পরিবারের ছয় সদস্য ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আগুনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার সব মালামাল পুড়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

এ ঘটনায় অসুস্থরা হলেন প্লাস্টিক কারখানাটির মালিক জাকির হোসেন (৬৫), তার স্ত্রী তসলিমা হোসেন (৬২), তাদের ছেলে মো. রাফি (৩৯), ছেলের স্ত্রী তাহসিন কারিম আনিকা (৩০), রাফির বড় বোনের মেয়ে জায়না হোসেন আফরিন (১৩) এবং তাদের বাসার গৃহকর্মী মাকসুদা বেগম (৬০)। তারা জানান, লালবাগ কেল্লার পিছনে আতশখানা লেন রহমতউল্লাহ স্কুলের পাশে নিজেদের তিনতলা বাড়ির তৃতীয় তলাতেই থাকেন তারা। নিচতলাতে তাদের কারখানা। দুপুরে আগুন লাগার সময় তারা বাসাতেই ছিলেন। আগুন ছড়াতে থাকলে তারা আটকা পড়েন।

এ সময় প্রচণ্ড ধোঁয়ায় তাদের শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেন। তখন প্রতিবেশীরা মই দিয়ে তাদের পাশের ভবনে নেন এবং সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা জানান, তাদের কারোর শরীরে কোনো দগ্ধ হয়নি। সবাই ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া যাবতীয় চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয়রা জানায়,

আগুন লাগা ভবনটি তিন তলাবিশিষ্ট। ভবনের তৃতীয় তলায় কয়েকটি পরিবার বসবাস করলেও দ্বিতীয় ও প্রথম তলায় প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিসপত্রে রঙের কাজ করা হতো। ভবনটির দ্বিতীয় তলায় ঐ কোম্পানির একটি অফিসও ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা মাহবুর রহমান বলেন, দুপুর দেড়টার কিছু সময় পরে আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দিই। ১০ মিনিটের মধ্যেই ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে চলে আসে। একে একে যুক্ত হয় আরো কয়েকটি ইউনিট। পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কিছু সময় পরেই ভবনের ৩য় তলায় বসবাস করা বাসিন্দারা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেওয়া ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের এসআরএম শাহাদাত হোসেন বলেন, পাশেই আমার বাসা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসি। এসেই ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে আগুন নেভাতে কাজ শুরু করি। প্রথমে আগুনের তীব্রতা থাকলেও সবার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম জানান, প্রথমদিকে সংবাদ পাই, একটি মিষ্টির দোকানে আগুন লেগেছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, এটি মিষ্টির দোকান নয়। এটি একটি ভবন যেখানে কারখানা, গোডাউন ও লোকজনেরও বাস রয়েছে। তিনি জানান, দুপুর দেড়টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ধাপে ধাপে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।

বণিক বার্তা রোববার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৩

নওগাঁয় বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নওগাঁ

নওগাঁয় বজ্রপাতে দুই কৃষি শ্রমিকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে জেলার মহাদেবপুর ও পোরশা উপজেলায় বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন মহাদেবপুর উপজেলার রাইগাঁ ইউনিয়নের সিলিমপুর গ্রামের নেপাল পাহানের স্ত্রী কৃষি শ্রমিক শ্রীমতী পাহান (২৭) ও একই গ্রামের মৃত সুবেন্দ্রনাথ পাহানের স্ত্রী কৃষি শ্রমিক সবানী পাহান (৬৫) এবং পোরশা উপজেলার চকবিষ্ণুপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৫০)।

মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, 'গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই শ্রীমতী পাহান ও সবানী পাহান তাদের বাড়ির পাশের ফসলের মাঠে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তারা দুজন মারা যান।'

পোরশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, 'বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির পাশের পুনর্ভবা নদীতে মাছ ধরতে যান রফিকুল ইসলাম। সেখানে মাছ ধরার সময় বজ্রপাত তিনি মারা যান।'

SUNDAY SEPTEMBER 24, 2023
ASHWIN 9, 1430 BS
The Daily Star

One killed, five hurt as truck hits auto-rickshaw

STAFF CORRESPONDENT

A man was killed and five others were injured as a sand-laden truck rammed a CNG-run-autorickshaw in Dhaka's Bosila yesterday morning.

The deceased was identified as Selim, 35.

The injured -- Marfia Akhter, 18, Marufa Begum, 42, Rani Begum, 40, Salma Akhter, 22, and autorickshaw driver Yaar Hossain, 42 -- were taken to Dhaka Medical College Hospital, said Mohammadpur Police Station Sub-inspector Abdur Rashid.

The incident took place in Bosila Bridge area around 6:45am, the SI added.

Police seized both the truck and auto-rickshaw. However, the driver of the truck went into hiding.

সংবাদ
নিবার ৮ আশ্বিন ১৪৩০
Saturday 23 Septembar 2023

দুই জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

সিরাজগঞ্জে ট্রাক চাপায় এক ভ্যানচালক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। অপরদিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর পিকআপ ভ্যানের চাপায় জেলা ট্রাফিক পুলিশের টিএসআই নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন–

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জে ট্রাক চাপায় এক ভ্যানচালক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শাহানগাছা ব্রীজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদেরকে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ভ্যানচালক বাদশা আলম (৪০) বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আছের আলীর ছেলে। এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার এসআই আলী হোসেন জানান, বাদশা আলম আড়ত থেকে সজি বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে শাহানগাছা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তার ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

NEW AGE
SEPTEMBER 30, 2023,

2 labourers killed run over by truck

Our Correspondent · Barishal

TWO labourers died after being crushed under the wheels of a sand-laden truck while unloading sand in the West Kaunia area of Barishal city early Friday.

The deceased are Muhammad Yunus, 59, and Muhammad Habib, 38.

They used to work as day labourers for a contractor named Mamun Chowdhury in the area.

According to local people, the incident occurred when the deceased were unloading sand from the truck.

They were crushed to death on the spot when the truck moved backward, the locals said.

Senior station officer of Barishal Sadar Fire Service and Civil Defence Station, Rabiul Alamin, said that no one could confirm whether the truck was backed up by its driver or it moved on its own.

Kaunia police station officer-in-charge Asaduzzaman said that no one filed a written complaint regarding the incident.

The police seized the truck, but all other individuals fled the scene after the accident, the OC added.

The bodies of the deceased were sent to the morgue at Barishal Sher-e-Bangla Medical College Hospital for post-mortem examinations.

সংবাদ
ধবার ১২ আশ্বিন ১৪৩০
Wednesday 27 September 2023

তালায় বজ্রপাতে কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, তালা (সাতক্ষীরা)

সাতক্ষীরার তালায় কারেন্ট জাল দিয়ে বিলে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে কালু মোড়ল নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টায় উপজেলার শাহাপুর বিলে এই ঘটনা ঘটে। নিহত কালু মোড়ল উপজেলার খানপুর গ্রামের মৃত হেমায়েত মোড়লের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার বিকেল ৩টায় কালু মোড়ল কারেন্ট জাল নিয়ে মাছ ধরার জন্য পাশের শাহাপুর বিলে যান। বিকেল সাড়ে ৩টায় সেখানে আকস্মিক বজ্রপাত হলে তাতে মারা যান তিনি। বিকেল ৫টায় একই গ্রামের মারুফ সরদার মাছ ধরার জন্য ওই বিলে গিয়ে কালু মোড়লের মরদেহ পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। পরে বাড়ির লোকজন এসে তার মরদেহ উদ্ধার কওে নিয়ে যায়। এ ব্যপারে তালা থানার ওসি মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় এখনও কোনো অভিযোগ পাইনি। বিষয়টির খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

NEW AGE
SEPTEMBER 30, 2023,

Worker electrocuted

Bangladesh Sangbad Sangstha · Jashore

A CONSTRUCTION worker was electrocuted and another one was injured at Shankarpur village under Jashore sadar upazila Friday afternoon. The deceased was Moshiar Rahman, 30, resident of Shankarpur village of the upazila. Ward councilor Shahid Hossain Nayon said the construction workers came in contact with a live electric wire when they were working at a house and they were seriously injured. As they were taken to the Jashore General Hospital, on-duty doctor declared Moshiar dead.

DHAKA SATURDAY SEPTEMBER 30, 2023
ASHWIN 15, 1430 BS
The Daily Star

2 workers crushed to death by truck

OUR CORRESPONDENT, *Barishal*

Two labourers were crushed to death under the wheels of a sand-laden truck in Barishal city early yesterday.

The victims, Yunus, 50, and Habib, 25, used to live in West Kaunia area (ward-1), said police.

The incident happened on a road adjacent to Hazera Khatun School in West Kaunia around 1:00am.

According to police and locals, Yunus, Habib, and some other workers were trying to move a truck that got stuck in the sand. As the truck reversed suddenly, the two were crushed under its wheels and died on the spot.

The labourers lived in a rented house of a contractor, he said.

Police and fire service recovered the bodies this morning and sent them to Barishal Sher-e-Bangla Medical College Hospital for autopsy.

NEWAGE SEPTEMBER 30, 2023,

3 killed in Feni road crash

United News of Bangladesh · Feni

THREE people, including a couple were killed in a road accident as a speeding passenger bus rammed into a CNG-run autorickshaw on Dhaka-Chattogram Highway in Chhagalnaiya upazila of Feni on Friday night.

The deceased were Bangladesh Army's former warrant officer Abu Taher, 59, his wife Salma Aktar, 48, and autorickshaw driver Mona Miah, 30.

Taher's brother Sadek Hossain, panel chairman of Ghopal union under the upazila, confirmed the deaths of the three saying that his brother accompanied by wife Salma went to the house of his father-in-law in Banglabazar area under Mirsarai upazila of Chattogram, a nearby upazila of Feni.

Police and locals said the Dhaka-bound bus of Shymoli Paribahan knocked down the autorickshaw when it was taking a U-turn after coming out from a refueling pump by the highway in Samitir Bazar area under the upazila around 7:00pm.

The impact of the accident left the autorickshaw fallen into a roadside and the three critically injured, they said.

The injured were rushed to Feni Sadar Hospital where physicians declared them dead upon arrival.

Fazilpur Highway police station's officer-in-charge of Rashed Khan Chowdhury said the bodies were sent to the hospital morgue for autopsy.

They recovered the damaged autorickshaw, he said, adding the bus could not be seized immediately.

সমকাল ● শুক্রবার । ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

'অফিসার কোয়ার্টারে' গৃহকর্মীকে নির্যাতন

■ শিবপুর (নরসিংদী) প্রতিনিধি

শিবপুরে আড়াই বছর ধরে একটি পোশাক কারখানার 'অফিসার কোয়ার্টারে' আটকে রেখে শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতন সইতে না পেরে শিশুটি পালিয়ে বাড়ি ফেরার পর প্রকাশ পেয়েছে নির্যাতনের ঘটনা। এরপর থেকে পলাতক অভিযুক্ত দম্পতি।

শিবপুরের কারারচর এলাকার একটি পোশাক কারখানার কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন মজুমদার জুয়েল ও তাঁর স্ত্রী রহিমা বেগম ওরফে শাপলার বিরুদ্ধে এ নির্যাতনের অভিযোগ। তাদের বাড়ি চাঁদপুর জেলায়। নির্যাতনের শিকার শিশুটি শিবপুর উপজেলার সাধারচর ইউনিয়নের সৈয়দেরখোলা গ্রামের আ. রশিদের ছেলে পারভেজ (৮)।

নির্যাতনের শিকার শিশুটির পরিবার জানায়, ভুক্তভোগী শিশুটি শিবপুর উপজেলার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

নরসিংদীর শিবপুর

দরিদ্র আ. রশিদের ছেলে। তাকে আড়াই বছর আগে মঈন উদ্দিন মজুমদার জুয়েল ও রহিমা বেগম ওরফে শাপলা দম্পতির বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হয়। লেখাপড়া করানোসহ বাসায় অন্য শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং বাসার দরজা খুলে দেওয়ার মতো কাজের কথা বলেই নেওয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু সেখানে নিয়মিত খেতে না দেওয়াসহ কারণে-অকারণে লাঠি, লোহা, বেলুন, ছেনি দিয়ে তাকে নির্যাতন করা হতো।

শিশুটির বাবা আ. রশিদের ভাষ্য, মাঝেমধ্যে ছেলেকে দেখতে গেলে বাসায় ঢুকতে দেওয়া হতো না তাঁকে। জানালা দিয়ে দেখানো হলেও পরনে থাকতো বড় পোশাক যাতে নির্যাতনের ক্ষত দেখা না যায়। নির্যাতন সইতে না পেরে গত ২১ আগস্ট সকালে বাসার পেছনের দেয়াল টপকে পালিয়ে বাড়ি ফেরার পর নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

আ. রশিদ বলেন, তাঁর ছেলের চোখ, মুখ, বুক, পাসহ প্রায় সব অঙ্গে রয়েছে নির্যাতনের চিহ্ন। ঠান্ডা পানীয় ছাড়া কিছুই খাচ্ছে না সে। করছে অস্বাভাবিক আচরণ। তার স্মৃতিশক্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে।

শিশুটির মা স্বপ্না বেগম বলেন, 'আমার ছেলের আচরণে মানুষ তাকে পাগল বলে নানা বিচার নিয়ে আসে। সে কোনো খাবার খাচ্ছে না, এমন কি ওষুধও খাচ্ছে না।' শিশুটি বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত দম্পতি। তাদের মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া গেছে। এ কারণে তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শিবপুর থানার ওসি ফিরোজ তালুকদারের ভাষ্য, গত ২৮ আগস্ট মামলা হয়েছে। শিশুটির মা-বাবা ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১৯ ভাদ্র ১ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মুন্সীগঞ্জে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রাজমিস্ত্রিকে অপহরণ

ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবলসহ গ্রেফতার ৪

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে রাজমিস্ত্রিকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে অপহরণের ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবলসহ চার জন গ্রেফতার হয়েছেন। এ সময় অপহরণের কাজে ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেল, হ্যান্ডকাপ ও স্প্রিংয়ের লাঠি উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ফুলকুচি এলাকা থেকে রাজমিস্ত্রি মো. সুজনকে পুলিশ পরিচয়ে ছয় যুবক তুলে নেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুজন ঐ এলাকার হৃদয় মার্কেটের সামনে কোমল পানীয় পান করার সময় দুটি মোটরসাইকেলে ছয় যুবক এসে তার কাছে মাদক আছে বলে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে যান। পরে তাকে রাঢ়ীখাল এলাকার নির্জন স্থানে এবং বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ী ফ্লাইওভারের নিচে নিয়ে বাড়ি থেকে মুক্তিপণ এনে দিতে বলেন। এ সময় সুজন জানান, ১৬ দিন আগে তার বাবা মারা গেছেন এবং মা পিঠা বিক্রি করে সংসার চালান। এমন অবস্থায় তিনি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে অপহরণকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে সুজনকে বেদম প্রহার করেন। রাত ৯টার দিকে অপহরণকারীরা সুজনের মায়ের কাছে ফোন দিয়ে ৩০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। সুজনের মা আনোয়ারা বেগম তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়দের পরামর্শে বিষয়টি শ্রীনগর থানার পুলিশকে অবহিত করেন। পুলিশের পরামর্শে আনোয়ারা বেগম টাকা নেওয়ার জন্য অপহরণকারীদের সমষপুর এলাকায় তাদের বাড়ির সামনে আসতে বলেন। বেশ কয়েক বার টালবাহানা করে রাত সাড়ে ১১টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে (ঢাকা মেট্রোল ল ৪০-১৩৫৭) নিয়ে টাকা নিতে পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণপাইকসা মসজিদের সামনে এলে শ্রীনগর থানার পুলিশ উপজেলার উত্তর কামারগাঁও গ্রামের আক্তার খানের ছেলে ফয়সাল খান, দামলা গ্রামের শেখ খলিলের ছেলে আরিফ হোসেন ও মাহি শেখের ছেলে মুজিবুর রহমান শাফিনকে আটক করে। পুলিশ তাদের সঙ্গে নিয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ছনবাড়ী এলাকায় এলে লিয়াকত হোসেন লিমন ও আরিফ মির্জাসহ অজ্ঞাত আরো একজন পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সুজনের হাত থেকে হ্যান্ডকাপ খুলে পালিয়ে যায়। এর পরপরই শ্রীনগর থানার পুলিশ সুজনকে উদ্ধার করে রাতভর অভিযান চালায়। একপর্যায়ে দোহার ও শ্রীনগর থানার পুলিশ দোহার উপজেলার নিকরা গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় নজরুল ইসলামের বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষ থেকে লিয়াকত হোসেন লিমনকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি বিপি লেখা হ্যান্ডকাপ, স্প্রিংয়ের লাঠি ও অপহরণের কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল (ঢাকা মেট্রো ল ২৪-৯৭০৩) উদ্ধার করা হয়। লিমন ঐ গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। তিনি মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী থানার কুণ্ডেরবাজার ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত।

গ্রেফতারকৃতরা জানান, লিমনের নেতৃত্বে তারা শ্রীনগর উপজেলা ও আশপাশের এলাকায় পুলিশের বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে জনসাধারণকে আটক ও অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে আসছিলেন। পলাতক আরিফ মির্জা উপজেলার ভাগ্যকুল মান্দ্রা গ্রামের দুলাল সর্দারের ছেলে।

শ্রীনগর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল তায়েবী শনিবার সন্ধ্যায় জানান, ছয় জনের বিরুদ্ধে শ্রীনগর থানায় অপহরণ মামলা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ শনিবার । ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ।

টেকনাফে তিন বন নিরাপত্তাকর্মী অপহরণ

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▷

কক্সবাজারের টেকনাফের পাহাড়ি বনে তিনজন বনকর্মীকে অপহরণ করেছে পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা। অপহৃতরা হলেন উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের দমদমিয়া এলাকার আবদুল মালেকের ছেলে মো. শাকের (২০) একই এলাকার বকসু মিয়ার ছেলে আবদুর রহমান (৪২) ও আবদু শুক্কুরের ছেলে আবদুর রহিম (৪৬)। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের দমদমিয়া নেচার পার্ক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। অপহরণের বিষয়ে টেকনাফ বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা আবুল কালাম সরকার বলেন, 'বন থেকে আমাদের তিন বন নিরাপত্তাকর্মীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দিনের একটা সময়ের পর থেকে তাঁদের খোঁজ না পাওয়ায় ধারণা করা হচ্ছে, পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহায়তায় পাহাড়ে আমরা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করছি।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আদনান চৌধুরী বলেন, 'দুপুর থেকে তিনজন বন পাহারাদার নিখোঁজ আছে। তবে আমাদের ধারণা, তাদের অপহরণ করা হয়েছে।'

সংবাদ ঢাকা : শনিবার ১৮ ভাদ্র ১৪৩০ Dhaka : Saturday 2 September 2023

তারাকান্দায় মুক্তিপণ না পেয়ে কৃষককে জবাই করে হত্যা, গ্রেপ্তার ৫

প্রতিনিধি, তারাকান্দা (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় অপহরণ করে মুক্তিপন না পেয়ে লাল মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষককে জবাই করে হত্যা করেছে অপহরণকারীরা। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের নলদীঘি গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে লাল মিয়া গত বুধবার রাত ১০টায় স্থানীয় নলদীঘি মোড় থেকে নিখোঁজ হন। ভিকটিমের পুত্র রাসেল মিয়া জানান, গত বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় অজ্ঞাত ব্যক্তি তার বাবার ০১৩০৯৮৬৩৫৮৪ মোবাইল নাম্বার থেকে কল করে ত্রিশ লাখ টাকা মুক্তিপন দাবি করে।পরিবারের সদস্যরা তাকে না পেয়ে তারাকান্দা থানায় জিডি করেন। এদিকে পুলিশ জিডি তদন্তে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নলদিঘী গ্রামের শাহজাহানের পুত্র সোহেল মিয়াকে সনাক্ত করে এবং আটক করে। পুলিশের জিজ্ঞাসবাদে সোহেল হত্যার দায় স্বীকার করে এবং তার দেখানো মতে তার পুকুর থেকে বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করে। তারাকান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল খায়ের জানান, এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দহে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভিমটিমের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ॥

ওষুধ কিনতে গিয়ে নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধার

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ আনোয়ার হোসেনের (৪০) লাশ তিন দিন পর পাওয়া গেছে।

গতকাল উপজেলার পূর্ব গলাকাটি বিল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। আনোয়ার উপজেলার পূর্ব গলাকাটি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কৃষক আনোয়ার তার ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে বাড়ি থেকে স্থানীয় সারমারা বাজারের উদ্দেশে রওনা হন। এরপর তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। এদিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চান্দরা হাজীবাড়ি এলাকা থেকে গতকাল এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মাজহারুল ইসলাম (২৪) ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার কাঁঠালিয়াপাড়ার ইব্রাহিম খলিলের ছেলে। তিনি চন্দ্রা হাজীবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে কারখানায় চাকরি করতেন। -জামালপুর ও কালিয়াকৈর প্রতিনিধি

দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে কৃষক খুন

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে আবদুল মোতালেব (৬৬) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তিনি কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়নের মধ্য ভিটিপাড়ার আবদুল গফুরের ছেলে। নিহতের ছেলে সোহাগ জানান, বৃহস্পতিবার বিকালে তার বাবা ৯৩

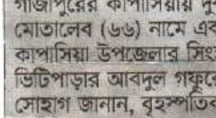

হাজার টাকায় নিজের একটি গরু বিক্রি করেন। ওই টাকা বাড়িতেই রেখেছিলেন। রাত ১২টার দিকে বাবা তার কক্ষে একা ঘুমান। গতকাল সকালে ঘুম থেকে না জাগায় পরিবারের সদস্যরা ডাকাডাকির একপর্যায়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখেতে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তারা থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে সোহাগ বাদী হয়ে কাপাসিয়া থানায় হত্যা মামলা করেছেন। -গাজীপুর প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৮ ভাদ্র ১৪৩
২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পলাশে গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে চিকিৎসকের স্ত্রী গ্রেফতার

■ পলাশ (নরসিংদী) সংবাদদাতা

গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে এক চিকিৎসকের স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে বালুচরপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

নির্যাতিত গৃহকর্মীর বরাত দিয়ে পলাশ থানার ওসি (তদন্ত) ইমদাদুল হক জানান, গত এক বছর ধরে ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সিনিয়র ডাক্তার শহিদ উল্লার নিজ বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে আসছেন তাসলিমা বেগম। কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে গত সাত মাস ধরে তার বেতনের টাকা না দিয়ে বিভিন্ন সময় শারীরিক নির্যাতন করে আসছে হামিদা খাতুন। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আর কাজ করবে না বলে পাওনা টাকা চাইতে গেলে পুনরায় তাকে মারধর করা হয়। এক পর্যায়ে ঐ গৃহকর্মী ছুটে গিয়ে আশপাশের মানুষকে নির্যাতনের বিষয় জানালে উত্তেজিত জনতা ঐ চিকিৎসকের বাড়ির সামনে অবস্থান নিয়ে বিচারের দাবি জানান। পরে পুলিশ গিয়ে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে অভিযুক্ত হামিদা খাতুনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২১ ভদ্র ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 5 September 2023

বেনাপোল বন্দরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের ওপর হামলা

প্রতিনিধি, বেনাপোল

বেনাপোল স্থলবন্দরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গতকাল সকালে শ্রমিকদের ওপর বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে। এ সময় শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি রাজু আহম্মেদসহ ১০-১২ জন আহত হয়েছে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পোর্ট থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় বন্দর থেকে পণ্য খালাস বন্ধ হয়ে যায়। পরে বেনাপোল পোর্ট থানাপুলিশ শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করে কাজে যোগ দিতে বললে শ্রমিকরা ১২টার দিকে কাজে যোগদান করেন। আবারও সংঘর্ষের আশঙ্কায় বন্দর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা হয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, সন্ত্রাসীরা গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে শ্রমিকদের মতো পোশাক পরে কৌশলে বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। শ্রমিকরা বুঝে উঠার আগেই তারা আমাদের শ্রমিকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় ৯২৫ নং শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি রাজু আহম্মেদ, শ্রমিক হাসেন ও গোলামসহ ১০-১২ জনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয়। শ্রমিকদের হামলায় সন্ত্রাসী বেল্টু গুরুতর আহত হয়। দুই গ্রুপে বেনাপোল স্থলবন্দরের ৯২৫ হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান বলেন, বেল্টুর নের্তৃত্বে শামিম, রাজু, কালামসহ ২০-২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল শ্রমিকের পোশাক পরে সকালে এসে আচমকা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ৯২৫ নং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রাজু আহম্মেদ, শ্রমিক হাসেন ও গোলামসহ ১০-১২ জনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। আহত শ্রমিকদের যশোর জেনারেল হাসপাতাল ও শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বেলাল হোসাইন (অপরাধ) জানান, বন্দরে যেসব শ্রমিকরা কাজ করে তাদের নিজেদের দুই গ্রুপের মধ্যে কথা কাটাকাটির জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তবে পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কী কারণে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর এ ঘটনায় কোন অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৮ ভদ্র ১৪৩০
Dhaka : Saturday 2 Septembar 2023

বকশীগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর বিল থেকে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, জামালপুর

জামালপুরের বকশীগঞ্জে বিল থেকে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত কৃষকের নাম আনোয়ার হোসেন (৪০)।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে বগারচর ইউনিয়নের পূর্ব গলাকাটি

বিলের পানিতে ভেসে থাকা মরদেহটি উদ্ধার করে বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ। এর আগে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে তিনি নিখোঁজ হন। মৃত কৃষক আনোয়ার হোসেন পূর্বগলাকাটি গ্রামের মৃত গুটকু মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসী জানায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অসুস্থ ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে

সারমারা বাজারে যান আনোয়ার হোসেন। এর পর সে আর বাড়ি ফিরে নি। তার আত্মীয়স্বজনরা তাকে অনেক খোজাখুঁজি করেও সন্ধান পায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২০ ভাদ্র ১
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

যশোরে ভৈরব নদ থেকে হকারের লাশ উদ্ধার

■ যশোর অফিস

যশোর শহরের বড়বাজার কাঠেরপুল এলাকায় ভৈরব নদ থেকে এক হকারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম শুকুর আলী (২২)। গতকাল রবিবার দুপুরে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত শুকুর আলী শহরের শেখহাটি বাবলাতলা এলাকার সিদ্দিক শেখের ছেলে। নিহতের বাবা সিদ্দিক হোসেন বলেন, 'আমার ছেলে ভ্যানে করে ব্রাশ, কলমসহ বিভিন্ন সামগ্রি বিক্রি করে। গত শুক্রবার রাতে শহরের দড়াটানা মোড়ের অজ্ঞাত লোকেরা তাকে তাড়া করে। এ ঘটনার পর থেকে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। শনিবার সকাল থেকে পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। রবিবার দুপুরে কাঠেরপুল এলাকায় লাশ উদ্ধারের খবর শুনে ঘটনাস্থলে আসি ও আমার ছেলে শুকুর আলীর লাশ শনাক্ত করি।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জুয়েল ইমরান জানান, স্থানীয়দের কাছে লাশ ভাসার খবর জানতে পেরে তারা ঘটনাস্থলে যান। এরপর শুকুর আলী নামে ঐ যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে, তা জানার জন্য লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। কোতোয়ালি থানার ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে তিনিসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জেরেই তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে লাশ ভৈরব নদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তদন্ত চলছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৩ ভাদ্র ১৪৩

আড়াইহাজারে নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজার উপজেলায় পোশাক কারখানার এক নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। বুধবার সকালে ওই নারী শ্রমিক বাদী হয়ে রেজাউল করিমের নাম উল্লেখ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে থানায় একটি মামলা করেন। মামলার বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ওই নারী রূপগঞ্জের পোশাক কারখানায় কাজ করেন। কারখানার নিজস্ব বাসে করে বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করতেন। কারখানায় আসা-যাওয়ার পথে বিশনন্দী ইউনিয়নের চালারচর গ্রামের ছলিমউদ্দিনের ছেলে রেজাউল করিমের সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে তাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছুটি পেলেই ওই নারী শ্রমিককে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে সে যেত। ২৫ আগস্ট রাতে রেজাউল তাকে ফোন করে বিয়ে করার কথা বলে আড়াইহাজার পৌরসভার বাজারের আব্বাস মার্কেটের নিচে আসতে বলে। ওই রাতে রেজাউলের কথামতো এলে ভুক্তভোগী নারী শ্রমিককে আব্বাস মার্কেটের তৃতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে রেজাউল পালিয়ে যায়। ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে থানায় গিয়ে অভিযোগ করলে পুলিশ ওই ধর্ষিতা নারীর অভিযোগটি মামলা হিসাবে নথিভুক্ত করে। আড়াইহাজার থানার ওসি ইমদাদুল ইসলাম তৈয়ব জানান, এ ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযানে নেমেছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৩ ভাদ্র ১৪৩০

ইতালি পাঠানোর কথা বলে আটকে রেখে নির্যাতন

দালালের খপ্পরে সর্বস্বান্ত কচুয়ার তিন পরিবার

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত চাঁদপুরের কচুয়ার সফিবাদ গ্রামের তিনটি পরিবার। তিন পরিবারের তিনজনকে ইতালি পাঠানোর কথা বলে প্রত্যেকের কাছ থেকে ছয় লাখ করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি চক্র। এখন আরও টাকার দাবিতে তাদের ওপর নির্যাতন চলছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলো কচুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তিনজনের মুক্তি এবং দালাল খোরশেদ আলম ও তার মেয়ের জামাই রাকিব হোসেনের শাস্তির দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

জানা যায়, সফিবাদ গ্রামের ইসমাইল মোল্লার ছেলে ইব্রাহিম; মৃত. আব্দুল জব্বার মোল্লার ছেলে কবির হোসেন এবং নুরুল ইসলামের ছেলে ইব্রাহিমকে ইতালি পাঠানোর কথা বলে প্রত্যেকের পরিবারের কাছ থেকে ৪ লাখ করে টাকা নেন একই গ্রামের খোরশেদ আলম। নিজের মেয়ের জামাই রাকিবের মাধ্যমে তিনি ওই টাকা নেন। এরপর ১৯ জুলাই ইতালি পাঠানোর কথা বলে তিনজনকে লিবিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিন যুবককে জিম্মি করে প্রত্যেকের পরিবারের কাছ থেকে আরও ২ লাখ করে টাকা হাতিয়ে নেন দালাল খোরশেদ আলম। পাশাপাশি তিনজনের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছেন। বিষয়টি জানাজানি হলে তিন যুবকের পরিবারের সদস্যদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে শনিবার খোরশেদ আলমের বাড়িতে সালিশ বৈঠক হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। এরই মধ্যে খোরশেদ আলমের পরিবারের লোকজন বাড়ির গেট বন্ধ করে অন্যত্র চলে গেছে।

ভুক্তভোগী কবির হোসেনের স্ত্রী নাজমীন, ইব্রাহিমের স্ত্রী রোজিনা আক্তার জানান, দালাল খোরশেদ আলম ইতালি নেওয়ার প্রলোভন দিয়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। তবে ইতালি না নিয়ে ভিন্ন কৌশলে লিবিয়ায় আটকিয়ে রেখে তাদের নির্যাতন করে আরও টাকা দাবি করছে।

এদিকে লিবিয়ায় দলালচক্রের হাতে জিম্মি তিনজনকে ফেরত পেতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছে ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসী। পাশাপাশি দালাল খোরশেদ আলম ও তার সহযোগীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

কচুয়া থানার ওসি মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। তাই এসআই মামুনুর রশিদকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর | সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৭ ভাদ্র ১৪৩০

বেগমগঞ্জে পাওনা টাকার জন্য যুবককে পিটিয়ে হত্যা

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভায় রড দিয়ে পিটিয়ে মো. সোহেল নামের এক যুবককে হত্যার করা হয়েছে। নিহত সোহেলের কাছ থেকে হামলাকারী সোহেল টাকা পাওনাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। রোববার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সোহেল। তিনি চৌমুহনী পৌরসভার দক্ষিণ নাজিরপুরের বাচ্চু মিয়ার ছেলে। স্থানীয়রা জানান, দক্ষিণ নাজিরপুরের সোহেলের কাছ থেকে ১৩০টা পাওনা ছিল আলীপুরের সোহেল। তারা দুজনই দিনমজুর ছিলেন। পাওনা টাকা নিয়ে শনিবার বিকালে আলীপুর বলির দোকানে দুই সোহেলের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এর একপর্যায়ে পাওনাদার সোহেল লোহার একটি রড দিয়ে অপর সোহেলের মাথায় আঘাত করলে মাটিতে লুটে পড়েন। এ সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানেও পিটিয়ে জখম করা হয়। তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতে সোহেলের অবস্থার অবনতি ঘটলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনায় ওইদিন সন্ধ্যায় সোহেলের মা মমতাজ বেগম বাদী হয়ে বেগমগঞ্জ থানায় মামলা করেন। বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর জাহেদুল হক রনি বলেন, মামলায় আলীপুরের বাহার উদ্দিনের ছেলে সোহেলের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও ৪-৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ২২ ভাদ্র ১৪
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বগুড়ায় নৈশপ্রহরীর মাথা থ্যাঁতলানো লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

বগুড়া শহরের বিসিক শিল্পনগরীতে আব্দুল বাসেদ (৪০) নামে এক নৈশপ্রহরীর মাথা থ্যাঁতলানো মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। আব্দুল বাসেদ গাবতলী উপজেলার পাইকার পাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। প্রায় দুই মাস ধরে বিসিক শিল্পনগরীর শাওন ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠানের নৈশপ্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বগুড়া ফুলবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) শফিকুল ইসলাম জানান, আমরা মোটামুটি নিশ্চিত কোনো গাড়ির চাপায় তিনি মারা গেছেন। তবে গাড়ি এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নেওয়া হয়েছে। আমরা খোঁজখবর করছি। ঘটনাটি জানার পর অবস্থা বুঝে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার, ২৬ ভাদ্র ১৪
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

তারাগঞ্জে অটোরিকশা চালকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

তারাগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার দোয়ালীপাড়া এলাকায় এক অটোরিকশা চালকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বেলা ১১টার দিকে লাশ উদ্ধার করা হয়। রংপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বি সার্কেল) মো. আশরাফ সিদ্দিকী লাশ উদ্ধারের পর তারাগঞ্জ থানায় প্রেস ব্রিফিং করেন। তিনি জানান, গত ৩১ আগস্ট বিকালে হাবিব তার শ্বশুরবাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরে তার পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুজি করেও সন্ধান না পাওয়ায়, শুক্রবার থানায় অভিযোগ দেন।

যুগান্তর | সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৭ ভাদ্র ১৪৩০

সোনাগাজীতে হামলায় আহত কৃষকের মৃত্যু

সোনাগাজী (ফেনী) দক্ষিণ প্রতিনিধি

সোনাগাজীতে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত কৃষক নূরুল হক লিটন চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে শনিবার বিকালে মারা গেছেন। তিনি দক্ষিণ চরদরবেশ গ্রামের মৃত নজির আহমদের ছেলে। নিহতের পরিবার জানায়, জমি থেকে ধানের চারা তোলার অভিযোগে একই গ্রামের আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে আহসান মাঝির ঘাটে শাবল দিয়ে পিটিয়ে কৃষক নূরুল হক লিটনকে গুরুতর আহত করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে চট্টগ্রামের মেরিন সিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। এদিকে নিহতের স্ত্রী বিবি ফাতেমা বাদী হয়ে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, তার ভাই দেলোয়ার হোসেন, বেলায়েত হোসেন ও অজ্ঞাতনামা ২-৩ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পাওনা ১২০ টাকা নিয়ে বিতণ্ডা, কুপিয়ে হত্যা দিনমজুরকে

নোয়াখালী প্রতিনিধি

কাজের পাওনা ১২০ টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মোহাম্মদ সোহেল (৩০) উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার দক্ষিণ নাজিরপুর গ্রামের মফিজ উল্যাহ মিয়ার বাড়ির মৃত বাচ্চু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় বেগমগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। গতকাল সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিকালে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে শনিবার মধ্য রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। একই দিন রাতে চৌমুহনী পৌরসভার আলীপুর এলাকার বলির দোকানের সামনে নিহত সোহেলের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত সোহেল পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন।

যুগান্তর | সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
E-mail: anandonagar@

পাঁচবিবি চুনারুঘাট ফরিদপুরে ৩ খুন

ফরিদগঞ্জ ও কোম্পানীগঞ্জে দুজনের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

পাঁচবিবিতে গার্মেন্ট কর্মীকে হত্যার পর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। রোববার তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। চুনারুঘাটে যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। ফরিদপুরে তরুণীকে হত্যার পর পুকুরপাড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। এছাড়া ফরিদগঞ্জে যুবক ও কোম্পানীগঞ্জে নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **জয়পুরহাটের পাঁচবিবির** ধরঞ্জী গ্রামে নিখোঁজের ৫ মাস পর মাটিতে পুঁতে রাখা সামছুল হোসেন নামের গার্মেন্ট কর্মীর লাশ উদ্ধার হয়। শনিবার রাতে ধরঞ্জীর সামছুল হোসেনের লাশ বাড়ির টিউবওয়েলের পাশে মাটিতে পুঁতে রাখে ঘাতকরা। তিনি নয়াপাড়ার মাসুদ রানার ছেলে। রাজমিস্ত্রি নবিউল বলেন, আমরা চারজন মিস্ত্রি সামছুলের বাড়িতে কাজ করছি। টিউবওয়েলের গোড়ায় মাটি খোঁড়ার সময় দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। একসময় কোদালের মাটির সঙ্গে বেল্ট ও প্যান্ট বেরিয়ে এবং বিষয়টা হেড মিস্ত্রিকে জানাই। তিনি বাড়ির মালিককে জানালে তিনি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ওসি জাহিদুল হক বলেন, লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। **হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে** অজ্ঞাত যুবককে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। রোববার শাহজীবাজার রাবার বাগান থেকে ওই যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **ফরিদপুর** সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের তুলাগ্রাম এলাকার এক পুকুর পাড় থেকে অজ্ঞাত তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে স্থানীয়রা লাশটি দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। **চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে** আমগাছ থেকে সৌরভ হোসেন কাঁকন নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সুবিদপুর পূর্ব ইউনিয়নের দক্ষিণ সুবিদপুর গ্রামে বাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। সৌরভ পার্শ্ববর্তী ভোটাল গ্রামের অলি আহমেদের ছেলে। জানা গেছে, শনিবার রাতে খাবার খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন সৌরভ। পরে পার্শবর্তী গ্রাম থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ওসি প্রদীপ মন্ডল লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে** সিরাজপুর ইউনিয়ন থেকে নিখোঁজের দুদিন পর পারভিন আক্তার নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি প্রবাসী স্বামী সোহাগ দ্বিতীয় বিয়ে করবে ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে ওই নারী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শুক্রবার থেকে ওই নারী নিখোঁজ ছিলেন। রোববার মোহাম্মদনগর গ্রামের জয়নাল আবেদীনের নতুন বাড়ির পার্শ্ববর্তী ডোবা থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি ওই বাড়ির জয়নাল আবেদীনের মেয়ে। ওসি প্রণব চৌধুরী বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

হামলায় কৃষকের মৃত্যু

ফেনীর সোনাগাজীতে আমন ধানের চারা রোপণকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত কৃষক নুরুল হক (৫০) মারা গেছেন। আহত হওয়ার ছয় দিন পর গত শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। নুরুল হক উপজেলার চর দরবেশ ইউনিয়নের বাসিন্দা। স্থানীয় কৃষক ও নুরুল হকের পরিবারের সদস্যরা প্রথম আলোকে জানান, ৩ সেপ্টেম্বর সকালে দক্ষিণ চর দরবেশ এলাকার কৃষক নুরুল হক তাঁর জমিতে আমনের চারা রোপণ করছিলেন। চারা শেষ হয়ে যাওয়ায় জমির অল্প কিছু জায়গা খালি থেকে যায়। এ কারণে নুরুল হক আরেক কৃষক আনোয়ার হোসেনের (৩০) জমি থেকে কিছু চারা এনে লাগান। এ নিয়ে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আনোয়ার হোসেন লোহার রড দিয়ে নুরুল হকের কাঁধে আঘাত করে পালিয়ে যান। ঘটনার পর আনোয়ারসহ তিনজনের নামে একটি মামলা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *সোনাগাজী, ফেনী*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রিকশাচালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গী থানার দত্তপাড়া থেকে গতকাল রাফিক আহম্মেদ (৩৫) নামে এক রিকশাচালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রফিক হাতীবান্দা থানার রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রফিক মানসিক রোগে ভুগছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি পরিবারের সদস্যদের তিনি বেঁচে থাকতে চান না এমন কথা জানিয়ে মুঠোফোনটি বন্ধ করে দেন। রাতে তার ছোট ভাই বাসায় এসে ঘরের দরজা বন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশে এসে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি প্যাঁচানো ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে বলে জানান টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক | শনিবার, ২৫ ভাদ্র ১৪৩
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

দেশে ফিরেই অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে প্রবাসী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে ফিরেই অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েছেন মো. আসান আলী নামে এক প্রবাসী। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে গাবতলী থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন বাস চালক। অচেতন থাকায় তার কাছ থেকে কী কী খোয়া গেছে সে বিষয়ে জানা সম্ভব হয়নি।

বসুমতি পরিবহনের বাস চালক হাসান জানান, তিনি গাজীপুর থেকে গাবতলী রুটে বাস চালান। গতকাল শুক্রবার বিকালে বাস নিয়ে গাজীপুর থেকে গাবতলী যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিমানবন্দর এলাকা থেকে তার বাসে উঠেন প্রবাসী আসান। বাসটি গাবতলী পৌছালে আসানকে অচেতন অবস্থায় সিটে পড়ে থাকতে দেখেন। তখন বাস থেকে নামিয়ে সিএনজি অটোরিকশাযোগে তাকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যান। তার সঙ্গে একটি পাসপোর্ট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। পাসপোর্টে ঐ ব্যক্তির নাম মো. আসান আলী লেখা রয়েছে। গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে। বাবার নাম হামাদ আলী। চালকের ধারণা, আসান আলী শুক্রবার বিকালে প্রবাস থেকে দেশে ফিরেছেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, পাকস্থলী ধৌত করার পর ঐ ব্যক্তিকে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে। তার সঙ্গে থাকা পাসপোর্ট থেকে তার নাম-পরিচয় জানা গেছে। তার স্বজনদের সন্ধান করে খোঁজ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ২৭ ভাদ্র ১
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মাদারীপুরে বিয়ের প্রলোভনে গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা

■ টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

মাদারীপুরের ডাসারে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ৪০ বছর বয়সি এক গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার ঐ নারী বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামিরা হলেন বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মাগুরা এলাকার এসকেন্দার হাওলারের ছেলে দুলাল হাওলাদার (৩০), একই এলাকার কাদের হাওলাদারের ছেলে ইদ্রিস হাওলাদার (৫০), মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার পূর্ব ডাসার এলাকার রকমান শেখের ছেলে মানিক শেখ (৩০) ও ঢাকার মিরপুর এলাকার চায়ের দোকানি বাবু ওরফে মানিক (৪০)। মামলার সূত্রে জানা যায়, ঐ গৃহকর্মীর স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান নিয়ে ঢাকার মিরপুর এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকেন। সেখানে থাকার সুবাদে তার বাসার সামনের চায়ের দোকানি বাবু ওরফে মানিক নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। মানিক ঐ নারীকে বিয়ের জন্য ছেলে দেখানোর কথা বলে গত বুধবার বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মাগুরা গ্রামে নিয়ে আসে। পরে ঐ দিন রাতে পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর জেলার ডাসার এলাকায় একটি বাড়িতে নিয়ে জোরপূর্বক রাতভর ধর্ষণ করেন ঐ নারীকে।

ভুক্তভাগী নারী বলেন, 'বাবু আমাকে দুলাল হাওলাদার নামের এক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবে এমন প্রলোভন দেখিয়ে ঢাকা থেকে নিয়ে আসে। পরে তারা আমাকে দলবদ্ধভাবে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। আমি এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচারের দাবি জানাই।'

ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসানুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিদের ধরতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

খাগড়াছড়িতে অপহৃত পাঁচ পরিবহন শ্রমিক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাসীদের হাতে অপহৃত চার পরিবহন শ্রমিককে উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় রবিবার রাত ৯টার দিকে রামগড় উপজেলার দুর্গম 'যৌথখামার' এলাকার বেলায়েতের বাগান থেকে তাদের অপহরণ করে ইউপিডিএফ (মূল) সন্ত্রাসীরা। গতকাল ভোরে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশ ও বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে দুটি কাভার্ড ভ্যানসহ তাদের উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া পরিবহন শ্রমিকরা হচ্ছেন– দুটি কাভার্ড ভ্যানের চালক আনোয়ার হোসেন ও মনির মিয়া এবং তাদের (চালকের) সহকারী হান্নান মিয়া ও জায়েদ হোসেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সাভারে সংবাদকর্মী অপহরণের অভিযোগ, সীতাকুণ্ডে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ঢাকার সাভার থেকে নিখোঁজ হওয়া সংবাদকর্মী তপু ঘোষালের সন্ধান মিলেছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তপু নিজেই সীতাকুণ্ড থানায় গিয়ে তার অপহরণের বিষয়ে জানালে পুলিশ তাকে সাভার ফিরে যেতে সহায়তা করে। সাভার মডেল থানার ওসি দীপক চন্দ্র সাহা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তপু ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার সাভার প্রতিনিধি বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।

তপুর বরাত দিয়ে সীতাকুণ্ড থানার এসআই আবদুল মজিদ সরকার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, শনিবার বিকালে সাভারের দক্ষিণপাড়ার বাসা থেকে বের হওয়ার পর তার পরিচিত এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। পরে ওই লোক তাকে একটা কাগজ দেখতে দিলে তিনি সেটা দেখতে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। রবিবার সকালে তার জ্ঞান ফিরলে তিনি নিজেকে সীতাকুণ্ড বাজারের পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে আবিষ্কার করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় সকাল ১০টার দিকে থানায় এসে বিষয়টি জানান। সাভার থানা পুলিশ ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে। সাভার মডেল থানার ওসি দীপক চন্দ্র সাহা জানান, শনিবার বিকালে তপু নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবার সাভার থানায় জিডি করে। তাকে সীতাকুণ্ড থেকে সাভারে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গাজীপুরে চলন্ত বাস থেকে ফেলে নারীকে হত্যা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরের তাকওয়া পরিবহন নামে একটি চলন্ত মিনিবাস থেকে চম্পা বেগম (৩২) নামে এক নারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাসের চালক ও সহকারীর বিরুদ্ধে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের কয়েকশ উত্তেজিত জনতা কয়েকটি মিনিবাস ভাঙচুর করেন।

শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে শ্রীপুরের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের এমসি বাজারের তাহের সিএনজি পাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত চম্পা বেগম ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার নিজগাঁও গ্রামের আবুল কালামের স্ত্রী ও চান্দুরা সুরুজ আলীর মেয়ে। চম্পা স্বামীর সঙ্গে গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি এলাকায় ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি কারখানায় চাকরি করতেন।

চম্পার ভাজিতা সুমন মিয়া জানান, স্বামীর সঙ্গে চম্পা গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি এলাকায় ভাড়া থেকে স্থানীয়

গাজীপুরে চলন্ত

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] একটি কারখানায় কাজ করতেন। আর তার ছোট বোন উপজেলার নয়নপুর এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থেকে গার্মেন্টসে কাজ করেন। গতকাল ছোট বোনের বাড়িতে তাদের বাবা গ্রাম থেকে বেড়াতে এলে চম্পা বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছোট বোনের বাড়িতে আসেন। বাবার সঙ্গে দেখা শেষে গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি যাওয়ার জন্য নয়নপুর থেকে বাসে উঠেন। বাসটি কিছুদূর যাওয়ার পর বাসের সহকারীর সঙ্গে কোনো এক বিষয় নিয়ে বিতণ্ডা শুরু হলে তাকে চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক চম্পাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী বালুর গাড়ির লেবার জালাল উদ্দিন বলেন, ঘটনার সময় আমরা পাশেই বসেছিলাম। এ সময় হঠাৎ তাকওয়া পরিবহনের একটি বাসে শব্দ হয়। পরে আমরা মহাসড়কে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। মাওনা হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইসমাইল হোসেন বলেন, বাস থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি এখনো নিশ্চিত না। আশপাশের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কংকন কুমার বিশ্বাস জানান, জড়িত বাসকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাসটিকে শনাক্ত করা গেলেই প্রকৃত ঘটনা বের হয়ে আসবে। আমরা নারীর লাশ পাইনি। শুনেছি তার স্বজনরা হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে গেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩০
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কুলিয়ারচরে পোলট্রি ফার্মের নারী শ্রমিক খুন

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে পোলট্রি ফার্মের এক নারী শ্রমিক খুন হয়েছেন। নিহত রুবিনা বেগম (২৩) কুলিয়ারচর উপজেলার তারাকান্দি গ্রামের মো. গোলাপ মিয়ার স্ত্রী। পুলিশ ও আত্মীয়স্বজনসূত্রে জানা যায়, রুবিনা বেগম কুলিয়ারচর উপজেলার বড়খারচর গ্রামের সজীব মিয়ার পোলট্রি ফার্মে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত এবং রাতের বেলায় ফার্মের একটি ঘরে ঘুমাত।

লোক মারফত খবর পেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে কুলিয়ারচর থানার পুলিশ রুবিনা বেগমের মৃতদেহ চৌকিতে শায়িত অবস্থায় উদ্ধার করে। মরদেহের গলায় অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন এবং গলায় রশি বাঁধা ছিল। কুলিয়ারচর থানার ওসি মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা জানান, মরদেহের ময়নাতদন্ত শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করতে আসেননি এবং কাউকে আটক করা হয়নি বলে জানান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বুড়িগঙ্গায় জাহাজের নিখোঁজ লস্করের লাশ উদ্ধার

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে নিখোঁজের সাত দিন পর আল আমিনের (১৯) ভাসমান লাশ নৌ-পুলিশের সদস্যরা উদ্ধার করেছেন। নৌ-পুলিশ ঢাকার সদরঘাট থানার কর্মরত এসআই রেজাউল করিম রেজা জানান, নিহত আল আমিন চট্টগ্রাম জেলার ভূজপুর থানার আদার মানিক এলাকার মৃত আব্দুস শুক্কুরের ছেলে। সে এমভি তানজিল-১ নামের একটি মালবাহী জাহাজে লস্কর হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

গত ৭ সেপ্টেম্বর জাহাজ ঢাকার কেরানীগঞ্জের বুড়িগঙ্গা নদীর মীরেরবাগ এলাকায় নোঙর করার পর আল আমিন গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয়। পরে নৌ-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা তাকে উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়েও নিখোঁজ লস্করের সন্ধান পায়নি। বুধবার বেলা ১১টায় বুড়িগঙ্গা নদীর হাসনাবাদ এলাকায় একটি লাশ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। পরে নৌ-পুলিশ দুপুরে লাশটি উদ্ধার করলে আল আমিনের লাশ বলে শনাক্ত করা হয়। সুরতহাল শেষে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় সদরঘাট নৌ থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩ আশ্বিন ১৪
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চিতলমারীতে হামলায় কৃষক নিহত

ওসিসহ আহত ২

■ চিতলমারী (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

চিতলমারীতে পুরোনো বিরোধের জেরে মাদকাসক্ত যুবকের হামলায় কৃষ্ণপদ হীরা (৫০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ঐ যুবক শাহিন শেখ কে (২৫) আটক করতে গেলে তার হামলায় চিতলমারী থানার ওসি (তদন্ত) মো. তরিকুল ইসলাম ও সাব-ইন্সপেক্টর মো. রেজাউল করিম গুরুতর আহত হন। তাদের খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শনিবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডোবাতলা গ্রামের সুন্দর আলী শেখের মাদকাসক্ত ছেলে শাহিন শেখ চরবড়বাড়িয়া গ্রামের কৃষ্ণপদ হীরার গাছ থেকে সুপারি চুরি করলে তাকে হাতেনাতে ধরে তার বাবার কাছে বিচার দাবি করে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে শনিবার বিকাল ৫টায় শাহিন শেখ লোহার রড দিয়ে কৃষ্ণপদ হীরার বাড়ির সামনে এসে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় গুরুতর আহত কৃষ্ণ পদ হীরাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার সকাল ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ বেলা ১১টার দিকে শাহিন শেখের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় শাহিন ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওসি (তদন্ত) মো. তরিকুল ইসলাম ও সাব-ইন্সপেক্টর মো. রেজাউল করিমকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে।

এ বিষয়ে চিতলমারী থানার ওসি এ এইচ এম কামরুজ্জামান জানান, অভিযুক্ত শাহিন শেখকে আটক করা হয়েছে। তার হামলায় আহত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত কৃষ্ণপদ হীরার লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কালের কণ্ঠ বুধবার। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

মজুরি নিয়ে শ্রমিক ও সর্দারদের সংঘর্ষ, সাংবাদিকসহ আহত ১৫

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ▷

লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর এলাকায় বকেয়া মজুরির দাবি এবং কম মজুরির অভিযোগে লোড-আনলোড শ্রমিক ও সর্দারদের সংঘর্ষে এক সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গুরুতর আহত তিনজনকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল দুপুরে এই সংঘর্ষ হয় বলে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। সংঘর্ষের জেরে পাটগ্রামের ইউএনও, সহকারী পুলিশ সুপার ও ওসিকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

আহতরা হলেন বুড়িমারীর কলাবাগান এলাকার আসাদুজ্জামান (২৫), পণ্ডিতপাড়ার জামিয়াল (৫৬), তেলিপাড়ার মো. বাবুল (৪৫), ব্যাঙকান্দার ফাতানুর (৪০), মধ্য খিলাপুরের মো. নুরনবী (২৩), বামনদলের আলী হোসেন (২৫), কইল্লাটারির মো. সুমন (২০), গুচ্ছগ্রামের শরিফ উদ্দিন ও মনিজুল এবং এশিয়ান টিভির পাটগ্রাম প্রতিনিধি এম এ কামাল। এর মধ্যে নুরনবী, শরিফ ও মনিজুলকে গতকাল বিকেলে পাঠানো হয়েছে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

শ্রমিক সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি নিয়ে

বুড়িমারী স্থলবন্দর

- ইউএনও-এএসপি-ওসি পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ
- যান চলাচল বন্ধ, আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত

সর্দারদের বিরোধের জেরে গত সোমবার উত্তেজনা ও মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটে। পরে পাটগ্রামের ইউএনও নুরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গিয়ে ১৬ সেপ্টেম্বরের পর বিষয়টি সুরাহার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল সকাল থেকে আবারও উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। দুপুরে উভয় পক্ষ দেশি অস্ত্র, লাঠি ও পাথর নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ রাবার বুলেট ছোড়ে। সংঘর্ষের কারণে পাটগ্রাম-বুড়িমারী মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। উত্তেজিত শ্রমিকরা মহাসড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মহাসড়কের উভয় পাশে আমদানি-রপ্তানি পণ্যবাহী অনেক যানবাহন আটকে ছিল। বুড়িমারী থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়নি দূরপাল্লার কোনো নৈশ কোচ। সংঘর্ষের কারণে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। শ্রমিকদের উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করায় বিকেলে ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে বুড়িমারী উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ অফিসেই ইউএনও, সহকারী পুলিশ সুপার ও ওসি সাধারণ শ্রমিক ও সর্দারদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আলোচনা চলছিল।

গতকাল সন্ধ্যায় পাটগ্রামের ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ২০ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুড়েছে।'

তবে বৈঠকে থাকায় ইএনও ও সহকারী পুলিশ সুপার ফোন ধরেননি।

বুড়িমারী স্থলবন্দরের শ্রমিকরা জানান, প্রতিষ্ঠা থেকে বুড়িমারী স্থলবন্দর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পরিচালনা করেন ২৪ জন সর্দার। সম্প্রতি সংগঠনের সর্দারদের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকরা অর্থ আত্মসাৎ, সংগঠনের নির্বাচন না দিয়ে নিয়ন্ত্রণ, ন্যায্য মজুরি না দেওয়ার অভিযোগ করছেন।

সংবাদ
মঙ্গলবার ৪ আশ্বিন ১৪৩০
Tuesday 19 Septembar 2023

চাটখিলে নির্মাণ শ্রমিকের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা

প্রতিনিধি, চাটখিল ও সোনাইমুড়ী (নোয়াখালী)

নোয়াখালীর চাটখিলে কিশোর গ্যাংয়ের হামলার শিকার হয়ে হাসপাতালে চিৎসাধীন রয়েছেন মাইমুল হাসান নামে এক নির্মাণ শ্রমিক। তিনি উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের পরানপুর মিছাব বাড়ির মনির হোসেনের ছেলে। এই ঘটনায় মনির হোসেন বাদী হয়ে গত রোববার রাতে চাটখিল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে জানা যায়, পরানপুর মিজি বাড়ির বাদলের ছেলে মো. শাওন ও সজলের নেতৃত্বে ৫/৬জন কিশোর গত শনিবার রাতে পরানপুর এতিমখানা মাদ্রাসা মার্কেটের সামনে মাইমুলকে পিটিয়ে তার সঙ্গে থাকা ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় মাইমুলের চিৎকারে প্রতিবেশী জোনায়েদ হোসেন এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা তাকেও পিটিয়ে আহত করে। মনির হোসেন গতকাল সোমবার দুপুরে চাটখিল প্রেসক্লাবে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, ঘটনার পর থেকে হামলাকারী কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও খুন জখমের হুমকি দিয়ে আসছে। চাটখিল থানার এসআই কামাল হোসেন অভিযোগ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে বলেন, তদন্তপূর্বক এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চাঁদপুরে চালককে হত্যা শেষে পানিতে নিক্ষেপ

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁদপুরে অটোচালককে হত্যার পর পানিতে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দশমিনায় ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া বড়লেখায় চা শ্রমিক, রাজিবপুরে নারী, গফরগাঁও, সারিয়াকান্দি ও দৌলতপুরে ৩ জনের অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান মৌলভীবাজারের বড়লেখায় নিউ সমনবাগ চা বাগানের মোকাম সেকশনের একটি ডোবা থেকে বৃহস্পতিবার বাবুল চাষা নামে চা শ্রমিকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পাথারিয়া চা বাগানের মৃত শ্রী প্রসাদ চাষার ছেলে। স্ত্রী, পুত্র ও ভাইয়ের দাবি বাবুল চাষা মানসিক রোগী ছিলেন। রোববার থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। ওসি মো. ইয়ারদীস হাসান জানান, পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নদীতে ভ্যানচালকের অর্ধগলিত লাশ

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার ধামরাইয়ে নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর মিজানুর রহমান (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধামরাইয়ের নান্নার ইউনিয়নের গোপালকৃষ্ণপুর গ্রামে গাজীখালী নদী থেকে গতকাল তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মিজানুর ওই উপজেলার কালিদাসপট্টি গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য রহিজ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কারখানায় শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ধামরাইয়ের কালামপুর করিম টেক্সটাইল মিলের ভিতর থেকে অনিক মিয়া (২০) নামে এক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ গতকাল দুপুরে উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশের পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। নিহতের বাড়ি নেত্রকোনা সদর উপজেলার কুমারপুর গ্রামে। তার বাবার নাম সাইফুল ইসলাম। পুলিশ জানায়, এ ব্যাপারে ধামরাই থানায় মামলা হয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৫ আশ্বিন ১৪৩০

কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুসের অভিযোগ

কাশিয়ানীতে ব্যাংকে আটকে রেখে কৃষককে মারধর

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি

ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুস ও হয়রানির অভিযোগ করায় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে তদন্তের কথা বলে কৃষককে ব্যাংকে ডেকে নিয়ে ২ ঘণ্টা আটকে রেখে বহিরাগতদের দিয়ে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর রামদিয়া কৃষি ব্যাংকের ভেতরে সোমবার কৃষক দেনায়েত সরদারকে মারধর সংগৃহীত

সোমবার দুপুরে উপজেলার রামদিয়া কৃষি ব্যাংকে মারধরের শিকার ষাটোর্ধ্ব কৃষক দেনায়েত সরদার ফুকরা গ্রামের বাসিন্দা। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ছেলে তাকবীর সরদার (২৭) ও জামাতা মোতাকাব্বির মুন্সীকেও (২৫) মারধর করা হয়। পরে তাদের কাছ থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে ছেড়ে দেয়। মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও ছড়িয়ে পড়ে।

দেনায়েত সরদার জানান, এক মাস আগে গাভি মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য ৩ লাখ টাকা ঋণ নিতে তিনি রামদিয়া কৃষি ব্যাংকে গিয়েছিলেন। ২০ আগস্ট ব্যাংকের ইনভেস্টিগেশন অফিসার (আইও) রাফিজুল ইসলাম তার বাড়িতে সরেজমিন তদন্তে যান। পরে মিষ্টি খাওয়ার কথা বলে তিনি কিছু উৎকোচ দাবি করেন। কিন্তু উৎকোচ না দেওয়ায় 'দায়দেনার' কারণ দেখিয়ে ঋণের আবেদন বাতিল করে দেন ওই কর্মকর্তা। এ বিষয়ে ৭ সেপ্টেম্বর দেনায়েত সরদার বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিযোগ সেলে ইমেইলের মাধ্যমে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সোমবার গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুল আজিজ ও তার সহযোগী অভিযোগের বিষয়টি তদন্তে রামদিয়া কৃষি ব্যাংকে যান।

তদন্ত চলাকালে তদন্ত দলের সঙ্গে দেনায়েত সরদারের জামাতা মোতাকাব্বির মুন্সীর কথা কাটাকাটি হয়। তদন্ত উপলক্ষ্যে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক ইলিয়াস হোসেন আগে থেকেই স্থানীয় কিছু লোকজন তৈরি রেখেছিলেন। তদন্ত চলাকালে স্থানীয় ওই লোকজন অতর্কিতভাবে ব্যাংকে ঢুকে অভিযোগকারী, তার ছেলে এবং জামাতার সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা ব্যাংকের সব গেট ও দরজা লাগিয়ে এবং ব্যাংকের সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে অভিযোগকারী ও তার লোকজনকে তদন্ত কর্মকর্তার সামনেই উপর্যুপরি কিলঘুসি, লাথি ও ফ্লোরে ফেলে পা দিয়ে পিষতে থাকে। পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রামদিয়া তদন্তকেন্দ্রের পুলিশকে খবর দেয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উলটো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিরীহ কৃষক এবং তার লোকজনের কাছ থেকে সাদা কাগজে জোর করে স্বাক্ষর রেখে ছেড়ে দেয়।

কাশিয়ানী থানার রামদিয়া তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একজন গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ঘুসের অভিযোগ করেন। বিষয়টি তদন্ত করতে গোপালগঞ্জ থেকে কৃষি ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যাংকে আসেন। তারা অভিযোগকারীর বক্তব্য শুনছিলেন। এ সময় অভিযোগকারীর জামাতা উত্তেজিত হলে ব্যাংকের গ্রাহকরা প্রতিবাদ করেন এবং তারা বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, 'ঋণ চেয়ে না পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই কৃষক। অভিযোগের তদন্ত কমিটি ব্যাংকে এলে বাদীপক্ষের লোকেরা অশোভন আচরণ করেন। পরে গ্রাহকরা এর প্রতিবাদ করে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে ব্যাংকের গেট-দরজা লাগিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে।'

গোপালগঞ্জ কৃষি ব্যাংকের আঞ্চলিক শাখা ব্যবস্থাপক ও অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুল আজিজ মারধরের কথা স্বীকার করে বলেন, 'তদন্তের বিষয়টি ছিল তুচ্ছ একটি ঘটনা। আমি অভিযোগকারীর বক্তব্য শুনছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাংকের মধ্যে এত লোকজন ঢুকে পড়বে। এ ধরনের ঘটনা ঘটাবে। ঘটনাটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল।'

সমকাল বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কৃষককে ব্যাংকে আটকে রেখে মারধর

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

ব্যাংকের মধ্যে দুই ঘণ্টা আটকে রেখে বহিরাগতদের দিয়ে কৃষককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ করায় ওই কৃষককে মারধর করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমবার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর রামদিয়া কৃষি ব্যাংকে এ ঘটনা ঘটে। মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। মারধরের শিকার কৃষকের নাম দেনায়ের সরদার (৬২)। তিনি কাশিয়ানীর ফুকরা গ্রামের বাসিন্দা।

ব্যাংকের মধ্যে কৃষককে মারধর। ছবিটি ভিডিও থেকে নেওয়া

ভুক্তভোগী কৃষক দেনায়েত সরদার জানান, এক মাস আগে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য ৩ লাখ টাকা ঋণ নিতে রামদিয়া কৃষি ব্যাংকে আবেদন করেন তিনি। ২০ আগস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা রাফিজুল ইসলাম ওই কৃষকের বাড়িতে যান। এ সময় মিষ্টি খাওয়ার কথা বলে 'উৎকোচ' দাবি করেন। কিন্তু উৎকোচ দিতে রাজি না হওয়ায় 'দায়দেনার' কারণ দেখিয়ে কৃষকের ঋণের আবেদন বাতিল করে দেন ওই কর্মকর্তা। এ বিষয়ে গত ৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ করেন তিনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সোমবার আঞ্চলিক শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুল আজিজ বিষয়টি তদন্তের জন্য রামদিয়া কৃষি ব্যাংকে যান।

কৃষক দেনায়েত সরদার অভিযোগ করেন, তদন্তের জন্য ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক ইলিয়াস হোসেন আগে থেকে স্থানীয় কিছু লোকজন সাজিয়ে রাখেন। তদন্ত দলের সঙ্গে তাঁর জামাতা মোতাকাব্বির মুন্সীর কথাকাটাকাটি হয়। এ সময় বাইরের লোকজন ব্যাংকে ঢুকে তাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ব্যাংকের সব গেট ও দরজা লাগিয়ে দেয় এবং ব্যাংকের সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে তাদের কিল-ঘুসি, লাথি ও ফ্লোরে ফেলে পা দিয়ে পিষতে থাকে। পরে পুলিশ গিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো ওই কৃষক এবং তাঁর স্বজনের কাছ থেকে কাগজে জোর করে স্বাক্ষর নেয়।

কাশিয়ানী থানার রামদিয়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ না থাকায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মো. ইলিয়াস হোসেন। তিনি দাবি করেন, ঋণ চেয়ে না পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই কৃষক। তদন্ত কমিটি ব্যাংকে এলে বাদীপক্ষের লোকেরা অশোভন আচরণ করেন। গ্রাহকরা এর প্রতিবাদ করেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে ব্যাংকের গেট-দরজা বন্ধ করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গোপালগঞ্জ কৃষি ব্যাংকের আঞ্চলিক শাখা ব্যবস্থাপক ও তদন্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুল আজিজ বলেন, 'আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাংকের মধ্যে এত লোকজন ঢুকে পড়বে। এ ধরনের ঘটনা ঘটাবে। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত।'

দেশ রূপান্তর বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সেচের পানি নিয়ে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় ফসলি জমিতে সেচ মেশিনের পানি দেওয়া নিয়ে বিরোধের জেরে মো. এনামুল হক (৩৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এর আগে গতকাল সকালে উপজেলার ৪ নম্বর সিংহেশ্বর ইউনিয়নের দনারভিটা গ্রামে সেচ মেশিনের পানি নিয়ে বিরোধের জেরে এনামুল হককে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে স্থানীয় জমসেদ আলীর ছেলে ও তার পরিবারের লোকজন। ফুলপুর থানার ওসি (তদন্ত) বন্দে আলী এই হত্যাকাণ্ডের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ফসলি জমিতে সেচ মেশিনের পানি দেওয়াকে কেন্দ্র করে সকালে কৃষক এনামুল হকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান স্থানীয় জমসেদ আলীর ছেলে মিজানুর রহমান। ঘটনার একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হলে কৃষক এনামুল হককে দা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন মিজানুর রহমান। এ সময় বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষক এনামুল হককে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১০ আশ্বিন ১৪
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নারায়ণগঞ্জে চালককে খুন অটোরিকশা ছিনতাই

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

শহরের নিতাইগঞ্জে এক অটোরিকশা চালককে হত্যা করে রিকশা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বজনদের দাবি গত শনিবার রাত ১২টায় শহরের নিতাইগঞ্জ বাপ্পি চত্বর এলাকায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম সোহেল (৩৫)। সে নগরীর জিমখানা এলাকার সাহেব আলীর ছেলে। এই ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তথ্যটি নিশ্চিত করেছে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ইন্সপেক্টর (অফিসার ইনচার্জ) আনিচুর রহমান। পুলিশ জানায়, নিহতের স্বজনরা লাশ নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিকিৎসক জানান, নিহতের নাক দিয়ে রক্ত পরছিল আর গলায় আঘাতের চিহ্ন আছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ বলা যাবে। ওসি আনিচুর রহমান বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠিয়েছি। মেডিক্যাল রিপোর্ট পেলে বলা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। এখনো পরিবার থেকে কোনো অভিযোগ বা মামলা করা হয়নি।

সময়ের আলো সোমবার। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

মগবাজারে গৃহকর্মীর আত্মহত্যা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মগবাজারের গ্রিনওয়ে এলাকায় ফারজানা (১৪) নামে এক কিশোরী গৃহকর্মী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে হাতিরঝিল থানা পুলিশ। শাহাবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করত ফারজানা। তাদের দুজনের বাড়ি ভোলা জেলায়। ফারজানা তজুমদ্দিন থানার চরজহুর উদ্দিন গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে।

থানার ওসি শাহ মো. আওলাদ হোসেন বলেন, শাহাবুদ্দিন হাতিরঝিল থানার মগবাজার এলাকায় একটি ভবনে পরিবার নিয়ে থাকেন। তার স্ত্রী ক্যানসার আক্রান্ত। শনিবার রাত ১টার দিকে ব্যবসায়িক কাজ শেষ করে তিনি ঢাকার বাইরে থেকে বাসায় আসেন। কয়েকবার কলিং বেল চাপলে তার স্ত্রী দরজা খুলে দেন। এ সময় ফারজানাকে দেখতে না পেয়ে বাথরুমের ভেতর থেকে লাইট জ্বালানো ও ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখতে পান। অনেকবার ডাকাডাকি করার পর দরজা না খুললে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে জামা-কাপড় রাখার রেলিংয়ের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ফারজানাকে ঝুলতে দেখেন। পরে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান।

ওসি বলেন, দরজা ভেঙে উদ্ধারের কারণে আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। তবুও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রাজধানীতে অটোরিকশা চালকের আত্মহত্যা!

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় পারিবারিক কলহে মো. নাছির (৩৫) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকের ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দুপুরে খিলগাঁও এলাকার সিপাহীবাগের একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃতের শ্যালক সাব্বির সরদার জানান, দুপুরে সিপাহীবাগের বাসায় সবার অগোচরে রুমের দরজা বন্ধ করে সিলিং-এর বাঁশের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন নাছির। তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ঢামেক) মর্গে পাঠায়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৬ আশ্বিন ১৪৩০

ধামরাইয়ে শিশু শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার ধামরাইয়ের কালামপুরে করিম টেক্সটাইল মিলে সোমবার রাতে অনিক (১৬) নামের এক শিশু শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কারখানার মিক্সার মেশিনের রডের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই শিশু শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়। সে মিলে অপারেটর হিসাবে কাজ করত। সে নেত্রকোনার নাড়িয়াপাড়া এলাকার অমরপুর গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের ছেলে।

খবর পেয়ে ধামরাই থানা পুলিশ ও সাংবাদিকরা সেখানে যান। তবে পুলিশকে কারখানায় ঢুকতে দেওয়া হলেও সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে নিরাপত্তা কর্মীরা কারখানার প্রধান ফটকেই সাংবাদিকদের আটকে দেন। শুধু তাই নয়, স্বজনদের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা বলতেও নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দেয়।

এ ব্যাপারে ধামরাই থানার পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ বলেন, তিন মাস হয় শ্রমিক অনিক এ কারখানায় অপারেটর হিসাবে কাজ করছিল। সোমবার রাত ১২টার দিকে সে গোসলের কথা বলে গেলেও ডরমেটরিতে আর ফেরেনি। অপরাপর শ্রমিকরা বিষয়টি কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও রাতে ওই শ্রমিকের কোনো সন্ধান মেলেনি। মঙ্গলবার সকালে মিলের মিক্সার মেশিনের রডের সঙ্গে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। লাশটি থানায় আনা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৫ আশ্বিন ১৪৩
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ধামরাইয়ে কারখানায় শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

■ ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা

ধামরাইয়ের কালামপুর এলাকায় করিম টেক্সটাইল লিমিটেড নামক এক কারখানা থেকে অনিক নামে এক শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অনিক ঐ কারখানায় রিং অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধামরাই থানার এস আই শিমুল বিশ্বাস। অনিকের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কুমারপাড়া গ্রামে। তার বাবার নাম সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অনিক কারখানার ভেতরে ডর্মেটরিতে থাকতেন। সোমবার রাতে অনিককে সেখানে না পেয়ে সহকর্মীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে। পরে সকালে কারখানার ভেতরে ডর্মেটরির পেছনে একটি মেশিনের সঙ্গে অনিকের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি পুলিশকে জানালে তারা মরদেহ উদ্ধার করে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ঝিনাইদহে সাংবাদিককে মারধর, বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঝিনাইদহ*

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সাদ্দাম হোসেন নামের একজন সাংবাদিককে বেধড়ক মারধরের পর তাঁর বাড়িতে হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। স্বজনদের দাবি, পূর্বশত্রুতার জেরে বিপ্লব হোসেন নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি ও তাঁর এক সহযোগী সাদ্দামকে পেটান।

আহত সাদ্দাম হোসেন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ২৪-এর ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি।

স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন রাত ১০টার দিকে সাদ্দাম হোসেন বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়াগঞ্জ বাজারে পৌঁছালে ওই এলাকার বিপ্লব হোসেন ও ফিরোজ হোসেন তাঁর ওপর হামলা করেন। খবর পেয়ে সাদ্দামের স্বজনেরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। হামলার পর রাতেই আবার ওই দুজন সাদ্দামের বাড়িতেও হামলা চালান ও হুমকি দিয়ে চলে যান।

শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাংবাদিক সাদ্দামের ওপর হামলার ঘটনাকে ন্যক্কারজনক উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঝিনাইদহের সাংবাদিকেরা।

যুগান্তর
সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১০ আশ্বিন ১৪৩০

কালিয়াকৈরে গার্মেন্ট কর্মী, সিদ্ধিরগঞ্জে যুবকের লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈর ও সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নিখোঁজের দুই দিন পর রোববার তুরাগ নদ থেকে আনোয়ার হোসেন নামের এক গার্মেন্ট কর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি জেলার জয়দেবপুর থানার পানিশাইল এলাকার আব্দুল কাইয়ুমের ছেলে। আনোয়ার স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। জানা গেছে, শুক্রবার আনোয়ার ১০/১৫ জন বন্ধু মিলে তুরাগ নদে নৌ ভ্রমণে যায়। পরে রাতে ফেরার পথে নৌকা থেকে পানিতে পড়ে যায় আনোয়ার। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও নৌ ডুবুরি দলের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধ্যান পায়নি। রোববার কোনাবাড়ি এলাকায় নদীতে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এসআই রাফসান মোল্লা জানান, পরিবারের অভিযোগ না থাকায় লাশটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে রোববার এক অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ। জানা গেছে, শীতলক্ষ্যা নদীর সুমিলপাড়ার সাধুরঘাটের পাশে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ।

SATURDAY SEPTEMBER 23, 2023
ASHWIN 8, 1430 BS
The Daily Star

20 hurt as bus, auto-rickshaw workers clash

17 vehicles vandalised

UNB, *Naogaon*

At least 20 people were injured when a clash broke out between bus and CNG auto-rickshaw workers in Naogaon's Manda upazila yesterday.

During the clash, two buses and 15 auto-rickshaws were vandalised. The clash took place around 3:00pm in Sabaihat and Ferighat areas. Following the clash, the movement of vehicles remained suspended on the Naogaon-Rajshahi highway.

SM Matiuzzaman Moti, general secretary of Naogaon District Motor Workers Union, said three-wheelers are banned on the highways yet they continue to ply them.

Recently tensions escalated between the two sides over the issue. Around 2:30pm, CNG drivers and owners vandalised two buses and beat the drivers and helpers..

Later, bus workers placed a bus on the road in the Ferighat area to protest the incident, resulting in clashes again between the two groups.

Shafiqul Islam, president of CNG-Owners Workers' Association, Sabaihat Branch, said the members of Naogaon Bus Owners' Association and Motor Workers' Union had been obstructing the movement of auto-rickshaws for a long time.

Yesterday, they attacked CNG owners and drivers in Ferighat leaving 15 drivers injured, he added. They also vandalised 15 auto-rickshaws.

OC Mozammel Haque Kazi of Manda Police Station said they are trying to bring the situation under control.

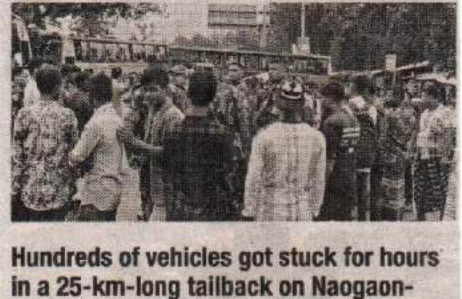

Hundreds of vehicles got stuck for hours in a 25-km-long tailback on Naogaon-Rajshahi highway as the administration failed to resolve the problem till 8:30pm yesterday. PHOTO: COLLECTED

যুগান্তর
শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

টঙ্গীতে নারী পোশাক কর্মীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

টঙ্গী পশ্চিম (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে মানসুরা খাতুন (২৮) নামে এক নারী পোশাককর্মীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে গাজীপুরা পশ্চিমপাড়া লোকমানের বাড়ির পূর্বপাশের একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত মানসুরা গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার পিরুজালী উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর মিয়াজীর মেয়ে। তিনি গাজীপুরা পশ্চিমপাড়া কবির হোসেনের বাড়িতে ভাড়া বাসায় বসবাস করে হুপলুন পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। এছাড়াও তিনি বাসায় বাসায় গিয়ে শিশুদের গান ও নৃত্য শেখাতেন। পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুরে গাজীপুরা পশ্চিমপাড়া লোকমানের বাড়ির পূর্বপাশের পরিত্যক্ত ডোবায় একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশের একটি দল বিকালে নিহতের লাশ উদ্ধার করে তারা লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

যুগান্তর
শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ফতুল্লায় যৌনকর্মী আখ্যা দিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ২

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় যৌনকর্মী আখ্যা দিয়ে এক নারী গার্মেন্টকর্মীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় শুক্রবার ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন ফতুল্লার মধ্যধর্মগঞ্জ পাকাপুল এলাকার বাড়িওয়ালা মৃত হাজি আ. রাজ্জাকের ছেলে জোবায়ের আহমেদ সাদি ও তার বন্ধু জাফের বিন রাফাত। সে একই এলাকার ওসমান গনির ছেলে।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, ভুক্তভোগীর গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটে। তিনি দুই সন্তান নিয়ে ওই মধ্যধর্মগঞ্জ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং স্থানীয় একটি গার্মেন্টে কাজ করতেন। ১৮ সেপ্টেম্বর কাজ শেষে বাসায় ফিরলে বাড়িওয়ালার ছেলে সাদি তার বাসার অফিস কক্ষে ভুক্তভোগীকে ডেকে নেয়। সেখানে সাদির চার বন্ধু ওয়ালিদ, রাফাত, কাইয়ুম ও পারভেজ ছিল। 'খারাপ কাজ করিস' প্রশাসনের কাছে ধরিয়ে দেব হুমকি দিয়ে তারা ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী।

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নূরে আজম বলেন, দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

যুগান্তর
রোববার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ্রীপুরে নিখোঁজ কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্বজনদের দাবি হত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামে কলম্বিয়া অ্যাপারেলস কারখানার পরিত্যক্ত জায়গা থেকে শনিবার দুপুরে কাইয়ুম নামে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত কাইয়ুম নেত্রকোনার বারোহাট্টা উপজেলার তেল সুন্দর গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে। সে কেওয়া গ্রামের বিল্লাল হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থেকে স্থানীয় রাশিদুল ইসলামের মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করত।

কাইয়ুমের বড় ভাই হারুন মিয়া বলেন, শুক্রবার দুপুরে কাইয়ুমের সঙ্গে বাসচালক অন্তরের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এরপর থেকে কাইয়ুম নিখোঁজ ছিল। শনিবার গাছের তারের সঙ্গে গলায় রশি লাগানো লাশ উদ্ধার করা হয়। আমার ধারণা অভিযুক্ত অন্তর আমার ভাইকে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রেখেছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এএফএম নাসিম জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্বজনদের আবেদনের ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চকবাজারে খাবার হোটেলে বাবুর্চির ঝুলন্ত মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর চকবাজারে একটি খাবারের হোটেল থেকে আনসার বেপারী (৩০) নামের এক বাবুর্চির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে চকবাজারের ইমামগঞ্জ চান সরদার টাওয়ারের সামনে বিসমিল্লাহ হোটেল থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আনসারের বাড়ি ফরিদপুর সদর উপজেলার নাগেরপাড়া গ্রামে। চকবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুর উদ্দিন জানান, সকালে হোটেলের গোডাউনে ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন কি না ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। মো. আলী আক্কাস নামের এক দোকান কর্মচারী জানান, আনসার ১০ বছর ধরে এই হোটেলের বাবুর্চি। থাকতেন হোটেলেই। ভোরে তাঁকে ফজরের নামাজ পড়তে দেখেন তাঁর সহকর্মীরা।

যুগান্তর
রোববার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৯ আশ্বিন ১৪৩০

কালিয়াকৈরে দুজনের লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে শনিবার দুই কারখানা শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরমধ্যে সফিপুর দক্ষিণ আহম্মদনগরে পেঁপে বাগান এলাকায় সোহেল রানা ও পূর্বচান্দরা বোডমিল কাঠালতলার ভবন থেকে ইয়ানুর হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়। রানা ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জের বরচুনার এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি সফিপুর আন্দারমানিক পশ্চিম পাড়া এলাকার ফারুক হোসেনের বাড়িতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে ভাড়া থাকতেন। এছাড়া ইয়ানুর হোসেন দিনাজপুরের হাকিমপুরের বৌয়ালধরের মৃত ইন্তাজ আলীর ছেলে। তিনি বোডমিল এলাকার নাসির হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটে বুদলা ওড়াও (৫০) নামে এক চালককে হত্যার পর তার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার সকালে সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়নের ঘাসুড়িয়া এলাকার একটি সবজিক্ষেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জয়পুরহাট সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতের স্বজনদের বরাতে ওসি হুমায়ুন কবির জানান, মঙ্গলবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হন বুদলা উড়াও। রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। স্বজনরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। পরে বুধবার সকালে চকশ্যাম-ঘাসুড়িয়া সড়কের সবজিক্ষেতে একটি মরদেহ দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে তার মরদেহ উদ্ধার করে জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ওসি আরও জানান, নিহতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কিছু তথ্য মিলেছে, তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করা হবে।

সময়ের আলো | সোমবার। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে রোববার রাজধানীর মালিবাগ রেললাইনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকরা ● সময়ের আলো

চাকরি স্থায়ী করার দাবি

রেল শ্রমিকদের অবরোধ কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিচার্জ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজধানীর মালিবাগ রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইনের ওপর অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় রোববার সকাল সোয়া ১০টা থেকে প্রায় ৪ ঘণ্টা ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। তবে রেললাইন আটকে কর্মসূচি পালন করা রেলের অস্থায়ী শ্রমিকদের পুলিশ লাঠিপেটা করে দুপুর সোয়া ২টার দিকে সরিয়ে দেওয়ার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

রোববার দুপুরে কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ মাসুদ সারওয়ার সাংবাদিকদের জানান, প্রায় ৪ ঘণ্টা বিলম্বের পর ট্রেন চলাচল শুরু হয়। রংপুর এক্সপ্রেস প্রায় সাড়ে ২ ঘণ্টা বিলম্বের পর দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যায়। আন্দোলনের কারণে কয়েকটি ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে। রংপুর এক্সপ্রেস, একতা এক্সপ্রেস, কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস, রাজশাহী কমিউটার, চট্টলা এক্সপ্রেস এবং মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে।

রোববার সকাল সোয়া ১০টার দিকে রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে অবরোধ শুরু করলে রাজধানীর সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রেললাইন ছেড়ে যাবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকরা। অস্থায়ী শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়েতে দীর্ঘদিন কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের সরকারি গেজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে এটা তাদের চলমান আন্দোলন। চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য গত ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তারা আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। কিন্তু গত মাসে রেলওয়ের মহাপরিচালক তাদেরকে বলে দিয়েছেন, চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা তারা করতে পারবেন না। সরকার যদি চায়, তা হলে সরকার নিতে পারবে। কিন্তু রেলওয়ে কিছু করতে পারবে না। বারবার রেলপথ মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েও কারও কাছ থেকে কোনো পদক্ষেপ পাননি তারা। এই পরিস্থিতিতে অস্থায়ী সব শ্রমিকের মতামতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোববার সকালে ঢাকায় রেলপথ অবরোধ করা হয়।

আন্দোলন চলাকালে রেলওয়ে ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালেও আন্দোলনকারীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকেন। এ সময় রেলওয়ে ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপক সাংবাদিকদের বলেন, তাদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনার পরও তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তারা রেলের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করলে সেটি আরও ফলপ্রসূ হতো।

চার ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

পরে পুলিশ আন্দোলনকারীদেরকে রেললাইন থেকে সরে যাওয়ার জন্য সোয়া ২টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেও তারা না সরায় লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পুলিশের লাঠিপেটায় অনেকেই আঘাত পেয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্তত তিনজনকে পুলিশ হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের উপ-কমিশনার হায়াতুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, রেলওয়ে পুলিশ তাদের সোয়া ২টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে তারা রেললাইন না ছাড়ায় ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, রেল চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ রেলওয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২০ ভাদ্র ১৪
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ্রমিকদের হটিয়ে রেললাইন ফাঁকা করল পুলিশ, পাঁচ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে গতকাল রবিবার ঢাকার মালিবাগে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ করে রাখা রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকদের লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রথমে মালিবাগের রেলগেট এলাকায় আন্দোলনরত শ্রমিকদের কাছে যায় বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, রেল পুলিশ, আনসার ও স্থানীয় থানার পুলিশ। কিন্তু কথা বলেও রেললাইন থেকে তাদের সরাতে না পারায় লাঠিপেটা শুরু করে পুলিশ, পরে ধাওয়া দিয়ে পুরো মালিবাগ রেললাইন ফাঁকা করা হয়। এরপর দুপুর আড়াইটা থেকে ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) হায়াতুল ইসলাম খান বলেন, রেলওয়ে পুলিশ তাদের সোয়া ২টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে তারা রেললাইন না ছাড়ায় ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ রেলওয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করবে রেল চলাচল স্বাভাবিক থাকার জন্য।

ঢাকা রেলওয়ে অঞ্চলের ব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান বলেন, তাদের (শ্রমিকদের) সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনার পরেও তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। তারা রেলের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করলে সেটি আরো ফলপ্রসূ হবে।

ঢাকা রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস আহমেদ জানান, রেলের অস্থায়ী কর্মীরা গতকাল সকাল ৯টা থেকে মালিবাগ এলাকায় রেলপথ অবরোধ করে রাখায় রাজধানীর সঙ্গে সারা দেশের রেলযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এতে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ঘটে, যাত্রীরাও পড়ে দুর্ভোগে। এ কারণে রংপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের টিকিট ফেরত নিয়ে টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগ বন্ধ এবং চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজধানীর মালিবাগে রেললাইন অবরোধ করেন অস্থায়ী শ্রমিকেরা। এতে কমলাপুরে আটকা পড়ে অন্তত আটটি ট্রেন। শিডিউল বিপর্যয়ে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়ে শত শত যাত্রী।

অবরোধকারীরা বলেন, বিভিন্ন সময়ে অন্তত ৭ হাজার শ্রমিককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয় রেলওয়ে। তিন বছরের মধ্যে চাকরি স্থায়ী হওয়ার কথা থাকলেও ১০ থেকে ১৫ বছরেও স্থায়ী হননি অনেকে। উলটো আউটসোর্সিংয়ের শ্রমিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে পাঁচ মাস ধরে তাদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তাদের ভাষ্য, রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক হলেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। চার বছর ধরে আন্দোলন করেও এ বিষয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়েই তারা রেলপথ অবরোধ করেন। চার ডিভিশনের অস্থায়ী সব শ্রমিকের মতামতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকায় রেলপথ অবরোধ করা হয়।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

তিন দফা দাবি

ধর্মঘটের ডাক তেল ব্যবসায়ী শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

কমিশন বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবিতে আজ রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জ্বালানি তেল উত্তোলন, বিতরণ ও পরিবহন বন্ধের ডাক দিয়েছেন জ্বালানি তেল ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা।

তাদের অন্য দুটি দাবি হলো– জ্বালানি তেল পরিবহনকারী ট্যাংক লরির অর্থনৈতিক জীবনকাল ৫০ বছর করা এবং জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেন্ট হিসেবে গেজেট প্রকাশ করা। তবে গত ৩১ আগস্ট জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ তেল ব্যবসায়ী/ডিলারদের কমিশন এজেন্ট ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে গেজেট আকারে প্রকাশেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ধর্মঘটে যাওয়া সংগঠনগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ ট্যাংক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি, খুলনা বিভাগীয় ট্যাংক লরি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ট্যাংক লরি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি।

ধর্মঘটের বিষয়টি নিশ্চিত করে জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি আব্দুল গাফফার বিশ্বাস দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'চার বছর ধরে আমরা আমাদের দাবিগুলো বলে আসছি। কিন্তু মন্ত্রণালয় ও বিপিসি (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন) কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। সরকার আমাদের ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করেছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে।'

তিনি বলেন, 'তেল বিক্রি করে খুবই সামান্য কমিশন দেওয়া হয় আমাদের। তা দিয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া তেল পাম্পের নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনেক জটিল। নিবন্ধন পেতে ১৬-১৭টি প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হয়। এতগুলো প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হলে হয়রানি কমবে।'

পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (একাংশ) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মীর আহসান উদ্দীন পারভেজ স্বাক্ষরিত একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৯ আগস্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় পেট্রোল পাম্প মালিকদের সব দাবি-দাওয়া ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হয়। ওই সময়ের মধ্যে সব ডিপো থেকে তেল উত্তোলন স্বাভাবিক রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানানো হয়।

তবে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো প্যাডের ওপরে উল্লেখ করা টেলিফোন নম্বরটিতে ফোন দেওয়া হলে সেটি অচল দেখায়। এর পাশে যে মোবাইল নম্বরটি দেওয়া আছে সেটিও বন্ধ পাওয়া গেছে।

পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (একাংশ) মহাসচিব মিজানুর রহমান রতন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'জ্বালানি সেক্টরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন আমাদের যৌক্তিক দাবিগুলো বাস্তবায়ন না করে শুধু সময়ক্ষেপণ করছে। তাই রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তেল উত্তোলন ও বন্ধ রাখার কর্মসূচি শুরু হবে।' কোনো ব্যক্তির স্বার্থে বা কোনো ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কেউ যাতে কোনো বিভ্রান্তি ছড়াতে না পেরে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দীন জানান, বিপিসি তাদের (ধর্মঘটি) সঙ্গে 'নেগোশিয়েট' করার চেষ্টা করছে। তারা (ধর্মঘটি) যে তিন দফা দাবি করছে এর মধ্যে প্রায় সব দাবি সরকার মেনে নিয়ে নিয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে বিপিসির পরিচালক (বিপণন) অনুপম বড়ুয়া গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'তাদের দাবি নিয়ে ২৯ তারিখে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়েছিল। সেখানে তিনি (প্রতিমন্ত্রী) তাদের দাবির প্রতি সম্মান রেখে তাদের কাছে এক মাস সময় চেয়েছিলেন। তারা মেনেও নিয়েছিল। তখন তাদের কাছে ধর্মঘটের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা বলেছিলেন, এখনো তো সময় আছে। আমরা পজেটিভলি (ইতিবাচক) একটা সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু এখন দেখছি তারা পজিটিভ নেই। আধা ঘণ্টা আগেও পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রতন (মিজানুর রহমান) সাহেবের সঙ্গে কথা হলো। তিনি আমাকে জানালেন আমরা ধর্মঘটে আছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি যত দূর জানি খুলনাসহ নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় তাদের প্রভাব রয়েছে। বাকি ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট এলাকায় অন্য পক্ষের প্রভাব রয়েছে, যারা ধর্মঘট ডাকেনি। দেখা যাক কী হয়। আমি চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানিয়েছি। এখানে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আছেন। তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ॥

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বিবেচনায় ও নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের কথা চিন্তা করে ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ দাবিতে সমাবেশের আয়োজন করে সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন। এরপর নিম্নতম মজুরি বোর্ডে স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি বহুবিধ যুক্তি ও ন্যায্যতা বিবেচনায় নিয়ে শ্রম আইন মোতাবেক প্রতি ৫ বছর অন্তর নিম্নতম মজুরি হার বৃদ্ধির সুপারিশ ও বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। যার প্রথম ধাপ হিসেবে ইতোমধ্যেই একটি নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়। তিনি বলেন, নিম্নতম মজুরি ঘোষণার পর ৫ বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ, বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ আরও অন্যান্য খরচ বেড়ে আকাশচুম্বী হয়েছে। সে তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। পোশাক রপ্তানিকারক বিভিন্ন প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন বলে দাবি করেন এ শ্রমিক নেতা। তিনি বলেন, সিপিডির গবেষণা অনুযায়ী, চার সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক খরচ ৪৭ হাজার ১৮২ টাকা। জাতিসংঘের গবেষণায়, ৪১ হাজার ৪০০ টাকা। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণায়, দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে উঠতে হলে মাথাপিছু প্রতিদিন ২ ডলার আয় করতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৪ ভাদ্র ১৪৩০
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাভারে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের হেমায়েতপুর এলাকায় বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে কারখানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হেমায়েতপুরের শ্যামপুর এলাকায় অবস্থিত দীপ্ত এ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানার সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দীপ্ত এ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে কারখানায় কর্মবিরতি দিয়ে বিক্ষোভ করেছে প্রতিষ্ঠানটির সহস্রাধিক শ্রমিক।

ভুক্তভোগী শ্রমিকদের অভিযোগ, গত তিন-চার দিন আগে কারখানা কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দেখিয়ে গত আগস্ট মাসের বেতন আগামী ১৮ তারিখে পরিশোধের ঘোষণা দেয়। এর পর থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ চলে আসছিল। তিনি আরো বলেন, কারখানার কিছু কর্মীর গত পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে।

শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়ে জানতে কারখানাটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি। আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১ এর পরিদর্শক (ইন্টেলিজেন্স) মো. মামুন বলেন, কারখানাটিতে সব মিলিয়ে প্রায় ৩২০০ কর্মী রয়েছেন। বেতন নিয়ে কারখানাটিতে সমস্যা রয়েছে, কারখানার অভ্যন্তরে বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবত ঝামেলাও চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৪ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Friday 8 Septembar 2023

সৈয়দপুরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

প্রতিনিধি, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে নীলফামারীর সৈয়দপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। গত বুধবার বেলা ১১টায় বাংলাদেশ জয়ভীম ছাত্র-যুব ফেডারেশনের নীলফামারী জেলা শাখার ব্যানারে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে সৈয়দপুর প্রেস ক্লাবের সামনে স্থানীয় পরিচ্ছন্নকর্মী ও হরিজন সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নেন। বিক্ষোভ চলাকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন– জয়ভীম ছাত্র-যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব ডোম, ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রুহুল আলম মাস্টার, সৈয়দপুর হরিজন সংগঠনের নেতা কৃষ্ণ বাঁশফোর প্রমুখ। এ সময় বক্তারা পরিচ্ছন্নকর্মীদের মাসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিসহ ১১ দফা মেনে নিতে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। একই সঙ্গে রংপুরে পরিচ্ছন্নকর্মীদের উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারসহ জড়িতদের বিচারের দাবি জানানো হয়।

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিকদের সমাবেশ

গার্মেন্টি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা ঘোষণা ও শ্রমিক ছাঁটাই-নির্যাতন হামলা-মামলা হয়রানি বন্ধ করে প্রচলিত শ্রম আইন বাস্তবায়নসহ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন দাবিতে সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টি ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা। গতকাল বিকেলে নগরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক এম এ শাহীন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি আবদুল হাই প্রমুখ।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৬ ভাদ্র ১৪৩০
: Sunday 10 September 2023

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নারী শ্রমিকদের সঙ্গতিপূর্ণ মজুরি নির্ধারণে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সমমনা সংগঠনের পক্ষে নারীপক্ষ —সংবাদ

নারী শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে নারী শ্রমিকদের সঙ্গতিপূর্ণ মজুরি নির্ধারণে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গতকাল প্রেসক্লাবের সামনে সমমনা সংগঠনের পক্ষে নারীপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত এক অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, কাজের পরিবেশ, মজুরি, পদোন্নতি ও পেনশন সুবিধাসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে।

তারা বলেন, খুব কমসংখ্যক নারী পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পান এবং একটি বড় সংখ্যক নারী শ্রেণী গৃহ শ্রমিক হিসেবে যুক্ত থাকেন। তাদের মজুরি কম, কর্মপরিবেশ নিম্নমানের, অনিরাপদ এবং অনিশ্চিত। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নারীর ওপর সহিংসতা তার সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থানকে প্রভাবিত করে। সম্পদ, মজুরি ও অন্য অর্থনৈতিক উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না হলে নারীরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

তারা আরও বলেন, বর্তমান বাজারে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকেরা দিশেহারা। ২০১৮-১৯ সালে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণার পর গত কয়েক বছরে বাড়ি ভাড়া, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিলসহ জীবনযাত্রার খরচ এতই বেড়েছে যে, বর্তমান মজুরি দিয়ে পোশাক শ্রমিকের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। উপরন্তু, নারী শ্রমিকেরা তাদের নিজ পরিবার এবং গ্রামের বাড়িসহ উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গত বছর সিপিডি-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, চার সদস্যের পরিবারের মাসিক খাবার খরচ হয় ২১ হাজার টাকার বেশি এবং সার্বিক খরচ ৪৭ হাজার ৭৮১ টাকা। সুতরাং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি, মালিকদের সামর্থ্য এবং কোন রকম সঞ্চয় না রেখে কেবলমাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকার বিবেচনায় শ্রমিকের মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণের বিকল্প নেই।

তাদের দাবিগুলো হলো-

১. অবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম সঙ্গতিপূর্ণ শ্রমের মজুরি ঘোষণা করতে হবে। ৬৫% বেসিক নিশ্চিত করতে হবে। মজুরি নির্ধারণ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ৬০% মহার্ঘভাতা দিতে হবে। ২. সব গ্রেডে জীবনযাত্রার ব্যয়ের. সঙ্গে সংগতি রেখে মজুরি বৃদ্ধির সুযোগ রাখতে হবে। ৩. গ্রেড বৈষম্য দূর করতে মজুরি কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে, বর্তমানে প্রচলিত ৭টি গ্রেডের বদলে ৫টি গ্রেড করতে হবে। ৪. সোয়েটার ও পিস রেটে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের আগে মজুরি নির্ধারণ ও ডাল সিজনে পূর্ণ বেসিক দিতে হবে। সোয়েটারে ৩টি শিফট ও ওভারটাইম নিশ্চিত করতে হবে। ৫. ইপিজেড-ইপিজেডের বাইরে সব কারখানায় সমান হারে মজুরি বৃদ্ধি ও মূল মজুরির ১০% ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে। বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্বমূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাকশিল্পে যেহেতু বেশীর ভাগ নারী কর্মরত রয়েছে, তাই মজুরি বোর্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খাদিজা আক্তার, ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক চায়না রহমান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভা প্রধান তসলিমা আক্তার, নারীপক্ষ সমন্বয়কারীর সদস্য মাহীন সুলতান প্রমুখ।

যুগান্তর
শনিবার ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২৫ ভাদ্র ১৪৩০

সাভারে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন, সাভার

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে সাভার-আশুলিয়ায় পৃথক মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে গার্মেন্টিস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম ও বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। শুক্রবার সকালে আশুলিয়ায় নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের শ্রীপুর ও সাভারের উলাইল এলাকায় এ মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের আয়োজনে সাভারের উলাইল বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কমিটির সভাপতি এমদাদুল ইসলাম এমদাদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গার্মেন্টিস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের কবির খান মনির, রিপন খান, রতন হোসেন মোতালেব, নজরুল ইসলাম।

অন্যদিকে আশুলিয়ার শ্রীপুর এলাকায় আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য আকবর খান, বিজিএসএফ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অরবিন্দু বেপারী বিন্দু।

বণিক বার্তা
রোববার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৩

বরিশালে সাংবাদিক নির্যাতনের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বরিশাল

বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিংয়ের খবর সংগ্রহকালে সাত সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় দুই চিকিৎসকের বহিষ্কার দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন সাংবাদিকরা। বরিশাল সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় নগরীর সদর রোডে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ সময় সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের নামের তালিকা স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ স্থানীয় সব দপ্তরে পাঠানোর ঘোষণা দেন বিএফইউজের কেন্দ্রীয় নেতারা। বরিশাল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মনিরুল আলম স্বপনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ওমর ফারুক, মহাসচিব দীপ আজাদ, কোষাধ্যক্ষ খায়রুজ্জামান কামাল, সহসভাপতি আফরোজা আক্তার পিউ, যুগ্ম মহাসচিব হেদায়েত হোসেন মোল্লা, নির্বাহী সদস্য নূরে জান্নাত সীমা, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এম. মিরাজ হোসাইন, বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি নজরুল বিশ্বাস, হামলার শিকার ফিরোজ মোস্তফা প্রমুখ।

বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক বলেন, 'চিকিৎসকদের মধ্যে দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়েছে। এজন্য চিকিৎসকদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যাওয়ায় তারা বিদেশমুখী হচ্ছে। এ দুর্বৃত্তরাই ছাত্রী র‍্যাগিংয়ের ঘটনা আড়াল করতে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলার পর তদন্ত প্রতিবেদনের নামে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে। আমরা অবিলম্বে বিচার দাবি করে জড়িত চিকিৎসকদের নামের তালিকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাবর পাঠাব। স্থানীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনারসহ সব দপ্তরে পাঠাব। আমরা বলে যেতে চাই, বিএফইউজের সদস্যদের ওপর হামলা করলে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই জড়িতদের অবিলম্বে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হোক। নয়তো কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অধিকার আদায় করা হবে।'

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৩ ভাদ্র ১৪৩০
Dhaka : Thursday 7 September 2023

কলাবাগানের হেনাসহ সব গৃহকর্মী হত্যার বিচার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে গৃহকর্মীদের হত্যার পর আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়া যেন রীতিতে পরিণত হয়েছে। যে দু-একটি ঘটনায় হত্যা মামলা হয়, সেগুলোর আসামিরা গ্রেপ্তারের কিছুদিন পরই জামিনে বেড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। ফলে রাজধানীর কলাবাগানে শিশু গৃহকর্মী হেনা হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহকর্ত্রী গ্রেপ্তার হলেও সুষ্ঠু বিচার নিয়ে আমরা সন্দিহান। তাই হেনাসহ সব গৃহকর্মী হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। পাশাপাশি নির্যাতন কমিয়ে আনতে দেশের গৃহকর্মী পেশাকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। একইসঙ্গে গৃহশ্রমিকদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে।

গতকাল বিকেলে জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন আয়োজিত এক মানববন্ধনে বক্তারা এসব কথা বলেন। গৃহকর্মী হেনা হত্যার বিচারের দাবিতে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আখতার নাহারের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন।

এছাড়া অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা মোস্তফা আলমগীর রতন, সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজমা আক্তার, টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তপন সাহা, আয়োজক সংগঠনের সাবেক সভাপতি আমেনা বেগম প্রমুখ। মানববন্ধন শেষে মিছিল করে গৃহকর্মী হেনা হত্যার বিচার চাওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, টাকার বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করলেও গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না। ২০০৬ সালে শ্রম আইন পাস হলেও আজ পর্যন্ত গৃহশ্রমিকদের ওই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। একটি নীতিমালা করা হলেও সেটির তোয়াক্কা করছে না কেউ। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাসায় গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নির্যাতনের সুষ্ঠু বিচার হলে, গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিলে, যথার্থ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলে এসব ঘটনা কমে যেত। সুতরাং অতিবিলম্বে রাষ্ট্রকে এসব উদ্যোগ নেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।

পাশাপাশি গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুস্বাক্ষর করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

খুলনায় পাটকল শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

ছয় দফা দাবিতে খুলনা-যশোর মহাসড়ক অবরোধ করে কর্মসূচি পালন করেছেন বেসরকারি পাট, সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন। গতকাল রবিবার সকাল সোয়া ১০টা থেকে দুপুর সোয়া ১২টা পর্যন্ত নগরীর ফুলবাড়িগেট (জনতা মার্কেটের সামনে) এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে শ্রমিক নেতারা বলেন, নগরীর বেশ কয়েকটি বেসরকারি পাটকল মালিকপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। এর ফলে শ্রমিকরা আর্থিক সংকটে রয়েছেন। সে কারণে তারা সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি পাট, সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি শেখ আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, আবদুল ওয়াদুদ, সাইফুল্লাহ তারেক, মিহির রঞ্জন, আবদুল কাসেম ও বাবুল শেখসহ সাধারণ শ্রমিকরা।

গোলাম রসুল খান জানান, দাবি আদায়ে এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি, ৭ সেপ্টেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি, ৬ সেপ্টেম্বর মতবিনিময় সভা এবং ৮ সেপ্টেম্বর শ্রমিক সমাবেশ করেন।

শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিগুলো হলো, বন্ধ থাকা বেসরকারি পাটকল চালু, ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী এবং শ্রম অধিদপ্তরের ফরমেট অনুযায়ী হিসাব প্রদান, বকেয়া যাবতীয় মজুরি এককালীন পরিশোধ, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি (জুট সেক্টর) পাঁচ হাজার টাকা বেসিক অনুযায়ী প্রদান, রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং মারা যাওয়া ও ছাঁটাই করা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণসহ মালিককে শাস্তির আওতায় আনা।

সমকাল
রোববার | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গার্মেন্ট কর্মীদের ন্যূনতম মজুরিসহ ৬ দাবিতে সমাবেশ

সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করাসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে নারীপক্ষসহ কয়েকটি নারী ও শ্রম অধিকার সংগঠন। গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'ন্যায্য মজুরির লড়াইয়ে নারী সমাজ' ব্যানারে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচিতে এ দাবি জানানো হয়।

এ সময় বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভানেত্রী তাসলিমা আক্তার বলেন, 'রপ্তানির শীর্ষ খাত পোশাক শিল্পে ৪০ লাখ নারী কাজ করলেও, তারা কম বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে ঝরে পড়ছে। আমরা শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবি জানাচ্ছি।'

সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করে নারীপক্ষের সদস্য রেহানা সামদানী বলেন, '২০১৮ সালে মজুরি ঘোষণার পর গত ৫ বছরে করোনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন . যুদ্ধের প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি-মূল্যস্ফীতি অন্যান্য খাতের পতন হলেও পোশাক খাতের বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাজারে খাতটি সুনাম কুড়ালেও শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরিতে কাজ করেন। ফলে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে পারেন না।'

নারীপক্ষের সদস্য মাহিন সুলতানের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খাদিজা আক্তার, ফেডারেশন অব গার্মেন্ট ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক চায়না রহমান প্রমুখ।

সংগঠনগুলোর ছয় দফার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– গ্রেড বৈষম্য দূরে মজুরি কাঠামো পরিবর্তন, সোয়েটার-পিস রেটে কর্মরতদের কাজের আগে মজুরি নির্ধারণ ও ডাল সিজনে পূর্ণাঙ্গ বেসিক প্রদান, সোয়েটারে তিন শিফট ও ওভারটাইম নিশ্চিত, মজুরি বোর্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

NEW AGE
SEPTEMBER 11, 2023,

Garments Sramik Andolan demands implementation of wage board award

Staff Correspondent

LEADERS of Garments Sramik Andolan for Increasing Wages of Workers on Sunday at a sit-in demanded implementation of the wage board award on time for increasing wages of garment workers.

Leaders of the garment workers' rights bodies held the sit-in in front of the National Press Club where garment labour leader Taslima Akhter chaired.

Labour leader Mantu Ghosh said that the wage board was formed five months agofor revision of wages of garment workers.

He also said that the wage board was scheduled to announce the award within six months of its formation but so far the activities of the board were very slow.

He demanded thatin the next wage board award, the minimum wage of the garment workers should be madeTk 25,000 per month.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৮ ভাদ্র ১৪৩০
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

তিন দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলন

বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানি বিএটির নিকট থেকে ২ হাজার ৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি জরিমানাসহ আদায় নিশ্চিত করা, যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিড়িশিল্প রক্ষার্থে নিম্নস্তরের সিগারেট বন্ধের তিন দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিড়িশ্রমিক ফেডারেশন। সোমবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএটির ২ হাজার ৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব মওকুফের প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান সংগঠনের নেতারা। ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি। এ সময় লিখিত বক্তব্যে তিনি তিন দফা দাবি তুলে ধরেন। বিড়িশ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলু, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, সহসম্পাদক প্রণব দেবনাথ, কার্যকরী সদস্য আনোয়ার হোসেন প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৫ ভাদ্র ১৪৩
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজারের দাবিতে সাভার ও আশুলিয়ায় শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে সাভার ও আশুলিয়ায় পৃথক মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম ও বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল শুক্রবার সকালে আশুলিয়ায় নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের শ্রীপুর ও সাভারের উলাইল এলাকায় এ মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের আয়োজনে সাভারের উলাইল বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সাভার উপজেলা কমিটির সভাপতি এমদাদুল ইসলাম।

অন্যদিকে আশুলিয়ার শ্রীপুর এলাকায় আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য আকবর খান, বিজিএসএফ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অরবিন্দু বেপারী বিন্দু। কর্মসূচি থেকে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা অবর্ণনীয় দুর্দশায় দিন পার করছেন। শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি ২৫ হাজার টাকা করা হলে তা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বর্তমান খাদ্যপণ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমিকের খাদ্য ও পুষ্টিগ্রহণ কমে গেছে। বর্তমান মজুরিতে পাঁচ জনের একটি গার্মেন্টস শ্রমিক পরিবারের মাসের ১৫ দিন চলাই কঠিন। তাই শ্রমিকদের বাঁচার মতো উপযুক্ত মজুরি ২৫ হাজার টাকা পুনর্নির্ধারণের জন্য সরকার ও মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

প্রথম আলো • সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

দ্রুত মজুরি ঘোষণার দাবি শ্রমিকনেতাদের

কালক্ষেপণ বন্ধ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা ও বাস্তবায়নের দাবিতে প্রতিবাদী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন 'মজুরি বৃদ্ধিতে গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীরা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেলা সাড়ে ১১টায় এই অবস্থান কর্মসূচিতে শ্রমিকনেতারা বলেন, নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের পর পাঁচ মাস পার হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী, ছয় মাস মেয়াদের মজুরি বোর্ডে এখনো কোনো মজুরি প্রস্তাবনা দেয়নি শ্রমিক কিংবা মালিকপক্ষ। অথচ উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে অবর্ণনীয় জীবন যাপন করছেন শ্রমিকেরা। সভায় গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভা প্রধান তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন শ্রমিকনেতা মন্টু ঘোষ, রাজু আহমেদ, জহিরুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, শামীম ইমাম প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ
শনিবার ১ আশ্বিন ১৪৩০
Saturday 16 Septembar 2023

আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ

'২৫ হাজার টাকা মজুরি এখন সময়ের দাবি'

প্রতিনিধি, সাভার

পোশাক শ্রমিকের মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, ৬৫ শতাংশ বেসিক ও ১০ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের দাবিতে আশুলিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি।

গতকাল বিকেল ৪টার দিকে সংগঠনের আশুলিয়ার শাখার উদ্যোগে ফ্যান্টাসি কিংডমের শ্রমিকদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। পরে একই এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন, সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে সমাবেশ শেষ হয়।

সমাবেশে গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, "চাল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, ফলমূলের কথা বাদ দেই। শ্রমজীবীর সস্তা আমিষ একটি ডিমের দাম ১৪-১৫ টাকা বলে দেয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বেহাল দশার কথা। ৪ সদস্যের পরিবার দিনে একটি করে ডিম খেতে চাইলেও মাসে দরকার ১ হাজার ৮০০ টাকা। যা তাদের সাধ্যের বাইরে।"

"গত ৫ বছরে দফায় দফায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ৮ হাজার টাকা মজুরিতে তাদের চলা এখন অসম্ভব। একদিকে কম পুষ্টি, অন্যদিকে কারখানায় অধিক পরিশ্রমে তারা বিভিন্ন রোগে-শোকে ভুগছে। এই কঠিন সময়ে মজুরি বোর্ড ৬ মাস মেয়াদের ৫ মাস পার করেও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি, যা খুবই দুঃখজনক", বলেন তিনি।

তাসলিমা আখতার বলেন, "শ্রমিকদের '২৫ হাজার টাকা মজুরি এখন সময়ের দাবি, এর কোনো বিকল্প নেই। সরকারি তথ্যানুযায়ী মালিকদের যে হারে রপ্তানি ও আয় বাড়ছে তাতে শ্রমিকদের ২৫ হাজার টাকা মজুরি দেওয়া তাদের সামর্থ্যের মধ্যেই পড়ে।"

সংগঠনের আশুলিয়া শাখার সভাপতি জিয়াদুল ইসলাম বলেন, "শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল, জীবন বীমা, সন্তানদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, "সরকারি কর্মচারীর সর্বনিম্ন বেতন প্রায় ১৬ হাজার ৯৫০ টাকা, ব্যাংকের সর্বনিম্ন পদ বা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর বেতন ২৪ হাজার টাকা, স-মিলের শ্রমিকের বেতন ১৭ হাজার ৯০০ টাকা, জাহাজ ভাঙা শ্রমিকের বেতন ১৬ হাজার টাকা। রপ্তানির শীর্ষ খাতের কারিগর হয়ে পোশাক শ্রমিকরা কেন ৮ হাজার টাকা পাবে?"

গণসংহতি আন্দোলনের সহ-সমন্বয়ক রোকনুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশ ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে কাপড় রপ্তানিতে চীন-ভিয়েতনামকেও ছাড়িয়েছে। মালিকদের গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি আয় বেড়েছে। মালিকদের আয় বৃদ্ধিকে তখনই সাধুবাদ দেওয়া যাবে যখন শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে মজুরি ২৫ হাজারে উন্নীত হবে।"

মজুরি বোর্ডের মেয়াদকাল ৯ অক্টোবরের মধ্যে নতুন মজুরি ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "শ্রমিকদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে অন্তত ২৫ হাজার টাকা মজুরি নিশ্চিতে সকল শ্রমিক ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে।"

এসময় বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, বিল্লাল শেখ, নুরুল ইসলাম, শামীম হোসেন, হযরত বিল্লাল, নাসিমা আক্তার ও সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ পোশাক শ্রমিকের মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, ৬৫ শতাংশ বেসিক ও ১০ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের দাবিতে আশুলিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি।

কালের কণ্ঠ | সোমবার। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার দাবি নারী পোশাক শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত নারীদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে একাধিক নারী সংগঠন। কর্মসূচি থেকে ছয়টি দাবি তুলে ধরা হয়।

গতকাল সাভার প্রেস ক্লাবের সামনে 'ন্যায্য মজুরির লড়াইয়ে নারী সমাজ' শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচিতে স্থানীয় সমমনা নারী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে নারীপক্ষ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নারীপক্ষের সদস্য রওশন আরা। লিফলেট পাঠ করেন পল্লী ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ অরিত্রি বিনতে আতিকা।

নারীপক্ষের উত্থাপিত ছয়টি দাবি হলো অবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম সংগতিপূর্ণ শ্রমের মজুরি ঘোষণা করতে হবে। ৬৫ শতাংশ বেসিক নিশ্চিত করতে হবে এবং মজুরি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত ৬০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দিতে হবে; সব গ্রেডে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে মজুরি বৃদ্ধির সুযোগ থাকতে হবে; গ্রেডবৈষম্য দূর করতে মজুরিকাঠামো পরিবর্তন করতে হবে এবং বর্তমানে প্রচলিত সাতটি গ্রেডের বদলে পাঁচটি গ্রেড করতে হবে; সোয়েটার ও পিস রেটে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের আগে মজুরি নির্ধারণ ও ডাল সিজনে পূর্ণ বেসিক দিতে হবে, সোয়েটারে তিন শিফট ও ওভারটাইম নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ইপিজেড ও ইপিজেডের বাইরে সব কারখানায় সমান হারে মজুরি বৃদ্ধি ও মূল মজুরির ১০ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে; বাধ্যতামূলক অংশীদারিমূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করতে হবে এবং মজুরি বোর্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সমকাল | রোববার। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বেতন না পেয়ে বিক্ষোভে পোশাক কারখানা কর্মীরা

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নির্ধারিত সময়ে বেতন না পেয়ে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার উপজেলার চন্দ্রা এলাকার নায়াগ্রা টেক্সটাইল লিমিটেডের কারখানায় বিক্ষোভ করেন তারা। বৃহস্পতিবারও তারা আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল।

বিক্ষোভকারীদের ভাষ্য, ওই কারখানায় মাসের ৫ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা। তবে সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখেও আগের মাসের বেতন পাননি। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। মালিকপক্ষ ১৪ সেপ্টেম্বর বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সেদিন তা না পেয়ে বিক্ষোভ করেন। শনিবারও কাজ ছেড়ে তারা আন্দোলন শুরু করেন।

সংবাদ পেয়ে শিল্প পুলিশ ও কালিয়াকৈর থানা পুলিশের সদস্যরা সেখানে যান। শিল্প পুলিশের ওসি নিতাই চন্দ্র সরকার শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে মালিকপক্ষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। তারা ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রমিকদের সব বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেন। পুলিশ বিষয়টি জানালে শ্রমিকরা কর্মস্থল ছেড়ে যান।

কারখানাটির প্রশাসনিক কর্মকর্তা রাশেদ আহমেদ ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রমিকের সব বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে বলেন, এ জন্য সোমবার তারা ছুটি ঘোষণা করেছেন। বেতন দেওয়ার পর মঙ্গলবার থেকে কারখানা চালু হবে।

শিল্প পুলিশের ওসি নিতাই চন্দ্র সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কর্মকর্তাদের আশ্বাসের কথা শ্রমিকদের বলেন। পরে তারা চলে যান।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার, ৩ আশ্বিন ১৪৩০ | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গাজীপুরে বকেয়া বেতন দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। রবিবার সকাল ৮টা থেকে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। গাজীপুর মহানগরীর গাছা এলাকায় টি আর জেড নামক পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থান নেয়।

শ্রমিকরা জানান, গত জুলাই মাসের ১৫ দিনের বেতন বকেয়া রয়েছে। গত আগস্ট মাসের বেতন এখনো দেয়নি। সেপ্টেম্বর মাসও শেষ হয়ে আসছে। গত ঈদের সময় কিছু শ্রমিকের বকেয়া টাকা পাওনা রয়েছে। শনিবার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন না দিলে শ্রমিকরা চলে যান। পরে রবিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

শ্রমিক নেতা আজিজুল ইসলাম জানান, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য শনিবার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু তারা বেতন পরিশোধ করতে পারেনি। তাই রবিবার শ্রমিকরা ফের বিক্ষোভ করেছে।

কালের কণ্ঠ | রবিবার। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ-কারখানা বন্ধ ঘোষণা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রা এলাকায় নায়াগ্রা টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিক মূল ফটক বন্ধ করে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে আগামীকাল সোমবার বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কারখানাটি এক দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিক, পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, এ কারখানায় প্রতি মাসের ৫ তারিখে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এ মাসের অর্ধেক পার হলেও বেতন দেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা বেতন দাবি করলে মালিকপক্ষ টালবাহানা করতে থাকে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ, থানা পুলিশ ওই কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করে। এ বিষয়ে নায়াগ্রা টেক্সটাইলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা রাসেদ আহম্মেদ বলেন, ১৮ তারিখ বেতন দেওয়া হবে। কারখানা এক দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সময়ের আলো | সোমবার। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

● গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর গাছা এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। রোববার সকাল ৮টা থেকে ওই এলাকার টিআরজেড নামক পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ করেছেন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, গত জুলাইয়ের ১৫ দিন এবং আগস্ট মাসের পুরো বেতন বকেয়া রয়েছে। এছাড়া গত ঈদের সময়ের কিছু শ্রমিকের বেতনও বকেয়া রয়েছে। গত শনিবার বকেয়া পরিশোধের কথা থাকলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন না দিলেও শ্রমিকরা চলে যান। পরে রোববার সকাল থেকে বিক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

গাজীপুর টঙ্গী জোনের শিল্প পুলিশের এএসপি মোশারফ হোসেন জানান, শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করেছে।

শ্রমিকরা জানায়, নায়াগ্রা টেক্সটাইলে আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন ৫ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত না দেওয়ায় বিকালের দিকে শ্রমিকরা কারখানার ভেতরেই বিক্ষোভ সমাবেশ করতে থাকে। প্রতিমাসের ৫ তারিখে বেতন পরিশোধ করে কর্তৃপক্ষ। কারখানার তৈরি পোশাক বিদেশি ক্রেতাদের কাছে প্রেরণ করতে দেরি হয়। এতে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন ১০ সেপ্টেম্বর পরিশোধ করার কথা বলে নোটিশ দেন। বৃহস্পতিবার দুপুর গড়িয়ে গেলেও শ্রমিকদের বেতন না দেওয়ায় কারখানার ভেতরে তারা বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করতে থাকে।

NEW AGE SEPTEMBER 20, 2023,

Tannery workers raise 14 demands including wage board, job security

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

A file photo shows a man checking dyed leather at a tannery at Savar, on the outskirts of Dhaka. — New Age photo

TANNERY Workers Union (TWU), an association of tannery workers, on Tuesday urged the authorities concerned to fulfil their 14-point demand, including ensuring job security and social justice and formulation of minimum wage board for them.

TWU president Abul Kalam Azad raised the demands at a coordination meeting organised by the Tannery Workers Union and Solidarity Center at a city hotel.

The tannery industry's stakeholders took part in it.

'The other demands include actual implementation of applicable national laws and regulations maintaining international standards, establishment of legal and social justice through the practice of industrial democracy, skills-based human resource management, ensuring a neat, hygienic and safe work environment, implementation of labour welfare facilities and strengthening of non-discrimination mechanism at workplace,' he told the meeting.

Labour experts, representatives of the labour ministry, Directorate of Factory and Establishment Inspection, Bangladesh Tanners Association, Labor Court Bar Association, representatives of Bangladesh Labour Rights Journalists Forum (BLRJF), Asia Foundation, GIZ Bangladesh, Solider Swiss Bangladesh, Oshi Foundation and Bangladesh Institute of Labor Studies were present there.

TWU general secretary Abdul Malek said, 'To achieve sustainable development goals (SDGs) by 2030 with the target of $10 billion export income from the leather industry, the second largest export-earning industry, owners and tannery workers must work together.'

The labour union leaders requested the authorities concerned to set-up a 50-bed hospital for tannery workers and others concerned, ensure social compliance including full implementation of maternity welfare facilities, full implementation of waste management and CETP to build an eco-friendly and modern leather city, and move towards achieving the Leather Working Group (LWG) certificate.

They called for implementing a wage board for the tannery workers by 2024 in line with the minimum wage structure announced by the government in every factory and stop terminating the skilled and experienced workers in the interest of the leather industry.

Bangladesh leather industry is ranked second in terms of export earnings, where over five lakh workers work in about 206 tanneries countrywide.

Because of its high value addition, huge growth and employment opportunities, leather sector has already been declared a top priority sector.

Bangladesh accounts for 3 per cent share in the global leather and products market.

The GDP growth at over 5 per cent over the last decade shows the strength of

Tannery

Continued from B1

the economy and its resilience, according to an official report.

In the coordination meeting of the stakeholders, labour and employment ministry joint secretary Mosammat Hajera Khatun and Trade Union Kendra general secretary Wajedul Islam Khan were present as special guests.

Among others, Solidarity Center Bangladesh deputy country programme director Monica Hartsell, Solidarity Center program country director AKM Nasim, Bangladesh Labour Rights Journalists Forum president (BLRJF) Kazi Abdul Hannan and BLRJF general secretary Ataur Rahman also spoke on the occasion.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতন দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে নোমান গ্রুপের দুটি কারখানার শ্রমিকরা। শ্রমিক আন্দোলনে মহাসড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়লে কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মহাসড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। গত রবিবার রাত ১০টায় শ্রীপুর পৌরসভার বেড়াইদেরচালার এলাকার নোমান গ্রুপের ইয়াসমিন স্পিনিং মিল ও রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার মুলাইদ এলাকার নোমান গ্রুপের তালহা স্পিনিং মিলের শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এ সময় শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানান। ইয়াসমিন স্পিনিং মিলের শ্রমিক উজ্জ্বল ও জাহাঙ্গীর বলেন, প্রতি মাসের বেতন পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। আগস্ট মাসের বেতন সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখ হলেও এখনো পরিশোধ করছে না কারখানা কর্তৃপক্ষ। বেতন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের কথাও বলছে না। আমরা একাধিকবার তাদের কাছে গিয়েও বেতন পরিশোধে কোনো ধরনের আশ্বাস না পেয়ে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছি। বেতন না পেয়ে আমরা ঘরভাড়া, দোকান পরিশোধ করতে পারছি না। একই অভিযোগ করেন নোমান গ্রুপের তালহা স্পিনিং মিলের শ্রমিকরাও। কারখানার শ্রমিক সোহেল ও মাহতাব বলেন, আমাদের আগস্ট মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেননি। আমাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনাও করেননি। এ বিষয়ে কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তারা গণমাধ্যমে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। গাজীপুর শিল্প পুলিশের শ্রীপুর জোনের সহকারী পুলিশ সুপার আ স ম আবদুর নুর বলেন, খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে চলে যায়। এতে মহাসড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে কারখানার মালিক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বেতন পরিশোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ৪ আশ্বিন ১৪৩০
: Tuesday 19 September 2023

গ্র্যাচুইটির টাকা আদায়ের দাবিতে শ্রমিকদের আমরণ অনশন প্রস্তুতি

প্রতিনিধি, দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর)

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীরা গ্র্যাচুইটির পাওনা টাকা আদায়ের দাবিতে লাগাতার আমরণ অনশন করার প্রস্তুতি সভা করেছেন। গত রেআববার সকাল ১১টায় শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন মাঠে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত বয়লার ফোরম্যান আনোয়ার হোসেন খাঁন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএসএফ আইসির জিএম (সম্প্রসারণ) আমজাদ হোসেন কবির এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল হক রায়হান। সভাটি সঞ্চালন করেন চিনি কলের অবসরপ্রাপ্ত ওয়ার্কশপ ফোরম্যান গোলাম মোস্তফা। সভায় বক্তারা বলেন, সরকারের ট্রেডগ্যাপ ও ভর্তুকি বাবদ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার পাওনা রয়েছে ৭৩৮৮.৮৩ কোটি টাকা। ১৫টি চিনি কলের ৪ হাজার ৩৬০ জন শ্রমিক, কর্মচারি ও কর্মকর্তার সর্বমোট পাওনা রয়েছে ৪৩০ কোটি টাকা। সরকার এই টাকা প্রদান করলে অবসরে যাওয়া শ্রমিক কর্মকর্তাদের মানবিক সমস্যার সমাধান হবে। এই পাওনা আদায়ে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার আমরণ অনশন কর্মসূচী শুরু হবে।

NEW AGE
SEPTEMBER 20, 2023,

Burimari land port shut for 6 days amid workers' strike

United News of Bangladesh · Lalmonirhat

THE workers' strike at the Burimari land port has brought import-export activities to a halt for the past six days, causing significant disruptions in trade.

The workers insist that payments must be made directly through labor handling contractors or their representatives rather than through intermediaries like 'Sardar'.

The workers argue that unless their demands are met, they will indefinitely cease all goods loading and unloading operations.

A huge traffic jam was created at the Burimari land port with goods-carrying trucks from both India and Bangladesh.

Goods-laden trucks arriving from India are not being unloaded, and congestion has spilled over into the land port yards and highways.

Earlier, on September 12, land port workers clashed with Sardar's group over payment of wages and other issues.

Police used rubber bullets and tear gas to control the situation. Fifteen people, including two journalists, were injured during the incident.

Deputy commissioner Mohammad Ullah formed a 5-member investigation committee on September 16 following the clash.

This committee, led by additional district magistrate Mahbubur Rahman, includes Lalmonirhat senior assistant superintendent of police Farhad Imrul Kayes, Patgram UNO Nurul Islam, Patgram police station officer-in-charge Ferdous Wahid, and Burimari Land Port Authority assistant director (traffic) Gias Uddin.

On September 17, a delegation comprising ten general workers and the president of the C&F Agents Association Sayeduzzaman Sayed held discussions. Despite these talks, the workers rejected the proposal for loading, unloading and wage payment through mediators like Sardar and contractors. Consequently, the meeting concluded without a solution.

Sajjad Hossain, president of the Burimari Land Port unit of Sramik League, said that all workers at the Burimari land port would continue their strike until their demands were met.

Patgram UNO Nurul Islam said that no final decision has been reached yet.

No truck from India entered Bangladesh today due to the ongoing labor unrest, said Abdul Alim, Deputy Commissioner of Customs at Burimari land port.

"District officials and the UNO are actively working to resolve the matter, with hopes that a solution will be reached soon to restore normal operations at the Burimari land port," he said.

This labor unrest is not a recent development. Workers have repeatedly protested against labor intermediaries like Sardars for alleged misconduct, including failing to pay wages, payroll deductions, and not froming labor organization committees through elections.

NEW AGE SEPTEMBER 24, 2023,

Tea garden workers block road in Sylhet for dues

Staff Correspondent · Sylhet

WORKERS of Tarapur tea garden in Sylhet blocked a road for two hours on Saturday demanding payment of their due salaries.

Several hundreds of workers blocked the Goabari road around 11.00 am in front of Jalalabad Ragib-Rabeya medical college hospital to press home their demand.

According to the local people, the agitating workers also protested against leasing out the garden land where three shops were constructing and demanded immediate eviction of the shops.

Being informed, Jalalabad police station and Biman bandar police station forces of Sylhet metropolitan police rushed to the spot and persuaded the agitated workers to withdraw their blockade and resumed the traffic movement, the police said.

Jalalabad police station officer-in-charge Saiful Islam said New Age that the workers and the governing body members of the tea garden would solve the problems through a discussion among themselves supposed to be held in the evening.

Panchayet Committee president of Tarapur tea garden Sanjib Roy told reporters that the tea garden authorities did not complete the payment of their arrear salaries that had been determined by the prime minister in the August last year.

'Besides, they did not pay the regular wages of last two weeks, forcing us to take the street after boycotting work,' he said.

Sanjib alleged that the authorities also leased out a piece of land of the garden for constructing three shops that sparked anger among the workers who demanded immediate eviction of the shops.

He said that the police sat with the tea garden leaders in the afternoon to solve the issues through discussion but they failed to reach in a decision in this regard.

'We will continue our movement to press home the demands. The Pannchayet Committee will sit in a meeting in the evening to determine the next course of action,' Sanjib said in the afternoon.

Being contacted, Tarapur tea garden manager Rinku Chakrabarti told New Age that they were trying to solve the issue through discussion.

'No new shop has been constructed, an existing shop is being expanded. It is being done with proper permission of the authorities to increase earning of the garden,' he claimed.

NEW AGE SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2023,

FAILURE TO CONTROL DENGUE, PRICE HIKES

Hawkers demand resignation of Dhaka mayors

Staff Correspondent

BANGLADESH Bahumukhi Sramajibi Hawkar Samiti, an associate organisation of the Ganosamhati Andolan, on Friday demanded resignations of Dhaka south city mayor Sheikh Fazle Noor Taposh and Dhaka north city mayor Atiqul Islam due to their failure to control the deadly dengue outbreak and prices of essential commodities.

The organisation at a protest rally held in front of the National Press Club also demanded to bring the prices of essentials within the ordinary people's reach.

Addressing the rally as the chief guest, Ganosamhati Andolan chief coordinator Zonayed Saki said that despite the increasing dengue outbreak, no steps had been taken by the government, the health department, or the city corporations to control it.

The government and the city corporations are unwilling to take responsibility for the ordinary people, Saki said, adding that they are busy visiting foreign countries and obstructing leaders and activists of the main opposition Bangladesh Nationalist Party from entering Dhaka to remain in power.

He called for a united movement against the government to establish democratic governance in the country.

Presiding over the rally, Bangladesh Bahumukhi Sramajibi Hawkar Samiti president Bachchu Bhuiyan said that the people of the country were witnessing a kind of development in which the city went under water after just two or three hours of rain and people died from electrocution as live electric wires fell on roads submerged in water.

The two city mayors have no connection with the ordinary people because they have not come to power through voting, he said, adding that the toiling masses need food to survive.

Bangladesh Student Federation's central committee president Moshiur Rahman Khan said that despite a record 875 deaths from dengue so far, the city authorities only found the common people's unawareness to be the cause of the outbreak.

He further said that the government had no right to remain in power as it failed to meet the five basic demands of the people.

Bangladesh Bahumukhi Sramajibi Hawkar Samiti organising secretary Monir Uddin Pappu and its leaders Selimuzzaman and Mahbubul Alam Khan Sentu also spoke, among others.

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানির নির্মাণাধীন রূপসা ৮শ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্টের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল দিনব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে সময়ের আলো

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানি বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

◈ খুলনা ব্যুরো

তিন মাসের বকেয়া বেতন ও শুক্রবারে আধা বেলা ছুটিসহ ৩ দফা দাবিতে খুলনায় নির্মাণাধীন রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্টের শ্রমিকরা গতকাল সকাল-সন্ধ্যা কর্মবিরতি পালনসহ দিনভর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে এস টি এস করপোরেশন, এম আর ট্রেডার্স, সুমন এন্টারপ্রাইজ, সুইটি এন্টারপ্রাইজ, জাবির ট্রেডার্স, গুলজার ট্রেডার্স ম্যান পাওয়ার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া এসব অস্থায়ী শ্রমিকের তিন মাসের বেতন আটকিয়ে রেখেছে চায়না প্রতিষ্ঠান হাইপ্যাক।

চায়নারা বেতন ছাড় না দেওয়ায় শ্রমিকরা এ আন্দোলনে নামে।

এ সময় শ্রমিকরা সাপ্তাহিক আধা বেলা ছুটি, প্রত্যেক মাসের বেতন ৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ এবং হাজিরার সঙ্গে ১০০ টাকা বৃদ্ধির দাবি জানান।

এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদাররা জানান, চায়না প্রতিষ্ঠান হাইপ্যাক তিন মাসের বেতনের টাকা না দেওয়া ও বারবার ওয়াদা দিয়ে শ্রমিকদের টাকা না দেওয়ায় তারা আন্দোলনে নেমেছেন।

শ্রমিক সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার মাসুমা আক্তার রানী বলেন, চায়না প্রতিষ্ঠান হাইপ্যাক আমাদের টাকা না দিলে আমরা শ্রমিকদের টাকা দিতে পারছি না।

এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে সামান্য ডাল-ভাত খেটে খাওয়া মানুষের কপালে জুটছে না। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি, তার সঙ্গে তিন মাসের বেতন না পেয়ে শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ।

এ সময় শ্রমিকরা জানান, চায়না প্রতিষ্ঠান হাইপ্যাকের দোভাষী নিরব এসব নিরীহ শ্রমিকদের ওপর বিভিন্ন সময় উত্তপ্ত ও তাদের ওপরে অত্যাচার চালান।

মহিদুল ইসলাম নামে এক শ্রমিক বলেন, এই চায়না প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যা বেতন পেতাম সেটা দিয়েই সংসার চলত।

এর মধ্যে তিন মাস ধরে বেতন না দেওয়ায় পরিবারের মুখে একটু খাবার দেওয়ার ক্ষমতা হচ্ছে না, তাই আমাদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকছে না।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের এক্সেন মো. হাসান বলেন, এসব বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে পারব না। আপনারা পিডির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার কাছে মোবাইল নম্বর চাইলে তিনি দিতে অস্বীকার করেন।

এ বিষয়ে খালিশপুর থানার ওসি শেখ মুনীর উল গীয়াস জানান, সকালে শ্রমিকদের আন্দোলনের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গার্মেন্টি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অক্টোবরের মধ্যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা না করা হলে পরের মাসে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা এবং সোয়েটার, জ্যাকার্ডসহ সব গ্রেডে একই হারে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে সংগঠনটির নেতারা এই ঘোষণা দেন।

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ বলেন, 'পোশাক রপ্তানিতে আমরা যদি শীর্ষে থাকতে পারি, তাহলে মজুরি প্রদানে আমরা কেন সবার তলায় অবস্থান করছি? উৎপাদন ব্যয় বাড়লে যদি মূল্য সমন্বয় করা হয়, তাহলে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান শক্তি শ্রমিকের মজুরি কেন বাড়বে না? আগামী অক্টোবরের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে। নতুবা সর্বাত্মক ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবি আদায় করে নেওয়া হবে।'

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৪ আশ্বিন ১৪৩০

শ্রমিক অসন্তোষে অচল বুড়িমারী স্থলবন্দর

মিজানুর রহমান দুলাল, *লালমনিরহাট*

ডলার সংকটসহ নানা কারণে লালমনিরহাটের পাটগ্রামে অবস্থিত বুড়িমারী স্থলবন্দরে এমনিতে রাজস্ব আয় কমে এসেছে। সেখানে আবার শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ধর্মঘটের পাশাপাশি সংঘর্ষের ঘটনায় অচল হয়ে পড়েছে স্থলবন্দরটি। সাত দিন ধরে লোড-আনলোড বন্ধ থাকায় সোমবার বিকাল থেকে পণ্যবাহী ট্রাক রেখেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন ভারতীয় চালকরা। স্থলবন্দরের শেড, মাঠ ও সড়কজুড়ে শত শত পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এতে ব্যবসায়ীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনি স্থলবন্দরে রাজস্ব আদায় উদ্বেগজনক হারে কমছে। এমন পরিস্থিতিতে আজ নৌ-পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী স্থলবন্দর পরিদর্শনে আসবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) গিয়াস উদ্দিন।

৭ দিন লোড-আনলোড বন্ধ

ট্রাক রেখে দেশে ফিরে যাচ্ছেন ভারতীয় চালকরা

এদিকে, বুড়িমারীতে চলমান শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টি নিরসনে জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটি রোববার শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। কিন্তু কোনো সুরহা ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়েছে। এতে সোমবারও লোড-আনলোডে যোগ দেননি শ্রমিকরা। একাধিক স্থানে লোড-আনলোড শ্রমিকরা বসে বসে সময় পার করছেন। তাদের মতে, শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী মজুরির টাকা সরদারদের মাধ্যমে দিলে তারা তা মেনে নেবেন না। মজুরির টাকা সরাসরি লেবার হ্যান্ডেলিং ঠিকাদার বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থলবন্দরে পণ্য লোড-আনলোড কাজ বন্ধ থাকবে। তবে সমস্যা নিরসনে এক বৈঠকে সরদারপক্ষ, ঠিকাদার ও শ্রমিকপক্ষের মাধ্যমে লোড-আনলোড, মজুরি পরিশোধের কাজ করার প্রস্তাব করা হলে শ্রমিকরা সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এতে কোনো প্রকার সুরাহা ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়।

ভারতীয় ট্রাকচালক রবিন যুগান্তরকে বলেন, প্রায় ৭-৮ দিন আমরা স্থলবন্দরে আছি। কিন্তু এখানে লেবারদের (শ্রমিকদের) যে সমস্যা আছে, সে সমস্যা বাংলাদেশ মেটাতে পারছে না। তাই আমরা চলে যাচ্ছি।

বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) গিয়াস উদ্দিন বলেন, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে আমদানি-রপ্তানিতে বিঘ্ন ঘটায় রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হচ্ছে। নৌ-পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বুড়িমারী স্থলবন্দর পরিদর্শনকালে শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, পণ্যবাহী গাড়ি লোড-আনলোডে শ্রমিকদের রাজি করাতে আমরা চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সিলেটে আন্দোলনে তারাপুর বাগানের চা শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

বকেয়া বেতন ও বাগানের জায়গা থেকে দোকানকোঠা উচ্ছেদের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিলেটের তারাপুর চা বাগানের শ্রমিকরা। গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চা শ্রমিকরা তারাপুর চা বাগান সংলগ্ন গোয়াবাড়ি সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। চা শ্রমিকরা জানান, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বেতনের বকেয়া পুরো টাকা তারা পাননি। এ ছাড়া গত দুই সপ্তাহের বেতনও বাকি। বেতন প্রদানের দাবি জানালে বাগানের ম্যানেজার তাদের হুমকি-ধমকি দেন। তারা আরও বলেন, তারাপুর চা বাগানের কিছু জায়গায় অবৈধভাবে ৩টি দোকানকোঠা নির্মাণ করেছেন ম্যানেজার। সেগুলো শিগগিরই উচ্ছেদ করতে হবে। এ দুই দাবিতে তারাপুর বাগানের শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার থেকে কাজে যাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। তারাপুর বাগানের ব্যবস্থাপক রিংকু চক্রবর্তী জানান, শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার থেকে কাজ বন্ধ রেখেছেন। সে জন্য তাদের বেতন দেওয়া হয়নি। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে। দোকান নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, নতুন করে কোনো দোকান নির্মাণ হয়নি, আগে থেকে চালু একটি দোকান সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বাগানের আয়ের লক্ষ্যেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তা করা হচ্ছে।

সংবাদ
শনিবার ১৫ আশ্বিন ১৪৩০
Saturday 30 September 2023

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের মানববন্ধন

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বকেয়া বেতনের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মিরপুরে অবস্থিত একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বেলা ১১টার সময় মিরপুর ১ দারুস সালাম ১ম কলোনি ফ্যাক্টরির সামনে মা ফ্যাশনের শ্রমিকদের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সহযোগিতায় এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খুশবু আহমেদ রানা। কর্মসূচিটি পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আলী ।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে নেতারা বলেন, 'শ্রমিকরা মালিক পক্ষের কাছে গত ৩ মাসের বেতন বকেয়া থাকা অবস্থায় গত মাসে বিনা নোটিশে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কারখানা স্থানান্তরিত করে। শ্রমিকদের ৩ মাসের বেতন বকেয়া থাকায় দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে শ্রমিকদের জীবন। অনেকে না খেয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অনেক শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া বকেয়া থাকায় বাড়ি মালিক শ্রমিকদের বাসা ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে, যাতে করে শ্রমিকরা অনেক কষ্টে দিনযাপন করছে।'

তারা আরও বলেন, "উক্ত ব্যাপারে শ্রমিকরা গত ১৯-০৯-২০২৩ ইং কল-কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত এর কোন সুষ্ঠু সমাধান দেয়নি। অন্যদিকে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের এবং উক্ত এলাকার ইন্সপেক্টরের সমালোচনা করে বলেন, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর দায়িত্ব হচ্ছে কোন কারখানায় অনিয়ম থাকলে সেই কারখানার অনিয়মকে নিয়মের মধ্যে আনা।

কোন কারখানা অনিরাপদ থাকলে সেই কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু আজকে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর অবহেলার কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো কিছু ছোট ছোট পোশাক কারখানা গড়ে তুলে মালিকরা নিজেদের মুনাফা করে শ্রমিকদের পাওনাদী বকেয়া রেখে কারখানা স্থানান্তরসহ অনেক মালিক পালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার।'

কর্মসূচি থেকে নেতারা আগামী রোববারের মধ্যে উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু সমাধান না দিলে শ্রমিকরা কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহা-পরিদর্শকের কার্যালয় ঘেরাও দেয়ার ঘোষণা দেন এবং কর্মসূচি শেষে একটি মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

NEW AGE SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023,

Increase in wages of garment workers demanded

Staff Correspondent

GARMENT labour leaders on Friday demanded an increase in wages of garment workers.

They at a protest rally in Dhaka warned that garment workers rights bodies would wage tougher movements if the wages of garment workers were not increased by October.

The Garment Workers' Trade Union Centre organised the protest rally in front of the National Press Club.

The president of the organisation, Mantu Ghosh, chaired the rally.

Adviser to the organisation and veteran labour leader Manzurul Ahsan Khan said that the Awami League government was trying to stop movements of the opposition parties unleashing repression on the parties.

He called on the government to meet the demands of the working class people, especially an increase in wages of garment workers immediately.

He said that the government would face tougher movements if it failed to meet the demands.

Labour leader Mantu Ghosh demanded implementation of the next wage board for the garment workers by October and announcing minimum wage for the garment workers Tk 25,000 per month.

The government must meet the demands, or else the garment labour rights bodies would announce tougher movement programmes to compel the government and the garment factory owners to increase wages of the workers, Mantu Ghosh warned.

Another adviser to the organisation Abdulla Kafee Ratan said that garment workers were suffering much to run their families with the poor wages they got.

General secretary of the organisation Sadequr Rahman Shamim, vice-president Joly Talukder, central leaders Ziaul Kabir Khokan, Aklima Akter Doly and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded different city roads.

প্রথম আলো • শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩,

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকের নিম্নতম মাসিক মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। দাবি আদায়ে গতকাল বিকেলে প্রেসক্লাবের সমানে সমাবেশের পর মিছিল করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। ছবি : সংগৃহীত

WEDNESDAY SEPTEMBER 13, 2023
BHADRA 29, 1430 BS
The Daily Star

Rights situation for tea workers unsatisfactory

Says BILS and Oxfam study

STAFF CORRESPONDENT

The actual rights situation of tea workers in Bangladesh is unsatisfactory compared to the existing legal standards for tea workers as a whole, according to a study.

"The employment opportunities in tea gardens are very limited, and there is no job security for workers. Only 15 percent of tea workers are permanent employees, while 5 percent work temporarily," it said.

The study, "Rights of Women Workers Engaged in the Tea Sector and the Prevailing Status of Decent Work," conducted by Bangladesh Institute of Labour Studies with the support of Oxfam in Bangladesh (BILS), was unveiled yesterday at the capital's Dhaka Reporters Unity.

It was conceptualised with the aim of improving the tea workers' quality of life, implementing decent wages in tea gardens, and improving the skills of tea workers.

Over 17 percent of women workers do not have an appointment letter, while 87 percent do not have any identity cards. Additionally, 10 percent of women workers do not know what an identity card is, the study read.

Over 17 percent of women workers do not have appointment letters.

All of the study participants said they do not have a service book in the tea garden, and 41 percent of workers said they work 1-2 hours of overtime for extra income.

Speakers at the event said there is no sexual harassment prevention committee for women workers, even though more than 50 percent of the workers are female. They alleged that the land rights for tea garden workers are also not clear.

According to speakers, the

Rights

FROM PAGE 5

government has taken tea garden land to cultivate tea, but it has been found that other crops are also cultivated there. Apart from this, they said proper efforts have not been made to send the children of tea workers to school.

Presided over by BILS Vice Chairman Md Mojibur Rahman Bhuiyan, BILS Advisory Council Member Kamrul Ahsan; Socialist Sramik Front General Secretary Ahsan Habib Bulbul; Bangladesh Tea Workers Union Finance Secretary Paresh Kalindi and Oxfam in Bangladesh's Feminist Leadership and Partnership Specialist Shahjadi Begum were present at the event.

বুধবার। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩। ২৯ ভাদ্র ১৪৩০ **সময়ের আলো** ৭

বিলসের গবেষণা প্রতিবেদন

চা বাগানের ৯৭ ভাগ নারী শ্রমিকের নিয়োগপত্রই নেই

- পরিচয়পত্র নেই ৮৭ শতাংশ শ্রমিকের
- ১০০ ভাগ শ্রমিকের কোনো সার্ভিস বুক নেই
- ৪৯ ভাগ শ্রমিক অতিরিক্ত আয়ের জন্য ১ থেকে ২ ঘণ্টা ওভারটাইম করেন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উদ্যোগে চা খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের অধিকার ও শোভন কাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি বিষয়ে গবেষণা প্রতিবেদনে শ্রমিক বঞ্চনার ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকের ৯৭ শতাংশেরই কোনো নিয়োগপত্র নেই। শুধু তা-ই নয়, শতকরা ৮৭ ভাগ শ্রমিকের কোনো পরিচয়পত্র নেই। তারা মজুরিও পান অনেক কম। যা দিয়ে তাদের সংসার চলে না।

'চা খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের অধিকার ও শোভন কাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি' শীর্ষক গবেষণার এ ফলাফল গতকাল রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, সামগ্রিকভাবে চা শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান আইনি মানদণ্ডের তুলনায় প্রকৃত শ্রমিক অধিকার পরিস্থিতি অসন্তোষজনক, চা বাগানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত এবং চাকরির নিরাপত্তা সুরক্ষিত নয়, চা শ্রমিকদের ৯৫ ভাগ স্থায়ী এবং পাঁচ ভাগ অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে, শতকরা ৯৭ ভাগ নারী শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র নেই, শতকরা ১০ ভাগ নারী শ্রমিক পরিচয়পত্র কি তা জানেন না, শতকরা ১০০ ভাগ শ্রমিক বলেছেন চা বাগানে তাদের কোনো সার্ভিস বুক নেই, শতকরা ৪৯ ভাগ শ্রমিক বলেছেন অতিরিক্ত আয়ের জন্য তারা ১ থেকে ২ ঘণ্টা ওভারটাইম করেন।

চা শ্রমগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা বাগানে শোভন মজুরি বাস্তবায়ন এবং চা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্সফ্যামের সহায়তায় বিলস পরিচালিত 'বাংলাদেশে চা শিল্পে নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি এই গবেষণা সম্পন্ন হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের নারী চা শ্রমিকদের সামগ্রিক অধিকার পরিস্থিতি চিহ্নিত করা, চা বাগানে নারী শ্রমিকদের শোভন কাজ পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, ভ্যালি এবং পঞ্চায়েত কমিটির ইউনিয়ন নেতাদের জ্ঞান ও দক্ষতা মূল্যায়ন এবং নারী চা বাগান শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ।

বিলস ভাইস চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান ভূঁঞার সভাপতিত্বে এবং বিলস উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল সঞ্চালনা করেন।

বক্তারা বলেন, যেখানে ৫০ ভাগের বেশি নারী শ্রমিক, সেখানে নারী শ্রমিকদের জন্য কোনো যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি নেই। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ভূমি অধিকারের বিষয়টিও পরিষ্কার নয়। সরকার চা বাগানের জমি দিয়েছে চা চাষ করতে; কিন্তু দেখা গেছে, সেখানে অন্য ফসলও চাষ করা হয়। এ ছাড়া চা শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর যথাযথ উদ্যোগও লক্ষ করা যায় না।

DHAKA TUESDAY SEPTEMBER 12, 2023
BHADRA 28, 1430 BS
The Daily Star

ANTI-HARASSMENT COMMITTEES IN RMG SECTOR

It's not working properly: study

STAFF CORRESPONDENT

Anti-harassment committees (AHC) in the garment industry do not submit their annual reports to the government. This limits their transparency and accountability regarding gender-based violence experienced by workers, says a report by the Bangladesh Institute of Labour Studies.

The study, titled "Effectiveness of Role Played by Complaint Committee to Protect Sexual Harassment at Workplace" was unveiled during a seminar on the capital's Topkhana Road yesterday.

Gender Platform Bangladesh organised the event with support from Mondiaal FNV under the STITCH Programme.

According to the study, members of anti-harassment committees are not adequately trained to investigate such offences, and they are unaware of the reporting mechanisms to the government authorities.

Moreover, there is very limited data available on the number of cases reported and resolved by the AHC.

Despite the existence of AHC, factory management often handles sexual harassment issues. Additionally, many factories have established anti-harassment committees without meeting the necessary legal requirements, merely as a response to demands from their buyers.

Consequently, there is no clear distinction between the committees' activities and those of factory management, as stated in the report.

Workers are often unaware of the functions of these committees and whom to contact with their complaints regarding sexual

SEE PAGE 4 COL 4

It's not working

FROM PAGE 3

harassment, said Salma Ali, president of the Bangladesh National Women Lawyers' Association.

Md Towfiqul Arif, additional secretary of the labour ministry, noted that incidents of sexual harassment have led to a decrease in the number of female workers in garment factories.

Shamsun Nahar, a standing committee member on the labour ministry, emphasised the importance of ensuring safe workplaces for female workers to enhance production. She also suggested involving representatives of trade unions in these actions to achieve more progressive outcomes.

Shammin Sultana, a gender specialist from the ILO; Nazma Akter of the Awaj Foundation; and Amirul Haque Amin of the IndustriALL Bangladesh Council also spoke.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৮ ভাদ্র ১৪৩
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

‘বিলস’ এর সেমিনারে বক্তারা গার্মেন্টস শিল্পে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি কার্যকর ভাবে গঠন করা হয় না

ইত্তেফাক রিপোর্ট

তৈরি পোশাক খাতের কারখানাসমূহে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি কার্যকরভাবে গঠিত হয় না বলে এক গবেষণায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অধিকাংশ কারখানায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির সুনির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা নেই। কমিটিতে যেসব সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেখানে সাধারণত মালিকপক্ষের পছন্দই গুরুত্ব পায়। এ ছাড়া এই কমিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমও নেই। তবে, কিছু কিছু কারখানায় কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গবেষণায় কমিটি পরিচালনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করা করা, শ্রমবিধিতে বিতর্কিত অংশগুলো বাতিল করা, কমিটির সদস্যদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কমিটির সদস্য সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হয়।

গতকাল সোমবার রাজধানীর তোপখানা রোডের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় জেন্ডার প্ল্যাটফরম বাংলাদেশ-এর পক্ষে বিলস কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান। বিলস উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শামসুন্নাহার ভূঁইয়া এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ ও বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালমা আলী। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আমীরুল হক আমিন, জি-স্কপের যুগ্ম-সমন্বয়কারী নঈমুল আহসান জুয়েলসহ আরো অনেকে।

ফাইল ডকুমেন্ট

ক্রমিক নং	শিরোনাম	তারিখ	ফাইল নাম
০১	Climate Change and women's deteriorating mental health	The Daily Star 02 September 2023	Climate Change
০২	Child labour and climate Change	04 September 2023 newage	Child labour
০৩	পোশাক ছাড়া কোন খাত দাঁড়াতে পারছে না	সমকাল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩	RMG
০৪	আগস্টে রপ্তানি বাড়লেও প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি	দেশরূপান্তর ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩	RMG
০৫	Change attitude towards lending to SMEs	The Daily Star 02 September 2023	SMEs
০৬	Ship-breaking industry in dire straits due to 'red' Category	The Financial Express 8 September 2023	Ship-breaking
০৭	Green development agenda for the upcoming G20 Summits	The Financial Express 8 September 2023	Green Economy
০৮	Syndicates and the State: Mutually dependent?	The Financial Express 8 September 2023	Green Economy
০৯	The five global economic shifts happening now	The Financial Express 8 September 2023	Green Economy
১০	Economic growth without jobs	The Financial Express 12 September 2023	Economy
১১	Bangladesh's average import tariffs higher than in most countries	The Daily Star 12 September 2023	RMG

১২	How empowered are women in Bangladesh?	The Daily Star 23 September 2023	Women
১৩	Ship-breakers, re-rolling mills at loggerheads over price hike of scrap	The Daily Star 19 September 2023	Ship-breaking
১৪	পাট এখন কৃষকের গলার ফাঁস	বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩	পাট
১৫	চ্যালেঞ্জ থাকলেও ইউরোপের বাচাওে অনেক সম্ভাবনা	সমকাল ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩	RMG
১৬	বিলিয়ন ডলার ক্লাবে এখন আট শিল্প গ্রুপ	প্রথম আলো ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩	Industry
১৭	অভিবাসী শ্রমিকের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের সুযোগঃ আমাদেও করণীয়	প্রথম আলো ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩	Migrant
১৮	বন্ধ ঘোষিত রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো দ্রুত চালুর ব্যাবস্থা করা হোক	বণিক বার্তা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩	Child Labour
১৯	Owners win, workers lose	**24** August 2023 The Daily Star	পাট
২০	অসহায় নারীদের স্বপ্ন পূরণ করছে বসুন্দরা গ্রুপ	কালের কণ্ঠ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	Women